আল্লামা জলীল আহসান নদভী

দৈনন্দিন জীবনে জরুরী হাদীসের সংকলন

যাদে রাহ

পথের সম্বল

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয়
গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের শ্রেষ্ঠ সংকলন

যাদে রাহ্

[পথের সম্বল]

মূল : আল্লামা জলীল আহসান নদভী
অনুবাদ : (মাওলানা) আবদুল হক
সম্পাদনা : আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.bjilibrary.com

যাদেরাহ্ [পথের সম্বল]

মূল: আল্লামা জলীল আহসান নদভী

সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশক: প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড়মগবাজার ঢাকা-১২১৭

ফোন: ৮৩২১৭৫৮

মোবাইল: ০১৭১৭৪৩১৩৬০।

পঞ্চম মুদ্রণ : জুলাই ২০১২

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৫

প্রচ্ছদ: প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ: প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস।

মূল্য: ২৩০.০০ টাকা।

ISBN-984-581-249-X

www.bjilibrary.com

সম্পাদকের নিবেদন

মানুষের জন্মই হয় আখেরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশের জন্য। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় তার সেই অজানা গন্তব্যে পথচলা। পথে আছে অনেক চড়াই-উৎরাই। অনেক বাঁধা ও বিপদ। যাঁদের হাতে থাকে পথ চলার সম্বল তাঁরা সেইসব বাঁধা মাড়িয়ে পৌঁছে যায় নিজ গন্তব্যে। আখেরাতের সাফল্য ভুলিয়ে দেয় তাদের দুনিয়ার জীবনের সব দুঃখ কষ্ট।

মানুষ প্রতি মুহূর্তে সেই অদেখা গন্তব্যে ছুটে চলেছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মানুষকে বিরামহীনভাবে ছুটতে হচ্ছে সে পথে। কেউ সে কথা মনে রাখে. কেউ রাখে না। যারা গন্তব্যের কথা স্মরণে রেখে পথ চলার সম্বল সঙ্গে নিয়ে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে পারে সাফল্য কেবল তাদেরই পদচুম্বন করে।

দুনিয়ার মানুষের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন– মানুষের জন্য আমি দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি– যারা এ দুটো আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে তারা কোনদিন বিপথগামী হবে না। সবাই জানেন. সেই জিনিস দুটো হচ্ছে আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নাহ।

মাওলানা জলীল আহসান নদভী এ উপমহাদেশের একজন মশহুর আলেমে দ্বীন ও মুহাদ্দিস। হাদীস শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্বের জন্যই তিনি সমধিক পরিচিত ও খ্যাতিমান। তিনি মহানবীর অসংখ্য হাদীস মন্থন করে জীবন চলার পথে অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের একটি মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেছেন। সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের এ গ্রন্থটি মুসলমানদের জীবন চলার পথকে সহজ সাবলীল করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই আমরা মনে করি। আমাদের যাঁদের হাদীসের বিশাল ভুবনে বিচরণ করার অবকাশ ও সুযোগ কম তাঁদের জন্য এটি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী প্রয়োজন পূরণকারী একটি হাদীসগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। আমাদের জীবন চলার পাথেয় স্বরূপ এ গ্রন্থটি সত্যিকার অর্থেই পাথেয়ের ভূমিকা পালন করুক এই কামনা করি।

-আসাদ বিন হাফিজ।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-১ নিয়তের পবিত্রতা	১৭
◆ আমল কবুল হওয়ার ভিত্তি– নিয়ত	১৭
◆ পরকালে প্রতিদান লাভের ভিত্তি– নিয়ত	১৭
◆ দুনিয়া প্রেমিক আলেমদের পরিণতি	১৮
◆ দুনিয়া লাভের জন্য দ্বীনের ইলম শিক্ষা করা	১৮
◆ কুরআনের ইলম ও নিয়তের এখলাস	১৯
◆ রিয়াকারীদের জঘন্য পরিণাম	২০
◆ নামাজ পড়ার সঠিক পদ্ধতি	২০
◆ নিয়তে এখলাসের গুরুত্ব	২১
◆ রিয়া একটি শিরক	২১
◆ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অধিকারী কে?	২২
◆ পরকালের কল্যাণের আশায় কাজ করার সুফল	২৩
◆ খালেস নিয়তের জন্য আখেরাতে তার প্রতিদান	২৩
◆ নিয়তের এখলাস এবং আল্লাহর পুরস্কার	২৪
◆ ইখলাসের ফজিলত	২৪
অধ্যায়- ২ ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি	২৫
◆ ঈমান, ইসলাম, ইহসান এবং কিয়ামতের লক্ষণ	২৫
◆ কালেমা তাইয়েবা এবং অন্তরের ইখলাস	২৭
◆ নেক আমলের বরকত	২৮
◆ ঈমানের বৈশিষ্ট	২৮
অধ্যায়- ৩ কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ	২৯
◆ কোরআনের আলোকে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য	২৯
◆ কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক	২৯
◆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত	৩০
◆ সুন্নাত ও বিদয়াতের মধ্যে পার্থক্য	৩০
◆ সুন্নাত অনুসরণের ফজিলত	৩১
অধ্যায়-৪ ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়াদি	৩২
◆ মিসওয়াক করার ফজিলত	৩২
◆ মুসলমানীর কতিপয় নিদর্শন	৩২
◆ আযানের ফজিলত	৩৩
◆ নামাযের ফজিলত	৩৩
◆ পাপের আগুন নিভানোর উপায় নামায	৩৪
◆ মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ফজিলত	৩৪

www.bjilibrary.com

◆ জামায়াতে নামাজ পড়া মুসলমানিত্বের প্রমাণ বহন করে ৩৫
◆ জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য পথের দূরত্ব অতিক্রমের ফজিলত ৩৫
◆ সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ফজর ও এশার নামাযে শরীক হওয়া ৩৬
◆ নামাযে ইমামতি করার যোগ্যতা ও দায়িত্ব ৩৬
◆ নফল নামায ঘরে পড়ার ফযিলত ৩৭
◆ নামায চোরই সবচে জঘন্য চোর ৩৭
◆ ইসলামের বন্ধন শুরু হয় নামায দিয়ে, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ৩৮
◆ যাকাতের গুরুত্ব ৩৮
◆ যাকাত হলো আল্লাহর হক ৩৯
◆ রমযানের রোযা ও তারাবী ৩৯
◆ সেহরী খাওয়ার তাগিদ ৪০
◆ রোযা হলো শরীরের যাকাত ৪০
◆ রোযা হলো ঢালস্বরূপ ৪১
◆ ইফতারের সময় দোয়া পড়ার ফজিলত ৪১
◆ রোযার বৈশিষ্ট ৪২
◆ মুসাফিরের রোযা ৪২
◆ রমযান মাসের রোযার মর্তবা ও ফজিলত ৪৪
◆ ফরজ রোযা না রাখার ভয়ানক পরিণতি ৪৪
◆ ঈদ পুরস্কারের দিন ৪৫

অধ্যায়- ৫ হজ্জ্ব ৪৬
◆ ফরয হজ্জ দ্রুত আদায় করার হুকুম ৪৬
◆ হজ্জ্ব আদায় না করার পরিণাম ৪৬
◆ আল্লাহ দৃষ্টিতে হারম-শরীফ যিয়ারতকারী ৪৬
◆ হজ্জ্ব ও ওমরাহ হলো মহিলাদের জিহাদ ৪৭
◆ প্রকৃত হজ্জ্ব ৪৭
◆ আরাফাতে অবস্থানকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত ৪৮
◆ কোরবানী ও পরিশুদ্ধ নিয়ত ৪৮
◆ সামর্থ থাকার পরও যে হজ্জ্ব করে না সে এক দুর্ভাগা ৪৯
◆ চারটি বড় ফরজ ৫০

অধ্যায়-৬ সামাজিক অধিকার ৫১
◆ মাতা পিতার হক ৫১
◆ মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত ৫২
◆ মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষার পুরস্কার ৫২
◆ মা-বাপের মৃত্যুর পর তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের উপায় ৫৩

www.bjilibrary.com

◆ খালার প্রতি সদ্ব্যবহার ৫৪
◆ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ৫৪
◆ স্বামীর অধিকার ৫৫
◆ স্ত্রীর অধিকার ৫৬
◆ সন্তানের অধিকার ৫৭
◆ অধীনস্ত ও পরিজনদের ব্যাপারে দায়িত্ব ৫৮
◆ গরীব মিসকীনদের অধিকার ৫৮
◆ মুসলমানের অভাব পূর্ণ করা ৫৯
◆ নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করার ফজিলত ৬০
◆ অধীনস্থদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার হুকুম ৬০
◆ সাধ্যমত বোঝা চাপানো ৬১
◆ অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার পুরস্কার ৬১
◆ জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার ৬২
◆ পশু-পাখির উপর নিশানা-বাজী করা নিষেধ ৬২
◆ একটি উটের ঘটনা ৬৩
◆ জবেহ্ করার পূর্বে ছুরি ধার করে নাও ৬৪
◆ এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যবেহ্ করা নিষেধ ৬৪

অধ্যায়-৭ মেলামেশা ও আচার ব্যবহার ৬৬

◆ অংগচ্ছেদ নিষিদ্ধ ৬৬
◆ হালাল উপার্জন ৬৬
◆ পরিশ্রমলব্ধ আয়ই সর্বোত্তম আয় ৬৭
◆ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন ৬৭
◆ উত্তম উপার্জনের পথ ব্যবসা-বাণিজ্য ৬৭
◆ সম্পদ আহরণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ৬৮
◆ ধনসম্পদের ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-ধারা ৬৯
◆ ঋণদানের ফজিলত ৭০
◆ সূদ সমাজকে অসচ্ছল বানায় ৭১
◆ সূদখোরের ভয়াবহ্ পরিণতি ৭২
◆ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা পাপ ৭৩
◆ মানুষের অধিকারের গুরুত্ব ৭৪

অধ্যায়-৮ সৎ ও অসৎ গুণাবলী ৭৬

◆ তাওয়াক্কুল-আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা ৭৬
◆ ধৈর্যের পুরস্কার ৭৬
◆ আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল ও দৃঢ়তা প্রদর্শন ৭৭
◆ গোপন কথা গোপন রাখাও আমানত ৭৮

www.bjilibrary.com

- ◆ জুলুমের বদলে জুলুম করা নিষেধ ৭৮
- ◆ মজলিসের আদব ৭৯
- ◆ পোষাক ৮০
- ◆ লোভ ও কৃপণতা ৮১
- ◆ অনুকরণ করতে নিষেধ ৮১
- ◆ কুকর্ম ব্যভিচারীব্যাখ্যা, ৮২
- ◆ মনে কুচিন্তা লালন করা ৮৩

অধ্যায়-৯ ব্যাপক অর্থবোধক হাদিস ৮৫

- ◆ দ্বিগুণ পুরস্কারের যোগ্য ৮৫
- ◆ ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও হজ্জের ফজিলত ৮৫
- ◆ আমানতদারী, পবিত্রতা ও নামায একসূত্রে গাঁথা ৮৬
- ◆ দৃঢ়তা, ওযু নামায ৮৭
- ◆ দশটি সেরা কাজ ৮৭
- ◆ ঈমান, ইসলাম, হিজরত, জিহাদ কাকে বলে ৮৯
- ◆ জান্নাতী লোকের ছয়টি কাজ ৯০
- ◆ নামায, রোযা, সদকা ৯১
- ◆ ছয়টি কাজ জান্নাতের জামানত স্বরূপ ৯২
- ◆ নামায ও জিহাদ ৯২
- ◆ প্রিয় নবীর দশটি অসীয়ত ৯৩
- ◆ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ ৯৫
- ◆ তিনটি অবৈধ ৯৫
- ◆ বড় অকর্মা ও কৃপণের পরিচয় ৯৬
- ◆ জিকির আল্লাহতায়ালার অতি পছন্দনীয় ৯৬
- ◆ যাকাত প্রদান এবং আত্মীয়, দরিদ্র ও প্রতিবেশীর হক আদায় করার তাগিদ ৯৭
- ◆ নামায আদায় ও জিহ্বার সংযম পালন ৯৮
- ◆ জিহাদ করা, রোযা রাখা ও জীবিকার সন্ধানে সফর করার ফজিলত ৯৮
- ◆ নামায, রোযা ও যাকাত আদায়কারী ৯৯
- ◆ আল্লাহর রহমত বঞ্চিত তিন ধরনের মানুষের বর্ণনা ৯৯
- ◆ জান্নাতের সুবাস থেকেও বঞ্চিত হবে যারা ১০১
- ◆ কে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে আর কে জান্নাতের উপযুক্ত ১০৩
- ◆ সাতটি মহা পাপ ১০৩
- ◆ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ১০৪
- ◆ তিনটি সৎ কাজের ফজিলত ১০৪
- ◆ উচ্চ মর্যাদা-বিশিষ্ট লোক ১০৫

১০৫

www.bjilibrary.com

◆ সততা, সদ্ব্যবহার ও ক্ষমা করার ফজিলত ১০৬
◆ তিন ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা অবশ্যই সাহায্য করবেন ১০৬
◆ সদকার বিভিন্ন রূপ ১০৭
◆ পেয়ারা নবীর তিনটি অসীয়ত ১০৮
◆ মহানবীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ১০৯
◆ যে কাজ জান্নাতে দাখিল করবে ১১০
◆ হারাম কামাই হবে মানুষের জাহান্নামের সম্বল ১১১
◆ সদকার ব্যাপক ধারণা ১১৩
◆ গোলাম আযাদ করা ও ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ফজিলত ১১৩
◆ কার সদকা কবুল হবে না ১১৪
◆ মহানবীর এগারোটি অসীয়ত
◆ মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ১১৫
ওয়াসাল্লামের অন্তিম অসিয়ত ১১৬
◆ প্রতিবেশীর অধিকার ১১৭
◆ ঈমান কখন সংশোধিত হয়
◆ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত মুসা আলাইহিস ১১৮
সালামের ওপর অবতীর্ণ কালামের আলোকে মহানবীর অমূল্য উপদেশ ১২১
◆ কোন ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যায়? ১২২
◆ ব্যভিচার ও সুদ খাওয়ার পরিণতি ১২২
◆ পুজের চৌব্বাচ্চায় কাকে রাখা হবে? ১২৩
◆ চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ১২৪
◆ অত্যাচার, লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ ১২৫
◆ পাঁচটি মন্দ কাজ ১২৬
◆ কিয়ামতের কয়েকটি লক্ষণ ১২৮
◆ দুটো জিনিস বিপদের কারণ হবে ১২৮
◆ কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি কাঁদবে ১২৯
◆ আল্লাহর তিন প্রিয় বান্দা ১৩০
◆ ঘৃণা আর বিদ্বেষ নয় চাই ভালবাসা ও সালাম ১৩০
◆ বন্ধু নির্বাচন ১৩১
◆ জিনা, পরনিন্দা ও গীবতের শাস্তি ১৩২
◆ শয়তানের তিনটি কাজ ১৩৩
◆ রাসূলের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তি কে? ১৩৩
◆ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি নসীহত ১৩৪
◆ চারটি নেয়ামত ১৩৫
◆ নিষ্ঠুর শাসক, মন্দ প্রতিবেশী আর অবিশ্বস্ত স্ত্রী- তিনজনই আপদ স্বরূপ ১৩৫
◆ সংশয় থেকে বাঁচা, সততা অবলম্বন ও মিথ্যা থেকে দূরে থাকার তাগিদ ১৩৬
◆ আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করা ১৩৬

www.bjilibrary.com

◆ নয়টি কাজের নির্দেশ ১৩৮

অধ্যায়-১০ দাওয়াতে দ্বীন ১৩৮

◆ ইসলামের তাৎপর্য ১৩৯
◆ কালেমা তাইয়েবার তাৎপর্য ১৪০
◆ ইসলামের দাওয়াত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে ১৪১
◆ ইসলামেরসঠিক পরিচয় তুলে ধরার একটি আদর্শ ভাষণ ১৪২
◆ ক্ষমতাসীনরা ইসলামের দাওয়াত পছন্দ করেন না ১৪৫
◆ পত্রযোগে দ্বীনের দাওয়াত ১৪৫
◆ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামী রাষ্ট্রই অবশ্যই কায়েম হবে ১৪৬
◆ জামায়াতবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের নির্দেশ ১৪৭
◆ দলবদ্ধভাবে দ্বীনী কাজ করার ফজিলত ১৪৮
◆ সংঘবদ্ধ জামায়াতী জীবন যাপনের ফজিলত ১৪৯
◆ নেতার দায়িত্ব ১৪৯
◆ নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের দায়িত্ব ১৫০
◆ দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি ১৫১
◆ পান্ডিত্যের অহংকারকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না ১৫২
◆ ক্ষমা ও বিনয় দাওয়াত দানকারীর হাতিয়ার ১৫৩
◆ দ্বীনের প্রয়োজনে নতুন ভাষা শিক্ষা করা ১৫৪
◆ দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী ১৫৫
◆ বাতিলের প্রাধান্যের সময় হকপন্থীদের করণীয় ১৫৭

অধ্যায়-১১ ইকামতে দ্বীন ১৫৭

◆ সত্যের প্রতি ভালবাসার দাবী ১৫৮
◆ না আমি তাদের না তারা আমার ১৫৮
◆ শাহাদাতের আকাঙ্খা ১৫৯
◆ শাহাদাতের বিভিন্ন রূপ ১৫৯
◆ আত্মরক্ষা করতে গিয়ে মরাও শাহাদাত ১৬০
◆ জিহাদ থেকে বিরত থাকার পরিণাম ১৬০
◆ দ্বীনের প্রচেষ্টা থেকে বিমুখ থাকার পরিণাম ১৬২

অধ্যায়-১২ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শক্তির উৎস ১৬২

◆ তাহাজ্জুদ ১৬৩
◆ তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি উৎসাহ ১৬৪
◆ নফল নামায ঘরে পড়ার তাগিদ ১৬৪
◆ নফল নামায ও দান খয়রাতের ফজিলত ১৬৬
◆ আতিশয্য না করা এবং নফল ও তাহাজ্জুদ– এর উপর জোর ১৬৭
১৭০

www.bjilibrary.com

◆ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ফজিলত ১৭১
◆ দান খয়রাত করার ফজিলত ১৭১
◆ দান খয়রাত হাশরের ময়দানে ছায়া দেবে ১৭২
◆ দান জাহান্নাম থেকে মানুষকে রক্ষা করবে ১৭২
◆ আত্মীয়-স্বজনকে দান করার পুরস্কার দ্বিগুণ ১৭৩
◆ কোন দান সব থেকে উত্তম ১৭৩
◆ কার দান উত্তম ও দান পাওয়ার অধিকতর হকদার কারা ১৭৫
◆ সদকা-এ-জারিয়া কি কি? ১৭৫
◆ দান গ্রহণকারীর মর্যাদা ১৭৬
◆ সম্পদ আল্লাহর কাছে জমা রাখা ১৭৭
◆ উৎপন্ন ফসল ব্যবহারের নিয়ম ১৭৯
◆ কোরআন পাঠের ফজিলত ১৭৯
◆ কোরআন পাঠ করার নিয়ম ১৭৯
◆ তওবা ও ইসতেগফার ১৮০
◆ ইসতেগফার অন্তরকে পবিত্র করে ১৮১
◆ ছোটখাট গুণাহ থেকেও বাঁচো ১৮২
◆ খাঁটি তওবা কবুল হওয়ার দৃষ্টান্ত ১৮২
◆ ছোট পাপও ধ্বংসের কারণ হতে পারে ১৮৪
◆ আল্লাহর অনুগ্রহের প্রশস্ততা ১৮৪

অধ্যায়-১৩ স্মরণ ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ১৮৫
◆ আল্লাহর স্মরণ শয়তানের হাত থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ ১৮৭
◆ স্মরণকারীর বিষয়ে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কথোপথন ১৮৮
◆ আল্লাহর দৃষ্টিতে স্মরণকারী ১৮৮
◆ দোয়া করার নিয়ম ১৮৯
◆ দোয়া কবুলের তিনটি রূপ ১৯০
◆ আল্লাহতায়ালা দোয়াকে ব্যর্থ হতে দেন না ১৯১
◆ নবীজীর কতিপয় ব্যাপক অর্থ বোধক দোয়া ১৯৮
◆ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া ১৯৮

অধ্যায়-১৪ আখেরাত ১৯৮
◆ আখেরাত হচ্ছে মোমিনের আসল ঠিকানা ১৯৯
◆ দুনিয়া হচ্ছে মুসাফিরখানা ২০০
◆ অনুগত বন্ধু ২০১
◆ দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকার সঠিক ধারণা ২০২
◆ মোমিন আল্লাহর দীদার কামনা করে ২০২

www.bjilibrary.com

- ◆ নফসের খায়েস জান্নাতেরপথের অন্তরায় ২০৩
- ◆ আখেরাতের পয়লা মঞ্জিল কবর ২০৭
- ◆ মোমিন ও কাফেরের কবরের জীবন ২০৮
- ◆ কিয়ামত আসার সময়কালের বর্ণনা ২০৯
- ◆ হাশরের কঠিন ময়দানের বর্ণনা ২০৯
- ◆ চাকরকে মারধোর করার পরিণাম ২১০
- ◆ কিয়ামতের দিন মাটিও মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে ২১০
- ◆ প্রতিবেশীর হক আদায় না করার পরিণাম ২১১
- ◆ কিয়ামতের দিন সবার আগে আল্লাহ্ যা জানতে চাইবেন ২১১
- ◆ সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন থাকার পরিণাম ২১২
- ◆ কারো অধিকার হরণ ক্ষমাহীন অপরাধ ২১২
- ◆ গীবত নেকীকে ধ্বংস করে দেয় ২১৩
- ◆ রাসূলের শাফায়াত ২১৫
- ◆ কিয়ামতের দিন রাসূলে মকবুল যাদের জন্য সুপারিশ করবেন ২১৫
- ◆ দুই মুসলমানের পক্ষে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা নাজায়েয ২১৬
- ◆ অসিয়ত করার গুরুত্ব ২১৭
- ◆ বিদ্রুপকারীর শাস্তি ২১৭
- ◆ জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির নমুনা ২১৮
- ◆ যেদিন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ২১৯
- ◆ গীবত করার পরিনতি ২১৯
- ◆ অহংকারী কারা এবং তাদের পরিণাম কি হবে ২২২
- ◆ মহানবীর মিরাজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ২২৩
- ◆ আমানতে খেয়ানত, অপবিত্রতা, অশ্লীল কথা ও চোগলখুরীর শাস্তি ২২৪
- ◆ জনসেবা করার ফজিলত ২২৫
- ◆ দীর্ঘ জীবন আখেরাতে মর্যাদা লাভের কারণ হতে পারে ২২৬
- ◆ অভাবী ও গরীবরা আগে বেহেশতে যাবে ২২৭
- ◆ জান্নাতের বালাখানায় থাকবে মিষ্টভাষী, দয়াবান ও তাহাজ্জুতগোজার ২২৯
- ◆ আগে বেহেশতে যাবে কে? ২২৯
- ◆ জান্নাতীদের অবস্থা কেমন হবে ২৩০
- ◆ জান্নাতের জীবন কেমন হবে ২৩০
- ◆ কিয়ামতের দিন যাদের মুখ সূর্যের মত আলোকোজ্জ্বল হবে ২৩১
- ◆ আল্লাহ্ কাদের ভালবাসেন ২৩৩
- ◆ আল্লাহ্ যাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন ২৩৩

অধ্যায়-১৫ রাসূলের তিনটি প্রিয় জিনিস ২৩৩

- ◆ নামাযে প্রশান্তি ২৩৩

◆ রাসূলুল্লাহর নামায ২৩৪
◆ নামাযে কিরআত পড়ার তারতিল ২৩৫
◆ নামায যাতে কাযা না হয় সে জন্য সতর্কতা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত ২৩৫
◆ তাহাজ্জুদের নামায ২৩৬
◆ কোরআনের আলোকে চরিত্র গঠন ২৩৬
◆ রাসূলে মকবুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ২৩৮
◆ বন্ধুর জন্য ভালবাসা ২৩৮
◆ নবীজীর ব্যবহার ২৩৯
◆ শিশুদের প্রতি নবীজীর আদর ও ভালবাসা ২৩৯
◆ ছোটদের সঙ্গে তামাশা ও কৌতুক করা ২৪০
◆ শিশুরা সুগন্ধি ফুলের মতই প্রিয় ও পবিত্র ২৪০
◆ নবীজীর খোশগল্প ও হাসি-তামাশার বৈশিষ্ট ২৪০
◆ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ঘর ২৪১
◆ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন জীবন ২৪২
◆ স্ত্রীদের আনন্দ বিনোদন ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা ২৪৩
◆ প্রকাশ্যে স্ত্রীদের কাজের প্রশংসা করা ২৪৩
◆ স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে সুবিচার ও সমতা বিধান ২৪৪
◆ স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান স্বামীর কর্তব্য ২৪৪
◆ দানশীলতার অনন্য প্রতীক ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৪৫
◆ দানশীল হওয়ার জন্য প্রেরণা দান ২৪৫
◆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন হাসতেন ২৪৬
◆ পুরুষের জন্য হলুদ রঙের পরিধেয় বস্ত্র অপছন্দ করতেন নবীজী ২৪৭
◆ নবীজী শান-শওকত পছন্দ করতেন না ২৪৭
◆ রাসূলে মকবুলের খাওয়া-দাওয়া ২৪৮
◆ রাসূলে মকবুল খাওয়ার পর যে দোয়া পাঠ করতেন ২৪৮
◆ মহানবীর দুটো আদর্শ গুণ ২৪৯
◆ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ২৫০
◆ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছে শোকবার্তার প্রেরণ ২৫২
◆ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের সান্তনা দান ২৫২
◆ সফরে দায়িত্বশীলদের পেছনে থাকা উচিত ২৫২
◆ নবীজী সঙ্গী-সাথীদের সাথে সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতেন ২৫৩
◆ মহানবীর দয়া ও মহত্ব ২৫৪
◆ নবীজী বিপদাপদে সবার আগে থাকতেন ২৫৪
◆ বিপদজনক লোক সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা ২৫৪
◆ সহকর্মীদের ব্যাপারে কান ভারী করা অন্যায় ২৫৫
◆ দয়া প্রদর্শনের সীমা ২৫৫

www.bjilibrary.com

◆ লেনদেনে পরিচ্ছন্ন থাকা ২৫৬
◆ লেনদেন নিয়ে ধোঁকা দেয়া ও ঝগড়া করা বারণ ২৫৬
◆ প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা ২৫৮
◆ বান্দার হক আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ ২৫৮
◆ দায়ী কখনো বিলাসিতার প্রতি আসক্ত হতে পারে না ২৫৯
◆ দরিদ্রতা দাওয়াত দানকারীর একটি বৈশিষ্ট ২৫৯
◆ মহানবীর ঘরে দরিদ্রতা ২৬০
◆ সাহাবায়ে কেরামের দরিদ্রতার স্বরূপ ২৬১
◆ এ দুনিয়া তো মুমিনের জন্য মুসাফিরখানা ২৬১
◆ মহানবীর সাদাসিধা জীবন যাপন ২৬২
◆ মৃত্যুর সময় মহানবী যে সম্পদ রেখে যান তার বিবরণ ২৬২
◆ দ্বীনের পথে দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট ২৬৪
◆ মহানবী ও তাঁর সাহাবীদের দুঃসহ দারিদ্র জীবন ২৬৪

অধ্যায়-১৬ সাহাবায়ে কিরামদের আদর্শ ২৬৫
◆ সাহাবায়ে কেরামই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ ২৬৬
◆ সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার ফজিলত ২৬৬
◆ মনে খারাপ চিন্তা উদয় হওয়া ২৬৭
◆ খারাপকে খারাপ জানাই বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ ২৬৭
◆ আল্লাহর হুকুম সব সময়ই সহজ সরল ২৬৮
◆ মোনাফেকী কি? ২৬৮
◆ সাহাবায়ে কিরামের আনন্দ বিনোদন ২৬৯
◆ বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কাব্য চর্চা করা ২৭০
◆ নির্দোষ আনন্দ উপভোগে বাধা নেই ২৭১
◆ দ্বীন পালন করতে হবে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী ২৭১
◆ মাথার চুল বড় রাখা এবং টাখনুর নিচে কাপড় পরা ২৭২
◆ দানের অভ্যাস তৈরী করা মুসলমানের বৈশিষ্ট ২৭৩
◆ অযাচিত প্রাপ্তি ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয় ২৭৩
◆ ছোটদের সালাম করার রীতি ২৭৪
◆ সাহাবাগণ যেভাবে রাসূলের অনুসরণ করতেন ২৭৪
◆ সাহাবাগণ কর্তৃক নবীজীর অনুসরণের নমুনা ২৭৫
◆ রাসূলের প্রতি ভালবাসার একটি নিদর্শন ২৭৬
◆ রাসূলের প্রতি ভালবাসার আরো একটি নিদর্শন ২৭৬
◆ সাহাবাগণ কিভাবে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করতেন ২৭৬
◆ সহযাত্রীর সেবা করার নমুনা ২৭৭
◆ বন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার রীতি ২৭৮

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
◆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য	২৭৮
◆ নেতার আদেশ পালনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত	২৭৯
◆ সাহাবাদের ঈমানী দৃঢ়তার নমুনা	২৮০
◆ দ্বীনী জলসায় অংশ গ্রহণের আহ্বান	২৮১
◆ দ্বীনী জলসায় অংশ গ্রহণের ফজিলত	২৮২
◆ দ্বীন শেখা এবং শেখানোর আগ্রহ থাকা জরুরী	২৮২
◆ মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করাও অন্যায়	২৮৩
◆ দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে মহিলাদের আগ্রহ	২৮৩
◆ জবানের হেফাযত করা	২৮৪
◆ কর্মচারীদের তিরস্কার করার ব্যাপারে হুশিয়ারী	২৮৪
◆ সাহাবাগণ সালামের ব্যাপক প্রচলনের জন্য যা করতেন	২৮৬
◆ ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা	২৮৭
◆ ক্ষমা ও মহত্ত্বের শিক্ষা	২৮৮
◆ ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা	২৮৯
◆ ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত	২৮৯
◆ বৈঠকাদিতে বসার আদব কায়দা	২৯০
◆ ওয়াদা ভঙ্গ ও মিথ্যা বলা জঘন্য অপরাধ	২৯১
◆ অনাড়ম্বর জীবন যাপনের তাগিদ	২৯১
◆ জীবজন্তুর প্রতি দয়া	২৯৪
◆ সাহাবায়ে কিরামের অতিথিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত	২৯৪
◆ দলীয় কাজে সকলের সাথে অংশ গ্রহণ করা নফল নামায থেকে উত্তম	২৯৫
◆ দলীয়ভাবে খানা খাওয়ার আদব	২৯৫
◆ সাহাবাগণ যেভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতেন	২৯৭
◆ সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত	২৯৮
◆ দুই রকমের দান	২৯৯
◆ সম্পত্তি যখন বিপদের কারণ	৩০০
◆ নিজের প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাই লাভজনক ব্যবসা	৩০১
◆ অধিক দানকারীকে আল্লাহ্ অধিক সম্পদশালী বানিয়ে দেন	৩০২
◆ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই কখন পুরস্কারের অধিকারী হয়	
অধ্যায়-১৭ সামাজিক পরিবেশ ও আচার আচরণ	৩০২
◆ পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে চাইলে তাদের	৩০২
বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করো	৩০৩
◆ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করা নেকীর কাজ	৩০৪
◆ কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পরিণাম	৩০৪
◆ নিজে খাওয়ার আগে ইয়াতীমকে খাওয়ানো	৩০৫
◆ অভাবে আত্মত্যাগের অপূর্ব নজির	৩০৫
◆ হারাম খাবার বমি করে ফেলে দেয়ার দৃষ্টান্ত	৩০৬

www.bjilibrary.com

- ◆ ঋণ ও আমানতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ৩০৭
- ◆ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে নরম ব্যবহার করার তাগিদ ৩০৮
- ◆ পেটে পাথর বেঁধে দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম করার দৃষ্টান্ত ৩০৮
- ◆ দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের তোয়াক্কা করলে চলে না ৩০৯
- ◆ সাহাবাগণের কষ্টকর জিহাদী জীবনের বর্ণনা ৩০৯
- ◆ কোন দুঃখ কষ্টই মুমিনকে কাবু করতে পারে না [illegible]
- ◆ যখন সচ্ছলতার চাইতে অসচ্ছলতা উত্তম ৩১২
- ◆ দোয়া করার ফজিলত ও বদর যুদ্ধ ৩১৩
- ◆ অভাব অনটনের পরেই আসে সমৃদ্ধি ৩১৩
- ◆ সচ্ছলতার সময় অভাবের কষ্টকর যাতনার [illegible] [illegible]
- ◆ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার দৃষ্টান্ত [illegible]
- ◆ সম্পদ ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, [illegible] ইচ্ছা বান্দাকে তা দান [illegible] [illegible]
- ◆ সম্পদ ও ক্ষমতা মুমিনকে বিভ্রান্ত করতে পারে না [illegible]
- ◆ কখন মুসলমানদের জীবনে অপমান ও জিল্লতি নেমে আসে [illegible]

অধ্যায়-১৮ আখেরাতের চিন্তা এবং জান্নাতের আকাঙ্খা ৩১৮

- ◆ কবর হচ্ছে পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ ৩১৮
- ◆ কবরের কথা স্মরণ করে সাহাবীরা কাঁদতেন ৩১৮
- ◆ ঝড় হচ্ছে কিয়ামতের বার্তাবাহক ৩১৯
- ◆ তোমরা কম হাসো এবং বেশী কাঁদো ৩২০
- ◆ তিনটি সময় কেউ কারো কাজে আসবে না ৩২০
- ◆ মানুষ প্রশংসা করলে গর্ব না করে অনুতপ্ত হওয়া ৩২১
- ◆ সাহাবায়ে কিরামের আখিরাত ভীতির নমুনা ৩২২
- ◆ সাহাবায়ে কিরামের নির্লোভ চরিত্র ৩২২
- ◆ গরীব মানুষের পুলসিরাত পার সহজ হবে ৩২৩
- ◆ দ্বীনের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের পুরস্কার ৩২৪
- ◆ গরীবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে ৩২৬
- ◆ নামায জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে ৩২৬
- ◆ রোযা হচ্ছে তুলনাবিহীন ইবাদত ৩২৮
- ◆ নেতাকে সব সময় আগেই থাকতে হয় ৩২৯
- ◆ বার বার শাহাদাত লাভের তামান্না ৩৩১
- ◆ জান্নাত প্রত্যাশীর ঈমানী দৃঢ়তার অপূর্ব নমুনা ৩৩২
- ◆ আল্লাহ ও বান্দা উভয়েই যখন পরস্পরের ওপর সন্তুষ্ট ৩৩৩
- ◆ জান্নাতের দরজা তলোয়ারের ছায়ার নীচে ৩৩৫
- ◆ গনীমতের লোভ নয় মুমিন জিহাদ করে শাহাদাতের লোভে ৩৩৬

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

অধ্যায়-১

নিয়তের পবিত্রতা

◆ **আমল কবুল হওয়ার ভিত্তি– নিয়ত**

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ - (ابن ماجه)

১. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষকে কেবলমাত্র তার নিজের নিয়তের উপরই উঠানো হবে।" (তারগীব, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ এর অর্থ হলো, আখেরাতে মানুষের বাহ্যিক দিক দেখা হবে না; বরং দেখা হবে সে যে নেক কাজ করেছে তা কোন্ নিয়তে করেছে। তার অন্তরের ইচ্ছা ও আকাংখা কি ছিল তার ভিত্তিতেই তার আমল কবুল হবে বা অগ্রাহ্য হবে।

◆ **পরকালে প্রতিদান লাভের ভিত্তি– নিয়ত**

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ- فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًامُكَاثِرًا يَاعَبْدَ اللّٰهِ عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْقُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَ - (ابوداود)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি (একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল,

www.bjilibrary.com

আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে বলুন (কোন্ জিহাদে সওয়াব পাওয়া যায় আর কোন্ অবস্থায় মুজাহিদ আপন আমলের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়?)' জওয়াবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আবদুল্লাহ, যদি তুমি আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার নিয়তে জিহাদ করে থাকো এবং শেষ পর্যন্ত তার ওপর অটল থেকে থাকো তবে আল্লাহর কাছ থেকে তুমি তোমার আমলের প্রতিফল পাবে এবং ধৈর্য ধারণকারীদের নামের তালিকায় তোমার নাম লেখা হবে। আর তুমি যদি লোক দেখানোর জন্যে বা গর্ব করার জন্যে যুদ্ধ করে থাকো তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে ঐ অবস্থায় উঠাবেন। হে আবদুল্লাহ, যে নিয়তে তুমি লড়াই করবে বা নিহত হবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে ঐ অবস্থায় উঠাবেন।" (আবু দাউদ)

◆ দুনিয়া প্রেমিক আলেমদের পরিণতি

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ .
وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَخَذَ عَلَيْهِ
طَمَعًا وَشَرٰى بِهِ ثَمَنًا فَذَالِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ-
وَيُنَادِىْ مُنَادٍ هٰذَا الَّذِىْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ
وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرٰى بِهِ ثَمَنًا وَكَذَالِكَ حَتّٰى يَفْرُغَ
الْحِسَابُ - (ترغيب و ترهيب)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা দ্বীনের ইলম দান করেছেন অথচ সে আল্লাহর বান্দাদেরকে ওই ইলম শিখাতে কৃপণতা করেছে, কিংবা যদি শিখিয়েও থাকে তো তার বিনিময়ে অর্থ নিয়েছে এবং সেই অর্থে দুনিয়া গড়ার কাজ করেছে, সে ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা করবে, 'এই হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দ্বীনের এলেম দান করেছিলেন, কিন্তু সে মানুষকে দ্বীন শেখানোর কাজে কৃপণতা করেছিল আর যাকে শিখিয়েছিল তার কাছ থেকে অর্থ নিয়েছিল এবং নিজের জন্য দুনিয়া গড়ার কাজ করেছিল।' এই ফেরেশতা হাশরের হিসাব নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত লাগাতার এভাবে ঘোষণা করতে থাকবে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ দুনিয়া লাভের জন্য দ্বীনের ইলম শিক্ষা করা

٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، اَنَّهُ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا
لَبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ

www.bjilibrary.com

وَتُتَّخَذُ سُنَّةً فَإِنْ غُيِّرَتْ يَوْمًا قِيلَ هذَا مُنْكَرٌ ، قَالَ وَمَتَى ذَالِكَ ؟ قَالَ اذَا قَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ ، وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ ، وَكَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الاخِرَةِ - (ترغيب وترهيب)

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মানুষ! তোমাদের অবস্থা তখন কি হবে, যখন তোমাদের উপর এমন ফেতনা এসে পড়বে যার ফলে তোমাদের শিশুরা বয়স্ক হয়ে যাবে আর বয়স্করা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং ফেতনাকে সুন্নাত মনে করা হবে? যখন কোন লোক সেই ফেতনাকে দূর করার জন্যে উঠে দাঁড়াবে তখন মানুষ বলবে, এ লোক তো অপছন্দনীয় ও খারাব করছে!' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, 'এমন অবস্থা উম্মতের উপর কখন দেখা দেবে?' উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে প্রকৃত ঈমানদার লোক কমে যাবে এবং ক্ষমতালোভী লোক বেশী হয়ে যাবে। দ্বীনের প্রকৃত আলেম কমে যাবে এবং সাধারণ শিক্ষিত লোক বেশি হয়ে যাবে। (মানুষ) দুনিয়া লাভের জন্যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে থাকবে। মানুষ ভাল কাজ করবে, তবে তার উদ্দেশ্য থাকবে দুনিয়া লাভ করা।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যাঃ ফেতনার অর্থ হলো দ্বীনি সংকীর্ণতা ও অধঃপতনের এমন অবস্থা যার মধ্যে বংশের পর বংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং তা এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে যে, ওই দ্বীনি অধঃপতন ও গোমরাহীকে লোক সঠিক বলে মনে করবে। আর যে সমস্ত মানুষ ওই গোমরাহীকে দূর করার জন্য চেষ্টা করবে লোকেরা তাদেরকে বেকুব বলবে। তারা বলবে, এ সব মানুষ যে আন্দোলন করছে তা হলো বাতিল এবং এদের এ সমস্ত প্রচেষ্টাই গায়ের ইসলামী (ইসলাম বহির্ভুত)।

যে অবস্থার কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে তা সেই সময় দেখা দেবে, যখন দ্বীনের ইলম শিক্ষাকারী আলেম ও ফকীহ্‌দের সংখ্যা থাকবে অনেক বেশী, কিন্তু তাদের নিয়ত থাকবে অপরিষ্কার। তারা হবে পেশাদার আলেম। দৃশ্যত তারা আখেরাতের জন্যই কাজ করতে থাকবে মনে হলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে দুনিয়া লাভ করা। অর্থাৎ দুনিয়ার লোভ ও ক্ষমতার লালসা তাদের সব সৎ কাজকে ছেয়ে ফেলবে।

◆ কুরআনের ইলম ও নিয়তের এখলাস

٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى قَارِئٍ يَّقْرَءُ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ - مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ ، فَاِنَّهُ سَيَجِيْءُ اَقْوَامٌ يَّقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ - (ترمذى)

৫. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "এক দিন তিনি এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি কুরআন পাঠ করছিলেন (এবং কুরআন পাঠ করে লোকদেরকে নসিহত করছিলেন)। তিনি তার বক্তব্য শেষ করে সবার কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলেন।

এ দৃশ্য দেখে ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'ইন্না লিল্লাহি' পাঠ করে বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত। কারণ আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক লোক জন্মগ্রহণ করবে, যারা কুরআন পাঠ করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে।"(তিরমিযী)

◆ রিয়াকারীদের জঘন্য পরিণাম

٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِيْ جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَسْتَعِيْذُ جَهَنَّمُ مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِيْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ ، اُعِدَّ ذٰلِكَ الْوَادِيْ لِلْمُرَائِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِحَامِلِ كِتَابِ اللّٰهِ ، وَالْمُتَصَدِّقِ فِيْ غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ وَلِحَاجِّ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلِلْخَارِجِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ (ترغيب وترهيب ، ابن ماجه)

৬. হযরত আবুদল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'জাহান্নামে এমন একটি স্থান আছে যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামই প্রতিদিন চার'শ বার পানাহ চায়। এ স্থানটি উম্মতে মুহাম্মদীর সেইসব রিয়াকারীদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাবের আলেম, দান-খয়রাতকারী, আল্লাহর ঘরের হাজী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে মাজা)

◆ নামাজ পড়ার সঠিক পদ্ধতি

٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْسَنَ الصَّلٰوةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَاَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُوْ، فَتِلْكَ اِسْتِهَانَةٌ اِسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ (ترغيب وترهيب)

৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য মানুষের সামনে ভালভাবে নামাজ পড়ে (খুব খুশু-খুজুর সাথে); আর যখন একাকী পড়ে তখন কোন রকমভাবে নামাজ শেষ করে ফেলে, সে মূলতঃ আপন রবকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এবং তাঁর সঙ্গে তামাশা করে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ **নিয়তে এখলাসের গুরুত্ব**

٨ - عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَايْتَ رَجُلاً غَزَ ايَلْتَمِسُ الاَجْرَ وَالْذّكْرَ ، مَالَه؟ قَالَ لَاشَىْءَلَه فَاعَادَ هَاثَلَاثَ مِرَارٍ، وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاشَىْءَ لَه ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَاكَانَ لَه خَالِصًا وَابْتَغِى وَجْهُه -
(ابوداود ، نسائى)

৮. হযরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেনঃ "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে ব্যক্তি আখেরাতে প্রতিদান পাবার জন্য এবং সেই সাথে দুনিয়াতে প্রশংসা লাভ করার জন্য জিহাদ করে, সে কি সওয়াব পাবে?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে কিছুই পাবে না।' প্রশ্নকারী একে একে তিন বার এই প্রশ্ন করেন এবং প্রত্যেকবারই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে কোন প্রতিদান ও সওয়াব পাবার অধিকারী নয়।'

এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তো কেবলমাত্র সেই আমলই কবুল করবেন যা কেবল তাঁর জন্যেই করা হয়ে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই থাকে সেই আমলের উদ্দেশ্য। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

◆ **রিয়া একটি শিরক**

٩- عَنْ عُمَرَ بِن الْخَطَّب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّه خَرَجَ يَوْمًا الى مَسْجِدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِىْ ، فَقَالَ مَايُبْكِيْكَ ؟ قَالَ يُبْكِيْنِىْ شَئٌ سَمِعْتُه مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ ۔ (مشكاة ، سنن إبن ماجه)

৯. ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন,"তিনি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু নবী করীমের কবরের পাশে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছো কেন?' মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, সেই কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, 'সামান্যতম রিয়াও শিরক'।" (মিশকাত সুনান ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কেবলমাত্র মূর্তির সামনে সিজদা করা ও মূর্তিকে অর্ঘ দান করাই শির্ক নয়; বরং অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, অন্যকে দেখানোর জন্যে বা অন্যের চোখে নিজেকে পাক ও পরহেজগার প্রমাণ করার নিয়তে কেউ যদি অধিক থেকে অধিক বড় নেক আমলও করে, তাহলেও সে বাস্তবিক পক্ষে শির্ক করে। এর কারণ হলো, সে আল্লাহর অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্যকে প্রদান করেছে।

◆ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অধিকারী কে?

١٠- عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنِ اكْتُبِىْ لِىْ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ ، وَلَا تُكْثِرِىْ عَلَىَّ ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ اِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مَئُوْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسُخْطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اِلَى النَّاسِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ۔ (ترغيب وترهب ، ترمذى)

১০. মদীনার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, "হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে এক পত্রে এই নিবেদন করেন যে, আপনি আমাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় এক বিস্তৃত উপদেশ লিখে পাঠান। এর উত্তরে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখে পাঠানঃ "আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং সে জন্যে অন্য কারোর অসন্তুষ্টির পরোয়া করে না, তাদের আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করে থাকেন এবং মানুষের দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হতে দেন না। আর যারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়

www.bjilibrary.com

তাদের ওপর থেকে আল্লাহ সাহায্যের হাত সরিয়ে নেন এবং তাদেরকে মানুষের হাতেই ছেড়ে দেন। (এর পরিণামে তারা আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং যাদের সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছিল তাদের সাহায্যও পায় না।) আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"(তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

◆ পরকালের কল্যাণের আশায় কাজ করার সুফল

١١- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَه فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَه ، وجَعَلَ فَقْرَه بَيْنَ عَيْنَيْهِ ولَمْ يَاتِه مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ مَا كُتِبَ لَه ، وَ مَنْ كَانَتِ الاخِرَةَ نِيَّتَه جَمَعَ اللّٰهُ اَمْرَه وَجَعَلَ غِنَاه فِىْ قَلْبِه ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ - (ترغيب و ترهيب)

১১. যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তার মনের স্বস্তি ও শান্তি ছিনিয়ে নেবেন। সে সর্বদা অর্থ সংগ্রহের লালসা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু দুনিয়ার ততটুকুই সে লাভ করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তার জন্য প্রথমেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তা'আলা তার মনে স্বস্তি ও শান্তি দান করবেন। অর্থের লালসা থেকে তার অন্তরকে হেফাজত করবেন এবং দুনিয়ার যতটুকু অংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ততটুকু তিনি অবশ্যই লাভ করবেন।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ খালেস নিয়তের জন্য আখেরাতে তার প্রতিদান

١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ أقْوَامًا خَلْفَنَا مَاسَلَكْنَا شِعْبًا وَّ لاَ وَادِيًا اِلاَّ وَ هُمْ مَّعَنَا حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -(بخارى وابوداود)

১২. আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "তাবুক অভিযান শেষে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফিরে আসছিলাম তখন তিনি বললেন, 'কিছু লোক আমাদের পিছনে মদীনায় অবস্থান করছে। কিন্তু তারা এই সফরে প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গেই আছে। আমরা যা কিছু অতিক্রম করছি এবং যা

www.bjilibrary.com

কিছু পার হয়ে এসেছি তারা সর্বত্রই আমাদের সঙ্গে ছিল। প্রকৃত সমস্যার কারণেই তারা এ সফরে শামিল হতে পারেনি।" (বুখারী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, কেউ নেক আমল করার নিয়ত করলে এবং সঙ্গত কারণ ও অসুবিধার জন্যে আমলটি করতে না পারলেও মহান আল্লাহপাক তাকে আখেরাতে সেই আমলের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না।

◆ নিয়তের এখলাস এবং আল্লাহর পুরস্কার

١٣- عَنْ اَبِیْ الدَّرْدَاءِ یَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اَتٰی فِرَاشَهُ وَهُوَ یَنْوِیْ اَنْ یَقُوْمَ یُصَلِّیْ مِنَ اللَّیْلِ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَیهِ حَتّٰی یُصْبِحَ ، کُتِبَ لَهُ مَا نَوٰی ، وَکَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَیْهِ مِنْ رَّبِّهِ - (نسائی ، ابن ماجه)

১৩. হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি এই নিয়ত করে শয়ন করে যে সে রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠবে কিন্তু গভীর ঘুমে ডুবে থাকার কারণে সে সকাল পর্যন্ত উঠতে পারেনি, তাহলেও তার আমল নামায় সেই রাতের তাহাজ্জুদ নামায লেখা হয়ে যাবে। আর এ নিদ্রা তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত হবে।" (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

◆ ইখলাসের ফজিলত

١٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّهُ قَالَ حِیْنَ بُعِثَ اِلَی الْیَمَنِ : یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِیْ ، قَالَ اَخْلِصْ دِیْنَكَ یَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِیْلُ - (ترغیب و ترهیب)

১৪. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন, "যখন তিনি (নবীজী) আমাকে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে যেতে বললেন তখন আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ , আমাকে কিছু নসিহত করুন।' তিনি বললেন, 'আপন নিয়তকে সব রকম সংমিশ্রণ থেকে পাক রাখবে। যে আমল করবে তা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবে, তাহলে সামান্য আমলই তোমার পরিত্রাণের জন্যে যথেষ্ট। (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

অধ্যায়- ২

ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি

◆ **ঈমান, ইসলাম, ইহসান এবং কিয়ামতের লক্ষণ**

١٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوْنِىْ ، نَهَا بُوْهُ اَنْ يَّسْئَلُوْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَه فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰه : مَاالاسْلاَمَ ؟

قَالَ : لاَ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلٰوة وَتُؤْتِىْ الزَّكٰوةَ وَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ -

قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰه : مَاالايْمَانُ ؟ قَالَ : اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ ، وَمَلاَئِكَتِه ، وَ كِتَابِه ، وَرُسُلِه ، وَتُوْمِنَ بِالبَعْثِ الاَخِرِ ، وَتُؤْ مِنَ بَالقَدْرِكُلِّه - قَالَ : صَدَقْتَ - قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : مَا الاحْسَانَ ؟

قَالَ : اَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَاءِنَّهُ يَرَاكَ - قَالَ صَدَقْتَ - قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : مَتى تَقُوْمُ السَّاعَةُ ؟

قَالَ : مَاالْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأ حَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا - إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا - وَإِذَا رَأَيْتَ الحُفَاةَ العُرَاةَ الصُّمَّ البُكْمَ مُلُوْكَ الاَرْضِ فَذَكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا - وَإِذَا رَأَيْتُ وَعَاءَ البُهْمْ يَتَطَا وَلُوْرَ فِىْ البُنْيَان فَذَكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا - (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، مسلم)

১৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করো।' কিন্তু তাঁর প্রতি আদব ও সম্মানের জন্যে কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইতো না।

www.bjilibrary.com

(প্রত্যেকের মধ্যেই এমন আকাঙ্খা বিরাজ করতো, অন্য কেউ এসে প্রশ্ন করুক যাতে আমরা সবাই লাভবান হতে পারি।)

এ সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলের কাছে বসে জানতে চাইলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলাম কি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করা, নামাজ কায়েম করা, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা এবং রমযানের রোযা রাখা।'

এ জবাব শুনে আগন্তুক বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন।' তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ঈমান কি?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহকে মানা, তাঁর ফেরেশতাদের মানা, তাঁর কিতাবকে মানা, তাঁর রাসূলদের মানা, মরার পর পূনরায় জীবিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, এ দুনিয়ায় যা কিছু হয় সবই আল্লাহর কুদরতে হয়।'

লোকটি বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন।' তিনি পূনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ, ইহসান কি?' নবীজি বললেন, 'ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। কারণ যদিও তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু তিনি ঠিকই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।'

লোকটি এবারও বললেন, 'আপনি সঠিক কথাই বলেছেন।' এরপর লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো কিয়ামত কখন হবে?'

তিনি বলেন, 'কিয়ামত কখন হবে এ কথা যেমন তুমি জানো না তেমনি আমিও কিয়ামত আসার নির্দিষ্ট সময় জানি না। অবশ্য আমি তোমাকে কিয়ামত আসার লক্ষণগুলো বলতে পারি। যখন তুমি দেখবে স্ত্রীলোক তার মালিকের কর্তা হয়ে গেছে তখন বুঝবে কেয়ামত নিকটবর্তী। আর তুমি যখন দেখবে খালি পা, নগ্ন দেহ, বধির ও বোবা লোকদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা, তখন বুঝবে কেয়ামত নিকটবর্তী। আর যখন তুমি দেখবে, রাখালরা উঁচু প্রাসাদ তৈরীর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে তখন এটাকেও কেয়ামতের আলামত বলে গণ্য করবে।" (তারগীব ও তারহীব, বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ ঈমানের আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা এবং আস্থা স্থাপন করা। আর ইসলামের অর্থ হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করা। ইহসানের অর্থ হলো কোন কাজ আগ্রহ সহকারে এবং যথাযথভাবে করা।

তৃতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, কোন ব্যক্তি আল্লাহর উৎকৃষ্ট ও মোত্তাকী বান্দা কেমনভাবে হতে পারে তা জানা। এর উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেক আমল ও নেক নিয়ত কেবলমাত্র সেই অবস্থায় হতে পারে, যখন মানুষের মনে সর্বদা এ ধারনা জাগ্রত থাকে যে, সে আল্লাহকে দেখছে, আল্লাহর সামনে হাজির আছে। অথবা এ কথা মনে করা যে, আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন! মোটকথা, নিজেকে আল্লাহর সামনে হাজির মনে করা বা আল্লাহ যে তাকে দেখছেন এ কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি না করলে তার মধ্যে খোদভীতি যথার্থভাবে সৃষ্টি হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

স্ত্রীলোক আপন মালিকের কর্তা হওয়ার অর্থ বলতে আমরা বুঝি, তখন স্ত্রী আর আপন স্বামীর অনুগত থাকবে না। চাকরাণী মালিকের মাথায় এবং পুত্র পিতার মাথায় চড়ে বসবে এবং ছোটরা বড়দের সম্মান করবে না। এটা হলো কিয়ামতের একটা লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, সভ্যতা ও শালীনতা বিমুখ ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা চলে যাবে। আর তৃতীয় লক্ষণ হলো, গরীব লোকদের হাতে প্রচুর অর্থসম্পদ চলে আসবে এবং সম্পদের এ প্রাচুর্য উঁচু উঁচু প্রাসাদ তৈরী ও অন্যের অপেক্ষা নিজের অট্টালিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যয় হবে। যখন এ লক্ষণগুলো দেখা দেবে তখন বুঝতে হবে, কিয়ামত নিকটবর্তী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, কিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

◆ কালেমা তাইয়েবা এবং অন্তরের ইখলাস

١٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيْلَ وَمَا اِخْلَاصُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَحْجُزَه عَنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ (ترغيب وترهيب)

وَفِىْ حَدِيْثِ رِفَاعَةَ الْجُهَنِىْ عِنْدَ اَحْمَدَ - لَايَمُوْتُ عَبْدٌ يَّشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِه ثُمَّ يُسَدِّدُ اِلاَّ سَلَكَ فِى الْجَنَّةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عِنْدَ التِّرْمِذِى مَاجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ -(ترغيب و ترهيب)

১৬. হযরত যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইখ্‌লাসের সঙ্গে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দেবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'ইখ্‌লাস-এর অর্থ কি?' তিনি বললেন, 'ইখ্‌লাসের অর্থ হলো, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার পর সেই ব্যক্তি আল্লাহর হারাম ঘোষিত বস্তু উপভোগ করা থেকে বিরত হয়ে যায়।' (তারগীব ও তারহীব)

মুসনাদে আহমদ-এর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল আর তারপর সোজা রাস্তায় চলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কালেমা তাওহীদ পাঠ করে এবং বড় বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকে সে জান্নাতে যাবে।'

www.bjilibrary.com

◆ নেক আমলের বরকত

١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَ
أَيْتَ مَا عَمِلْنَا فِىْ الشِّرْكِ نُؤْا خَذُبِه ؟ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ مِنْكُمْ
فِىْ الاِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِىْ الشِّرْكِ وَمَنْ أَسَاءَ مِنْكُمْ
فِىْ الاِسْلاَمِ أُخِذَ بِمَا عَمِلَ فِىْ الشِّرْكِ وَالاِسْلاَمِ ـ (مسند احمد)

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, ইসলাম কবুল করার আগে আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে যে আমল করেছি তার জন্যে আমাদের পাকড়াও করা হবে কি?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যেসব লোক ইখলাসের সঙ্গে ইসলাম কবুল করবে তাদের জাহেলিয়াতের মধ্যে কৃত আমলের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যারা নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম কবুল করবে না তারা উভয় কালের কৃত গুনাহের জন্যে অভিযুক্ত হবে।"

◆ ঈমানের বৈশিষ্ট

١٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلى
شَابٍّ وَهُوَ فِىْ الْمَوْتِ ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ اَرْجُوْ اللّٰهَ
يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ وَاخَافُ ذُنُوْبِىْ ، فَقَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لاَيَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ
مَا يَرجُوْ مِنْهُ وَامَنَهُ مِمَّا يَخَافُ (سنن إبن ماجه)

১৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় মৃত্যু শয্যায় শায়িত এক যুবকের কাছে উপস্থিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এখন কেমন বোধ করছো?' যুবকটি জবাব দিল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আমি নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে ভয় পাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'এমন অবস্থায় (অর্থাৎ জীবন বেরিয়ে যাবার সময়) যার মনে এই দুই খেয়াল বিদ্যমান থাকবে আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই তার আকাঙ্খা পূরণ করবেন এবং যা নিয়ে সে ভয় পাচ্ছে তা থেকে তাকে রক্ষা করবেন। (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন এবং রহমতের ঘরে প্রবেশ করাবেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের শিক্ষা হলো, মুমীন কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না আবার আপন গুনাহের কাজেও বেপরোয়া হয় না। এ কথাকে বুজুর্গ ব্যক্তিগণ এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, 'ঈমান ভয় ও আশার মাঝখানে বিদ্যমান'। আল্লাহর রহমতের আশা নেক আমলের দ্বারা জন্মলাভ করে এবং গুনাহের ভয় নাফরমানী থেকে রক্ষা করে। তওবা ও ইসতেগফার মানুষকে ঈমানের দিকে নিয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়- ৩

কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ

◆ কোরআনের আলোকে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য

١٩- رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰی کُلَّ ذِیْ حَقٍّ حَقَّه ، اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَدَ فَرَائِضَ وَسَنَ سُنَّنًا ، وَاَحَلَّ حَلاَلاً ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وَشَرَعَ الدِّیْنَ فَجَعَلَه سَهْلا سَمْحًا وَّاسِعًا وَّلَمْ یَجْعَلْهُ ضَیِّقًا - (ترغیب و ترهیب ، طبرانی)

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তাই হক্‌দারের হক্ আদায় করো)। শোন, আল্লাহ কিছু দায়িত্ব নির্ধারিত করে দিয়েছেন (তা পালন করো)। তিনি কিছু নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (সে অনুযায়ী চলো)। কিছু জিনিস হালাল করে দিয়েছেন (তা ভোগ করো)। কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন (তা পরিহার করো)। তোমাদের জন্য তিনি যে দ্বীন নির্ধারিত করেছেন তা সরল, সোজা ও সহজ। তা ব্যাপক ও বিস্তৃত। দ্বীন তিনি সংকীর্ণ করেননি (তোমরাও করো না)।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ শেষ অংশের অর্থ হলো, দ্বীনের আহকাম অনুযায়ী আমল করলে মানুষের জীবন সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হয় না। ইসলাম মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। দ্বীনের রাস্তা অত্যন্ত প্রশস্ত ও সহজ, এখানে সংকীর্ণতা ও অন্ধত্বের কোন কোন স্থান নেই।

◆ কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক

٢٠- عَنْ اَبِیْ شُرَیْحِ ن الْخُزَا عِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَلَیْسَ تَشْهَدُوْنَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالُوْا بَلٰی قَالَ

www.bjilibrary.com

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللّٰهِ ، وَطَرَفُهُ بِاَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوْا بِهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا ، وَلَنْ تَهْلِكُوْ ابَعْدَهُ اَبَدًا ـ (ترغيب و ترهيب)

২০. হযরত আবু শুরাইহ্ খুযায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তোমরা কি এর সাক্ষ্য প্রদান করো না?'

জবাবে সবাই বললাম, 'হ্যাঁ, আমরা এ দু'টি কথারই সাক্ষ্য দান করি।'

এরপর তিনি বললেন, 'এ কুরআনের একটি প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং অন্য প্রান্তটি তোমাদের হাতে। তাই তোমরা কোরআনকে শক্ত করে ধরে রাখো, তাহলে তোমরা কখনো সরল সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত হবে না এবং ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হবে না। (তারগীব ও তাহরীব)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহতায়ালা এই কিতাবকে 'হাবলুল্লাহ' (আল্লাহর রশি) বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য হাসিল, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয়স্থানেই তাঁর রহমত পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো কুরআন।

◆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত

٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : اِنِّى قَدْتَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّاإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا ، كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ـ (ترغيب و ترهيب)

২১. আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা শক্তভাবে ধরে থাকো তাহলে কখনো গোমরাহ হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।' (তারগীব ও তারহীব)

◆ সুন্নাত ও বিদয়াতের মধ্যে পার্থক্য

٢٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ يَوْمًا إِعْلَمْ يَابِلَالُ ، قَالَ مَا اَعْلَمُ يَارَسُولَ اللّٰهِ : قَالَ إِعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِّنْ

سُنَّتِيْ كَانَ لَه مِنَ الاَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُوْرِ هِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلاَلَةً لاَيُرْنَا هَا اللّٰهُ وَرَسُوْلَه كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَيَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا ـ (ترمذى)

২২. হযরত আমর ইব্‌নে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, “একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইব্‌নে হারিস রাদিয়াল্লাহুকে বললেন, ‘হে বিলাল, জেনে রেখো।’

তিনি জিজ্ঞেস করলেন,‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে কি জেনে রাখতে বলছেন?’ তিনি বললেন, ‘জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তা চালু করবে সে ওই সুন্নতের ওপর আমলকারীদের সমান সওয়াব পাবে কিন্তু তাতে আমলকারীর প্রতিফলের কোন অংশ কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ বিরোধী কোন নতুন জিনিস দ্বীনের সঙ্গে জুড়ে দেবে সে ওই বিদয়াতের ওপর আমলকারীদের সমান শাস্তি পাবে কিন্তু তাতে করে আমলকারীদের শাস্তির কোন অংশই কম করা হবে না।’ (তিরমিযী)

◆ সুন্নাত অনুসরণের ফজিলত

٢٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَه اَجْرُ مِاَةِ شَهِيْدٍ ـ

২৩. হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে যখন সাধারণভাবে ভাঙন দেখা দেবে তখন যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী চলবে সে একশো শহীদের সমান পুরস্কার পাবে।” (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এত বড় পুরস্কার পাওয়ার কারণ, সে যে পরিবেশের মধ্যে ছিল তাতে রাসূলের পথে চলা তার জন্য সহজ ছিল না, চারদিকেই ছিল প্রতিকূলতার বেড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মানুষের পছন্দনীয় পথ ধরেনি, বরং সে তার সমস্ত জীবন ধরে এই সাক্ষ্যই দিয়ে গেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো রাস্তাই হলো পরিত্রাণের উপায়।

অধ্যায়-৪

ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়াদি

◆ মিসওয়াক করার ফজিলত

٢٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ - (وَفِىْ رِوَايَةٍ مَجْلاةٌ لِّلْبَصَرِ) (بخارى)

২৪. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মিসওয়াক করার ফলে মুখ পরিষ্কার হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়'।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ মুসলমানীর কতিপয় নিদর্শন

٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُؤَالِ جِبْرَائِيْلَ اِيَّاهُ عَنِ الاِسْلَامِ : فَقَالَ الاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنْ تُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاَنْ تُتِمَّ الْوَضُوْءَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ نَعَمْ - (ترغيب و ترهيب)

২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইসলাম কি?'

তিনি জবাবে বললেন, 'ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, হজ্জ ও ওমরাহ করবে। যখন গোসল করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন গোসল করবে, যথাযথভাবে অযু করবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখবে।' প্রশ্নকারী জানতে চাইলেন, 'এসব করলে কি আমি মুসলমান বলে গন্য হবো?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

◆ আযানের ফজিলত

٢٦-رُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أذِّنَ فِىْ قَرْيَةٍ اٰمَّنَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِهِ ذٰلِكَ الْيَوْمَ - (ترغيب ، طبرانى)

২৬. হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন লোকালয়ে নামাযের জন্যে আযান দেয়া হলে সেদিন ওই লোকালয়কে আল্লাহ বিপদ ও আযাব থেকে রক্ষা করেন'।"
(তারগীব, তাবরানী)

٢٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأسِ شَظِيَّةٍ يُّؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ - (ابوداؤد ، نسى)

২৭. ওক্‌বা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সেই মেষ পালকের ওপর তোমার রব সন্তুষ্ট হয়ে যান, যে কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং নামায পড়ে। আল্লাহপাক ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, 'আমার এই বান্দাকে দেখো! জনবসতি থেকে দূরে অবস্থান করেও সে আযান দেয়, নামায পড়ে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার এ বান্দার ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।" (আবু দাউদ, নাসাঈ)

◆ নামাযের ফজিলত

٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ ، فَاِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِه وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه - (ترغيب ، طبرانى)

www.bjilibrary.com

২৮. আবদুল্লাহ ইব্‌নে কুরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাযের। বান্দা যদি নামাযের হিসাব সন্তোষজনকভাবে দিতে পারে তবে সে অন্যান্য আমলেও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর সে যদি নামাযের হিসাব সন্তোষজনভাবে দিতে না পারে তবে তার অন্যান্য আমলও খারাপ হয়ে যাবে।" (তারগীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ নামায হলো তাওহীদের ভিত্তি এবং দ্বীনের বুনিয়াদ। বুনিয়াদ শক্ত হল ঘর মজবুত হবে, আর বুনিয়াদ দুর্বল হলে ঘর কমজোর হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই নামাযের আমল দিয়েই প্রাথমিকভাবে একজনের ভাল-মন্দ বিচার করা যায়।

◆ পাপের আগুন নিভানোর উপায় নামায

٢٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا يُّنَادِىْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَّابَنِىْ اٰدَمَ قُوْمُوْا اِلٰى نِيْرَانِكُمُ الَّتِىْ اَوْقَدْتُمُوْهَا فَاَطْفِئُوْهَا ـ (ترغيب ، طبرانى)

২৯. হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নামাযের সময় আল্লাহর এক ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকে, 'হে আদমের সন্তান! যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছো তা নিভিয়ে দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াও'।" (তারগীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ দুই নামাযের মধ্যে বহু ছোট বড় ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে যা পরকালে আগুনের রূপ ধারণ করবে। সে জন্যে ফেরেশতা এ ঘোষণা করে, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছো তা নিভিয়ে দেবার জন্যে মসজিদে এসো, নামায পড়ো। আল্লাহর কাছে তওবা ও ইসতেগ্‌ফার করো। তওবা ও ইসতেগ্‌ফারের পানিতে এ আগুন নিভে যাবে।

◆ মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ফজিলত

٣٠- رُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ عُمَّارَ بُيُوْتِ اللّٰهِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ (طبرانى)

৩০. হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর ঘরের আবাদকারী এবং তার সেবাকারী আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়জন।" (তাবরানী)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যাঃ যারা নিয়মিত নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করে এবং মসজিদ নির্মাণ করে ও মসজিদের সেবা করে তারা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়ে যায়।

◆ জামায়াতে নামাজ পড়া মুসলমানিত্বের প্রমাণ বহন করে

٣١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ ـ (ترمذى ، ابن ماجاه)

৩১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তিকে মসজিদে নিয়মিত জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে দেখলে তাকে মুসলমান বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে।"
(তিরমিযী, ইব্‌নে মাজাহ)

◆ জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য পথের দূরত্ব অতিক্রমের ফজিলত

٣٢- عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ كَانَتْ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ ، فَقِيْلَ لَهُ لَوِاشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظُّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ ، فَقَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ يُّكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَاِذَا رَجَعْتُ اِلَى اَهْلِىْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ كُلَّهُ ـ (ترغيب ، مسلم)

৩২. হযরত উবাই বিন কা'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একজন আনসারের ঘর নবীজীর মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এসে সর্বদা নামায আদায় করতেন। কোন ওয়াক্তের নামাযই তিনি বাদ দিতেন না।

এক লোক এ অবস্থা দেখে তাঁকে বললেন, 'গরমের সময় ও রাতে মসজিদে আসার জন্য আপনি একটি খচ্চর কিনছেন না কেন?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি মসজিদের কাছে বাড়ি করা এ জন্যই পছন্দ করিনি, যেন আমি পায়ে হেঁটে মসজিদে যেতে পারি। আমি চাই, মসজিদে যাওয়া আসার প্রতিটি

www.bjilibrary.com

পদক্ষেপ যেন আমার আমলনামায় লেখা হয়ে যায়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, 'ওর প্রত্যেক পদক্ষেপের সওয়াব আল্লাহ ওকে দেবেন।" (তারগীব, মুসলিম)

◆ সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ফজর ও এশার নামাযে শরীক হওয়া

٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا اِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ اَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ - (ترغيب)

৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমরা কোন ব্যক্তিকে ফজর ও এশার নামাযের জামায়াতে না পেলে তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করতাম।" (তারগীব)

ব্যাখ্যা ঃ এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁরা মুনাফিক হবার সন্দেহ করতেন। মুনাফিকরা সাধারণত ফজর ও এশার নামাযে আসতো না। সে সময় বৈদ্যুতিক আলো ছিল না, ফলে লুকিয়ে থাকার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাই যেসব মুনাফিকের অন্তর ঈমান শূন্য ছিল তারা মসজিদে আসতো না।

তাদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা ইয়াতুনাস সালাতা ইল্লা ওয়াহুম কুসালা' অর্থাৎ তারা অনিচ্ছার সাথে নামাযের জন্যে আসতো।

◆ নামাযে ইমামতি করার যোগ্যতা ও দায়িত্ব

٣٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ ضَامِنٌ مَّسْئُوْلٌ لِّمَا ضَمِنَ ، وَاِنْ اَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ - (ترغيب ، طبرانى)

৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তার জানা উচিত, এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি যে ঠিকভাবে ইমামতি করে তবে মুক্তাদির সমান ফল সে পাবে কিন্তু মুকতাদির ফল তাতে কমবে না। আর সে যদি ভুল করে সব পাপ তার ঘাড়েই পড়বে, মুকতাদিদের ওপর তার প্রভাব পড়বে না।" (তারগীব, তাবরানী)

www.bjilibrary.com

◆ নফল নামায ঘরে পড়ার ফযিলত

٣٥-عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّه عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ ؟ الصَّلاَةُ فِىْ بَيْتِىْ أَوِ الصَّلاَةُ فِىْ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ الاَتَرٰى أِلٰى بَيْتِىْ مَا أَقْرَبَه مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ أَحَبُّ أِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِىْ الْمَسْجِدِ اِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةً - (ابن ماجاه ، مسند احمد)

৩৫. হযরত হারম ইবনে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উম্মাতা আবদুল্লাহ ইবনে সায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম, না কি মসজিদে পড়া?' তিনি বললেন, 'তুমি কি দেখো না আমার ঘর মসজিদের কত কাছে? আমার কাছে নফল নামায মসজিদ অপেক্ষা ঘরে পড়া উত্তম। অবশ্য ফরয নামায মসজিদেই পড়বে।" (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

(ব্যাখ্যাঃ নবীজী নফল নামায মসজিদ অপেক্ষা ঘরেই বেশি পড়তেন। ঘরে নফল নামায পড়লে ঘর আবাদ হয়। সন্তান ও পরিবারের লোকদের মধ্যে নামায পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফরজ নামায যেহেতু জামায়াতের সাথে আদায় করতে হয় তাই ঘরে নামাযের পরিবেশ তৈরীর জন্য বেশি বেশি নফল নামায পড়া উচিত। তাছাড়া নফল নামাজের উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ। মসজিদে নফল নামাযের মাধ্যমে লোক দেখানোর একটা প্রবণতা বা রিয়া তৈরি হওয়ার অবকাশ থাকে। এই সম্ভাবনা দূর করার জন্যও নফল নামায ঘরেই পড়া উচিত– এ হাদীস সেদিকেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।)

◆ নামায চোরই সবচে জঘন্য চোর

٣٦- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنَ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ لاَيُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَسُجُوْدَهَا - (ترغيب ، طبرانى)

www.bjilibrary.com

৩৬. হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সব থেকে জঘন্য চোর হল সেই ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে।' সবাই জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাযে চুরি করার অর্থ কি?' তিনি বললেন, 'নামাযে চুরি করার অর্থ হলো সে রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে করে না।" (তারগীব, তাবরানী ও ইব্‌নে খোযায়মাহ)

◆ ইসলামের বন্ধন শুরু হয় নামায দিয়ে, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে

٣٧- عَنْ اَبِیْ أمَـامَـةَ رَضِـیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْقَضَنَّ عُرَی الاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً ، فَکُلَّمَا إنْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِیْ تَلِیْهَا ، فَأوَّلُهُنَّ فَقْضَانُ الْحُکْمُ وَآخِرُ هُنَّ الصَّلٰوةُ ۔(ترغیب ، ابن حبان)

৩৭. হযরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '(এমন এক সময় আসবে যখন) ইসলামের বাঁধন ও শৃঙ্খলাগুলো এক এক করে ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করবে। যখন কোন বাঁধন ছিন্ন হয়ে যাবে তখন মানুষ সেই শৃঙ্খলা পূনরায় স্থাপন করার পরিবর্তে যেটুকু ঐক্য বন্ধন বাকী থাকবে তাকেই যথেষ্ট বলে মনে করবে। সর্ব প্রথম যে বাঁধন ছিন্ন হবে তা হলো ন্যায়ের শাসন (খেলাফতে রাশেদা ও হুকুমতে ইলাহিয়া)। আর সর্বশেষে যে বাঁধন ছিন্ন হবে তা হলো নামায।"

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, দ্বীনের বুনিয়াদ এক এক করে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সর্ব প্রথম ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। তারপর অধঃপতনের গতি তীব্র হতে থাকবে এবং এই শৃঙ্খলার শেষ বন্ধনটিও ছিড়ে যাবে। লোকেরা নামায পড়া ছেড়ে দেবে। উম্মতের অধিকাংশ বেনামাযী হয়ে যাবে। আর এটা হবে অধঃপতনের শেষ পর্যায়। (অর্থাৎ একজন মুসলমান তার মুসলমানিত্বের যাত্রা শুরু করবে নামায দিয়ে এবং একে একে ইসলামের বাঁধনে নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকবে। সমাজে ইসলামী বিধি-বিধান চালু করার জন্য সে সচেষ্ট হবে এবং তার এই চেষ্টা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করবে যেদিন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজে ইসলামী আইন চালু হবে।)

◆ যাকাতের গুরুত্ব

٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْن مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أمِرْنَا بِإقَامَاةِ الصَّلاَةِ وَاِیْتَاءِ الزَّکٰوةِ ، وَمَنْ لَّمْ یُزَكِّ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (وَفِیْ رِایَةِ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ یَّنْفَعُه عَمَلُه) ۔(ترغیب)

www.bjilibrary.com

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেছেন, "আমাদেরকে নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে কিন্তু যাকাত দেয় না তার নামায আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'সেই ব্যক্তি মুসলমান নয় যার আমল কিয়ামতে তাকে কোন ফল দেবে না।' (তারগীব)

◆ যাকাত হলো আল্লাহর হক

٣٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكوةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَّهُ فِيْهِ اَجْرٌ وَّكَانَ اِصْرُهُ عَلَيْهِ - (ترغيب)

৩৯. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তুমি তোমার সম্পদের যাকাত (যা তোমার ওপর ফরয) আদায় করে দেবে তখন তোমরা আল্লাহর হক আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে। আর যে হারাম সম্পদ সঞ্চয় করল এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করল সে তার জন্য কোন প্রতিদান পাবে না, বরং তার গুনাহ হবে।" (তারগীব, ইব্‌নে খোযায়মাহ, ইব্‌নে হেব্বান)

◆ রমযানের রোযা ও তারাবী

٤٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَّ إِحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ أُمُّهُ - (ترغيب)

৪০. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং আমি তারাবী সুন্নত করেছি। সুতরাং যারা ঈমান ও ইহতিসাবের সঙ্গে (আখেরাতে প্রতিফল পাবার আশায়) রমযানের রোযা রাখবে ও তারাবীহ পড়বে তারা গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক হয়ে যাবে যেমন তারা জন্মের সময় গুনাহ থেকে পাক ছিল।" (তারগীব)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে ব্যবহৃত কিয়াম শব্দের অর্থ হলো তারাবীর নামায। যে ব্যক্তি মুমিন হবে এবং আখেরাতে প্রতিফল লাভের আশায় এ দুটি কাজ করবে তার সমস্ত

www.bjilibrary.com

গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে যে গুনাহ মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট তা কেবলমাত্র তখনই মাফ হবে যখন হকদারকে সে হক আদায় করে দেয়া হবে অথবা হকদার সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মাফ করে দেবে।

◆ সেহরী খাওয়ার তাগিদ

٤١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَلَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَكُمُ اللّٰهُ إِيَّاهَا فَلَاتَدَعُوْهَا - (ترغيب ، نسائى)

৪১. আবদুল্লাহ ইব্‌নে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, “আমি এমন এক সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, যখন তিনি সেহরী খাচ্ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সেহরী খাওয়া কল্যাণকর, আল্লাহতায়ালা এ বরকত তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব সেহরী খাওয়া পরিত্যাগ করো না।’ (তারগীব, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীরা রোযা রাখার সময় সেহ্‌রী খেতো না। তাদের আলেমরা এ বেদয়াত সৃষ্টি করেছিল অথবা তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণ ও সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তাদের সেহরী খেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য সহজ বিধান দান করা হয়েছে এবং অনেক সুবিধাও দান করা হয়েছে। সে সব সুবিধার মধ্যে একটি হলো সেহরী খেয়ে রোযা রাখা। সেহরী বরকতময় হবার অর্থ হলো, রূহানী বরকতের সঙ্গে সঙ্গে সেহ্‌রী খাবার ফলে দিনে আল্লাহর ইবাদত ও অন্যান্য কাজ করা সহজ হয়ে যায়।

◆ রোযা হলো শরীরের যাকাত

٤٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَّزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ - (ابن ماجه)

৪২. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ প্রত্যেকটি অপবিত্রতা দূর করার জন্যে কোন না কোন উপায় সৃষ্টি করেছেন। শরীরকে পবিত্র করার উপায় হলো রোযা, আর রোযা হলো সবরের অর্ধেক।’ (ইব্‌নে মাজাহ)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ আধুনিক গবেষণার আলোকে মুসলিম অমুসলিম ডাক্তাররা এ ব্যাপারে একমত, রোযা রাখলে অনেক মারাত্মক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। রোযা হলো এমন ইবাদত যা অন্য ইবাদত অপেক্ষা খাঁটি ও রিয়ার সন্দেহ থেকে পবিত্র। তাই লোভ লালসা আয়ত্বে আনার যে ক্ষমতা এর মাধ্যমে অর্জিত হয় তা অন্যান্য ইবাদত দ্বারা লব্ধ ক্ষমতার অর্ধেক হবে। এ হচ্ছে রোযার অর্ধেক সবর হওয়ার অর্থ। তবে এর আর কোন অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন।

◆ রোযা হলো ঢালস্বরূপ

٤٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِىْ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ - (ترغيب و ترهيب)

৪৩. ওসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যুদ্ধের সময় তোমাদের যেমন ঢাল থাকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য, রোযা তোমাদের জন্যে তেমনি ঢাল, যা জাহান্নাম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ ইফতারের সময় দোয়া পড়ার ফজিলত

٤٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَّصُوْمُ فَيَقُوْلُ عِنْدَ فِطَارِهِ ، يَاعَظِيْمُ وَاَنْتَ اِلٰهِىْ لَااِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْلِىَ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلاَّ الْعَظِيْمُ ، اِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهُ - (ترغيب و ترهيب)

৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মুসলমান রোযা রাখলো এবং ইফতারের সময় (ইয়া আযীম থেকে আল আযীম পর্যন্ত) দোয়াটি পাঠ করলো সে যেন আপন গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক হয়ে গেল, যেমন তার মা তাকে জন্ম দেয়ার সময় সে পাক ছিল।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ইফতারের যে দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ হলো, "হে মহান আল্লাহ! হে মহা শক্তিমান! তুমি আমার মালিক। তুমি ছাড়া আমার আর কোন ইলাহ নেই। আমার সব বড় গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। কেননা হে মহান, তুমিই কেবল গুনাহ মাফ করতে পারো।"

www.bjilibrary.com

◆ **রোযার বৈশিষ্ট**

٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الاَكْلِ وَالشُّرْبِ اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ اَوْجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ - (ترغيب ، ابن حبان)

৪৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেবল আহারাদি থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়, অশ্লীল কথাবার্তা ও অশালীন আলোচনা থেকে দূরে থাকার নামই আসল রোযা। অতএব, হে রোযাদার! কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় বা তোমার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে তাহলে তাকে বলো, 'আমি রোযাদার, আমি রোযাদার'।" (অর্থাৎ উত্তেজিত হয়ে জবাব দিও না)। (তারগীব, ইব্‌নে হিব্বান)

◆ **মুসাফিরের রোযা**

٤٦- عَنْ أنَس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ السَّفَرِ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِ لاً فِىْ يَوْمٍ حَرِّ اَكْثَرُ نَاظِلاً صَاحِبُ الكِسَاءِ ، فَمِنَّا مَنْ يَّتَّقِىْ الشَّمْسَ بِيَدِه ، قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ ، فَضَرَبُوْا الأَبْنِيَةَ وَسَقَوُ الرِّكَابَ ، فَقَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالأجْرِ ، وَفِىْ رِوَايَةٍ يَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَّجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَّجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ - (مسلم)

৪৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক রোযা রেখেছিল আর কিছু লোক রোযা রাখেনি। আমরা একস্থানে গিয়ে তাঁবু খাঁটিয়ে বসলাম। খুব গরমের দিন ছিল। যাদের কাছে কম্বল ছিল তারাই সব থেকে বেশি আরাম ও ছায়ার মধ্যে ছিল। আর কিছু লোক কেবল আপন হাত দিয়ে সূর্যের কিরণ থেকে নিজেকে

www.bjilibrary.com

বাঁচাচ্ছিল।' তিনি আরো বলেন, 'ওখানে পৌঁছে রোযাদার লোকেরা তো শুয়ে পড়লো আর যারা রোযা ছিল না তারা উঠে তাঁবু খাঁটাল এবং বাহনকে পানি খাওয়াল'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আজ যারা রোযা রাখেনি তারা সমস্ত নেকী কুড়িয়ে নিল।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'তাদের (অর্থাৎ সাহাবাদের) রায় হলো এই যে, যে মুসাফির রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে তার পক্ষে রোযা রাখা উত্তম, আর যে মুসাফির নিজেকে দুর্বল মনে করে তার পক্ষে না রাখাই উত্তম।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ খুব সম্ভব এ ভ্রমণ মক্কা বিজয়ের অভিযানের সময়কার, যা রমযান মাসে হয়েছিল। এ সফরে লোকেরা যাতে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে সে জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এক স্থানে এসে রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু কিছু লোক রোযা ভাঙ্গল না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রোযা রাখতে নিষেধ করেননি। এক স্থানে পৌঁছে কাফেলা বিশ্রামের জন্য থামলে যারা রোযাদার ছিল তারা নিঃসাড় হয়ে বসে পড়ল আর যারা রোযা ছিল না তারা সতেজ শরীরে তাঁবু খাঁটাল ও সফরের বাহনগুলোকে পানি খাওয়াল।

٤٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ فِىْ ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَائِمٌ ، قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِى السَّفَرِ ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّتِىْ رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا - (ترغيب ، نسائى)

৪৭. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গাছের ছায়ায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুলোক তখন তার চোখে মুখে পানির ছিটা দিচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কি হয়েছে?'

লোকেরা জবাব দিল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোক রোযা রেখেছিল। সহ্য করতে পারেনি, তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, 'সফরে রোযা রাখা কোন নেকীর কাজ নয়। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছেন তার ফায়দা গ্রহণ করো।" (তারগীব, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য দুর্বল এবং রোযা রাখলে এ রকম বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়ার আশঙ্কা থাকে তার উচিত আল্লাহর দেয়া সুযোগ গ্রহণ করা।

www.bjilibrary.com

◆ **রমযান মাসের রোযার মর্তবা ও ফজিলত**

٤٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَّمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَاةٍ وَّلاَ مَرَضٍ لَّمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه وَإِنْ صَامَهْ ـ (ترمذى ، ابوداؤد)

৪৮. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শরয়ী কারণ (সফর ও অসুস্থতা) ছাড়া রমযানের একটা রোযা ভাঙল, সে যদি তা পূরনের জন্যে জীবন-ভর রোযা রাখে তবু তার রমযানের এক রোযা পূরণ হবে না।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

◆ **ফরজ রোযা না রাখার ভয়ানক পরিণতি**

٤٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَابِيْ جَبَلاً وَّعرًا فَقَالاَ إِصْعَدْ ، فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَ اَطِيْقُه ، فَقَالاَ اِنَّا سَنُسَهِّلُه لاَ فَصَعِدْتُّ حَتّٰى إِذَا كُنْتُ فِيْ سَوَاءِ الْجَبَلِ اذَا بِاَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ ، قُلْتُ مَاهذِهِ الاَصْوَاتُ ؟ قَالُوا هذَا عُوَاءُ اَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِيْ فَاذَا اَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةً اَشْدَاقُهُمْ دَمًا ، قَالَ قُلْتُ مَنْ هؤُلاَءِ ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ ـ (ترغيب ، ابن حبان)

৪৯. হযরত আবু উমামা আল বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় দুই ব্যক্তি এলো। তারা আমার বাহু ধরে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল এবং আমাকে সেই পাহাড়ে চড়তে বললো। আমি বললাম, 'আমি এ পাহাড়ে চড়তে পারবো না।'

তারা বললো, 'আমরা আপনার জন্য সব সহজ করে দেবো, আপনি চড়েন।' অতএব আমি পাহাড়ে চড়লাম এবং পাহাড়ের মাঝখানে উপস্থিত হলে খুব জোর চিৎকারের শব্দ

www.bjilibrary.com

শুনতে পেলাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সব কিসের আওয়াজ?' তারা বললো, 'এ সব জাহান্নামবাসীদের চিৎকার।' তারপর তারা আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে নিয়ে গেল। এক জায়গায় দেখলাম কিছু লোককে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ফেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বললো, 'এরা বে-রোযাদার। এরা রমযান মাসে খাওয়া-দাওয়া করতো।" (তারগীব, ইব্‌নে হিব্বান)

◆ ঈদ পুরস্কারের দিন

٥٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْس نِ الاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى اَبْوَابِ الطُّرُقِ فَنَادَوْا ، اُغْدُوْا يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى رَبٍّ كَرِيْمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يُثِيْبُ عَلَيْهِ الْجَزِيْلَ ، لَقَدْ اُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ ، وَاُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ ، وَاَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ فَاقْبِضُوْا جَوَائِزَكُمْ ، فَاِذَاصَلُّوْا نَادَى مُنَادٍ اَلاَ اِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا رَاشِدِيْنَ اِلَى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ وَيُسَمَّى ذٰلِكَ الْيَوْمُ فِى السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ - (ترغيب و ترهيب)

৫০. হযরত সা'আদ বিন আওস আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন ঈদ-উল-ফিতরের দিন উপস্থিত হয় তখন আল্লাহর ফেরেস্তাগণ সমস্ত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'হে মুসলমানগণ! আপন প্রভুর কাছে চলো, যিনি অতি দয়ালু। যিনি নেকি ও মঙ্গলের কথা বলেন এবং সেমতে আমল করার তৌফিক দান করেন, আর তার জন্য বহু পুরস্কার দান করে থাকেন। তাঁর তরফ থেকে তোমাদেরকে তারাবী পড়ার হুকুম দান করা হয়েছে, তাই তোমরা তারাবী পড়েছো। তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখার হুকুম দান করা হয়েছে, তাই তোমরা রোযা রেখেছো এবং আপন প্রভুর আনুগত্য দেখিয়েছো। সুতরাং চলো, নিজের নিজের পুরস্কার গ্রহণ করো।'

তারপর মানুষ যখন ঈদের নামায পড়া শেষ করে তখন আল্লাহর এক ফেরেস্তা ঘোষণা করে, 'হে মানবগণ! তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা কামিয়াবি ও সফলতা নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। এই ঈদের দিনটি পুরস্কারের দিন। এই দিনকে ফেরেস্তাদের দুনিয়ায়ও (আসমানে) পুরস্কারের দিন বলা হয়ে থাকে।" (তারগীব ও তারহীব}

www.bjilibrary.com

অধ্যায়- ৫

হজ্জ্ব

◆ **ফরয হজ্জ দ্রুত আদায় করার হুকুম**

٥١- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلُوْا اِلَى الْحَجِّ يَعْنِىْ الْفَرِيْضَةَ ، فَاِنَّ أَحَدَكُمْ لَايَدْرِىْ مَايَعْرِضُ لَه - (ترغيب)

৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরয হয়ে থাকলে তা তাড়াতাড়ি আদায় করে ফেলো। কারণ কেউ তো জানে না কখন কোন বাধা-বিপত্তি এসে যাবে।' (তারগীব)

◆ **হজ্ব আদায় না করার পরিণাম**

٥٢- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ تَحْبِسْه حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْمَرَضٌ حَابِسٌ اَوْسُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَانِيًّا - (ترغيب و ترهيب)

৫২. হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অসচ্ছল অবস্থায় না থাকে, রোগাক্রান্ত না হয়ে থাকে বা অত্যাচারী শাসকের তরফ থেকে কোন বাধার সম্মুখীন না হয়, তারপরও যদি সে হজ্জ্ব না করে তবে সে ইহুদী বা খৃষ্টানের মতো মরুক, তাতে কিছু যায় আসে না।' (তারগীব, বায়হাকী)

◆ **আল্লাহ দৃষ্টিতে হারম-শরীফ যিয়ারতকারী**

٥٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَاجَبُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ - (ترغيب و ترهيب)

৫৩. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হজ্জ্ব ও ওমরাহকারী আল্লাহর সম্মানিত অতিথি। আল্লাহ তাদেরকে নিজের দরবারে আসতে হুকুম দিয়েছেন এবং তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছে। তারা আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করেছে আল্লাহ তা কবুল করেছেন।' (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্তমান আছে। কিছু হাদীসে আছে যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। অন্য হাদীসে আছে, হজ্জ্ব সম্পন্নকারী অন্য যে সব লোকের জন্য মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখানে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে, যে সব গুনাহ বান্দার অধিকার সম্পর্কিত তা ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে না, যতক্ষণ না হকদার তা ক্ষমা করে দেয়।

◆ হজ্জ্ব ও ওমরাহ হলো মহিলাদের জিহাদ

٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْءَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ - (نسائى)

৫৪. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "বৃদ্ধ, দুর্বল ও মহিলাদের হজ্জ্বের সওয়াব জিহাদের সওয়াবের সমান।" (নাসায়ী)

◆ প্রকৃত হজ্জ্ব

٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْحَجُّ ؟ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ ، قَالَ فَاَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ ، قَالَ وَمَا السَّبِيْلُ ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ - (ابن ماجه)

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রকৃত হাজী কে?'
তিনি বললেন, 'যার চুল বিক্ষিপ্ত এবং পরিধেয় বস্ত্র ধূলোবালিতে পূর্ণ।'
লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'হজ্জ্বের মধ্যে কোন কাজ সওয়াবের দিক দিয়ে বড়?'
তিনি বললেন, 'উচ্চ স্বরে লাব্বায়েক পড়া এবং কোরবাণী করা।'

www.bjilibrary.com

লোকটি আবার জানতে চাইলেন, 'সাবিল'-এর অর্থ কি?'
তিনি বললেন, 'এর অর্থ হলো বাহন ও পথ খরচ।' (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, আল্লাহ কেমন ধরনের হাজীকে পছন্দ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী হজ্জ হলো এক প্রেমময় ইবাদত। যারা প্রেমিকের ঘর জিয়ারত করতে যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রতি তাদের মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। যেটুকু সময় পাওয়া যায় তা আপন প্রেমিকের স্মরণ, দোয়া এবং ইস্তেগফার ও কান্নাকাটিতে ব্যয় করা দরকার।

লোকটি শেষ যে প্রশ্নটি করেছিল তা 'কোরআনের হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত-'মানিসতা-তা'আ ইলায়হি সাবিলা'তে যে সাবিল শব্দ আছে তার অর্থ প্রসঙ্গে। জবাবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাওয়ার মতো বাহন এবং পথ খরচ তার থাকা দরকার।'

◆ আরাফাতে অবস্থানকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত

٥٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ ، اُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِىْ شُعْثًا غُبْرًا جَاءُوْنِىْ شُعْثًا - (مشكوات)

৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন হাজীরা আরাফাতে অপেক্ষা করে দোয়া ও কান্নাকাটি করতে থাকে তখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলেন, 'আমার বান্দাদের দেখো, ওদের চুল এলেমেলো হয়ে আছে, পরিধেয় বস্ত্র ধূলোবালিতে মলিন। দেখো, ওরা এই অবস্থাতেই আমার কাছে চলে এসেছে।' (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, লোকেরা যখন আরাফাতে উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি করে তখন আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জন্যে বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়।

◆ কোরবানী ও পরিশুদ্ধ নিয়ত

٥٨- رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَااَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوْا وَاحْتَسِبُوْا بِدِمَائِهَا ، فَاِنَّ الدَّمَ وَاِنْ وَقَعَ عَلَى الاَرْضِ فَاِنَّه يَقَعُ فِىْ حِرْزِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

(ترغيب ، طبرانى)

www.bjilibrary.com

৫৭. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'হে মানুষ! কোরবানী করো। আখিরাতে সওয়াব পাওয়ার আশায় পশুর রক্ত প্রবাহিত করো। কোরবানীর পশুর রক্ত বাহ্যতঃ মাটিতে পড়লেও প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর ভান্ডারে গিয়ে জমা হয়ে যায়।" (তারগীব তাবরানী)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে 'হিরয' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হিরয এমন সিন্দুককে বলা হয়, যার মধ্যে মানুষ আপন সম্পদ সংরক্ষণ করে। কোরবানীর দিন কোরবানী করা সব থেকে বড় সওয়াবের কাজ। আমাদের দৃষ্টিতে কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে মিশে বেকার হয়ে গেলেও রাসূলের বিবরণ অনুযায়ী তা আল্লাহর ভান্ডারে কোরবানীকারীর পুঁজি হিসাবে জমা থাকে।

◆ সামর্থ থাকার পরও যে হজ্জ্ব করে না সে এক দুর্ভাগা

٥٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ جِسْمَهُ وَ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِى الْمَعِيْشَةِ تَمْضِىْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَّايَفِدُ اِلَىَّ لَمَحْرُوْمٌ ـ (ترغيب ، ابن حبان)

৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহ বলেন, 'যে বান্দাকে আমি শারীরিক সুস্থতা এবং রুজির প্রাচুর্য দিয়েছি অথচ পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সে আমার কাছে এলো না, সে এক দুর্ভাগা।" (তারগীব, ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ ভাল স্বাস্থ্য ও রুজির প্রাচুর্য আল্লাহর মস্তবড় নেয়ামত। এ দুই নেয়ামত যিনি লাভ করেন তার উচিত আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং কথায় ও কাজে আল্লাহর শোকর আদায় করা। কিন্তু এই নেয়ামত লাভ করার পর সে একদিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, এক বছরও নয়, যদি পাঁচ বছর পর্যন্ত আল্লাহর কাছে অর্থাৎ আল্লাহর ঘরে হজ্জ্ব করার জন্য উপস্থিত না হয় তবে এর থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তার জানা উচিত, যিনি তাকে সুস্থতা দিয়েছেন তিনি তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। যিনি তাকে এই প্রাচুর্য দান করেছেন তিনি মুহূর্তের মধ্যে তাকে পরমুখাপেক্ষী করে দিতে পারেন। তাই এ স্বাস্থ্য ও সম্পদকে গণীমত মনে করা দরকার। এর শোকর আদায় করার জন্যই যত দ্রুত সম্ভব হজ্জ্বের ফরয আদায় করে ফেলা দরকার। কারণ ভবিষ্যতে এই নেয়ামত তার কাছে থাকবে কি না কেউ বলতে পারে না।

www.bjilibrary.com

◆ **চারটি বড় ফরজ**

٥٩- عَنْ زِيَدِ بْن نُعَيْمِ ن الْخَضْرَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ فِى الاِسْلَامِ ، فَمَنْ أَتى بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتّٰى يَأْتِىَ بِهِنَّ جَمِيْعًا نِ الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ -

(مسند احمد)

৫৯. হযরত যিয়াদ বিন নু'আয়েম হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের মধ্যে চারটি ইবাদত আল্লাহ ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এর তিনটি ইবাদত পালন করবে এবং চতুর্থটি বাদ দেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ চতুর্থ ইবাদতটি পালন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার তিনটি ইবাদত কোন কাজে আসবে না। এ চারটি ফরয ইবাদত হলো: নামায, যাকাত, রমযানের রোযা এবং হজ্জ।"

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বীনের মধ্যে এ চারটি ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। বিশেষ করে বর্তমান মুসলমানদের জন্যে এ হাদীসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজ মুসলমানদের মধ্যে এক বিরাট অংশ নামায পড়ে না। আবার যারা নামায পড়ে তাদের মধ্যে বহু লোক যাকাত দেয় না, অনেকে কেবলমাত্র রোযা রাখে কিন্তু নামাযের ধারে কাছেও যায় না এবং যাকাতও দেয় না। কিছু লোক নামায, রোযা ও যাকাত দেয় কিন্তু হজ্জ সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করে না। এ ধরনের লোককে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এর চারটি আরকানই পূর্ণ করতে হবে। যদি তিনটি কাজ করো এবং চতুর্থটি বাদ দাও তাহলে আখিরাতে মুশকিলে পড়বে। আল্লাহতায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, 'আমি তোমাদের জন্য চারটি বুনিয়াদি ফরয নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম, তিন বা দুই বা এক নয়, তুমি কোন অধিকার ও ক্ষমতায় তা বিভক্ত করেছো? কালেমা পড়ে, মুসলমান হয়ে, নবীর উম্মত হিসাবে বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও এরকম বিদ্রোহ কেন করেছো? ভেবে দেখুন, মানুষ তখন এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে? সেদিন কি ভীষণ পরিণামের সম্মুখীনই না হতে হবে।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-৬

সামাজিক অধিকার

◆ মাতা পিতার হক

٦٠- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ - (ابن ماجه)

৬০. হযরত আবি উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'সন্তানের উপর মাতা পিতার অধিকার কি?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'তারা তোমাদের জান্নাত, আবার তারাই তোমাদের দোযখ।' (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটির মানে হচ্ছে, যদি তোমরা মাতা-পিতার হক আদায় করো, তাঁদের সেবা করো তবে তোমরা জান্নাতের হকদার হবে। আর যদি তোমরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার না দাও, তাঁদের সেবাযত্ন না করো তবে জাহান্নামই হবে তোমাদের ঠিকানা।

কোরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, পিতা অপেক্ষা মায়ের দরজা বড়। মা-বাপের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে কোরআনে গর্ভাবস্থায় মায়ের কষ্ট, তারপর দুগ্ধ-দান ও লালন-পালনে মায়ের যে কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ মসীবত সহ্য করতে হয় সে সবের উল্লেখ করা হয়েছে। নিচের হাদীসটিতেও মায়ের বিরাট হকের কথা বলা হয়েছে।

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার মাকে ইয়ামেন থেকে পিঠে বহন করে এনে হজ্জ্ব করিয়েছি, তাঁকে আপন পিঠে করে নিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছি, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করেছি, তাঁকে আরাফাতে নিয়ে গিয়েছি, আবার সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে মুযদালেফায় এসেছি, মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি যারপরনাই বৃদ্ধা, চলার শক্তি একেবারেই নেই। তাঁকে পিঠে নিয়েই আমি এ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করেছি। তাঁর হক কি আমি আদায় করতে পেরেছি?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'না, তাঁর হক আদায় হয়নি!'

লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কারণ তোমার মা শৈশবে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তোমার জন্য সহ্য করেছেন এই আশা নিয়ে, তুমি বেঁচে থাকবে। আর তুমি তোমার মায়ের জন্য যা করেছো তা এই আশংকা নিয়েই করেছো যে, তিনি মারা যাবেন!'

www.bjilibrary.com

◆ মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত

٦١- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰه أَرَدْتُ اَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اسْتَشِيْرُكَ ، فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ أُمٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا - (مسند احمد)

৬১. হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমার আব্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যেতে চাই। আপনার পরামর্শ নেয়ার জন্য এসেছি। (আপনি কি হুকুম করছেন?)'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা আছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি গিয়ে তাঁর খেদমত করতে থাকো। তোমার জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যাঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন, তাঁর মা বেঁচে আছেন এবং এও জানতেন, তাঁর মা খুবই বৃদ্ধা ও অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সুতরাং এ অবস্থায় তিনি পুত্রের খেদমতের বড় মুখাপেক্ষী। কিন্তু পুত্রের বড় ইচ্ছা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তোমার জিহাদের ময়দান তোমার ঘরেই বর্তমান। যাও, তোমাদের মায়ের অকৃত্রিম খেদমতে নিজেকে নিযুক্ত করো।

এ হাদীসের এই অর্থ গ্রহণ করা ভুল হবে যে, যার মা-বাপ বেঁচে আছে তার পক্ষে দ্বীনের খিদমতে বের হওয়া চলবে না। বেশীর ভাগ সাহাবায়ে কিরামদের মাতা-পিতা জীবিত ছিলেন। কিন্তু জিহাদ ও দ্বীনের কাজে তাঁরা সর্বদাই বের হতেন।

◆ মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষার পুরস্কার

٦٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ أَوْ اَحَدُهُمَا وَأَنَّه لَهُمَا لَعَاقٌّ ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا- (بيهقى)

www.bjilibrary.com

৬২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কারো মা-বাপ মারা যায় এবং তাঁদের জীবিত অবস্থায় সে তাঁদের না-ফরমান থেকে থাকে (তারপর মা-বাপের মৃত্যুর পর এই না-ফরমানী সম্পর্কে তার চেতনা হয়) তবে সে যেন তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকে, তাঁদের জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করে প্রার্থনা করতে থাকে। তাহলে আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তিকে মা-বাপের হুকুম মান্যকারীরূপে গণ্য করে মা-বাপের অবাধ্যতার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবেন। (বায়হাকী)

◆ মা-বাপের মৃত্যুর পর তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের উপায়

٦٣- عَنْ اَبِىْ اَسِيْدٍ مَّالِكٍ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهٖ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَاتُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا، وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا - (ترغيب و ترهيب)

৬৩. হযরত আবু আসীদ মালেক বিন রবিয়া সায়িদী বলেন, "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম, এমন সময় সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এলেন। তিনি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মা-বাপ মারা গেছেন। আমার ওপর তাঁদের কোন হক বাকী আছে কি, যা আমার পক্ষে আদায় করা উচিত?'

হুজুর উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মাতা-পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের ওপর তাঁদের এ হক থাকে- পুত্র যেন তাঁদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে, তাদের অসীয়তগুলো যেন পালন করে, তাঁদের সম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে যেন সদ্ব্যবহার করে ও মা-বাপের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি যেন সন্মান দেখায় ও তাঁদের খাতির-যত্ন করে। (তারগীব ও তারহীব, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান)

◆ খালার প্রতি সদ্ব্যবহার

٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيْرًا فَهَلْ لِّيْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَه رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ وَالِدَنِ ؟ قَالَ : لَا - قَالَ فَلَكَ خَالَةٌ قَالَ نَعَمْ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِرَّهَا اِذًا - (مسند احمد)

৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এক বড় গুনাহ করে ফেলেছি। এর থেকে তাওবা করার কি কোন উপায় আছে?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা-বাপ কি বেঁচে আছেন?'

তিনি বললেন, 'না।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোন খালা বেঁচে আছেন?'

লোকটি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'যাও, গিয়ে তাঁর খেদমত করো।"

ব্যাখ্যাঃ তওবার সাধারণ উপায় হচ্ছে-নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে কাঁদা ও ক্ষমা-ভিক্ষা করা। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা একথা জেনেছেন যে, যদি মা বা খালার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা যায়, তাঁদের খেদমত করা হয় তবে এ পাপ ধুয়ে-মুছে যেতে পারে। একথা পয়গম্বর ছাড়া অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

◆ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

٦٥- رُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ ، وَتَعَلَّمُوْا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ ، وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ -

(طبرانى)

৬৫. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দ্বীনের ইলম শিক্ষা করো, দ্বীনি ইলমের জন্য প্রশান্তি ও

www.bjilibrary.com

মর্যাদাবোধ করো এবং যার কাছ থেকে তোমরা দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছো তাঁর প্রতি বিনয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো।"(তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা : আলেমদের সত্য-নিষ্ঠ অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন মা-বাপ। মা-বাপ হচ্ছেন দৈহিক মুরুব্বী, শিক্ষক হচ্ছেন মানসিক মুরুব্বী। মা-বাপের কল্যাণে সে দুনিয়ার মুখ দেখে আর শিক্ষকের কল্যাণে তার মনবিক সত্ত্বার বিকাশ ঘটে। মা-বাপ যেন প্রাসাদের নির্মাতা এবং শিক্ষক সেই নির্মিত প্রাসাদের শিল্প সৌকর্য ও অলঙ্কারের স্রষ্টা।

◆ স্বামীর অধিকার

٦٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ الِى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ ، هٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى الرِّجَالِ ، فَاِنْ أُصِيْبُوْا أُجِرُوْا ، وَاِنْ قُتِلُوْا كَانُوْا اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ وَنَحْنُ مَعْشَرُ النِّسَاءِ نَقُوْمُ عَلَيْهِمْ ، فَمَالَنَا مِنْ ذَالِكَ ؟ قَالَ : فَقَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلِغِىْ مَنْ لَقِيْتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَإِعْتِرَفَا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَالِكَ وَقَلِيْلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَّفعَلُه - رَوَاهُ الْبَزَّارُ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا وَالطَّبْرَانِىْ فِىْ حَدِيْثٍ قَالَ فِىْ اخِرِهِ - ثُمَّ جَاءَتْهُ يَعْنِىْ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّىْ رَسُوْلُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ ، وَمَامِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ اَوْلَمْ تَعْلَمْ إِلاَّ وَهِىَ تَهْوَى مَخْرَجِىْ إِلَيْكَ ، اللّٰهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالَ ، فَاِنْ أَصَابُوْا أُجِرُوْا وَإِنْ أُسْتُشْهِدُوْا كَانُوْا إِحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَمَا يَعْدِلُ ذٰلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مِّنَ الطَّاعَةِ ؟ قَالَ : طَاعَةُ أَزْوَاجِهِنَّ وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوْقِهِمْ ، وَقَلِيْلٌ مِّنْكُنَّ مَنْ يَّفْعَلُه - (ترغيب و ترهيب)

৬৬. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, মেয়েরা আমাকে তাদের প্রতিনিধি করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (দেখুন) পুরুষের ওপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে। যদি তারা জিহাদে আহত হয় তার জন্য তারা পুরস্কার পাবে, যদি শহীদ হয় তবে আল্লাহর সান্নিধ্যে তারা জীবিত অবস্থায় থাকবে এবং তাঁর নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে থাকবে। কিন্তু আমরা মেয়েরা তাদের ঘর ও সন্তানদের দেখাশোনা করি। এর জন্য কি আমাদের পুরস্কার দেয়া হবে?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যেসব মেয়েদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত ঘটে তাদের জানিয়ে দিও, স্বামীর আনুগত্য করা ও স্বামীর হক আদায় করা জিহাদের সমান মর্যাদা রাখে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মেয়েলোক তা করে।"

তাবরানীও এই একই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'মহিলাদের প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'মেয়েরা আমাকে তাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আর প্রতিটি স্ত্রীলোক আপনার কাছে আমার এ আসার কথা তার জানা থাক বা না থাক, আমার এ আসাকে তারা পছন্দ করে। (দেখুন) আল্লাহতায়ালা মেয়েদের ও পুরুষদের উভয়েরই প্রভু ও মাবুদ এবং আপনি স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক উভয়েরই পয়গম্বর রূপে প্রেরিত হয়েছেন। পুরুষদের ওপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে (মেয়েদের প্রতি নয়), যদি তারা শত্রুদের মারে তার জন্য পুরস্কার পায় (আর গণীমতও লাভ করে), যদি শহীদ হয়ে যায় তবে আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যে উচ্চতর জীবন লাভ করে এবং নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে থাকে। তাহলে আমরা কি কাজ করবো যা পুরুষের জিহাদের তুল্য হবে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর আনুগত্য করা ও স্বামীর হক আদায় করা পুরুষের জিহাদের সমান। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কম মেয়েলোকই এরূপ করে।' (তারগীব ও তারহীব)

◆ স্ত্রীর অধিকার

٦٧- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، فَاِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا - (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، ابن حبان)

৬৭. সামুরাতা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পার্শ্বদেশের হাড় থেকে।

www.bjilibrary.com

যদি তুমি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও তবে ভেঙে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে নরম ব্যবহার করো, তাহলেই সুখ স্বচ্ছন্দময় জীবন-যাপন করতে পারবে।" (তারগীব ও তারহীব, ইবেন হিব্বান)

ব্যাখ্যাঃ নারীদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে কথাটির মর্ম হচ্ছে, মেয়েদের মেজায, তার চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করার ভঙ্গি পুরুষের থেকে ভিন্ন। পারিবারিক ব্যবস্থায় স্বামীর হাতে থাকে পরিবারের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। যদি কোন স্বামী স্ত্রীর ভাবাবেগ ও অনুভূতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার জিদ ধরে তবে পারিবারিক জীবন প্রকৃত সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। কলহ ও ঝগড়া ফ্যাসাদের কারণে ঘর জাহান্নামের মত অশান্তিময় হয়ে উঠবে। এ জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে স্ত্রীদের সাথে কোমল ও ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংসার চালাতে কোন পুরুষ ব্যর্থ হয় তবে মনোমালিন্যের কারণে তাদের সম্পর্ক তালাক পর্যন্ত গড়াতে পারে। আর তালাক শরীয়তের বিধানে খুবই অপছন্দনীয় ব্যাপার। একটি সংসারের জন্য সর্বশেষ উপায় হিসাবেই এ ব্যবস্থা দান করা হয়েছে।

এ হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, স্ত্রীলোক বাঁকা স্বভাবের হয় এবং পুরুষ বড় সরল সোজা হয়ে থাকে। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, অনৈসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু তোমরা হচ্ছো খোদার মু'মিন বান্দা। সুতরাং স্ত্রীদের সাথে তোমাদের উত্তম ব্যবহার করা উচিত। অতএব তোমরা মেয়েদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।

কোন কোন বর্ণনায় হাদীসটির শেষ অংশ নিম্নরূপ:

فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

অর্থাৎ 'তুমি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো এবং অন্যকেও তার স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাকিদ করো।'

◆ সন্তানের অধিকার

٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوْا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوْا أَدَبَهُمْ - (ترغيب و ترهيب ، ابن ماجه)

৬৮. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'তোমরা নিজের সন্তানের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করো এবং তাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করো।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে মাজা)

www.bjilibrary.com

◆ অধীনস্ত ও পরিজনদের ব্যাপারে দায়িত্ব

٦٩- عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَسْتَرْعِيَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْكَثُرَتْ إِلَّاسَأَ لَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَا فِيْهَا أَمْرَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَ لَه عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً - (مسند احمد)

৬৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন লোকদের উপর কর্তৃত্বকারী বান্দার কাছে থেকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে অবশ্যই হিসাব গ্রহণ করবেন। অধীনস্থ লোকদের উপর সে আল্লাহর দ্বীন জারী করেছে নাকি তা বরবাদ করে দিয়েছে সে সম্পর্কে তার কাছ থেকে জবাবদিহী নেয়া হবে। এমনকি নিজের পরিবার পরিজন সম্পর্কেও তাকে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ গৃহস্বামীকে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং যারা তার পোষ্য বা তার অভিভাবকত্বে আছে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। সে তাদের দ্বীনি শিক্ষা ও দ্বীনি পরিবেশ নিশ্চিত করেছিল কিনা তা তার কাছে জানতে চাওয়া হবে। যদি গৃহস্বামী তাদের দ্বীনদার বানাবার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন, তবে তিনি অব্যাহতি পাবেন। নইলে তিনি যতই দ্বীনদার ও খোদা-পরস্ত হোন না কেন, মহা বিপদ ও বিপর্যয় তাকে গ্রাস করবে।

◆ গরীব মিসকীনদের অধিকার

٧٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ إِدْخَالُكَ السُّرُوْرَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ أَوْكَسَوْتَ عَوْرَتَهُ أَوْ قَضَيْتَ لَه حَاجَةً - (ترغيب ، طبرانى)

৭০. হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সব থেকে উত্তম কাজ কি?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, 'কোন মুসলমানের অন্তরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। যদি সে ক্ষুধার্ত হয় তবে তাকে আহার

করাও; যদি তার কাপড় না থাকে তবে তাকে পরিধানের কাপড় দাও, এবং যদি তার কোন প্রয়োজন অপূর্ণ থাকে তা পূর্ণ করে দাও।" (তারগীব, তাবরানী)

◆ মুসলমানের অভাব পূর্ণ করা

٧١- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا مُؤمِنٍ أَطْعَمَ مُؤمِنًا عَلٰى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُؤمِنٍ سَقٰى مُؤمِنًا عَلٰى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ ، وَاَيُّمَا مُؤمِنٍ كَسَا مُؤمِنًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ يَوْمًا الْقِيَامَةِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ - (ترمذى)

৭১. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার করালে আল্লাহতায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করালে আল্লাহতায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের উত্তম পানীয় পান করাবেন। কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র পরালে আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতী পোষাক পরাবেন। (তিরমিযী)

٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطْعَمَ أَجَاهُ حَتّٰى يُشْبِهَه ، وَسَقَاهُ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى يَرْوِيَه بَاعَدَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ مَا بَيْنَ كُلِّ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمَائَةِ عَامٍ - (ترغيب ، طبرانى)

৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে পেট ভরে আহার করাবে ও পানি দিয়ে তার পিপাসা মিটাবে আল্লাহতায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। এক খন্দক থেকে অন্য খন্দকের দূরত্ব হবে পাঁচশ বছরের রাস্তা।" (তারগীব, তাবরানী)

◆ নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করার ফজিলত

٧٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه وَاللّٰهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ - (ترغيب و ترهيب)

৭৩. হযরত আবু হোরায়ারা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি কাউকে নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করলে উদ্বুদ্ধকারী ব্যক্তি কাজটি সম্পন্নকারী ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে। আল্লাহতায়ালা বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা বড়ই পছন্দ করেন।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ অধীনস্থদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার হুকুম

٧٤- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ، قَالُوْا ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هٰذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَاهى ، قَالَ نَعَمْ ، فَأَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ ، وَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأكُلُوْنَ - قَالُوْا ، فَمَا يَنفَعُنَا مِنَ الدُّنْيَا ؟ قَالَ ، فَرَسٌ تَرْبِطُه تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، مَمْلُوْكُكَ يَكْفِيْكَ ، فَاِذَا صَلَّى ، فَهُوَا حَقٌّ - (ترغيب و ترهيب ، احمد ، ابن مجاه ، ترمذى)

৭৪. হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "তিনি বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদের বলেননি, অন্যান্য উম্মতের চাইতে আপনার উম্মতের মধ্যে ইয়াতীম ও সেবকদের সংখ্যা বেশী হবে?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আমি তোমাদের এ কথা বলেছি। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে সেই রকম ব্যবহার করো, যেমন ব্যবহার তোমরা নিজের সন্তান-সন্ততির সাথে করে থাকো। তাদের সেই খাদ্য খাওয়াও যা তোমরা খাও।'

www.bjilibrary.com

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'দুনিয়ার কোন্ জিনিস (আখিরাত) আমাদের উপকারে আসবে?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেই ঘোড়া, যাকে তোমরা বেঁধে রেখে এই উদ্দেশ্য খাওয়াও যে, তার উপর চড়ে তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যারা তোমাদের কাজ করে দেয় সেসব কর্মচারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। আর যদি সে নামাযী হয়, তবে সে তো তোমাদের উত্তম ব্যবহারের আরও বেশী হকদার।" (তারগীব ও তারহীব, আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে চাকর ও কর্মচারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘরের স্থায়ী চাকরদের ব্যাপারেও একই হুকুম।

◆ সাধ্যমত বোঝা চাপানো

٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُه وَشَرَابُه وَكِسْوَتُه ، وَلاَ يُكَلَّفُ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْ هُمْ فَأَعِيْنُوْ هُمْ وَلاَتُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ خَلْقًا أَمْثَا لَكُمْ ـ (ترغيب و ترهيب ، ابن حبان)

৭৫. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের গোলামদের এ হক আছে যে তোমরা তাদের খাদ্য ও পানীয় দেবে, তাদের পরার কাপড় দেবে, আর তাদের ওপর কাজের এমন বোঝা চাপাবে, যা বহন করা তাদের সাধ্যের মধ্যে। যদি কোন ভারী কাজ তাদের উপর অর্পন করো তবে তোমরাও তাদের সাহায্য করো। হে আল্লাহর বান্দারা! তারাও তোমাদের মত আল্লাহর সৃষ্ট জীব, তারাও তোমাদের মত মানুষ। তাদেরকে যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হিব্বান)

◆ অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার পুরস্কার

٧٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا خَفَّفْتَ عَلَى خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِه كَانَ لَكَ أَجْرًا فِيْ مَوَزِيْنِكَ ـ (ترغيب و ترهيب)

৭৬. হযরত ওমর বিন হোরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের কাজ যতটা লঘু করবে, তোমাদের আমলনামায় ততটাই সওয়াব ও পুরস্কার লেখা হবে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার

٧٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْكُوِىَ فِىْ وَجْهِهِ يَفُوْرُ مِنْخَرَاهُ مِنْ دَمٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا ، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِىْ الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِىْ الْوَجْهِ - (ترغيب و ترهيب ، ابن حبان ، ترمذى)

৭৭. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল, গাধাটির মুখমন্ডলে ছিল আঁচড়ের দাগ। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তার উপর আল্লাহর লানত, যে এ কাজ করেছে।’ এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর মুখমন্ডলে দাগ বা আঘাত না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।” (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হিব্বান ও তিরমিযি)

◆ পশু-পাখির উপর নিশানা-বাজী করা নিষেধ

٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ حِفْتَيَانٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا اَوْدَجَاجَةً يَتَرَا مَوْنَهَا وَقَدْ جَعَلُوْ الصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوُ بْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا ، فَقَالَ ابْنَ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هٰذَ ؟ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا - اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا - (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، مسلم)

৭৮. হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, “একদিন তিনি কয়েকজন কোরাইশ বালকদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বা মুরগীকে বেঁধে রেখে তাকে নিশানা বানিয়ে তীরন্দাজি অভ্যাস করছিল। পাখির মালিকের সঙ্গে বালকেরা চুক্তি করে নিয়েছিল, যে তীরটি পাখির ক্ষতি করবে সে তীরটি তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

ছেলেরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে দেখে এদিক ওদিক সরে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু বললেন, ‘কে এ কাজ করলো? যে এ কাজ করেছে তার ওপর

www.bjilibrary.com

আল্লাহর অভিশাপ! যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে নিশানা বানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর লানত করেছেন।" (তারগীব তারহীব, বোখারী ও মুসলিম)

◆ একটি উটের ঘটনা

٧٩- عَنْ يَحْيَ ابْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكُنْتُ مَعَه يَعْنِيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِذْجَاءَ جَمَلٌ يَّخُبُّ حَتّٰى ضَرَبَ بِجِرَانِه بَيْنَ يَدَيْه ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ ، وَيْحَكَ أُنْظُرْ لِمَنْ هٰذَ الْجَمَلُ ؟ اِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، قَالَ ، فَخَرَجْتُ التَمِسُ صَاحِبَه فَوَجَدْتُه لِرَجُلٍ مِّنَ الاَنْصَارِ فَدَعَوْتُه اِلَيْه ، فَقَالَ : مَاشَأْنُ جَمَالِكَ هٰذَا ؟ فَقَالَ : وَمَاشَأْنُه ؟ لاَأَدْرِيْ وَاللّٰه مَاشَأْه عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتّٰى عَجَزَ عَنِ السَّقَايَةِ فَائتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَه وَنُقَسِّمَ لَحْمَه ، قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ ، هَبْهُ لِيْ أَوْ بِعْنِيْهِ ، قَالَ : بَلْ هُوْ لَكَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَوَسَمَهُ بِمِيْسَمِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِه -

(ترغيب و ترهيب ، احمد)

৭৯. ইয়াহইয়া ইবনে মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসেছিলাম। একটি উট দৌড়ে এসে হুজুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। তার দু'চোখ থেকে তখন অঝোর ধারায় অশ্রু বইছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'যাও, দেখো এটি কার উট? এর সঙ্গে অবশ্যই কিছু ঘটেছে।'

আমি উটটির মালিকের সন্ধানে চলে গেলাম। জানা গেল, উটটি একজন আনসারীর। আমি সে আনসারীকে ডেকে হুজুরের খেদমতে হাজির করলাম। নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার উটের এ অবস্থা কেন?' আনসারী উত্তরে বললেন, 'উটটি কেন কাঁদছে আমি জানি না। এ উটটিকে আমি কাজে ব্যবহার করতাম। আমার খেজুর গাছ ও বাগানে এ উটের সাহায্যে আমি পানি সিঞ্চন করতাম। উটটি মশক ভরা পানি বহন করে বাগানে পৌঁছে দিত। এখন ও আর পানি বহন করতে পারে না। তাই গত রাতে আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওটাকে জবেহ করে মাংস ভাগ করে নেবো।'

www.bjilibrary.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা একে জবেহ করো না। হয় আমাকে বিনা মূল্যে দিয়ে দাও নইলে আমার কাছে একে বিক্রি করে দাও।'

আনসার রাদিয়াল্লাহু উত্তর দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এটা বিনামূল্যেই কবুল করুন।'

রাবী (ইবনে মূর্রা রাদিয়াল্লাহু) বলেন, 'হুজুর উটটির গায়ে বায়তুলমালের পশুর ছাপ লাগালেন, তারপর সেটাকে বায়তুলমালের পশুদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।' (তারহীব ও তারগীব, আহমদ)

◆ জবেহ করার পূর্বে ছুরি ধার করে নাও

٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَه عَلٰى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَه ، وَهِىَ تَلْحَظُ اِلَيْهِ بِبَصَرِهَا ، قَالَ أَفَلَا قَبْلَ هٰذَا ؟ أَوَتُرِيْدُ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَتَيْنِ ؟ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَتُرِيْدُ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ ؟ هَلَّا اَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا ؟

৮০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি একটি বকরীকে মাটিতে শুইয়ে তার ওপর একটি পা দিয়ে চেপে ধরে নিজের ছুরিতে ধার দিচ্ছিল। বকরীটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তার কাজ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যবেহ করার পূর্বে বকরীটি মরবে না তো? তুমি কি এটাকে দুই বার মারতে চাও!'

অন্য এক বর্ণনার ভাষা হচ্ছে, 'তুমি কি এটাকে বার বার মৃত্যুর স্বাদ দিতে চাও? এটাকে শোয়ানোর পূর্বেই তুমি নিজের ছুরি ধার দিয়ে নাওনি কেন?'

◆ এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যবেহ করা নিষেধ

٨١- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَاَنْ تُوٰى عَنِ الْبَهَائِمِ ، وَقَالَ اِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ -

৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে ধারালো ছুরি দিয়ে যবেহ করার নির্দেশ

দিয়েছেন। তিনি এও নির্দেশ দিয়েছেন, যেন এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যবেহ করা না হয়। এ ছাড়া তিনি এই হুকুমও দিয়েছেন, 'যখন তোমরা কোন পশু যবেহ করবে তখন তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধা করবে। (বেশীক্ষণ কোন জানোয়ারকে কষ্ট দিও না)।"

٨٢- عَنِ الشَّرِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ، مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِى عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِى مِنْفَعَةً -

৮২. হযরত শাররিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখীকে অনর্থক মারবে কিয়ামতের দিন সেই পাখি আল্লাহতায়ালার কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে বলবে, 'হে আমার রব, অমুক ব্যক্তি আমাকে অনর্থক হত্যা করেছিল, মাংস খাবার জন্য আমাকে মারেনি।"

ব্যাখ্যাঃ শখের বশবর্তী হয়ে পশু শিকার করা শক্ত গোনাহ। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই পশু শিকার করা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-৭

মেলামেশা ও আচার ব্যবহার

◆ অংগচ্ছেদ নিষিদ্ধ

٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَثَّلَ بِذِيْ رُوْحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسند احمد)

৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর অংগচ্ছেদন করলো এবং তওবা না করে মরে গেল কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তার অংগ ছেদন করবেন।" (মুসনাদে আহমদ)

◆ হালাল উপার্জন

٨٤- عَنْ جَبِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ ، فَإِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ ابْطَأعَنَهَا فَاتَّقُوْا للّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ ، خُذُوْا مَاحَلَّ وَدَعُوْا مَاحَرُمَ - (ابن ماجه)

৮৪. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মানুষ, তোমরা আল্লাহতায়ালাকে ভয় করো ও তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকো। জীবিকার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কোন ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত সমুদয় রিজিক না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না। যদি সে রিজিক পেতে বিলম্ব হয় তবুও। তাই আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকার সন্ধান করো। হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করো, হারামের কাছেও যেও না।" (ইবনে মাজা)

www.bjilibrary.com

◆ **পরিশ্রমলব্ধ আয়ই সর্বোত্তম আয়**

٨٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ الكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ ـ (مسند احمد)

৮৫. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন, যদি সে সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে কাজ করে।"

(মুসনাদে আহমদ)

◆ **পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন**

٨٦- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ ـ (ترغيب و طبرانى)

৮৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ সেই মুসলমানকে ভালোবাসেন যিনি পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন।" (তারগীব, তাবরানী)

◆ **উত্তম উপার্জনের পথ ব্যবসা-বাণিজ্য**

٨٧- عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ خَالِه قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الْكَسْبِ ، فَقَالَ بَيْعٌ مَّبْرُوْرٌ وَّعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِه ـ (مسند احمد)

৮৭. হযরত জুমাই ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মামার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর মামা বলেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'সব থেকে উত্তম উপার্জনের পথ কোনটি?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্য। যদি তার মধ্যে আল্লাহ নাফরমানির পদ্ধতি অবলম্বন করা না হয় এবং নিজ কায়িক পরিশ্রমের উপার্জন।" (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

◆ সম্পদ আহরণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

٨٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ ، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ هٰذَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى رِيَاءً وَّمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ -

(ترغيب ، طبرانى)

৮৮. কা'ব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি (দ্রুততার সাথে হেঁটে) গেল। সাহাবাগণ তাকে জীবিকা অর্জনে পেরেশান দেখে বললেন, 'যদি লোকটির এ দৌড়ঝাঁপ ও অনুরাগ আল্লাহর রাস্তায় হতো তবে কতই না উত্তম হতো।'

এ শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি এ ব্যক্তির দৌড়ঝাঁপ হয় নিজের ছোট ছোট সন্তানদের জন্য, তবে এ কাজ আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে। যদি সে তার বৃদ্ধ মাতা-পিতার লালন পালনের জন্য এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয়ে থাকে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে কারো কাছে হাত না পেতে সংসার চালানো, তবু তার এ চেষ্টা তৎপরতা আল্লাহর পথে বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি তার এ পরিশ্রম ও পেরেশানী হয় অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করে মানুষের সামনে জাহির করা ও বড়াই দেখানোর উদ্দেশ্যে, তবে তার সমস্ত পরিশ্রমই শয়তানের রাস্তায় বলে গণ্য হবে।" (তারগীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যাঃ মুমিনের সারাটা জীবনই ইবাদতের জীবন। তার প্রত্যেকটি কাজই সওয়াব ও পুরস্কারের যোগ্য। ইসলামে জিহাদ, তাকওয়া এবং ইবাদতের যে ব্যাপক ধারনা তা এ হাদীসটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'মুমিন ব্যক্তি নিজের জন্য, নিজ স্ত্রীর জন্য, নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য ও নিজ কর্মচারীদের জন্য যা কিছু খরচ করে সে সব সদকা ও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য আল্লাহতায়ালা মুমিনকে পুরস্কার দান করবেন।'

(তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

◆ ধনসম্পদের ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-ধারা

٨٩- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَالَ لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكُ ، وَقَالَ مَنْ كَانَ فِيْ يَدِهِ مِنْ هٰذِهِ شَيْئٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِيْنَهُ ، وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ - (مشكوة)

৮৯. হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "অতীতে নবুয়ত ও খিলাফতের জামানায় সম্পদকে অপছন্দনীয় জিনিস বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু আমাদের সময় সম্পদ মুমিনের জন্য ঢাল সমতুল্য।'

তিনি বলেন, 'যদি আমাদের কাছে আজ 'দিরহাম' ও 'দীনার' না থাকতো তাহলে বাদশাহ ও আমীররা আমাদেরকে রুমাল বানিয়ে নিতো। আজ যার কাছে কিছু 'দিরহাম' ও 'দীনার' আছে তা কাজে লাগানো দরকার (যাতে মুনাফা হয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়)। কারণ, এখন জামানাটা এমন যে, মানুষ যদি অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে তবে সে প্রথমে নিজের 'দ্বীন'কে বিক্রি দেবে। হালাল উপার্জন ব্যয়ের নাম অপব্যয় নয়।" (মিশকাত)

ব্যাখ্যাঃ 'বাদশাহ ও আমীররা আমাদেরকে রুমাল বানিয়ে নিতো' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, যদি আমাদের কাছে অর্থ-সম্পদ না থাকতো তবে আমরা বাদশাহ ও ধনবান লোকদের কাছে যেতে বাধ্য হতাম। তারা আমাদেরকে তাদের খেয়ালখুশি মত যথেচ্ছ ব্যবহার করতো। কিন্তু আমাদের কাছে অর্থ সম্পদ থাকায় এখন আমরা তাদের মুখাপেক্ষী নই। রাসূলের জামানায় এমনকি সাহাবাদের জামানায়ও মানুষের ঈমান ছিল মজবুত। সে জন্য অভাব অনটনের মধ্যেও তাঁরা সমস্ত প্রকার ঈমানী বিপত্তি থেকে নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু আজকাল মানুষের ঈমান সাধারণতঃ দুর্বল। দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী মানুষ নিজের ঈমানকে বিক্রি করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই, হযরত সুফিয়ান সওরী এই নসীহত করেছেন। এর দ্বারা তিনি বিলাসী হওয়ার শিক্ষা দেননি।

হাদীসটির শেষ বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে, হালাল রুজিতে অপব্যয় নেই, অপব্যয়ের সম্পর্ক হারামের সাথে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ উত্তম কাপড় পরে বা উত্তম খাদ্য খায় তবে সে জন্য আপনি তাকে বলতে পারেন না, তিনি অপব্যয় করছেন। অবশ্য এ জন্য শর্ত হচ্ছে, এ উত্তম পোষাক ও উত্তম খাদ্য হালাল উপায়ে অর্জিত হতে হবে। (মিশকাত)

www.bjilibrary.com

◆ **ঋণদানের ফজিলত**

٩٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ - (ترغيب وترهيب)

৯০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি ঋণই সদকা সমতুল্য।'

ব্যাখ্যাঃ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যদি কোন দরিদ্রকে কর্জ দেয় তবে এটা একটা পুণ্যের কাজ এবং এর জন্য কর্জদাতা আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে। কেননা কর্জদাতা দরিদ্রের বিপদ দূর করে দিয়েছেন সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা কর্জদাতার বিপদ দূর করে দেবেন।" (তারগীব ও তারহীব)

٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَّرَّةً إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّتَيْنِ - (ابن ماجه)

৯১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার কর্জ দিলে সে সেই অর্থ দু'বার আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করার সমান সওয়াব পাবে।"
(ইবনে মাজা)

٩٢- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوْا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ لاَ ، قَالُوْا تَذَكَّرْ ، قَالَ كُنْتُ أُدَيِّنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِىْ أَنْ يُّنْظِرَ وَالْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ ، قَالَ ، قَالَ اللّٰهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ -

(ترغيب ، بخارى)

৯২. হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বে যে সব লোক (মুসলমান) মারা গেছেন তাদের একজনের কাছে ফেরেশতা গিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করেছো?'
লোকটি উত্তর দিল, 'না।'

www.bjilibrary.com

ফেরেশতা বলল, 'স্মরণ করো। ভাল করে মনে করে দেখো, যদি কোন ভাল কাজ করে থাকো তা আমাকে বলো।'

লোকটি বলল, 'আমি মানুষকে কর্জ দিতাম। আমার কর্মচারীদের আমি বলে দিয়েছিলাম, যদি অভাবের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কেউ ঋণ শোধ করতে না পারে তবে যেন তার সময় আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর কর্জ আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির প্রতিও যেন কোমল ব্যবহার করা হয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (এ কথা শুনে) আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন, 'ওর সব ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।" (তারগীব, বোখারী)

ব্যাখ্যাঃ এমনও হয়, আল্লাহতায়ালা তাঁর কোন বান্দার কোন বিশেষ কাজকে এতটাই পছন্দ করেন যে, তার সেই পছন্দনীয় কাজের খাতিরে তার অন্যান্য সমস্ত গোনাহ আল্লাহতায়ালা ঢেকে দিয়ে তাকে জান্নাত দান করবেন। আরও অনেক হাদীসে এ রকম বর্ণনা আছে। কে জানে কখন কোন বান্দার কোন কাজ আল্লাহতায়ালা পছন্দ করে বসবেন।

٩٣- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَه كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَّحِلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَه بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَه كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ -(مسند احمد)

৯৩. হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ দিলে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্জ দাতার আমলনামায় প্রতিদিন একটি করে দানের পুণ্য লেখা হবে। আর নির্দিষ্ট সময়ে ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করতে না পারলে ঋণদাতা যদি তাকে আরও সময় বাড়িয়ে দেন তবে ঋণদাতার আমলনামায় প্রতিদিন দুটি করে দানের পুণ্য লেখা হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

◆ সূদ সমাজকে অসচ্ছল বানায়

٩٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلٰى قِلَّةٍ ،

وَفِىْ صَحِيْحِ الاِسْنَادِ فِىْ لَفْظٍ لَّه : اَلرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَه إِلٰى قُلٍّ -(ترغيب و ترهيب ، ابن ماجه ، حكيم)

www.bjilibrary.com

৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "নবীজি বলেছেন, 'সূদের অর্থ জমা করার পরিণাম হচ্ছে অসচ্ছলতা।"

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'সূদের অর্থ যতই অধিক হোক না কেন অবশেষে তার পরিণতি হয় অসচ্ছলতা।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে মাজা ও হাকিম)

◆ সূদখোরের ভয়াবহ পরিণতি

٩٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْت لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ لَمَّا إِنْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقِىْ فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبُرُوْق وَصَوَاعِقَ - قَالَ فَأَتَيْتُ عَلى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الحَيَّاتُ تُرى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ ، قُلْتُ ، يَاجِبْرِيْلُ مَنْ هؤُلاَءِ ؟ قَالَ هؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا - (ترغيب و ترهيب ، مسند احمد ، ابن ماجه)

৯৫. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মেরাজের রাতে আমি সপ্তম আসমানে পৌঁছে উপরের দিকে তাকালাম। সেখানে বিদ্যুতের চমক ও গর্জন হচ্ছিল। আমি সেখানে এমন কয়েকজন লোককে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলাম, যাদের পেট ছিল ঘরের মত বিশাল ও মোটা। সেই পেটগুলো ছিল সাপে পরিপূর্ণ, আর সাপগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরাঈল, এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সূদখোর।' (তারগীব ও তারহীব, মুনসাদে আহমদ, ইবনে মাজা)

٩٦- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِىْ ، فَأَخْرَجَنِىْ إِلى أَرْض مُّقَدَّسَةٍ ، فَانْطَلَقْنَا حَتّى أَتَيْنَا عَلي نَهْر مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَّ عَلى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهْرِ ، فَإِذا أَرَادَ أَنْ يَّخْرُجَ رَمى الرَّجُلُ

www.bjilibrary.com

بَحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّه حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلْتُ : مَا هٰذَا الَّذِىْ رَأَيْتَه فِى النَّهْرِ ؟ قَالَ اكِلُ الرِّبَا ـ (ترغيب و ترهيب ، بخارى)

৯৬. সামুরা বিন জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আজ রাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক আমার কাছে এলো এবং আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। সেখান থেকে আমরা উপরের দিকে উঠতে উঠতে শেষে এক রক্ত নদীর তীরে পৌঁছে যাই। সেই নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। নদীর তীরে পাথর হাতে দাঁড়িয়েছিল অন্য একজন। রক্ত নদীতে পড়ে থাকা লোকটি তীরে উঠার জন্য অগ্রসর হলে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি তার মুখে পাথর মেরে মেরে তাকে আবার আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিত। লাগাতার এমনটিই হচ্ছিল। নদীর লোকটি নদী থেকে কূলে উঠার চেষ্টা করছিল আর তীরের লোকটি কিছুতেই তাকে তীরে উঠতে দিচ্ছিল না। যখনই সে তীরে আসতো তাকে পাথর মেরে ফেলে দেয়া হতো নদীতে।

আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাকে আমি নদীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যক্তিটি কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এ ব্যক্তি পৃথিবীতে সুদ খেতো।' (তারগীব ও তারহীব, বোখারী)

◆ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা পাপ

٩٧- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا كَانَ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَه وَقَسَمَ بَيْنَ إِخْوَةِ أَبِيْهِ فَبَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ إِنِّى لَاظُنُّ الشَّيْطَانَ فِىْ مَايَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَه فِىْ نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَّا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيْلًا ، وَأَيْمُ اللّٰهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِىْ مَالِكَ وَإِلَّا لَأُوَرِّثُنَّهُنَّ مِنْكَ وَلَا مُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِىْ رِغَالٍ ـ (مسند احمد)

৯৭. হযরত সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, "সাকাফী গোত্রের গিলান ইবনে সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি এদের মধ্য থেকে চারজনকে বিবি হিসাবে বেছে নাও। বাকী ছয়জনকে বিদায় করে দাও।

গিলান ইবনে সালামা রাদিয়াল্লাহু হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় নিজের সেই চার বিবিকেও তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ নিজের চাচাদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ খবর পেয়ে গিলান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, 'আমার মনে হয় শয়তান উপরে উঠে তোমার মৃত্যুর খবর জোগাড় করে ফেলেছে। তারপর সে এসে তোমাকে বলেছে যে, তুমি আর বেশিদিন বাঁচবে না। (এ জন্যই তুমি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে তোমার বিবিদের তালাক দিয়ে সমস্ত সম্পদকে নিজের বাপের ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছো)। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, তোমাকে তোমার বিবিদের ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ভাগ করে দেয়া সম্পদ ফেরত নিতে হবে। নইলে আমি জোরপূর্বক তোমার বিবিদেরকে তোমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবো আর হুকুম দেবো, যেভাবে আবু রিগালের কবরের ওপর পাথর মারা হয় সেভাবেই লোকেরা যেন তোমার কবরের উপরও পাথর নিক্ষেপ করে।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহতায়ালা নিজ কিতাবে উত্তরাধিকারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন কারণে উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। এই অনধিকার চর্চা করা মহাপাপ। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে কেউ এমন করলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, এমন গর্হিত কাজকে প্রশ্রয় ও কার্যকরী হতে না দেয়া।

পাথর মারার শাস্তি অভিশপ্ত ব্যক্তিকে দেয়া হয়ে থাকে। এই হাদীস থেকে জানা গেল, কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা পাপ এবং এরাও অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আবু রিগাল ছিল জাহেলী যুগের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি। সে আবরাহার 'কাবা' আক্রমণের সহযোগী ছিল। আবরাহা 'কাবা' ধ্বংস করার জন্য বাহিনী নিয়ে এলে এই ব্যক্তি তাদের পথ প্রদর্শন করেছিল। এ জন্যে এই অভিশপ্ত ব্যক্তির কবরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

◆ মানুষের অধিকারের গুরুত্ব

٩٨-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ، قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَاوِيْنَ ثَلَاثَةٌ ، دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ ، وَدِيْوَانٌ لَاَّ يَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ

وَدِيوَانُ لاَيَعْبَأُ اللّٰهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْ مَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ فَذَاكَ

إِلَى اللّٰهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ - (مشكوة)

৯৮. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমলনামায় লিখিত পাপ তিন প্রকারের হবে। এক প্রকারের পাপ যা আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন না। এ হচ্ছে শিরকের পাপ। আল্লাহতায়ালা সূরা নিসার ৪৮ আয়াতে এরশাদ করেছেন, (তাঁর সত্তা, গুণ, অধিকার ও ক্ষমতায়) তাঁর সঙ্গে কাউকে তুল্য ও অংশীদার গণ্য করার পাপকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

আমলনামায় লিখিত দ্বিতীয় প্রকার পাপ হবে বান্দার হক সম্পর্কিত। বান্দার হক নষ্টকারী ব্যক্তি যার অধিকার নষ্ট করেছে সেই হক ফিরিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে মাফ না লওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।

আমলনামায় লিখিত তৃতীয় প্রকার পাপ হবে বান্দা ও খোদার মধ্যকার সম্বন্ধ ও অধিকার সম্পর্কিত। এগুলো আল্লাহতায়ালা নিজ দায়িত্বে এভাবে রেখেছেন, ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন। (মিশকাত)

৯৯- عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَأُجِيْبَ أَنِّيْ قَدْ

غَفَرْتُ مَاخَلاَ الْمَظَالِمَ فَإِنِّيْ اخِذٌ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ - (ابن ماجه)

৯৯. হযরত আব্বাস বিন মিরদাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার সন্ধ্যায় নিজ উম্মাতের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে এর জওয়াব আসে, 'তোমার দোয়া আমি কবুল করলাম, তোমার উম্মতের পাপ আমি ক্ষমা করে দেবো। তবে যারা অন্যের হক আত্মসাৎ করেছে তাদের মুক্তি নেই। আমি জালিমের কাছ থেকে মজলুমের হক অবশ্যই আদায় করবো।" (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভাষা থেকে আল্লাহর ক্ষমা প্রদান সম্পর্কে যেন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। আল্লাহতায়ালার শাস্তি দানের বিধি ও ক্ষমা দানের বিধি উভয়টাই বিস্তারিতভাবে কোরআন ও হাদীস বিবৃত হয়েছে, যা জানার জন্য এখানকার হাদীস সমষ্টিই যথেষ্ট।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-৮

সৎ ও অসৎ গুণাবলী

◆ তাওয়াক্কুল-আল্লাহর উপর নির্ভরতা

١٠٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَّ تُسَدَّ حَاجَتُه وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اتَاهُ اللّٰهُ بِرَزْقٍ عَجِلٍ أَوْمَوْتٍ اجِلٍ - (مسند احمد)

১০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়ে তা দূর করার জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, সে ব্যক্তিতো এরই উপযুক্ত যে, তার অভাব পূর্ণ হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা আল্লাহতায়ালাকে জানায় ও তার কাছে অভাব পূরণের প্রার্থনা করে আল্লাহতায়ালা হয় তাকে দুনিয়াতেই রিজিক বাড়িয়ে দেবেন নইলে আপন সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, যেখানে তাকে নিজের নেয়ামতরাজি দিয়ে ধন্য করবেন।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস মানুষকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দান করে। এ হাদীস বলে, তোমার প্রতিটি প্রয়োজন আল্লাহতায়ালার কাছে পেশ করো। তাঁর কাছে দেয়ার মত সব কিছুই আছে। সেই মানুষের কাছে কেন হাত পাতবে, যার নিজের বলে কিছু নেই?

◆ ধৈর্যের পুরস্কার

١٠١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِّنَ الأنْصَارِ : لاَ يَمُوْتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْسِبَهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ : فَقَالَتِ إِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَوِثْنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ أَوِثْنَانِ ، وَفِيْ أُخْرَى لَه أَيْضًا قَالَ : أَتَتِ أَمْرَأَةٌ بِصَبِيٍّ لَّهَا ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، أَدْعُ اللّٰهَ لِيْ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً ، فَقَالَ :

www.bjilibrary.com

أدْفَنْتِ ثَلاَثَةً ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ - (مسلم)

১০১.হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে নারী তিনটি সন্তানের মৃত্যু-শোকে পরকালের পুরস্কারের আশায় সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

একথা শুনে মহিলাদের একজন বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন মেয়ের দুটি সন্তান মারা যায় আর সে সবর করে?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেও জান্নাতে যাবে।'

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "এক মহিলা নিজের কোলে একটি শিশু নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমার জন্য দোয়া করুন। (যেন সন্তানটি জীবিত থাকে)! আমি তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার তিনটি সন্তানই মারা গেছে?' মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে তো তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচার মজবুত অবলম্বন পেয়ে গেছো!" (তারগীব ও তারহীব, সহিহ মুসলিম)

◆ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও দৃঢ়তা প্রদর্শন

١٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ قَامَ فِيْهِمْ فَقَلَ ، أَيُّهَاالنَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا واعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ إِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ - (بخاري ، مسلم)

১০২ . হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লড়াই করার জন্য) অপেক্ষা করছিলেন। (অপেক্ষা করতে করতে) এক সময় সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হলো। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠলেন এবং মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মুজাহিদবৃন্দ, তোমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে থাকো। কিন্তু যদি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যাও তখন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই করো এবং এই কথার ওপর দৃঢ় আস্থা রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে অবস্থিত।'
এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! হে কিতাব নাযিলকারী, মেঘ পরিচালনাকারী এবং শত্রুর বাহিনী সমূহকে পরাজয় দানকারী, তুমি শত্রুদের পরাজিত করো এবং তোমার সাহায্য দিয়ে তাদের ওপর আমাদের বিজয় দান করো।' (বোখারী ও মুসলিম)
এরপর আক্রমণ করা হয়, মুসলমানেরা বিজয় লাভ করে এবং শত্রুদল পরাজিত হয়।"

◆ গোপন কথা গোপন রাখাও আমানত

١٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ إِمَانَه - (ابوداود)

১০৩ . হযরত জাবের বিন আবুদল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তোমার সঙ্গে কথা বলে ও এদিক ওদিক ফিরে দেখে তখন তার সে কথা তোমার কাছে আমানত স্বরূপ জেনো।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা: হাদিসটির তাৎপর্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি কথা বলেছে সে কথাটি গোপন রাখার জন্য মুখে না বললেও তার কথা গোপনযোগ্য বুঝা দরকার। তার অনুমতি ছাড়া একথা অন্য কাউকে জানানো উচিত হবে না। তাহলে আমানতের খেয়ানত করা হবে। কথা বলার সময় তার এদিক ওদিক দেখার তাৎপর্য হচ্ছে সে তার কথাকে অন্য লোক থেকে গোপন রাখতে চায়।

◆ জুলুমের বদলে জুলুম করা নিষেধ

١٠٤- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَكُوْنُوْا إِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا ، وَإِنْ ظَلَمُوْ ظَلَمْنَا ، وَلٰكِنْ وَّطِّنُوْا أَنْفُسَكُمْ ، إِنْ أَحْسَنَ

النَّاسُ أَنْ تَحْسِنُوْا ، وإِنْ أَسَاءُ وْا أَنْ لاَتَظْلِمُوْا ـ(ترغيب و ترهيب ، ترميذى)

১০৪ . হযরত হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা অন্যদের অনুসারী হয়ো না। এরূপ চিন্তা করো না যে লোকে আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে আমরাও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবো। আর লোকে যদি আমাদের উপর যুলুম কের তবে আমরাও যুলুম করবো। না, বরং তোমরা এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো ে,য মানুষ যদি তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলেও তোমরা তাদের উপর কোন যুলুম করবে না। (তারগীব ও তারহীব-তিরমিযী)

◆ মজলিসের আদব

١٠٥- عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُقِمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِس فِيْهِ ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا ـ(مسند احمد)

১০৫.হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আগে থেকেই বসে আছে তাকে তুলে দিয়ে অন্য কেউ যেন বসে না যায় বরং আগন্তুকদের জন্য (মজলিসের লোকদের পক্ষে) জায়গা সৃষ্টি করা এবং বসবার সুযোগ করে দেয়া উচিত।" (মুসনাদে আহমদ)

١٠٦- عَن إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجِي إِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا ، قَالَ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوْا اَرْبَعَة ، قَالَ فَلاَيَضُرُّ وَفِيْ رَوْيَةٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، فَإِنَّ ذلِكَ يَحْزُنُه ـ(مسند احمد)

১০৬. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কোন স্থানে তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন পরস্পর গোপনে কথাবার্তা বোলো না।' আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদিস বর্ণনা করলে তাঁর সাগরেদ আবু সালেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি মজলিশে চারজন থাকে তবে তাদের মধ্যে দুজন পরস্পরে গোপন কথাবার্তা বলতে পারে কি?' আবদুল্লাহ ইবনে ওমর উত্তর দেন, 'সে অবস্থায় কোন দোষ নেই" (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

١٠٧- وَعَنْ عَمَرَ وبْنِ شُعَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ إِثْنَيْنِ الاَّ بِإِذْنِهِمَا ـ (ترغيب و ترهيب ، ابوداود ، ترميذى)

১০৭. আমর ইবনে শো'আয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন দু'জন ব্যক্তি একত্রে বসা থাকে তখন তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে গিয়ে বসে যাওয়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয়।"
(তারগীব ও তারহীব, আবুদাউদ, তিরমিযী)

◆ **পোষাক**

١٠٨- وَعَنْ أَبِىْ يَعْقُوْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَسَأَلُه رَجُلٌ : مَاأَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : مَالاَيَزْ دَرِيْكَ فِيْهِ السُّفَهَاءُ ، وَلاَيَعَيْبُكَ بِه الْحُكَمَاءُ ، قَال : مَاهُوَ ؟ قَالَ : مَابَيْنَ الْخَمَسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى الْعِشْرِ يْنَ دِرهَمًا ـ (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

১০৮. হযরত ইয়াকুব বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি রকম কাপড় পরবো?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এ রকম কাপড় পরো, যেন বেওকুফ লোক তোমাকে দেখে তুচ্ছ মনে না করে আর বিজ্ঞজন আপত্তি না করে। লোকটি প্রশ্ন করলেন, 'কাপড় কি রকম মূল্যের হওয়া দরকার?' তিনি উত্তর দিলেন, 'পাঁচ দিরহাম থেকে বিশ দিরহামের মধ্যে।' (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে পাঁচ দিরহামের মূল্য অনেক ছিল। আজকের দিনে পাঁচ দিরহামে মাথাটা ঢাকার মত একটি টুপিও হবে না; কিন্তু তখনকার সময় পাঁচ দিরহামে সমস্ত পোষাক তৈরী হয়ে যেতো। এ পার্থক্য অবশ্য বুঝতে হবে।

www.bjilibrary.com

◆ লোভ ও কৃপণতা

١٠٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا - (نسائى)

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লোভ, কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দাহর অন্তরে কখনও একত্র হতে পারে না।" (নাসায়ী)

অর্থাৎ একপক্ষে ঈমান এবং অন্য পক্ষে লোভ ও কৃপণতা এই দুই প্রকার জিনিস একত্রে থাকতে পারে না। উভয়ের যে কোন একটি অবশ্য থাকতে পারে। কেননা ঈমানের দাবী হচ্ছে মানুষ অর্থের পূজারী হবে না, যা কিছু সে উপার্জন করবে তা সে দ্বীনের পথে ও সম্বলহীন লোকদের জন্য খরচ করবে। অন্য পক্ষে লোভ বা কৃপণতা মানুষের অর্থ বেশী বেশী করে জমা করার ও খরচ না করে বাঁচিয়ে রাখার মানসিকতা সৃষ্টি করে। যে মানুষ লোভ বা কৃপণতার শিকার হয় সে দ্বীনের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে পারে না, এবং খোদার বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেও পারে না।

◆ অনুকরণ করতে নিষেধ

١١٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ - (ترغيب و ترهيب ابو داؤد ، بخارى ، ترميذى ، نسائى)

১১০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রতি লা'নত করেছেন যারা একে অপরের সাদৃশ্য অনুকরণ করে।" (তারগীব ও তারহীব, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١١١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرَاةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ - (ترغيب و ترهيب ، ابوداود ، ابن مجاه ، ابن حبان ، حقيم)

www.bjilibrary.com

১১১. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন যে স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে ও সেই স্ত্রীলোকের প্রতি লা'নত করেছেন যে পুরুষের বেশ ধারণ করে।"
(তারগীব ও তারহীব, আবু দঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

١١٢- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بَالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالُ هٰذَا ؟ قَالُوْا : يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ ، فَأَمَرَبِهِ فَنُفِىَ اِلَى النَّقِيْعِ ، فَقِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ تَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّىْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ ـ (ترغيب وترهيب ، ابوداؤد)

১১২. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহর খেদমতে একজন হিজড়াকে আনা হয় যার নিজের দুই হাত ও দুই পায়ে মেহেদি লাগানো ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ লোকটি কি রকম, এ মেহেদি কেন লাগিয়ে রেখেছে? লোকেরা বললো, মেয়েদের মত দেখানো জন্য মেহেদি লাগিয়েছে। রাসূলুল্লাহর আদেশে তাকে মদীনা থেকে মাকামে নকীতে বহিষ্কার করা হয়।
লোকেরা বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন ওকে হত্যার হুকুম দিলেন না?'
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবাব দিলেন, 'যারা নামায পড়ে (অর্থাৎ মুসলমান, তাদের হত্যা করা (কোরআন মাজিদে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" (তারগীব ও তারহীব, আবু দাঊদ)

◆ কুকর্ম ব্যভিচারী

١١٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاشَبَابَ قُرَيْسٍ ، إِحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ ، لاَتَزْنُوْ ، أَلاَمَنْ حَفِظَ فَرْجًا فَلَهُ الْجَنَّةُ ـ (ترغيب و ترهيب ، بيهقى)

১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে কোরায়েশ যুবকগণ! তোমরা ব্যভিচার করো না। যারা নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার সঙ্গে যৌবন অতিবাহিত করবে তারা জান্নাতের হকদার হবে।' (তারগীব ও তারহীব, বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

١١٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ كَتَبَ إِلَى أَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً فِيْ بَعْضِ ضَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، فَجَمَعَ لِذَالِكَ اَبُوْبَكْرٍ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِيْهِمْ عَلِّى بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ هٰذَا ذَنْبٌ لَّمْ تَعْمَلْ بِهٖ أُمَّمٌ وَّاحِدَةً إِلَّا قَوْمِ لُوْطٍ ، فَفَعَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مَّاقَدْ عَلِمْتُمْ ، اَرَى أَنْ تَحْرِقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْىُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ ، فَأَبُوْبَكْرٍ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ - (ترغيب و ترهيب ، بيهقى)

১১৪. মোহাম্মদ বিন মুনকাদির কর্তৃক বর্ণিত, "খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখেন, 'আরবের নিকটস্থ বাইরের এলাকায় এমন একজন পুরুষ মানুষ পাওয়া গেছে যার থেকে লোকেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কাম চরিতার্থ করে। (তার প্রতি কি ব্যবহার করা হবে, তাকে কি শাস্তি দেয়া হবে?) হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহর সাহাবাদের ডাকলেন (এবং তাঁদের সামনে এ সমস্যা তুলে ধরলেন)। এই পরামর্শ সভায় হরযত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'আপনারা হযরত লূত আলাইহিস্‌সালামের উম্মত সম্পর্কে জানেন, এই পাপের জন্যে আল্লাহতায়ালা তাদের কত কঠোর শাস্তি দান করেছিলেন। (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত হচ্ছে, উল্লিখিত ব্যক্তিকে আগুনের শাস্তি দান করা হোক।' রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণ এই অভিমতের সঙ্গে একমত হলেন এবং খলীফার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (তারগীব ও তারহীব, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা, এ অপরাধের শাস্তি কোরআন মাজীদে বর্ণিত হয়নি। নিজ এলাকায় এ অপরাদের জন্য কি শাস্তি দেয়া আবশ্যক তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের। শাস্তি উভয়কে দেয়া হবে। যেখানে ইসলামী হুকুমত নেই সেখানকার ধর্মভীরু মুসলমানরা তাদের আলেমদের পরামর্শক্রমে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারে।

◆ মনে কুচিন্তা লালন করা

١١٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ ادَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا ، فَهُوَمُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ ، الْعَيْنَانِ ، زِنَا هُمَا النَّظَرُ ،وَالْاُذُنَانِ ،

www.bjilibrary.com

زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاع ، وَالّلسَانُ ، زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ ، زِنَاهَا الْبَطْشُ ، والرِّجَالُ زِنَاهَا الْخَطى ، وَالقَلْبُ يَهْوى وَيَتَمَنّى ، وَيُصَدّقُ ذَالِكَ الفَرْجُ أوْيُكذّبُه وَفِى رَوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ وأَبِى دَأوْدَ : وَاليَدَان تَزْنِيَانِ ، فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِجْلَانِ تَزْنِيَانِ ، فَزِنَا هُمَا الْمَشْىُ وَالفَمُ يَزْ فِىْ فَزنَاهُ القبَلُ۔

১১৫. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তানের জন্য তার অংশের যেনা নির্দিষ্ট আছে, যা সে অবশ্যই করবে। কামভাবে দেখা, চোখের যেনা। কাম-সূচক কথাবার্তা শোনা, কানের যেনা। এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা, জিহ্বার যেনা। হাত দিয়ে ধরা, হাতের যেনা। এজন্য হেঁটে যাওয়া, পায়ের যেনা। এ সম্পর্কে কামনা বাসনা পোষণ করা, অন্তরের যেনা। এরপর লজ্জাস্থান হয় ব্যাভিচার কাজটা সম্পন্ন করে অথবা বিরত থাকে।'

এ সম্পর্কে আবু দাউদ ও মুসলিমের এক বর্ণনা এরূপ, 'এবং দুই হাত যেনা করে, তাদের যেনা হচ্ছে- ধরা। দু'পা যেনা করে, তাদের যেনা, হেঁটে যাওয়া। এবং চুম্বন করা মুখের যেনা।"

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটি বড়ই গুরুত্বপুর্ণ। হাদীসটির মূল কথা হচ্ছে, মানুষ যেন কুচিন্তা মনের মধ্যে লালন না করে। মানব-দেহের মধ্যে অন্তর হচ্ছে শাসক স্বরূপ। অন্তরে কুচিন্তার উদয় হলে যদি তা অন্তরের মধ্যে লালন করা হয় তবে পাপ থেকে মানুষ বিরত থাকতে পারে না। অন্তর যখন খারাব চিন্তা লালন করতে থাকে তখন সমস্ত অংগ-প্রতংগ অন্তরের কামনা পূর্ণ করার কাজে রত হয়। সুতরাং অন্তরে কুচিন্তা উদয় হলে সর্বশক্তি দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

এ হাদীসে এ কথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যেনার অংশ তকদিরে লিখে দেয়া হয়েছে এবং তকদিরের লেখা কে মিটাতে পারে। বরং এ কথা বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি নিজের ঈমানী শুদ্ধতা অর্জন না করে; তবে যেনা ও অন্য প্রকার পাপ থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

তৃতীয় কথা, যা প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, যেনার প্রারম্ভিক ব্যাপারগুলোও যেনার হুকুমের মধ্যে গণ্য। এ কারণে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করতে, কামসূচক কথাবার্তা বলতে, কামদ্দীপক কথা-বার্তা শুনতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। যদি লোকেরা এই সমস্ত গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে তবে সে খারাবের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাবে না। এখানে এ কথাটাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, খারাব চিন্তা মনের মধ্যে লালন করলে তার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-৯

ব্যাপক অর্থবোধক হাদিস

এ অধ্যায়ে সে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের অবস্থা বিবেচনা করে এক একটি হাদীসে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লোকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করেছেন।

◆ **দ্বিগুণ পুরস্কারের যোগ্য**

١١٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَّهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ امَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَامَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا ، فَأَحْسَنَ تَادِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ - (بخاری ، مسلم)

১১৬. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন প্রকার লোক দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। প্রথমত সে আহলে কিতাবধারী, যে নিজের নবীর উপর ঈমান এনেছিল। তারপর আবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে।

দ্বিতীয়ত সেই গোলাম, যে আল্লাহর হক আদায় করেছে এবং নিজের মনিবের হকও।

তৃতীয়ত সেই ব্যক্তি, যার কোন দাসী থাকলে সে তাকে উত্তম আচরণ শিখায়, দ্বীনের শিক্ষা দান করে, তারপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করে, সেও দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।" (বোখারী ও মুসলিম)

◆ **ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও হজ্জের ফজিলত**

١١٧- عَنِ ابْنِ شَمَّاسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَضَرْنَا عَمْرَوْبْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيْلاً وَّقَالَ - فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُبْسُطْ يَدَكَ لِاُبَايِعَكَ ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ

www.bjilibrary.com

فَقَالَ مَالَكَ يَاعَمْرُوْ ؟ قَالَ أَرَدْتُّ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قَالَ أَنْ يُغْفَرَ لِيْ ، قَالَ أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو انَّ الاسْلاَمَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَه ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَه - (مسلم)

১১৭. হযরত ইবনে শামাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমরা আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। তিনি আমাদের দেখে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। তারপর (নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করে) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা যখন ইসলামের জন্য আমার অন্তর উন্মুক্ত করলেন (অর্থাৎ যখন আমার ইসলাম গ্রহণের তওফীক হলো) আমি রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির হলাম এবং নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাত বাড়ান আমি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত বাড়ালেন কিন্তু আমি নিজের হাত টেনে নিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আমর! তুমি নিজের হাত টেনে নিলে কেন?' আমি বললাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' হুজুর বললেন, 'কি শর্ত আরোপ করতে চাও?'
আমি বললাম, 'আমার শর্ত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতে আমার দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে, তা সব যেন মাফ করা হয়।'
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আমর! তুমি জানো না, ইসলাম গ্রহণই পূর্বের সমস্ত গোনাহ মিটিয়ে দেয়। এছাড়া হিজরত এবং হজ্জও পূর্বের গুনাহ মুছে দেয়। (মুসলিম)

◆ **আমানতদারী, পবিত্রতা ও নামায একসূত্রে গাঁথা**

١١٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَإِيْمَانَ لِمَنْ لاَأَمَانَةَ لَه ، وَلاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَ طُهُوْرَ لَه ، وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَه إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ لرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ - (ترغيب ، طبرانى)

১১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোকের মধ্যে আমানতদারি নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যে ব্যক্তির মধ্যে নামায নেই সে পবিত্রতা অর্জন করে না। আর সে ব্যক্তির কাছে দ্বীন নেই যে নামায পড়ে না। দেহের মধ্যে মস্তকের যে মর্যাদা দ্বীন ইসলামের মধ্যে নামাযের সে মর্যাদা।" (তারগীব ও তাবরানী)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা: আমানত হচ্ছে খিয়ানতের বিপরীত। যে মানুষের মধ্যে আমানতদারির গুণ থাকে সে কোন হকদারে হক আদায় করতে ত্রুটি করে না, তা সে খোদা ও রাসূলের হক হোক বা মা-বাপের হক হোক বা আত্মীয়-স্বজন ও অন্য কারো হক হোক। ঈমান ও আমানত উভয়ের মূল হচ্ছে এক। মুমিনকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে।
পবিত্রতা ও অযু ছাড়া নামায হবে না। আর যারা নামায পড়ে না তারা কেমন করে দ্বীনদার হতে পারে? মস্তকহীন দেহ যেমন অকেজো, তেমনি যে নামাযকে ত্যাগ করেছে সে সমগ্র দ্বীনকেই বিনাশ করেছে।

◆ দৃঢ়তা, ওযু নামায

١١٩- عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ إِسْتَقِيْمُوْا وَنِعِمَّا إِن اسْتَقَيْتُمْ ، وَحَافِظُوْا عَلَى الْوُضُوْءِ ، فَإِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلٰوةُ وَ تَحَفَّظُوْا مِنَ الأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ عَامِلٌ عَلَيْهَا إِلاَّ وَهِيَ مُخْبِرَةٌ بِهِ -
(ترغيب ، طبرانى)

১১৯. রবিয়া জোরাশী বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দ্বীনে হকের উপর দৃঢ় থাকো। দৃঢ় থাকা অতি উত্তম গুণ এবং অযুর প্রতি যত্নবান হও। কেননা নামায সব থেকে উৎকৃষ্ট কাজ (আর অযু ছাড়া নামায হয় না)।
জমিনকে লজ্জা করো। কেননা জমিন তোমার মূল (মাটি থেকেই জন্ম তোমার আবার মাটিতেই বিলীন হবে।) এবং কিয়ামতের দিন জমিন প্রত্যেক আমলকারীর আমলকে আল্লাহর কাছে বর্ণনা করবে।" (তারগীব তাবরানী)

◆ দশটি সেরা কাজ

١٢٠- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِيْ الْجَنَّةَ يُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ ، قَالَ لَقَدْ سَالَتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيْمٍ ، وَأَنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيْ الزَّكٰوةَ وَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَّ الصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا

يُطفِيءُ الـمَاءُ النَّارَ ، وَصَلوةَ الرَّجُلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ تَلاَ ، تَتَجَا فى جُنُوْبُهُمْ عَن الـمَضَا جِعِ حَتّى بَلَغَ ، يَعْمَلُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ أدُلُّكَ بِرَأس الاَمْـرِ وَعَـمُـوْدِ وَذِرْوَةِ سَنَامِـــه ؟ قُلْتُ بَلى يَارَسُولَ اللّهِ ، قَالَ رَأسُ الأمْرِ الأسْلاَمُ وَعَمُوْدهُ الصَّلوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِـهِ الـجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ أخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذلِكَ كُلِّه ؟ قُلْتُ بَلى يَا نَبِىَّ اللّهِ ، فَأخَذَ بِلِسَانِه وَ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هذَا ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ و إنَّا لَمُؤَا خَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِه ؟ قَالَ ثَكِلَتْكَ أمُّكَ يَا مُـعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِيْ النَّارِ عَلى وَ جُـوْهِهِمْ أوْ عَلى مَنَا خِرِهِمْ إلاَّ حَصَائِدُ ألسِنَتِهِمْ - (مشكوة)

১২০. হযরত মু'আয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিবেদন করলাম, 'আমাকে এমন কাজ বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞেস করেছো, এ ব্যাপারটি তার জন্যই সহজ আল্লাহতায়ালা যার জন্য সহজ করেন। দেখো, আল্লাহতায়ালার বন্দেগীতে রত থাকো; তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না; ঠিকমত নামায আদায় করো, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখো এবং খানায়ে কবার হজ্জ্ব করো।'

এরপর বললেন, 'কল্যাণসমূহের দুয়ার সম্পর্কে কি আমি তোমাদের জানাবো না? (জেনে রাখো) রোযা হচ্ছে ঢালের মত; (মানুষকে পাপের পথ থেকে তা রক্ষা করে)। পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয় তেমনি দান-খয়রাত মানুষেরপাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। এ ছাড়া অর্ধরাতের পর মানুষের তাহাজ্জুদ নামায পড়াও (তার পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়)।'

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন:

تَتَجَافى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الـمَضَاجِعِ .... يَعْمَلُوْنَ

অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের দ্বীনের মস্তক, স্তম্ভ ও শীর্ষের কথা জানাবো না? (জেনে রাখো) দ্বীনের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং শীর্ষ হচ্ছে জিহাদ!' আবার তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের সেই জিনিস জানাবো না, যা উক্ত সমস্ত প্রকার নেকীর মূল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নিশ্চয় তা আমাকে জানান!' তিনি

www.bjilibrary.com

নিজের পবিত্র জিহ্বা ধারণ করে বললেন, তুমি এটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখো।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর নবী, 'যা কিছু আমরা বলে থাকি তার জন্য কি আমরা পাকড়াও হবো?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে মু'আয, তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হোক। জিহ্বা থেকে বেরিয়ে আসা কথাই তো, যা না বুঝেই বলা হয়, মানুষকে নিম্নগামী করে দোযখে নিক্ষেপ করে।" (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে জিহাদকে শীর্ষ আমল বলা হয়েছে এবং পরিশেষে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেন মানুষ যা কিছু বলে বুঝেশুনে বলে। জিহ্বা যদি লাগামহীন হয়ে যায় তবে অধিক পাপ সংঘটিত হবে। মানুষকে গালি-গালাজ করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেয়া সবই জিহ্বার কাজ; আর এ পাপগুলো মানুষের হক সংক্রান্ত! সুতরাং রোযা ও নামাযের পাবন্দ থাকা সত্ত্বেও মানুষের হক লংঘন করার পাপের জন্য মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীসটিতে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রেরণা দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা সাজদার ১৬-১৮ আয়াত পাঠ করেছেন। আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছে: মুমিনগণ! নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যা থেকে উঠে ভক্তি-ভালবাসা ও ভয় সহযোগে নিজ প্রভুকে ডাকে এবং আল্লাহর প্রদত্ত মাল থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে। কোন প্রাণী জানে না, কত যে নয়ন-স্নিগ্ধকারী নেয়ামতসমূহ আল্লাহতায়ালা তাদের এ কাজের প্রতিদানে হিসাবে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

◆ ঈমান, ইসলাম, হিজরত, জিহাদ কাকে বলে

١٢١- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الاِسْلَامُ ؟ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ لِلّٰهِ قَلْبُكَ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ ، قَالَ فَأَىُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الاِيْمَانُ ، قَالَ وَمَا الإِيْمَانُ ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ فَأَىُّ الإِيْمَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْهِجْرَةَ ، قَالَ وَ مَا الْهِجْرَةُ ؟ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ السُّوْءَ ، قَالَ فَأَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْجِهَادُ ، قَالَ وَ مَا الْجِهَادُ ؟ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيْتَهُمْ ، قَالَ فَأَىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَجَوَادُهُ وَ أُهَرِيْقَ دَمُهُ - (ترغيب و ترهيب)

১২১. হযরত আমর বিন আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ইসলাম কি?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'তোমাদের অন্তর পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হবে, আনুগত্যশীল হবে; এবং তোমার জবান ও হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকবে– এরই নাম ইসলাম।'

সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলামের কোন জিনিস সব থেকে উত্তম?' উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঈমান।' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈমান কাকে বলে?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'তুমি আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেস্তাসমূহ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করবে, এটাই হচ্ছে ঈমান।'

লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "ঈমানের মধ্যে কোন জিনিস সব থেকে উত্তম।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হিজরত।' সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'হিজরত কাকে বলে?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'তুমি মন্দকে পরিত্যাগ করবে, এটাই হচ্ছে হিজরত।'

লোকটি আবারও প্রশ্ন করলেন, 'কোন ধরনের হিজরত সব থেকে ভাল?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জিহাদ।' লোকটি বললেন, "জিহাদ কি?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জিহাদ হচ্ছে, দ্বীনের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, যখন মুকাবিলা হয়।'

সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ধরনের জিহাদ সব থেকে শ্রেষ্ঠ?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, (সেই মুজাহিদের জিহাদসব থেকে উত্তম) 'যার ঘোড়া নিহত হয়েছে এবং সেও শহীদ হয়েছে।' (তারগীব ও তারহীব)

◆ জান্নাতী লোকের ছয়টি কাজ

١٢٢- رُوِىَ عَنْ جَابِر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَه وَاَدْ خَلَه جَنَّتَه ، رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَ شَفَقَةٌ عَلى الوَالِدَيْن ، وَ اِحْسَانٌ اِلى الْمَمْلُوْك ، وَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ أظَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ عَرْشِه يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّه ، اَلْوَضُوْءُ عَلى الْمَكَارِه وَالْمَشْىُ اِلى الْمَسَاجِدِفِى الظُّلَمِ وَ إِطْعَمُ الْجَائِعِ - (ترغيب و ترهيب)

www.bjilibrary.com

১২২. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিনটি জিনিস যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাকে নিজ হেফাযতে গ্রহণ করবেন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে দাখিল করবেন। (১) দুর্বলদের প্রতি কোমল ব্যবহার (২) মাতা-পিতার সঙ্গে সহৃদয় কোমলতা ও ভালবাসা (৩) কর্মচারী ও খাদেমদের সাথে উত্তম ব্যবহার।

আর তিনটি গুণ আছে, যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে আল্লাহতায়ালা তাকে নিজ আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

১. সেই অবস্থায় ওযু করা যখন ওযু করতে মন চায় না (যেমন কঠিন শীতের দিনে)।
২. অন্ধকার রাতে মসজিদে যাওয়া(জামায়াতে নামায পড়ার জন্য।)
৩. ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার করানো।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ নামায, রোযা, সদকা

١٢٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ : اَلصَّلَاةُ قُرْبَانٌ ، وَّ الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَّالصَّدَقَةُ يَطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ ، الْمَاءُالنَّارَ ، يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ، اَلنَّاسُ غَادِيَانِ فَبَائِعٌ نَفْسَه فَمُوْثِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُبْتَاءٌ نَفْسَه فِيْ عِتْقِ رَقَبَتِه - (ترغيب وترهيب)

১২৩. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাব বিন ওজরার প্রতি লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, 'হে কাব বিন ওজরা, নামায দ্বারা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ ঘটে, রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ, সদকা গোনাহসমূহকে সেইভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। হে কাব বিন ওজরা! মানুষ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ লোভের জিনিসের বিনিময়ে নিজে নিজেকে বিক্রয় করে এবং এভাবে নিজকে বিপদে জড়িত করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সে, যে নিজকে নিজ ক্রয় করে ও এভাবে জাহান্নাম থেকে নিজকে মুক্ত করে নেয়।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা, হাদিসটির তাৎপর্য হচ্ছে, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে দুনিয়ার বান্দা তারা খোদার আযাবে গ্রেফতার হবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ নিজেদেরকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত রাখে ও খোদার বন্দেগীতে নিজেদের নিয়োজিত করে। এ ধরনের লোকেরা কেয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে।

www.bjilibrary.com

◆ **ছয়টি কাজ জান্নাতের জামানত স্বরূপ**

١٢٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ ، أُكْفُلُوْا لِىْ بِسِتٍّ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ ، قَالُوْ وَ مَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الأَمَانَةُ وَ الْفَرْجُ وَ الْبَطْنُ و اللِّسَانُ -

(ترغيب ، ترميذى)

১২৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার কাছে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে ছয়টি জিনিসের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারো, আমি তোমাদের জান্নাতের জিম্মাদার হবো।'
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ রাসূল! সে ছয়টি জিনিস কি?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, '১. নামায আদায় করা, ২. যাকাত দেয়া, ৩. আমানতের খেয়ানত না করা, ৪. লজ্জাস্থান হেফাজত করা, ৫. পেট(হারাম মুক্ত রাখা) ও ৬. জবানের হেফাজত করা।' (তারগীব, তিরমিযী)

◆ **নামায ও জিহাদ**

١٢٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَّجُلَيْنِ ، رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا يَا مَلَائِكَتِىْ انْظُرُوْا إِلى عَبْدِىْ ثَارًا عَنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَ مِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ الِى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ ، وَرَجُلٌ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَ مُوْا فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ وَمَالَهُ فِىْ الرُّجُوْعِ فَرَ جَعَ حَتّٰى أُهْرِيْقَ دَمُهُ رَغْبَةً فِىْ مَا عِنْدِىْ وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ نَظَرُ وْاإِلى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَ شَفَقَةً مِمَّا حَتّٰى أُهَرِيْقَ دَمُهُ -(مسند احمد)

www.bjilibrary.com

১২৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের রব দুই ব্যক্তির কাজে খুবই সন্তুষ্ট হন। যে (শীতের সময়) নিজের কোমল বিছানা ত্যাগ করে নিজের বিবি-বাচ্চাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত্রে নামাযের জন্য উঠে। আমাদের রব নিজের ফেরেশতাদের বলেন, 'দেখো আমার বান্দাকে, সে নিজের বিছানা ও লেপ-কাঁথা ত্যাগ করে, নিজের স্ত্রী সন্তানদের থেকে পৃথক হয়ে নামায পড়ার জন্য উঠে এসেছে। কেননা, আমার কাছে যেসব নেয়ামত আছে তা পাওয়ার সে বাসনা করে এবং আমার কাছে যে আযাব আছে তা থেকে সে বাঁচতে চায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সেই লোক, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (যুদ্ধের তীব্রতা দেখে) সৈনিকরা যখন পালাতে শুরু করে, তখন সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিণাম ও যুদ্ধে অটল থাকার পুরস্কারের কথা স্মরণ করে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত (বীরের মত) লড়াই করে। সে আমার পুরস্কারের আশায় এবং আমার আজাবের ভয়েই এমনটি করেছে। সম্মান ও গৌরবের অধিপতি আল্লাহতায়ালা নিজ ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, 'দেখো আমার এ বান্দাহকে, সে জিহাদের ময়দানে পুনরায় ফিরে এসেছে আমার পুরস্কার লাভের আশায় এবং আমার আজাবের ভয়ে। দেখো, সে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে। (মুসনাদে আহমদ)

◆ প্রিয় নবীর দশটি অসীয়ত

١٢٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ : لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ إِنْ قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ ، وَلاَ تَعُصِ وَ الدِيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ ، وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً ، فَاَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ ، وَ لاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا ، فَإِنَّه رَأسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ ، وَ إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ ، وَ إِيَّاكَ وَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ هَلَكَ النَّاسُ ، وَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ ، وَ أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَ لاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا ، وَ أَخِفْهُمْ فِيْ اللّٰهِ - (ترغيب ، طبرانى)

১২৬. হযরত মু'আয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ের অসীয়ত করেছেন। হুজুর বলেছেন, 'হে মু'আয,

প্রথমত: আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। যদি এর জন্যে তোমাকে হত্যা করা হয় বা পুড়িয়ে মারা হয় তবুও।

দ্বিতীয়ত: নিজের মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ো না। যদি তাঁরা তোমাকে নিজের স্ত্রী ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করতে বলে তবুও।

তৃতীয়ত: কোন ফরয নামায কখনও পরিত্যাগ করো না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায বাদ দেয় সে আল্লাহর হেফাজত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

চার: মদ পান করো না। কেননা, তা সকল লজ্জাহীনতা ও কুকর্মের মূল।

পাঁচ: আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, এতে আল্লাহ রাগান্বিত হন।

ছয়: লড়াইয়ের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। যদি তোমার বাহিনীর সব সৈন্য ধ্বংস হয়ে যায় তবুও।

সাত: যখন ব্যাপক মহামারী দেখা দেয় তখন সে জায়গা থেকে পালিয়ে যেও না।

আট: নিজ শক্তি ও মর্যাদা অনুযায়ী পরিবারের লোকজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে।

নয়: নিজের পরিজনের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। শিক্ষার প্রয়োজনে লাঠি করতে কার্পণ্য করবে না।

দশ: আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে পরিবারের লোকজনকে সদা সতর্ক রাখবে ও ভীতি প্রদর্শন করবে।

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় অসীয়ত সম্পর্কে কিছু সংখ্যক আলেমের অভিমত, মাত-পিতা যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে নির্দেশ দেন তবে বিনা-দ্বিধায় তালাক দেয়া কর্তব্য। কেননা এমনটি করাই পছন্দনীয়। কিন্তু আমাদের মতে এ বিষয়ে এরূপ সাধারণ ফাতওয়া দিয়ে দেয়া ঠিক নয়। আমাদের অভিমত, যদি মা-বাপ খোদা-ভীরু হন এবং পুত্রের কাছে তার স্ত্রী সম্পর্কে এমন কোন যুক্তিসংগত কথা পেশ করেন যার ভিত্তিতে তালাক প্রদান করা উচিত বিবেচিত হয়, তবে পুত্রের কর্তব্য অবশ্য তালাক প্রদান করা, স্ত্রীর প্রতি তার যতই তীব্র অনুরাগ থাকুক না কেন! কিন্তু এ ব্যাপার মাতা-পিতার কথা যদি যুক্তিসংগত না হয়; কোন সংগত কারণ ছাড়াই তাঁরা যদি পুত্রকে স্ত্রী তালাক দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তবে তাঁদের কথা মান্য করা যেতে পারে না। এতে তাদের অমান্য করা হলো বলা যেতে পারে না। আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রাসূল যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যখন সেভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব না হয় সে অবস্থায় শেষ পন্থা হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে ছিন্ন করা যেতে পারে, কোরআন কারীমে তালাক দেয়ার এমন শর্তই আল্লাহতায়ালা বিবৃত করেছেন।

নয় নম্বর অসীয়তের মর্ম এই নয় যে , শিক্ষার জন্য লাঠি ব্যবহার করতেই হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন উপদেশ দ্বারা সংশোধন সম্ভব হবে না, তখন প্রয়োজন বোধে প্রহারও করা যেতে পারবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.bjilibrary.com

নির্দেশ দিয়েছেন, এমন প্রহার করা যাবে না যার ফলে জখম হয় বা হাড় ভেঙ্গে যায়। মুখের উপর আঘাত করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের পক্ষে হুজুরের এ উপদেশ স্মরণে রাখা কর্তব্য। (তারগীব, তাবারানী)

◆ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ

١٢٧- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلَّ مَالُه ، وَ كَثُرَتْ عِيَالُه ، وَ حَسُنَتْ صَلَاتُه وَ لَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِيْنَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مَعِىْ كَهَا تَيْنِ ـ

১২৭. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , 'যে ব্যক্তি দরিদ্র আর তার সন্তান-সন্ততি অনেক; (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে উত্তমরূপে নামায আদায় করে এবং অন্য মুসলমানের নিন্দা করে না, এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আমার সঙ্গে থাকবে এবং আমার এত নিকটে থাকবে, যেমন আমার এ দুটি আঙ্গুল পরস্পর নিকটে।

ব্যাখ্যা: আর্থিক অস্বচ্ছলতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যজনের আধিক্য মানুষকে স্বস্তিহারা করে তোলে। মানুষ এ অবস্থায় অন্তরে খোদাতায়ালার প্রতি অসন্তোষ পোষণ করে; নামাযের থেকে উপায়-উপার্জনের দিকেই তার মন অধিক আকৃষ্ট থাকে। কিন্তু দারিদ্র ও পোষ্যজনের অধিক্য সত্ত্বেও যে ব্যক্তি খোদার প্রতি অন্তরে সন্তোষ পোষণ করে ও নামাযের সাহায্যে আল্লাহতায়ালার সাথে নিজের আন্তরিকতার সম্বন্ধ যুক্ত রাখে কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত নৈকট্য হবে তার পুরস্কার।

◆ তিনটি অবৈধ

١٢٨- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَاَّ يَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَّفْعَلَهُنَّ : لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ ، فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَ لَا يَنْظُرُ فِىْ قَعْرِبَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يَسْتَاْ ذِنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَ لَا يُصَلِّىْ وَ هُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ـ

www.bjilibrary.com

১২৮. হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি কাজ এমন, যা কোন মানুষের জন্য করা বৈধ নয়।

১. ইমামের উচিত নয় মোক্তাদিদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের জন্য দোয়া করা (অর্থাৎ এরূপ দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন)। ইমাম যদি মাত্র নিজের জন্য দোয়া করে (মুক্তাদিদের দোয়ার মধ্যে শামিল না করে) তবে সে মুক্তাদিদের সাথে প্রতারণা করলো।

২. দ্বিতীয় অবৈধ কাজ হচ্ছে, কারো বাড়ীর দরজায় গিয়ে বিনা অনুমতিতে ভেতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। যে এমনটি করে তার কাজ বিনা অনুমতিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার সমতুল্য (যা নিষিদ্ধ)।

৩. আর তৃতীয় অবৈধ কাজ হচ্ছে, প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ হওয়া সত্ত্বেও তা ধারণ করে নামায শুরু করে দেয়া বা জামায়াতে শামিল হওয়া।

◆ বড় অকর্মা ও কৃপণের পরিচয়

١٢٩- وَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِىْ الدُّعَاءِ ، وَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بَا لسَّلاَمِ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

১২৯. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সব থেকে বড় অকর্মা ও অক্ষম (عاجز) সেই ব্যক্তি যে নিজের জন্য খোদার কাছে দোয়া প্রার্থনা করে না। আর সব থেকে বড় কৃপণ সেই ব্যক্তি যে সালামে কৃপণতা করে (কাউকে সালাম দেয় না)। (তারগীব, তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা: আরবী ভাষায় (عاجز) 'আজিয' -এর অর্থ ,অক্ষম বা অকর্মা নির্বোধ।

◆ জিকির আল্লাহতায়ালার অতি পছন্দনীয়

١٣٠- عَنْ أُمِّ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِىْ قَالَ : أَهْجُرِى الْمَعَاصِىَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ ، وَ حَافِظِىْ عَلَىْ الْفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ ، وَ أَكْثِرِىْ مِنْ ذِكْرِاللّٰهِ ، فَإِنَّكِ لاَ تَأْتِيْنَ اللّٰهَ بِشَيْئٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ - (ترغيب ، طبرانى)

www.bjilibrary.com

১৩০. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর আম্মা রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহতায়ালার নাফরমানি করো না, এ হচ্ছে সব থেকে উত্তম হিজরত। ফরযসমূহ যত্ন সহকারে পালন করো, এ হচ্ছে সব থেকে বড় জিহাদ।

বেশী করে আল্লাহর জিকির করো। আল্লাহর স্মরণ অপেক্ষা কোন উত্তম জিনিস নেই, যা নিয়ে তুমি তাঁর সামনে হাজির হবে। বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করাকে আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন।" (তারগীব ,তাবরানী)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে জানা যাচ্ছে, এখানে একজন স্ত্রীলোককে নসিহত করা হচ্ছে। সুতরাং ফরযসমূহ যত্ন-সহকারে আদায় করাকে সব থেকে উত্তম জিহাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, স্ত্রীলোকের উপর জিহাদ ও যুদ্ধ ফরয নয়। শেষ নসিহত করা হয়েছে, অধিক জিকির করার; যা আল্লাহতায়ালার কাছে খুবই পছন্দনীয়। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালাকে অধিক স্মরণ করে সে আল্লাহর নাফরমানি করতে পারে না এবং সে ফরয সমূহের খেয়াল রাখে ও যত্নসহ পালন করে। আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে সমস্ত সৎ-কাজের প্রাণ-স্বরূপ। যে জিকির আল্লাহর নাফরমানি থেকে মানুষকে দূরে রাখে না এবং তাকে ফরযসমূহের পাবন্দ বানায় না, সে জিকির প্রকৃতপক্ষে জিকিরই নয়। তা জিহ্বার স্পন্দন ও ব্যায়াম মাত্র।

◆ যাকাত প্রদান এবং আত্মীয়, দরিদ্র ও প্রতিবেশীর হক আদায় করার তাগিদ

١٣١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِّنْ تَمِيْمٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ ذُوْمَالٍ كَثِيْرٍ وَّذُوْ أَهْلٍ وَّمَالٍ وَّ حَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِيْ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ وَ كَيْفَ أُنْفِقُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْرِجُ الزَّكٰوةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَ تَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ وَ تَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِيْنِ وَ الْجَارِ وَ السَّائِلِ - (مسند احمد)

১৩১. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তমীম গোত্রের এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক সম্পদের মালিক, সন্তান-সন্ততিও আছে এবং গৃহপালিত পশুও আছে। আমাকে নির্দেশ দিন, আমি কি করবো, কিভাবে আমি আমার অর্থ ব্যয়

করবো?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি নিজের ধনের যাকাত আদায় করো, যাকাত তোমার আত্মিক অপবিত্রতা দূর করবে। নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সু-সম্পর্ক রাখো ও তাদের হক আদায় করো; ভিক্ষুক, প্রতিবেশী ও দরিদ্রের হক সম্পর্কেও সচেতন থাকো।" (মুসনাদে আহমদ)

◆ **নামায আদায় ও জিহ্বার সংযম পালন**

١٣٢- وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيْقَاتِهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَا ذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَّسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِّسَانِكَ - (ترغيب وترهيب ، طبراني)

১৩২. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কাজ সব থেকে উত্তম?' তিনি বললেন, 'সময়মত নামায আদায় করা।' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কোন্ কাজ, হে আল্লাহ রাসূল?' হুজুর জবাব দিলেন, 'তোমার কথা দ্বারা কাউকে কষ্ট দিও না।' (গাল-মন্দ করো না, নিন্দা করো না ও কাউকে অপবাদ দিও না।" (তারগীব, তারহীব,তাবরানী)

◆ **জিহাদ করা, রোযা রাখা ও জীবিকার সন্ধানে সফর করার ফজিলত**

١٣٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغْزُوْا تَغْنَمُوْا وَ صُوْمُوْا وَسَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا - (ترغيب ، طبراني)

১৩৩. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'খোদার দ্বীনের শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করো তাহলে সাওয়াব ছাড়াও মালে গণিমত লাভ করবে; রোযা রাখো, তাহলে সাওয়াব ছাড়াও স্বাস্থ্য লাভ করবে; এবং সফর করো, তাহলে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না।" (তারগীব তাবরানী)

◆ নামায, রোযা ও যাকাত আদায়কারী

١٢٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ خَلْفُ عَلَيْهِنَّ : لاَ يَجْعَلُ اللّٰهُ مَنْ لَّهُ سَهْمٌ فِيْ الاِسْلَامِ كَمَنْ لاَّ سَهْمَ لَه وَ اَسْهُمُ الاِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ : الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةَ ، وَ لاَ يَتَوَلَّى اللّٰهُ عَبْدًا فِيْ الدُّنْيَا فَيُوَلِّيْهِ غَيْرَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إلاَّ جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعَهُمْ ـ (مسند احمد)

১৩৪. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য তিনটি জিনিস কখনও হবে না।

১. যারা নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে তাদের সঙ্গে আল্লাহতায়ালা সেই ব্যবহার কখনো করবেন না যে ব্যবহার তিনি এই তিন হুকুম লংঘনকারীদের সঙ্গে করবেন।

২. আল্লাহতায়ালা তাঁর যে বান্দাহকে তার সৎ কাজের কারণে নিজের হেফাযতে গ্রহণ করেছেন কেয়ামতের দিন তিনি তাকে অন্যের কাছে সোপর্দ করবেন না।

৩. যে ব্যক্তি যে জাতি বা দলকে ভালবাসবে আল্লাহতায়ালা সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সেই জাতি বা দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় দফার কথার তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহতায়ালা নেক বান্দাহকে দুনিয়াতে হেফাযত করবেন এবং আখেরাতেও হেফাযত করবেন। নেক বান্দা ইহকালে খোদাতায়ালার সহায় ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে না এবং পরকালেও না। তৃতীয় কথাটির মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ভাল মানুষের সাথে মেলামেশা করবে এবং তাদের প্রতি অন্তরের টান রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেই মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গেই রাখবেন। আর যার ভালবাসা দ্বীনের শত্রুদের প্রতি থাকবে তার ভালাবাসার লোকদের সাথে তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

◆ আল্লাহর রহমত বঞ্চিত তিন ধরনের মানুষের বর্ণনা

١٣٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ ، فَحَضَرْنَا ، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ امِيْنَ ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةْ قَالَ امِيْنَ ،

فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ امِيْنَ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُه ، قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ امِيْنَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ امِيْنَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدَ هُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ امِيْنَ - (ترغيب)

১৩৫. হযরত কাব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা মিম্বরের কাছে সমবেত হও। সুতরাং আমরা মিম্বরের কাছে সমবেত হলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। হুজুর প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন, 'আমীন।' একই ভাবে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে পা রাখার সময়ও 'আমীন' উচ্চারণ করলেন। খোতবা দেবার পর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নামলেন তখন আমরা আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজকে আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম এমন তো কখনও শুনিনি? (অর্থাৎ আপনি মিম্বরের ধাপ-সমূহে আরোহণ করার সময় তিনবার 'আমীন' বললেন।) এর কারণ কি? আপনি তো আর কখনও এমনটি করেননি?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন আমি মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রেখেছি তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, 'সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযানের মাস এলো অথচ নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নিল না।' তখন আমি বললাম, 'আমীন।' আবার আমি যখন দ্বিতীয় ধাপে পা রেখেছি তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, 'সে ব্যক্তি খোদার রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যার কাছে আপনার (হে মুহাম্মদ) নাম উচ্চারণ করা হলো অথচ সে আপনার উপর দরুদ পাঠ করলো না।' তখন আমি বললাম, 'আমীন।' আবার আমি যখন তৃতীয় ধাপে পা রাখলাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, 'সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যে তার মা-বাপ উভয়কে বা তাঁদের কোন একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথচ তাঁদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না!' তখন আমি বললাম,'আমীন।" (তারগীব, হাকিম ইবনে হাব্বান)

www.bjilibrary.com

١٣٦- وَعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُوْنَ ، فَقَلَ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، اتَّقُوْ اللّٰهِ وَ صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّه لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَ إِيَّاكُمْ وَ الْبَغْىَ ، فَانَّه لَيْسَ مِنْ عُقُوْبَةٍ اَسْرَعَ مِنْ عُقُوْبَةِ بَغْيٍ ، وَ إِيَّا كُمْ وَعُقُوْقَ الْوَالِدِيْن ، فَإِنَّ رِيْحَ الْجَنَّةِ يُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ أَلْفِ عَامٍ ، وَ اللّٰهِ لاَ يَجِدُهَا عَاقٌّ ، وَّلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَّلاَ شَيْخٌ زَانٍ ، وَّ لاَجَرٌّ إِزارَه خُيَلاَءَ إِنَّمَا الْكِبْرِ يَاءُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

১৩৬. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সমাবেশে তাশরীফ আনেন ও খোতবা দান করেন। তিনি বলেন, 'হে মুসলামনগণ, তোমরা আল্লাহতায়ালাকে ভয় করো ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করো। কেননা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান ও পুরস্কার খুব দ্রুত পাওয়া যায়। জুলুম ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকো। কেননা এর শাস্তিও অতি শীঘ্র আসে। সাবধান, কখনও মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ো না। জান্নাতের সুবাস এক হাজার বৎসরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায় কিন্তু এত তীব্র ও শক্তিশালী সুবাস সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য, আত্মীয়-স্বজনদের হক নষ্টকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী ও যে ব্যক্তি অহংকার বশে নিজের পরণের কাপড় পায়ের গোড়ালি থেকে নীচে প্রসারিত করে রাখে, এরা জান্নাতে সুবাস থেকে বঞ্চিত থাকবে। বড়াই এবং ক্ষমতার আধিপত্য একমাত্র আল্লাহতায়ালারই শোভা পায়।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

١٣٧- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ الْمُصَلُّوْنَ مَنْ يُّقِيْمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِىْ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ يَصُوْمُ رَمَضَانَ وَ يَحْتَسِبُ صَوْمَه وَ يُؤْتِىْ الزَّكَاةَ مُحْتَسِبًا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُه وَ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ

عَنْهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهٖ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَمِ الْكَبَائِرُ ؟
قَالَ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ
الفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالسِّحْرُ وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيْمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَ اسْتِحْلَالُ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا لاَّ يَمُوْتُ رَجُلٌ لَّمْ يَعْمَلْ
هٰؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتِى الزَّكٰوةَ إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّدً
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بُحْبُوْحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيْعُ
الذَّهَبَ ـ (ترغيب ، طبرانى)

১৩৭. হযরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা উমায়ের থেকে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বে বলেছেন, 'সেই সবলোক আল্লাহর 'ওলী' যারা নামাযী অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ঠিকভাবে আদায় করে; আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা পালন করে, অন্তরের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও সন্তোষের সাথে পরকালে পুরস্কার পাবার নিয়তে যাকাত দেয়, আর আল্লাহতায়ালার নিষিদ্ধ বড় বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, 'হে আল্লাহ রাসূল, বড় বড় পাপ কি?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, নয়টি বড় পাপ আছে। সব থেকে বড় পাপগুলো হচ্ছে:

১. আল্লাহতায়ালার সঙ্গে অন্যকে শরীক করা।

২. কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

৩. জিহাদ থেকে পলায়ন করা।

৪. কোন সতী-স্বাধ্বী স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

৫. যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া।

৬. এতিমের মাল ভক্ষণ করা।

৭. সুদ খাওয়া।

৮. মুসলমান মাতা-পিতার হক আদায় না করা।

৯. আল্লাহতায়ালার ঘরের অসম্মান করা। যে দিকে মুখ করে তোমরা নামায পড়ো এবং কবরে যে দিকে তোমাদের মুখ রেখে দাফন করা হয়।

যে ব্যক্তি এ সব বড় পাপ থেকে দূরে থাকবে, ঠিকভাবে নামায আদায় করবে, যাকাত দেবে সে অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ ও সোনার দরজাবিশিষ্ট জান্নাতের মধ্যে বসবাস করবে।" (তারগীব-তাবরানী)

◆ কে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে আর কে জান্নাতের উপযুক্ত

١٣٨- عَنْ أَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ ، وَّلاَخَبٌّ وَّلاَخَائِنٌ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ، وَ أَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوْكُوْنَ إِذَا أَحْسَنُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِمْ -

১৩৮. হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
১. কৃপণ
২. ধোকাবাজ
৩. খিয়ানতকারী, যে অন্যায়ভাবে নিজ ক্ষমতা ও আধিপত্য ব্যবহার করে, এ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর গোলাম ও কর্মচারীদের মধ্যে সেই গোলাম বা কর্মচারী সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে আল্লাহর হক ঠিকভাবে আদায় করার সাথে সাথে তার মনিবের হকও আগ্রহসহ আদায় করেছে।"

◆ সাতটি মহা পাপ

١٣٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَ أَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ - (بخرى ، مسلم ، ابوداود ، نسائى)

১৩৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাতটি ধ্বংসকর পাপ থেকে বাঁচো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! সে পাপগুলো কি কি?' তিনি জবাব দিলেন:

www.bjilibrary.com

১. আল্লাহতায়ালার সঙ্গে কাউকে শরীক করা,
২. যাদু করা,
৩. অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা,
৪. সুদ খাওয়া,
৫. এতীমের ধন আত্মসাৎ করা,
৬. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা,
৭.সচ্চরিত্রা মুমিন স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বোখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী)

◆ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদের প্রতি অসন্তুষ্ট

١٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ وَ يَرْحَمِ الصَّغِيْرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (احمد ، ترميذى ، ترغيب)

১৪০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্গত নয়, যে বড়দের সম্মান করে না; ছোটদের ভালবাসে না, সৎ কাজের উপদেশ দেয় না ও মন্দ কাজে বাধা দেয় না।" (আহমদ, তিরমিযী, তারগীব)

◆ তিনটি সৎ কাজের ফজিলত

١٤١- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِيْ الْعُمُرِ - (طبرانى)

১৪১. হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অপরেরর উপকার করলে মানুষ খারাপ মরণ থেকে রক্ষা পায়। গোপনে দান করলে আল্লাহতায়ালার ক্রোধ নির্বাপিত হয়। আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করলে হায়াতে বরকত হয়। (তাবারানী)

ব্যাখ্যা: মানুষ ছোট বড় অনেক গোনাহ করতে থাকে। গোনাহর কারণে আল্লাহতায়ালার যে ক্রোধ হয় তা ঠান্ডা করার উপায় হচ্ছে গোপনে দান করা।

◆ উচ্চ মর্যাদা-বিশিষ্ট লোক.

١٤٢- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ مَايَرْفَعُ اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ ، وَتَعْفُوْا عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، وَتُعْطِىْ مَنْ حَرَّمَكَ ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ - (ترغيب وترهيب)

১৪২. হযরত উবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের সে কাজের কথা জানাবো না যার দ্বারা আল্লাহতায়ালা নিজ বান্দাহদের উচ্চ মর্যাদা দান করেন?'
লোকেরা বললো, 'হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তা আমাদের বলুন।' হুজুর বললেন:
১. যে তোমাদের সঙ্গে মুর্খের মত ব্যবহার করে তোমরা তার সঙ্গে ধৈর্য ও বিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করো;
২. যে তোমাদের প্রতি জুলুম করে তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও;
৩. যে তোমাদের বঞ্চিত করে তোমরা তাকে দান করো;
৪. যে আত্মীয় তোমাদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে তোমরা তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল। এ সব কাজে মানুষের মর্যাদা বাড়ে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ সততা, সদ্ব্যবহার ও ক্ষমা করার ফজিলত

١٤٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِفُّوْا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ ، وَ بَرُّوْا اٰبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ اَبْنَاءُكُمْ ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوْهُ مُتَنَصِّلاً فَلْيَقْبَلْ ذٰلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلاً فَإِنْ لَّمْ يَعْفُوْ لَمْ يَرِدْ عَلَىَّ الْحَوْضَ - (ترغيب وترهيب)

১৪৩. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যদি পরকীয়া থেকে বেঁচে থাকো তবে তোমাদের স্ত্রীরাও পর-পুরুষের কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে।

www.bjilibrary.com

তোমরা যদি তোমাদের মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো তবে তোমাদের সন্তানরা তোমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কোন মুসলমান ভাই কারো কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া উচিত। তার ওযর ঠিক হোক আর ভুল হোক। যে ব্যক্তি ক্ষমাহীন সে 'হাউযে কাউসারে' আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ তিন ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা অবশ্যই সাহায্য করবেন

١٤٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ ، الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ - (ترمذى)

১৪৪. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন প্রকার ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহতায়ালা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন।

১. আল্লাহর পথে জিহাদকারী।

২. যে গোলাম গোলামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার মনিবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে চায় (কিন্তু তার কাছে সে অর্থ নেই)।

৩. যে ব্যক্তি কলংকহীন পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বিয়ে করতে চায় (কিন্তু দারিদ্রের কারণে বিয়ে করতে পারছে না)। (তিরমিযী)

◆ সদকার বিভিন্ন রূপ

١٤٥- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَّفْسٍ بْنِ أَدَمَ إِلاَّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيْرَةٌ : التَّسْبِيْحُ ، وَالتَّحْمِيْدُ وَالتَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ ، وَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتَمِيْطُ الاَذَى مِنَ الطَّرِيْقِ ، وَ تَسْمِعُ الأَصَمَّ ، وَ تَهْدِىْ الأَعْمَى ، وَ تَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى

حَاجَتِـهِ وَ تَسْعى بِشِدَّةِ سَاقِيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيْثِ ، وَ تَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ لِضَّعِيْفِ ، فَهٰذَا كُلُّه صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلى نَفْسِكَ ـ

১৪৫. হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিদিন সদকা করা জরুরী।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কাছে এত অর্থ কোথায় যে আমরা প্রতিদিন সদকা দান করবো?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সদকা করার ও সওয়াব হাসিল করার বহু উপায় আছে, ধনই একমাত্র উপায় নয়। সোবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াও সদকা বা দানের সমতুল্য।

অন্যকে নেক কাজের উপদেশ দেয়া, নেক কাজ শিক্ষা দেয়া, পাপ কাজে বাঁধা দান, রাস্তাঘাট থেকে পথ চলার প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয়া, বধির লোককে শোনানোর জন্য জোরে কথা বলা, অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানো, এ সবই সওয়াবের কাজ (সদকার সমতুল্য)।

মানুষকে তার উদ্দেশ্য লাভের ব্যাপারে পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, বিপদগ্রস্থ লোকের সাহায্যে দৌড়-ঝাঁপ করাও সদকা।

কোন দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির বোঝা নিজের হাতে বা মাথায় করে বহন করাও সদকার মধ্যে গণ্য। উপরোক্ত যে কাজই তুমি করো তাতে আর্থিক সদকার সমতুল্য সওয়াবই লাভ করবে।"

ব্যাখ্যা: অন্য একটি হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য এসেছে। সেখানে এ বক্তব্যের অতিরিক্ত আরো যা বলা হয়েছে তাহলো, 'হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাদকার এত বিভিন্ন রূপ জানতে পেরে আমরা এতটা খুশী হই যে, ইসলাম গ্রহণের পর জীবনে কোন জিনিসে এতটা সন্তুষ্টি লাভ করিনি।'

◆ পেয়ারা নবীর তিনটি অসীয়ত

١٤٦– عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِّنَ الْخَيْرِ : أَوْصَانِيْ أَنْ لاَّأَنْظُرَ إِلى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ ، وَأَنْظُرَ إِلى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ ، وَ أَوْصَانِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ ، وَ أَوْصَانِيْ أَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَ إِنْ أَدْبَرَتْ ـ (ترغيب و ترهيب)

১৪৬. হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমার পেয়ারা নবী করীম আমাকে কয়েকটি কথা অসিয়ত করেন।

১. আমাকে অসীয়ত করেছেন, আমি যেন তাদের দিকে না তাকাই যারা আমার থেকে অর্থে ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর বরং আমি যেন তাদের দিকে দেখি যারা আমার থেকে হীনতর (তাহলে আমার অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ জন্ম লাভ করবে)।

২. আমি যেন দরিদ্রকে ভালবাসি ও তাদের কাছে যাই।

৩. আমার আত্মীয়-স্বজন যদিও আমার প্রতি ক্ষুদ্ধ থাকে এবং আমার হক আদায় না করে তবুও আমি যেন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখি এবং তাদের হক আদায় করতে থাকি।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ মহানবীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

١٤٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّاخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ أَنَا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَعُدَّ خَمْسًا ، فَقَالَ إِتَّقِ اللّٰهَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ ، وَأَحْسِنْ إِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُّؤْمِنًا ، وَ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُّسْلِمًا وَّ لَاتُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ -

১৪৭. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার এ কথাগুলো কে জানবে এবং সেই মত আমল করবে আর যারা আমল করতে চায় তাদের শিক্ষা দেবে?'

আমি আরজ করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এজন্য প্রস্তুত আছি, আমাকে বলুন।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে এ পাঁচটি কথা নসীহত করলেন:

১. আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচো, তাহলে সব থেকে বড় আবেদ হতে পারবে।

২. আল্লাহতায়ালা তোমার জন্য যতটা রুজি নির্ধারণ করেছেন তাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকো, সব থেকে বেশী অভাব -মুক্ত হতে পারবে।

৩. নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, মুমিন হতে পারবে।

৪. নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্যও তাই পছন্ত কর তাহলে তুমি মুসলিম হবে।

৫. বেশী হেসো না; বেশী হাসলে মানুষের হৃদয় মরে যায়।

ব্যাখ্যা: ৪ নম্বরে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে ঈমানের দাবী এবং এও ঈমানের দাবী যে, তুমি নিজের জন্য যা ভাল চাও অন্যের জন্যও তেমনটিই কামনা করবে।

৫ নম্বরে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, বেশী হাসি হচ্ছে আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাহীনতার লক্ষণ। যে আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও যার সামনে কোন গভীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্তমান থাকে সে বেশী হাসতে পারে না। যে যত বেশী হাসে তার অন্তর তত কঠিন হয়ে যায়।

◆ যে কাজ জান্নাতে দাখিল করবে

١٤٨- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : عَلِّمْنِيْ عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وَ فُكَّ الرَّقَبَةَ : قَالَ أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً ، قَالَ لاَ ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا وَ فَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِيَ فِيْ ثَمَنِهَا ، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ ، وَ الْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَّمْ تُطِقْ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَ أَسْقِ الظَّمْآنَ ، وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَّمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ عَنْ خَيْرٍ - (ترغيب و ترهيب)

১৪৮. বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "একজন মুসলমান গেঁয়ো লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন কিছু কাজের কথা বলে দিন যা করে আমি জান্নাতে যেতে পারবো।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদিও তোমার কথাটি শুনতে খুব ছোট কিন্তু এর তাৎপর্য অনেক বড়। যদি জান্নাতে যেতে চাও তবে কোন প্রাণকে মুক্ত করো এবং কোন নিগৃহীত গরদানকে গোলামীর বন্ধন থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো।'
সে ব্যক্তি বললো, 'এ দুটো তো একই কথা হলো?'

হুজুর বললেন, 'না, এ দুটো এক কথা নয়। প্রাণকে মুক্ত করার অর্থ হচ্ছে, কোন গোলাম বা বান্দাকে পূর্ণরূপে স্বাধীন করা এবং এর জন্য যা ব্যয় হয় তা সবই তুমি তোমার পকেট থেকে দাও; আর গরদান ছাড়ানোর অর্থ হচ্ছে, কয়েকজন মিলে কোন গোলাম বা বান্দীকে আযাদ করা, যাতে তোমারও অংশ থাকবে।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় জান্নাতী কাজ হচ্ছে, তুমি নিজের দুগ্ধবতী উট থেকে অন্যকে দুধ পান করতে দাও।

তৃতীয় কাজ হচ্ছে, সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়ের সঙ্গে তুমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে সম্পর্ক তৈরী করো। যদি এ সমস্ত জান্নাতী কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে ক্ষুধার্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, মানুষকে ভাল কাজের উপদেশ দাও ও মন্দ কাজ ও কথা থেকে তাদের বিরত রাখো।

আর যদি এও তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখো, ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথা যেন মুখ থেকে বের না হয়।

(তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা: হাদীসে যে দুগ্ধবতী উটনীকে দুধ ব্যবহারের জন্য কাউকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা মাত্র দুধ ব্যবহার করার জন্য সাময়িকভাবে দেওয়া, পূর্ণভাবে উটনীটি দান করে দেওয়া হয় নয়; দুধ ফুরাবার পর উটনীটি ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এরূপভাবে প্রদত্ত উটনীকে منحة বলে। হাদিসে منحة শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে।

◆ হারাম কামাই হবে মানুষের জাহান্নামের সম্বল

١٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَأَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَ جَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُّحِبُّ وَ مَنْ لاَّ يُحِبُّ ، وَ لاَ يُعْطِى الدِّيْنَ الاَّ مَنْ أَحَبَّ ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّيْنَ فَقَدْ أَحَبَّه ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لاَيُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُه وَ لِسَانُه ، وَلاَيُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَه ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بُوَائِقُه ؟ قَالَ : غَشْمُه وَ ظُلْمُه ، وَ لاَ يَكْسِبُ مَالاً مَنْ حَرَامٍ ، فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ فِيْهِ وَلا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ ، وَ لاَ يَتْرُكُه خَلْفَ ظَهْرِهِ ، إلاَّ كَانَ زَادَه إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْحُوْ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَ لكِنْ يَّمْحُوْ السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُوْ الْخَبِيْثَ ـ (ترغيب و ترهيب)

www.bjilibrary.com

১৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গৌরব ও মর্যাদার অধিপতি আল্লাহতায়ালা তোমাদের মধ্যে যেভাবে রুজি বন্টন করে দিচ্ছেন তেমনি তিনি তোমাদের আখলাকও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা দুনিয়া সবাইকে দান করেন। যে তাঁর প্রিয় তাকেও দেন এবং যে তাঁর অপ্রিয় তাকেও দেন। কিন্তু তিনি দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান তাদেরকেই দেন যাদের তিনি ভালবাসেন। সুতরাং যাকে আল্লাহতায়ালা দ্বীনের পথে চলার তৌফিক দিয়েছেন তোমরা জানবে আল্লাহতায়ালা তাকে ভালবাসেন। সেই আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, কোন বান্দা মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জবান ও অন্তর মুসলমান হবে। আর কেউ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়।'

লোকেরা প্রশ্ন করলো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেমন অনিষ্ট থেকে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'প্রতিবেশীর হক নষ্ট করাই তার ওপর জুলুম। আর যে বান্দা হারাম মাল অর্জন করে আল্লাহতায়ালা তাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন। সে আল্লাহর পথে ধনসম্পদ দান করলেও আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আর যদি কেউ হারাম সম্পদ দুনিয়ায় রেখে পরকালের যাত্রী হয় তবে তাই তার জাহান্নামের পাথেয় হবে। আল্লাহতায়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা মিটান না; তিনি খারাপকে ভাল দ্বারা মিটিয়ে দেন। কারণ মন্দ দ্বারা কখনো মন্দ দূর হয় না। (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসের শেষ বাক্যের মর্ম হচ্ছে, হারাম মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে তা সদকা বা দানরূপে গণ্য হবে না এবং তাতে কোন পূণ্যও হবে না। তাতে আল্লাহতায়ালার ক্রোধ প্রশমিত হবে না। মন্দকে মেটাতে হলে হালাল উপায়ে উপার্জিত ধন খোদার রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। নিজের আত্মার কলুষতা ও অপবিত্রতা কখনো অপবিত্র ধন দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়।

◆ সদকার ব্যাপক ধারণা

١٥٠- وَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى أَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ : أَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنْ رَّجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللّٰهُ ، أَوْيَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهِ يُغْنِيْهِمْ - (مسلم ،ترمذى)

www.bjilibrary.com

১৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদ করা গোলাম সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "পূণ্য ও পুরস্কার লাভের পক্ষে সেই দীনার সব থেকে উত্তম যা মানুষ তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যজনের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা মুজাহিদ তার ঘোড়ার জন্য ব্যয় করে, যার উপর যে সাওয়ার হয়ে জিহাদ করে এবং সেই দীনারও যা মানুষ তার সংগী মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করে।'

বর্ণনাকারী আবু কিলাবা বলেন, 'দেখো, সন্তান-সন্ততির জন্য যে দীনার ব্যয় করা হয় তার উল্লেখ করা হয়েছে সর্ব প্রথম।' এরপর আবু কিলাবা আরও বলেন, 'সেই ব্যক্তির থেকে পূণ্য ও পুরস্কার লাভের যোগ্যতর আর কে হতে পারে, যে নিজের ছোট কমজোর সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করে, ফলে তারা অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করা থেকে রক্ষা পায়?" (মুসলিম, তিরমিযী)

١٥١- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاأَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ ، وَ مَا اَطْعَمْتَ وَ لَدَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ -

(ترغيب و ترهيب)

১৫১. হযরত মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে খাদ্য তুমি খাও তা তোমার জন্য সদকা, যে খাদ্য তোমার নিজের সন্তান-সন্ততিকে খাওয়াও তাও সদকা, যা তুমি তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও তাও সদকা, যা তোমার চাকরকে খাওয়াও তাও সদকা।" (তারগীব ও তারহীব)

١٥٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُّسلِمٍ يَّغْرِسُ غَرْسًا إلاَّ كَانَ مَاأكِلَ مِنْهُ لَه صَدَقَةٌ وَ لاَيَرْزَؤُه اَحَدٌ اِلاَّ كَانَ لَه صَدَقَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

১৫২. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলমান গাছ রোপন করলে তার ফল যদি কোন পাখি খায় বা কোন মানুষ খায় তবে তার সাওয়াব সে ব্যক্তি পাবে। তার আমলনামাতে তা সাদকা বা দানরূপে লেখা হবে। তেমনি, বাগানের ফল যদি চোরে চুরি করে নিয়ে যায়, বা কেউ ছিনতাই করে নিয়ে যায়, তবে উদ্যান-কর্তার আমলনামায় তাও সাদকারূপে কেয়ামত পর্যন্ত লেখা হতে থাকবে।"

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বৃক্ষরোপণ অর্থাৎ বাগান করার কথা আছে। অন্য হাদীসে এর সঙ্গে ক্ষেত চাষেরও উল্লেখ আছে। কেউ ফলের গাছ রোপণ করতে বা শস্য চাষ করতে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করে; তারপর গাছে ফল ফললে বা শস্য জন্মালে পশু-পাখি কিছু খেয়ে নেয়, ক্ষুধার্ত গরীব লোকও তার দ্বারা উপকৃত হয় বা চোর চুরি করে বা কেউ বলপূর্বক কেড়ে নেয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় এগুলো সব নষ্ট হলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'না, তা নষ্ট হয় না; এর জন্য পূণ্য ও পুরস্কার পাওয়া যাবে।'

◆ গোলাম আযাদ করা ও ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ফজিলত

١٥٣- وَ عَنْ مَّلِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا مِّنْ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ ، وَ مَنْ أَعْتَقَ إِمْرَأً مُّسْلِمًا كَانَ فِكَاكُه مِنَ النَّارِ يَجْزِئُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنْهُ مِنَ النَّارِ - (ترغيب و ترهيب ، مسند احمد)

১৫৩. হযরত মালিক বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি তার মুসলমান মাতা-পিতার ইয়াতীম সন্তানকে লালন-পালন করে স্বাবলম্বী করে দেবে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে। আর কেউ কোন মুসলামন গোলামকে মুক্ত করলে এ কাজ তার জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হয়ে যাবে। গোলামের প্রতি অংগের পরিবর্তে তার অংগসমূহ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে।" (তারগীব ও তারহীব-মুসনাদে আহমদ)

◆ কার সদকা কবুল হবে না

١٥٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَايُعَذِّبُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَّحِمَ الْيَتِيْمَ وَلَانَ لَه فِيْ الْكَلَامِ وَ رَحِمَ يُتْمَهُ وَ ضَعْفَه ، وَ لَمْ يَتَطَاوَلْ عَلَى جَارِه بِفَضْلِ مَا اٰتَاهُ اللّٰهُ ، وَقَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَّالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِّنْ رَجُلٍ

وَلَهُ قَرَبَةٌ مُحْتَاجُوْنَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (طبرانى)

১৫৪. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য-দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা সে সব লোকদের আজাব দেবেন না, যারা পৃথিবীতে ইয়াতীমদের প্রতি রহম করেছে, তাদের সাথে কোমলভাবে কথা বলেছে, তাদের অভিভাবকহীনতা ও অসহায়ত্বের কারণে তাদের প্রতি হৃদয়ে সহানুভূতি রেখেছে এবং নিজের সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে প্রতিবেশীর সামনে বড়াই করে বেড়ায়নি।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, 'হে মোহাম্মাদের উম্মত, সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য-দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তির দান-সদকা কবুল করবেন না, যার আত্মীয়-স্বজন তার আত্মীয়তার হকের মুখাপেক্ষী থাকা সত্ত্বেও তাদের না দিয়ে অন্যদের দান করে। (তাবরানী)

অন্য হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপঃ 'সেই সত্তার কসম, যাঁর মুঠিতে আমার প্রাণ, এমন ব্যক্তির দিকে আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।'

◆ মহানবীর এগারোটি অসীয়ত

١٥٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ بِيَدِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى قَلِيْلاً ، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ ، أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ ، وَتَرْكَ الْخِيَانَةِ ، وَرُحْمِ الْيَتِيْمِ ، وَحِفْظِ الْجِوَارِ ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ ، وَلِيْنِ الْكَلاَمِ ، وَبَذْلِ السَّلاَمِ ، وَلُزُوْمِ الأَمَامِ ـ (ترغيب و ترهيب)

১৫৫. হযরত মোয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন। কিছু দূর চলার পর বললেন, 'হে মোয়াজ, আমি তোমাকে নিম্নোক্ত বিষয়:

১. আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকা।
২. সত্য কথা বলা।
৩. অঙ্গীকার পূর্ণ করা।
৪. আমানত যথাযথভাবে আদায় করা।
৫. খিয়ানত না করা।

www.bjilibrary.com

৬. ইয়াতীমের প্রতি রহম করা।
৭. প্রতিবেশীর হক রক্ষা করা।
৮. ক্রোধ বা রাগ দমন করা।
৯. মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলা।
১০. মানুষকে সালাম দেয়ার জন্য অসিয়ত করছি। আর এ অসিয়তও করছি, সব সময়
১১. নেতৃবৃন্দের সাথে লেগে থাকবে। (তাঁদের থেকে পৃথক হবে না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দল পাকাবে না)। (বায়হাকী, তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ যদি ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী নেতৃত্ব সমাজে না থাকে তাহলে কার সঙ্গে লেগে থাকবে? বাতিলের সংগে? বাতিলপন্থী দলের সংগে? না, কখনও না। তবে কি বিচ্ছিন্নভাবে ভেড়াদের ন্যায় জীবন যাপন করবে? না। তবে কি করা হবে? এর উত্তর হচ্ছে: জামায়াতবদ্ধ হও। জামায়াতবদ্ধভাবে দ্বীনের দাওয়াত দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহতায়ালার বরকতে তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয় দ্বীনের পরিবেশ প্রভাব ও আধিপত্য সৃষ্টি হয় অথবা সেই প্রচেষ্টায় তোমার মৃত্যু আসে। এ মৃত্যু কতই না মর্যাদার ও কতই না উত্তম।

◆ মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম অসিয়ত

١٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : عَهْدِىْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ إِلاَّ وَلَهُ خَلِيْلٌ مِّنْ أُمَّتِهِ : وَإِنَّ خَلِيْلِىْ أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِىْ قُحَافَةَ ، وَإِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلاً ، أَلاَ وَ إِنَّ الاُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْ يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ ، وَإِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَ أُغْمِىَ عَلَيْهِ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، اَشْبِعُوْا بُطُوْنَهُمْ وَاكْسُوْا ظُهُوْرَهُمْ وَ أَلِيْنُوْا الْقَوْلَ لَهُمْ - (ترغيب و ترهيب)

১৫৬. হযরত কা'ব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুরের মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা আমার স্বরণ আছে। সেদিন আমি

www.bjilibrary.com

হুজুরকে বলতে শুনেছি: প্রত্যেক নবীর উম্মাতের মধ্য থেকে তাঁর জন্য একজন না একজন বন্ধু অবশ্যই ছিল। আর আমার খলীল বা বন্ধু হচ্ছে আবুবকর ইবনে আবু কোহাফা। আর আল্লাহতায়ালা তাঁর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের খলীল করেছেন। শোনো, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থান বানাতো কিন্তু আমি তোমাদের এ কাজ নিষেধ করছি। (আমার মৃত্যুর পর যেন আমার কবরকে সেজদা না করা হয়)।

এরপর হুজুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি কি কথা পৌঁছে দিয়েছি?' (এ কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বলেন)। এরপর আবার বলেন ঃ 'হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো (এ কথাও তিনি তিন বার বলেন)।

এরপর কিছুক্ষণের জন্য হুজুর অচেতন হয়ে যান। তারপর চেতনা ফিরে এলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'নিজের দাসদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো, তাদের পেট ভরে খেতে দিও, পরবার কাপড় দিও। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বলো।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ প্রতিবেশীর অধিকার

١٥٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَه دُوْنَ جَارِه مَخَافَةً عَلٰى أَهْلِه وَمَا لِه ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِمُؤْمِنٍ ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُه بَوَائِقَه ، أَتَدْرِىْ مَاحَقُّ الْجَارِ : إِذَاسْتَعَانَكَ أَعَنْتَه ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَه ، وَإِذَانْقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَّه وَإِذَا أَصَابَه خَيْرٌ هَنَّأْتَه ، وَإِذَا أَصَابَتْه مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَه ، وَإِذَا مَاتَ إِتَّبَعْتَ جَنَازَتَه وَلاَ تَسْتَطِيْلُ عَلَيْهِ بَالْبَنَيَان فَتَ[illegible]جب عنه الرِّيْحَ إلاَّ بإذْنه ، وَلاَ [illegible] تؤذه بِقُتَارِ رِيْحِ قِدْرِكَ إلاَّ أنْ تَغْرِفَ لَه مِنْهَا ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأهْدِلَه ، فَإِنْ لَّم تَفْعَلْ فَأدْخِلْهَا سِرًا ، وَلاَ يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدَه - (ترغيب و ترهيب)

www.bjilibrary.com

১৫৭. হযরত আমর বিন শোয়াইব তাঁর দাদা ও পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে প্রতিবেশী থেকে কেউ নিজের পরিবার-পরিজন ও সম্পদের বিপদ আশংকা করে এবং দরজা বন্ধ করে ঘুমায় সে প্রতিবেশী মোমিন নয়। আর যার অত্যাচার ও দৌরাত্ম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সেও মোমিন নয়।

তুমি কি জান প্রতিবেশীর অধিকার কি? যদি সে সাহায্য চায় তবে তাকে সাহায্য করো। যদি সে ঋণ চায় তবে তাকে ঋণ দাও। যদি সে অনাহারী হয় তবে তাকে আহার দাও। যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার সেবাযত্ন করো। যদি সে কোন কারণে খুশী হয় তবে তাকে মোবারকবাদ দাও। যদি সে বিপদের মধ্যে পড়ে তবে তাকে সবর করতে বলো। যদি সে মারা যায় তবে তাকে নিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত যাও। তার ঘর অপেক্ষা উঁচু ঘর বেঁধে তার ঘরের হাওয়া বন্ধ করো না। যদি সে অনুমতি দেয় তবে তার ঘর অপেক্ষা উঁচু ঘর বাঁধতে পারো। তুমি নিজের হাঁড়ির মাংসের সুগন্ধ দ্বারা তাকে কষ্ট দিও না। হ্যাঁ, যদি তার ঘরে পাঠাও তবে আলাদা কথা। যদি তুমি নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে ফল ক্রয় করো তবে তার ঘরে কিছু পাঠাও। আর যদি তুমি তা না করতে পারো তবে চুপি চুপি তা ঘরে আনো এবং তোমার ছেলেমেয়ে তা নিয়ে খেতে খেতে যেন বাইরে না যায়। তাহলে তোমার গরীব প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে দুঃখিত হবে ও মনে কষ্ট পাবে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ ঈমান কখন সংশোধিত হয়

١٥٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لاَّ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ (ترغيب و ترهيب ، احمد)

১৫৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সংশোধিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার ঈমান সংশোধিত হতে পারে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার জিভ সংশোধিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সংশোধিত হতে পারে না। এবং ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যার উপদ্রব থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।' (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

◆ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ কালামের আলোকে মহানবীর অমূল্য উপদেশ

١٥٩- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَتْ أَمْثَالاً كُلُّهَا ، أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُوْرُ : إِنِّيْ لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلٰكِنِّيْ بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّيْ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَإِنِّيْ لاَ أَرُدُّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ ؟ وَعَلَى الْعَاقِلِ مَالَمْ يَكُنْ مَغْلُوْبًا عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ سَاعَاتٌ : فَسَاعَةٌ يُنَاجِيْ فِيْهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيْهَا نَفْسَهُ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيْهَا فِيْ صُنْعِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَسَاعَةٌ يَخْلُوْا فِيْهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرِبِ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لاَّ يَكُوْنَ ظَاعِنًا إِلاَّ لِثَلاَثٍ : تَزَوُّدٍ لِّمَعَادٍ أَوْمَرَمَّةٍ لِّمَعَاشٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِيْ غَيْرِ مُحَرَّمٍ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُوْنَ بَصِيْرًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظًا لِّسَانِهِ وَمَنْ حَسِبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيْمَا يَعْنِيْهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ؟ قَالَ : كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا : عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ يَفْرَحُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ، ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ . قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ ، قَالَ : أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ ، قَالَ :

www.bjilibrary.com

عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَإِنَّه نُوْرٌ لَّكَ فِيْ الأَرْضِ وَ ذُخْرٌ لَّكَ فِيْ السَّمَاءِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! زِدْنِيْ؟ قَالَ : إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ ، فَإِنَّه يُمِيْتُ الْقَلْبَ ، وَ يَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! زِدْنِيْ ، قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ ، فَإِنَّه رَهْبَا نِيَّةُ أُمَّتِيْ - قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! زِدْنِيْ ، قَالَ أَحِبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَجَلِسْهُمْ ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ ! زِدْنِيْ قَالَ أُنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلى مَاهُوْ فَوْقَكَ فَإِنَّه أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِىَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عِنْدَكَ - قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ ، قَالَ : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا - قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِى ، قَالَ : لِيَرُدُّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُه مِنْ نَفْسِكَ وَلاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيْمَا تَأْتِىْ ، وَ كَفَى بِكَ عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَاتَجْهَلُه مِنْ نَفْسِكَ وَ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيْمَا تَأْتِىْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِه عَلَى صَدْرِىْ ، فَقَالَ : يَاأَبَاذَرٍ لاَعَقْلَ كَالتَّدْبِيْرُ ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ - (ترغيب و ترهيب ، بن حبان)

১৫৯. হযরত আবুযর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাতে কি শিক্ষা ছিল?' তিনি বললেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফার সমুদয় শিক্ষা উপমার সাহায্যে দান করা হয়েছিল এবং তা হল এই:

হে বিশ্বাসঘাতক শাসক,

তোমাকে ক্ষমতা দান করে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছে। আমি তোমাকে এ জন্যে পাঠাইনি যে, তুমি দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করে জমা করবে। বরং আমি তোমাকে এ জন্যে শাসক করেছি যেন তুমি ন্যায় বিচারের মাধ্যমে অত্যাচারিতের ফরিয়াদকে আমার কাছে পৌঁছতে দেবে না। কারণ আমি মজলুমের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও সে কাফের হয়।

'আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে সজ্ঞান থাকে তার পক্ষে নিজের সময়কে বিভক্ত করে নেয়া আবশ্যক। কিছু সময় আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাতে ব্যয় করবে। কিছু

www.bjilibrary.com

সময় নিজের এহতেসাব ও আত্মপর্যালোচনায় ব্যয় করবে। কিছু সময় মহাপ্রতাপশালী ও মহিমাময় প্রভু আল্লাহর সৃষ্টি-কৌশল নিয়ে চিন্তা করবে। কিছু সময় ব্যয় করবে নিজের আয় রোজগারের জন্য।

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেবল তিনটি জিনিষের জন্য ভ্রমণ করবে। এক. আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করার জন্যে। দুই. আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করার জন্য। তিন. হালাল জিনিষ উপভোগ করার জন্য।

'আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, নিজের অবস্থার সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেয়া। নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখবে। যে ব্যক্তি নিজের মুখ থেকে নির্গত কথার হিসাব করে তার মুখ থেকে কেবল কল্যাণকর কথাই বের হয়। (নিরর্থক কথা বলা থেকে সে বিরত থাকে)।'

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে রাসূলুল্লাহ, মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ কালামে কি শিক্ষা ছিল?'

'তিনি বললেন, 'তা সমস্তই শিক্ষা ও উপদেশের কথা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ: 'সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আমি বিস্ময়বোধ করি, যে ব্যক্তি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দুনিয়া উপভোগে মত্ত থাকে! সেই ব্যক্তির জন্যও আমি বিস্ময়বোধ করি, যে জাহান্নামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেও অট্টহাসিতে মেতে উঠে!

'সেই ব্যক্তির জন্যেও আমি বিস্ময়বোধ করি, যে তকদীরের ফায়সালার প্রতি ঈমান রাখে অথচ তার সময় ব্যয় হয় পার্থিব সম্পদ সংগ্রহে পেরেশানীতে!

'সেই ব্যক্তিকে নিয়েও আমার বিস্ময় হয়, যে দুনিয়া এবং তার বিবর্তনকে দেখে, তবুও দুনিয়াকেই নিজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে রাখে।

'সেই ব্যক্তির জন্যও আমার বিস্ময় হয়, যে কাল কিয়ামত দিনের হিসাব-নিকাশের কথা বিশ্বাস করে অথচ সেই মত আমল করে না।

'তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন।

তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে অন্তরে সব সময় আল্লাহর ভয় জাগরুক রাখার উপদেশ দিচ্ছি। এটাই হলো সমস্ত নেকীর মূল।'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন।'

তিনি বললেন, 'কোরআনের তেলাওয়াত ও মহান প্রভু আল্লাহর স্মরণকে নিজের কর্তব্য বানিয়ে নাও। এটা দুনিয়াতে তোমার পক্ষে হবে আলো ও আখেরাতে হবে তোমার পুঁজি।'

'আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ, আরো কিছু বলুন।'

'তিনি বলেন, 'খুব বেশী হাসাহাসি থেকে নিজেকে বাঁচাও। কারণ অতিরিক্ত হাসাহাসি অন্তরকে মৃত করে দেয় এবং মুখমন্ডলের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়।'

'আমি আবার বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে আরো কিছু নসীহত করুন।'

'তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদকে নিজের জন্য ফরজ করে নিও। এ জিহাদই আমার উম্মতের রাহবানিয়াত বা সন্ন্যাস।'

www.bjilibrary.com

'আমি আবার বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আরো কিছু নসীহত করুন।'
'তিনি বললেন, 'গরীব লোককে ভালবাসো এবং তাদের সঙ্গে থাকো।'
'আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আরো কিছু বলুন।'
'তিনি বললেন, 'যারা সম্পদ ও মর্যাদায় তোমার অপেক্ষা নিম্নতর– তাদের দিকে দেখো। যারা পার্থিব ধন দৌলতের দিক দিয়ে তোমার থেকে উচ্চস্তরে– তাদের দিকে দেখো না। তাহলে তোমার অন্তরে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব জন্ম নেবে না।'
'আমি বললাম, 'হে রাসূল, আরো অধিক কিছু বলুন।'
তিনি বললেন, 'মানুষের খারাপ লাগলেও সব সময় সত্য কথা বলবে।'
'আমি বললাম, 'হে রাসূল, আরো কিছু বলুন।'

'তিনি বললেন, 'তোমার মধ্যে যে দোষ বা দুর্বলতা আছে তা তুমি ভালভাবে অনুসন্ধান করে জেনে নাও এবং তার প্রতি লক্ষ্য রাখো। অন্যের মধ্যে যে দোষ আছে তা তালাশ করতে যেয়ো না। যে কাজ তুমি করো তা অন্য কেউ করলে তার জন্য রাগান্বিত হওয়া উচিৎ নয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে এ দোষটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের দোষকে দেখে না আর অন্যের দোষকে অনুসন্ধান করতে থাকে; এবং নিজে যে কাজ করে তা যদি অন্য কেউ করে তবে তাতে অসন্তুষ্ট হয়।'

'তারপর তিনি তাঁর হাত আমার বুকে রাখলেন এবং বললেন, 'হে আবুযার, যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করে এবং পরিণামের কথা ভেবে কাজ করে সেই হলো সবচে বড় বুদ্ধিমান। আর সব থেকে বড় পরহেজগারী হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং সব থেকে বড় শরাফতী হলো মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" (তারগবী ও তারহীব)

◆ কোন ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যায়?

١٦٠- عَنْ سَالِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِىْ ثِنْتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ انَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ رَجُلٌ اتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِىْ الْحَقِّ انَاءَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ - (مسند احمد)

১৬০. হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু' ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র! এক ব্যক্তি হলো, যাকে আল্লাহ কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তা পড়ে ও পড়ায় এবং সেই মত রাত দিন আমল করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিন রাত সঠিক পথে খরচ করে।' (মুসনাদ আহমদ)

www.bjilibrary.com

◆ ব্যভিচার ও সুদ খাওয়ার পরিণতি

١٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ - (ترغيب وترهيب ، حقيم)

১৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'যখন কোন জাতির মধ্যে বা লোকালয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার ও সুদ খাওয়া হতে থাকে তখন বুঝে নিও যে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করে দিয়েছে।" (তারগীব ও তারহীব, হাকিম)

◆ পুজের চৌবাচ্চায় কাকে রাখা হবে?

١٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَّهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيْهِ أَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ - (ترغيب وترهيب ، ابوداود)

১৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত শাস্তির মধ্যে কোন শাস্তিকে নাকচ করার জন্যে সুপারিশ করে এবং যে ব্যক্তি জেনে-শুনে বাতিলের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের ওপর আল্লাহ নারাজ থাকবেন। অবশ্য তারা যদি তওবা করে তবে তা অন্য কথা। আর যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ব্যক্তির উপর দোষারোপ করে তাকে জাহান্নামে স্থান দেয়া হবে। অবশ্য সে যদি তওবা করে এবং তার ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয় তবে তা ভিন্ন কথা।' (তারগীব ও তারহীব, আবু দাউদ)

www.bjilibrary.com

◆ চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

١٦٣- وَعَنْ جَابِرِبْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَّصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأيِه ، لا يَقُوْلُ شَيْئًا إلاَّ صَدَرُوْ عَنْهُ - قُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْ : رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ : لاَتَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ ، عَلَيْكَ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ - قَالَ : قُلْتُ : اَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : أنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَصَابَكَ ضُرٌّ ، فَدَعَوْتَه كَشَفَه عَنْكَ وَإنْ أصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَه أنْبَتَهَا لَكَ ، وَإذَا كُنْتَ بِارْضٍ قَفْرٍ ، أوْفَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ ، قَالَ قُلْتُ : اِعْهَدْ إلَىَّ - قَالَ : لاَ تَسُبَّنَّ أحَدًا ، فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرُوًّلاَ عَبْدًا وًّلاَ بَعِيْرًا وًّلاَشَاةً - قَالَ : وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْ ، وَارْفَعْ اِزَارَكَ إلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإنْ أبَيْتَ فَالَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإيَّاكَ وَاسْبَالَ الأزَارِ ، فَإنَّه مِنَ الْمَخِيْلَةِ ، وَإنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ ، وَإنْ اِمْرُءٌ شَتَمَكَ وَ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَإنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - (ترغيب وترهيب ابوداود ، ترميذى ، نسائ)

১৬৩. হযরত জাবির বিন সুলায়ম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, তিনি যা বলেন, লোকেরা তা মেনে নেয়। তাঁর মুখ দিয়ে যে কথাই বের হয়, লোকেরা তাই গ্রহণ করে নেয়, কোন কথার বিরোধিতা করে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ লোকটি কে?'

সকলে জবাব দেয় ঃ 'ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

'আমি তাঁর কাছে গিয়ে এভাবে সালাম দিলাম:

'আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ!' – عليك السلام يارسول الله

'তিনি বললেন, عليك اسلام 'আলাইকাস সালাম বলবে না। যখন কেউ মারা যায়

www.bjilibrary.com

তখন তাকে এভাবে দোয়া করা হয়। তুমি السلام عليك। আসসালামু আলাইকা বলো।'

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূল?'

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সে আল্লাহর রাসূল তুমি বিপদের সময় যাঁকে ডাকলে তিনি বিপদ দূর করে দেন। যদি পানি না থাকে এবং তুমি ডেকে তাঁর কাছে পানি চাও তবে তিনি পানি বর্ষণ করেন ও শস্য উৎপাদন করেন। যদি তুমি কোন জনমানব ও বৃক্ষহীন এলাকায় ভ্রমণ করো এবং তোমার উটনী হারিয়ে গেলে তুমি তাঁকে ডেকে তাঁর কাছে সেই উটনী ফেরত চাও তবে তিনি তোমার উটনীকে ফিরিয়ে দেন।'

আমি আবেদন করি, 'আমাকে কিছু নসীহত করুন।'

'তিনি বললেন, 'কখনো কাউকে গালি দেবে না বা কটু কথা বলবে না।' এরপর থেকে আমি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে, বা কোন গোলামকে গালি দেইনি আর কোন উট বা ছাগলকেও কটু কথা বলিনি।

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় নসীহত করে বললেন, এ রকম কারো সঙ্গে সদ্ব্যবহার বা কারো উপকার করাকে তুচ্ছ মনে করো না, চিন্তা করো না যে, আমি এ সামান্য উপকার বা সদ্ব্যবহার করে কি করবো? কারণ সদ্ব্যবহার যত সামান্যই হোক না কেন, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক সদ্ব্যবহারের অনেক উচ্চ মূল্য আছে।'

'আর হে জাবির! তুমি তোমার এজারকে পায়ের (হাঁটু ও গোড়ালির) মাঝামাঝি পর্যন্ত রাখবে। বড় জোর তা গোড়ালি পর্যন্ত রাখার অবকাশ আছে। সাবধান! তোমার এজার যেন গোঁড়ালির নিচে না যায়। কারণ এটা হলো অহংকারের লক্ষণ। আল্লাহতায়ালা এমনটি পছন্দ করেন না।'

'আর যদি কেউ তোমাকে কটু কথা বলে এবং তোমার দোষ বর্ণনা করে তোমাকে লজ্জিত করে, তবে এর বিনিময়ে তার যে দোষ তোমার জানা আছে তা বর্ণনা করে তাকে লজ্জিত করো না, তাহলে আল্লাহই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন।' (তারগীব ও তারহীব, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

◆ অত্যাচার, লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ

١٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِتَّقُوْا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - (ترغيب و ترهيب ، مسلم)

www.bjilibrary.com

১৬৪. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কিয়ামতের দিন অত্যাচার অত্যাচারীর জন্যে অন্ধকারের (বিপদের) কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর 'শুহ্‌হ' (অর্থাৎ লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা) থেকে বাঁচো। কারণ এ জিনিস অতীতে মানব সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছে। মানুষকে লড়াই ও রক্তপাতের জন্যে প্ররোচিত করেছে। মানুষের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত নষ্ট করেছে এবং অন্যান্য আরো গুণাহের কারণ হয়েছে।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'শুহ্‌হ' শব্দের অর্থ হলো, সম্পদের প্রতি লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা এবং গ্রহণে আগ্রহ, দানে অনীহা।

◆ পাঁচটি মন্দ কাজ

١٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَ نَزَلْنَ بِكُمْ أَعُوْذُبِاللّٰهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلَّافَشَا فِيْهِمُ الْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ فِىْ أَسْلَافِهِمْ ، وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُوْنَةِ وَجَوْرِالسُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّامُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَاالْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا ، وَلَا نَقَضُوْا عَهْدَاللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّمِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَاخُذُ بَعْضَ مَافِىْ أَيْدِيْهِمْ ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ إِلَّاجُعِلَ بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ - (بيهقى ، ابن ماجه)

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন , 'পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে যাতে তুমি যদি জড়িয়ে পড়লে বা তা তোমার মধ্যে বাসা বাঁধলে তুমি খুবই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যেন এ পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়!

১. 'যেনা।' এ যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে যা আগে ছিল না।

www.bjilibrary.com

২. 'মাপ ও ওজনে কম দেয়া।' এ মন্দ কাজ যদি কোন জাতির মধ্যে জন্ম নেয় তবে আল্লাহতায়ালা তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি পাঠান এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

৩. 'যাকাত' দান না করা।' এ মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয় তাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর সে অঞ্চলে যদি পশু বা পাখি না থাকে তবে আদৌ বৃষ্টি হয় না।

৪. 'আল্লাহ এবং রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।' এ মন্দ কাজ যখন দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর অমুসলিমদের আধিপত্য চাপিয়ে দেন। এই আধিপত্যবাদীরা তখন মুসলমানদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নিতে থাকে।

৫. 'কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালানো।' যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায় তবে আল্লাহতায়ালা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন-খারাবী শুরু হয়ে যায়।" (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরবৃন্দের সামনে এ কথা এ জন্যই বলেছিলেন, কারণ ইসলামী শাসনের ক্ষমতা তাদের হাতেই আসার কথা ছিল। আনসারগণের তুলনায় তারাই কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান অধিক রাখতো। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও সব মিলিয়ে তাদের মধ্যে বেশী ছিল। জাহেলী যুগেও এ সব লোক আরব গোত্রের প্রশাসক ছিল এবং ইসলামী সমাজও এদের ওপর বেশী ভরসা করতো। কিন্তু এ হেদায়াত সমগ্র উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য।

◆ কিয়ামতের কয়েকটি লক্ষণ

١٦٦- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ جُلُوْسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : قَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَه فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوْعًا فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَوَ رَكَعَ وَرَكَعْنَا وَ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ ، فَقَالَ ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَه ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إلى أهْلِه ، فَجَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أمَا سَمِعْتُمْ رَدَّه عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلَه ، أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ - فَقَالَ طَارِقٌ أنَا أسْئَلُه فَسَأَلَه حِيْنَ خَرَجَ ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ

www.bjilibrary.com

بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ وَ فُشُوَّ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُوْرَ الْقَلَمِ ـ (مسند احمد)

১৬৬. হযরত তারিক বিন শিহাব বর্ণনা করেছেন, "আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসেছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে বললেন, 'নামায শুরু হয়ে গেছে।'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। যখন আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন দেখতে পেলাম, মসজিদে আগে যারা প্রবেশ করেছিল তারা সব রুকুতে চলে গেছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু মসজিদের যেখানে ছিলেন সেখানেই তাক্‌বীর পড়ে রুকুতে চলে গেলেন এবং আমরাও রুকুতে চলে গেলাম। তারপর লাইনে গিয়ে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে গেলাম এবং আমরা ঠিক তাই করলাম যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ করেছিলেন।

'নামায শেষে এক ব্যক্তি দ্রুতগতিতে এসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বললেন, 'হে আবু আবদুর রহমান, আলাইকাস সালাম (এটা তাঁর পারিবারিক ডাক নাম। লোকটি বিশেষভাবে তাঁকেই সালাম করেন)।'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যিই বলেছেন।'

যখন আমরা নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাম তখন তিনি নিজের ঘরের মধ্যে চলে গেলেন আর আমরা বাইরে বসে রইলাম। আমাদের মধ্যে কেউ বললো, 'তোমরা কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সালামের জবাব শুনেছো? তিনি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলার পরিবর্তে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যিই বলেছেন' এ কথা কেন বললেন? এ ব্যাপারটি কি কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে?'

হযরত তারিক বললেন, 'আমি বললাম, আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো।'

তারপর যখন তিনি ঘরের ভেতর থেকে আবার বাইরে এলেন তখন তাঁকে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি বর্ণনা করেন:

"কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে এলে লোকেরা বিশেষ বিশেষ লোককে সালাম করবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি সাধারণভাবেই আকর্ষণ বেড়ে যাবে লোকদের। (অর্থাৎ দুনিয়াদারী বেড়ে যাবে) এমন কি স্ত্রীও স্বামীকে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে সাহায্য করবে। এভাবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের লোকেরা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করবে। জুয়া খেলা খুব সাধারণ হয়ে যাবে।" (মুসনাদ আহমদ)

◆ দুটো জিনিস বিপদের কারণ হবে

١٦٧- وَ عَنْ وَّاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بُنْيَانٍ وَّبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهِ إلاَّ مَاكَانَ هٰكَذَا اَوْ أشَارَ بِكَفِّهِ إلٰى رَأسِهِ وَ كُلُّ عِلْمٍ وَّ بَالٌ عَلٰى صَاحِبِهِ إلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ - (ترغيب ، ترهيب ، طبرانى)

১৬৭. হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দিয়ে মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, 'এ ধরনের ঘর ছাড়া প্রত্যেক ঘর মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে। এবং যে নিজের জ্ঞান মোতাবেক আমল করবে সে ছাড়া প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে তার জ্ঞান বিপদের কারণ হবে।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসের প্রথম অংশের অর্থ হলো, অপ্রয়োজনীয় ও উঁচু আড়ম্বরপূর্ণ ঘর তৈরীর চিন্তা করা উচিৎ নয়। আর তিনি হাত দিয়ে মাথার দিকে যে ইশারা করেন তার অর্থ হলো, ঘর এতটা উঁচু হওয়া দরকার যেন ছাদ মাথায় না লাগে। কারণ উঁচু ও আড়ম্বরপূর্ণ ঘর সে সব লোক তৈরী করে যাদের মনে অহংকারের ভাব থাকে, যদিও সে তা অনুভব করে না। আর এ ধরনের কাজ এ কথাই প্রমাণ করে, হয় তার আখেরাতের ঘর বাঁধার চিন্তা আদৌ নেই অথবা থাকলেও খুবই কম।

◆ কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি কাঁদবে

١٦٨- عَنْ أبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَّ عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ وَ عَيْنٌ سَهِرَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَ عَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَامِثْلُ رَأس الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ - (ترغيب و ترهيب)

১৬৮. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে চোখ কোন হারাম জিনিসের উপর দৃষ্টিপাত করেনি সে চোখ ব্যতীত সমস্ত চোখ কিয়ামতের দিন কাঁদবে। আর সে চোখও কাঁদবে না যা আল্লাহর রাস্তায় জেগেছে (অর্থাৎ জিহাদের সময় পাহারাদানকারী চোখ)। আর সে চোখও কাঁদবে না, যা থেকে দুনিয়ায় আল্লাহর ভয়ে সামান্যতম অশ্রুও ঝরেছে।' (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

◆ আল্লাহর তিন প্রিয় বান্দা

١٦٩- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُبِهِمْ -

(١) اَلَّذِىْ إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَة قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ، فَإِمَّا أَنْ يُّقْتَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيَه فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلى عَبْدِىْ هذَا كَيْفَ صَبَرَ لِىْ بِنَفْسِه ،

(٢) وَالَّذِىْ لَه إِمْرَاَةٌ حَسَنَةٌ وَّفِرَشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُوْمُ مِنَ الَّيْلِ فَيَقُوْمُ يَذَرُ شَهْوَتَه وَيَذْكُرُنِىْ ، وَلَوْشَاءَ رَقَدَ -

(٣) وَالَّذِىْ إِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَّكَانَ مَعَه رَكْبٌ فَسَهِرُوْا ثُمَّ هَجَعُوْا فَقَمَ مِنَ السَّحَرِ فِىْ ضَرَّاءَ وَ سَرَّاءَ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

১৬৯. হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'তিন ধরনের লোক আল্লাহর বড় প্রিয়। প্রথম হলো সেই মুজাহিদ, দলের অন্যান্য সদস্য পালিয়ে গেলেও যে দৃঢ়ভাবে ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মহান ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে থাকে। তারপর হয় সে শহীদ হয় অথবা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করে। আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, 'আমার এ বান্দার দিকে চেয়ে দেখো, আমার জন্যে কেমনভাবে সে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে!

'দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে, যে রাতে নরম ও আরামদায়ক বিছানায় প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে থাকে। কিন্তু তাহাজ্জুদের সময় হতেই শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে এবং আল্লাহর সমীপে দাঁড়িয়ে যায়। তখন আল্লাহ বলেন, 'দেখো, এ ব্যক্তি নিজের আরাম ও মিষ্টি ঘুম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করেছে, অথচ সে ইচ্ছা করলে শুয়ে থাকতে পারতো।'

'তৃতীয় হলো সেই সফররত ব্যক্তি, যার সঙ্গে আরো অনেক লোক আছে, যারা কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। সে কষ্টের মধ্যেও তাহাজ্জুদ পড়ে এবং আরামের মধ্যেও পড়ে।' (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

www.bjilibrary.com

◆ ঘৃণা আর বিদ্বেষ নয় চাই ভালবাসা ও সালাম

١٧٠- وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الاُمَمِ قَبْلَكُمْ : اَلْبَغْضَاءُ وَ الْحَسَدُ ، وَالبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ ، وَلٰكِنْ حَالِقَةُ الدِّيْنِ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تَحَابُّوْا ، أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ لَكُمْ ذٰلِكَ ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ - (ترغيب و ترهيب)

১৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বের উম্মতগণের রোগসমূহ অর্থাৎ শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতা তোমাদের মধ্যেও জন্ম নেবে। শত্রুতা তো হলো সমূলে বিনষ্টকারী জিনিস। তা কেবল চুলকে মুড়িয়ে দেয় না, বরং দ্বীনকেও সমূলে মিটিয়ে দেয়।

যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন না হও ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা না জন্মাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবে না। এই পারস্পারিক ভালবাসা কিভাবে জন্মাবে তা কি আমি বলে দেবো? এ জন্য তোমরা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' ব্যাপকভাবে প্রচলন করো।' (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ সালামের অর্থ হলো রহমত ও শান্তি। যখন এ শান্তি ও ভালবাসার বাক্য আপনি কাউকে বলেন, তখন তার অর্থ হয়, ভাই, তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তোমাকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন। জবাবে সেও আপনার মঙ্গল ও রহমতের জন্য দোয়া করে। বলুন, এ অবস্থায় মুসলিম সমাজে কেমন করে পারস্পারিক শত্রুতা দেখা দিতে পারে? আবার এ বাক্যের দ্বারা আপনি একথা ঘোষণা করেন, আমার দিক দিয়ে তোমার জীবন ও সম্মান নিরাপদ, আমার দিক থেকে খুন-জখমের, সম্পদ কেড়ে নেবার এবং বেইজ্জতি করার কোন আশঙ্কা করো না। আর সেও একই কথা ঘোষণা করে। তাই বলুন, মুসলিম সমাজে কিভাবে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা স্থান পেতে পারে? তবে প্রয়োজন হচ্ছে, সালামের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে তা প্রচলন করার।

◆ বন্ধু নির্বাচন

١٧١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَتُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا ، وَ لاَ يَاكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّتَقِيُّ - (ترغيب و ترهيب)

www.bjilibrary.com

১৭১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'মুমিন ছাড়া অন্যকে সংগী বানাবে না, মোত্তাকী ছাড়া অন্য কাউকে খানা খাওয়াবে না (মন্দ ব্যক্তিকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ দেবে না।' (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'সঙ্গী সাথী কেমন হবে? কেমন লোকের সঙ্গে উঠ-বস করবো?'

তিনি বললেন, 'এমন লোকের সঙ্গে উঠবে-বসবে যাদের দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাদের সঙ্গে আলোচনায় তোমার দ্বীনের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং যাদের আমল তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

◆ জিনা, পরনিন্দা ও গীবতের শাস্তি

١٧٢- وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعِيْدِ الْمِقْرَائِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تُقْرَضُ خُلُوْدُهُمْ بِمَاقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ، قَالَ : الَّذِيْنَ يَتَزَيَّنُوْنَ لِلزِّنْيَةِ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْتُ بِجُبٍّ مُّنْتِنِ الرِّيْحِ ، فَسَمِعْتُ فِيْهِ أَصْوَاتًا شَدِيْدَةً ، فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَّ لِلزِّنْيَةِ ، وَيَفْعَلْنَ مَالَايَحِلُّ لَهُنَّ ، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلٰى نِسَاءٍ وَّرِجَاءٍ مُّعَلَّقِيْنَ بِثُدِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ فَقَالَ : هٰؤُلَاءِ الْمَّازُوْنَ وَالْهَمَّازُوْنَ ، وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) - (بَيْهَقِى)

১৭২. রাশিদ বিন সাঈদ আল মিকরাই বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মিরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আগুনের কাঁচি দিয়ে যাদের চামড়া কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব লোক কারা?'

তিনি বললেন, 'এসব লোক হলো তারা, যারা মহিলাদের আকৃষ্ট করার ও তাদের সঙ্গে ব্যভিচার কারার জন্যে সাজ-সজ্জা করতো।'

'তারপর এমন এক কুয়ার পাশ দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম, যার মধ্য থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল ও চিৎকারের আওয়াজ আসছিল। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?'

তিনি বললেন, 'এরা হলো সে সব মহিলা যারা ব্যভিচারের জন্যে সাজ-সজ্জা করতো ও সে সব কাজ করতো যা তাদের জন্যে বৈধ ছিল না।'

'তারপর আমি এমন কিছু পুরুষ ও মহিলাকে অতিক্রম করলাম, যাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, এরা কারা?'

তিনি বললেন, 'এরা হলো তারা, যারা দুনিয়াতে অন্যের উপস্থিতিতে তাদের দোষ বের করতো এবং তাদের অবর্তমানে তাদের দোষ বর্ণনা করতো। আল্লাহতায়ালা আপন কিতাবে একথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন: 'সেই সব লোকের জন্য ধ্বংসও বরবাদী, যারা অন্যের উপস্থিতিতে ও অবর্তমানে তাদের দোষ বর্ণনা করে।" (তারগীব ও তারহীব, বায়হাকী)

◆ শয়তানের তিনটি কাজ

١٧٣- عَنْ أَبِىْ مُــوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـالَ : إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيْسُ بَثَّ جُنُوْدَهُ فَيَـقُـوْلُ : مَنْ خَذَلَ الْيَوْمَ مُسْلِمًا اَلْبَسْتُهُ التَّـاجَ - قَـالَ : فَيَجِىْءُ هٰذَا فَيَقُوْلُ : لَمْ أَزَلْ بِـهِ حَتّٰى طَلَّقَ إِمْـرَأَتَـه ، فَـيَـقُـوْلُ ، يُوْشِكُ أَن يَّتَـزَوَّجَ وَيَجِىءُ هٰذَا فَيَقُوْلُ : لَمْ أَزَلْ بِـهِ حَتّٰى عَقَّ وَالِدَيْـهِ فَيَقُوْل : يُوْشِكُ أَنْ يَّبَـرَّهُمَـا ، وَيَجِىْءُ هٰذَا فَـيَـقُـوْلَ : لَمْ أَزَلْ بِـه حَتَّ أَشْـرَكَ فَيَقُوْلُ : أَنْتَ أَنْتَ - وَيَجِىْءُ هٰذَا فَيَـقُوْلُ : لَمْ أَزَلْ بِـهِ حَتّٰى قَتَلَ فَـيَـقُـوْلُ : أَنْتَ وَ يَـلْبِسُـهُ التَّـاجَ - (ترغيب و ترهيب و ابن حبان)

১৭৩. হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'যখন সকাল হয় তখন ইবলিশ নিজের অধীনস্ত শয়তানদেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ও খারাবী সৃষ্টি করার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। সে তাদের বলে, 'যে আজ কোন মুসলমানকে দিয়ে সব থেকে বড় গুনাহ করাতে পারবে, আমি তাকে মুকুট পরাবো।'

সন্ধ্যায় এক শয়তান ইবলীশের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, 'আমি এক মুসলমানের পিছনে লেগেছিলাম। আমার প্ররোচনায় সে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়।' ইবলীশ বলে, 'ও তো আবার বিয়ে করে নেবে (তুমি কোন বড় কাজ করতে পারোনি)।

www.bjilibrary.com

তারপর আর এক শয়তান এসে বলে, 'আমি এক মুসলমানকে পিতা-মাতার অবাধ্য করে দিয়েছি।' তখন ইবলীশ বলে, 'পরে ও পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে (অর্থাৎ এটাও কোন বড় কাজ নয়)।'

তৃতীয় শয়তান এসে নিজের রিপোর্ট দিয়ে বলে, 'আমি সারাক্ষণ এক মুসলমানের পিছনে লেগেছিলাম। আমার প্ররোচনায় সে এক শিরকের কাজ করেছে।' তখন ইবলীশ জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, তুমি একটা কাজের কাজ করেছো (ইবলীশ তাকে ধন্যবাদ দেয় কিন্তু মুকুট পরায় না)।

তারপর আর এক শয়তান এসে বলে, 'আমি সারাক্ষণ এক মুসলমানের পিছনে লেগেছিলাম। আমি তাকে উত্তেজিত করতে থাকি এবং সে আমার ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এক নিষ্পাপ মুসলমানকে হত্যা করে বসে।' তখন ইবলীশ বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একমাত্র বড় কাজ করেছো।' তারপর সে তাকে মুকুট পরিয়ে দেয়।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হিব্বান)

◆ রাসূলের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তি কে?

١٧٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ إِحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا الْمُوَطِئُوْنَ أَكْنَافًا نِ الَّذِيْنَ يَأْلَفُوْنَ وَيُوْلَفُوْنَ - وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْمُلْتَمِسُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ - (ترغيب و ترهيب)

১৭৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে সব থেকে বেশী প্রিয় যে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী আর নরম ব্যবহারকারী। যে মানুষকে ভালবাসে এবং মানুষও তাকে ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যে চোগলখোর, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং নিষ্পাপ লোকের দুর্নামকারী, আমার কাছে সে সব থেকে বেশী ঘৃণিত।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি নসীহত

١٧٥- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ - قَالَ : عَلَيْكَ بِالاِيَاسِ مِمَّا فِيْ أَيْدِيْ

النَّاسِ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ ، وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَ أَنْتَ مُوَدِّعٌ وَّإِيَّكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ـ (ترغيب و ترهيب ، حقيم ، بيهقى)

১৭৫. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।'
তিনি বললেন,

১. তুমি পরের সম্পদের প্রতি লোভ করো না আবার পরমুখাপেক্ষীও হয়ো না।
২. সম্পদের লোভ থেকে দূরে থেকো। কারণ, এ লোভই মানুষের পরমুখাপেক্ষি হওয়ার সব থেকে বড় কারণ।
৩. এমনভাবে নামায পড়ো যেন তুমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছো।
৪. এমন কাজ করোনা যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হয়। (তারগীব ওতারহীব, হাকিম ও বায়হাকী)

◆ চারটি নেয়ামত

١٧٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ مَّنْ أُعْطِيَهُنَّ ، فَقَدْ أُعْطِىَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الاخِرَةِ : قَلْبًا شَاكِرًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا ، وَّزَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ حُوْبًا فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ ـ (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

১৭৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি জিনিস যে পায় দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণ তার পাওয়া হয়ে গেছে। সে চারটি জিনিস হলো:

১. আল্লাহর নিয়ামতের জন্যে শুকর আদায়কারী হৃদয়।
২. আল্লাহর জিকরকারী জবান।
৩. বিপদ-আপদ সহ্যকারী শরীর।
৪. স্বামীর সম্পদ রক্ষাকারী ও পবিত্রতার সঙ্গে জীবন-যাপনকারী স্ত্রী। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

◆ **নিষ্ঠুর শাসক, মন্দ প্রতিবেশী আর অবিশ্বস্ত স্ত্রী– তিনজনই আপদ স্বরূপ**

١٧٧- وَعَنْ فَضَالَةَ بِنْ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْفَوَاقِرِ : إِمَامٌ إِنْ اَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ وَ إِنْ اَسَاتَ لَمْ يَغْفِرْ وَ جَارُ سَوْءٍ إِنَّ رَّى خَيْرًا دَفَنَه وَإِنْ رَأى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْرَأَة إِنْ حَضَرْتَ اذَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ ـ (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

১৭৭. হযরত ফাদালা বিন ওবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ধরনের মানুষ হল আপদ স্বরূপ:

১. সেই শাসক ও নেতা যাকে তোমরা খুবই মান্য করো কিন্তু সে তার মূল্য দেয় না এবং কেউ যদি কোন ভুল করে বসে তবে তাকে ক্ষমা করে না (তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না)।

২. মন্দ প্রতিবেশী। যার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেও সে তার উল্লেখ পর্যন্ত করে না, কোথাও তার চর্চা করে না; আর যদি সে কোন খারাব জিনিস দেখে তবে সে সর্বত্র তা ছড়িয়ে বেড়াতে থাকে।

৩. সেই স্ত্রী, যে তুমি ঘরে থাকলে তোমাকে কষ্ট দেয়। আর তুমি বাইরে থাকলে তোমার হকের খেয়ানত করে। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

◆ **সংশয় থেকে বাঁচা, সততা অবলম্বন ও মিথ্যা থেকে দূরে থাকার তাগিদ**

١٧٨- وَعَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَايُرِيْبُكَ إِلى مَالَايُرِيْبُكَ ، وَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ ، وَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ ـ (ترغيب و ترهيب ، ترمذى)

১৭৮. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমার নানার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এ কথা আমার খুব ভাল মনে আছে, তিনি বলেছেন, 'যাতে তোমার সংশয় হয় তা পরিত্যাগ করো। যাতে সংশয় নেই তা অবলম্বন করো। সততা ও সরলতা হল স্বস্তির কারণ। আর মিথ্যা ও অসত্য কথা মনে সংশয় সৃষ্টি করে।' (তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ কোন জিনিস হালাল না হারাম, ঠিক না ভুল, হক না বাতিল তাতে অনেক সময় মানুষের মনে সংশয় জাগে। কোন কোন দিক দিয়ে তা ঠিক মনে হয় আবার কোন কোন দিক দিয়ে তা ঠিক নয় মনে হয়। এমতাবস্থায় ঈমানের দাবী হলো, তা থেকে দূরে থাকা। অন্যান্য হাদীসে এটাকে মোত্তাকীর লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করা

١٧٩- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنْ تَّقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنٰى ، وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ - (مشكوة)

১৭৯. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খোদাভীরু লোকের জন্য সম্পদশালী হওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে খোদাভীরু লোকের পক্ষে সম্পদশালী হওয়ার চেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া উত্তম। প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের খুশি ও শান্তি হলো আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে দেয়া এক নেয়ামত। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি কথা বলা হয়েছে:

১. সম্পদশালী হওয়া ও তাকওয়ার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। আল্লাহকে ভয়কারী ব্যক্তি যদি সম্পদশালী হবার চেষ্টা করে তাহলে সে তার উদ্বৃত্ত সম্পদ দিয়ে আখেরাত গড়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে।

২. ভাল স্বাস্থ্য সম্পদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। এরই বদৌলতে মানুষ অধিক থেকে অধিক আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে এবং দূর্বল লোক অপেক্ষা আল্লাহর রাস্তায় অধিক দৌড়ঝাঁপ করতে পারবে।

৩. মনের স্বস্তি ও সুখ লাভ করতে পারাটাই মানুষের সবচে পরম পাওয়া। এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

এ তিনটি নেয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে গেলে জিজ্ঞেস করা হবে, 'প্রয়োজনের অধিক সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছো? ভাল স্বাস্থ্য দ্বারা দ্বীনের কি উপকার করেছো? আল্লাহ তোমার মনে যে শান্তি ও সুখ দিয়েছিলেন তার কতটুকু শোকর আদায় করেছো? মূল কথা হলো, উপরে উল্লেখিত প্রতিটি জিনিস আল্লাহর নেয়ামত– সুতরাং তার মর্যাদা দান ও শোকর আদায় করা উচিত।

◆ নয়টি কাজের নির্দেশ

١٨٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ -

(١) خَشْيَةِ اللّٰهِ فِىْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ (٢) وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِىْ

الغَضَبِ وَلرِّضَا (٣) وَالقَصْدِ فِيْ الفَقْرِ وَلْغِنى (٤) وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي (٥)وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ (٦) وَأَعْفُوْعَمَّنْ ظَلَمَنِيَ (٧) وَأَنْ يَكُوْنَ صَمْتِيْ فِكْرًا (٨) وَنُطْقِيْ ذِكْرًا (٩) وَنَظَرِيْ عِبْرَةً وَآمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ - (مشكوة)

১৮০. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার রব আমাকে নয়টি কাজের হুকুম দিয়েছেন।

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে, সর্বদা যেন আল্লাহকে ভয় করি।
২. কারো প্রতি খুশি বা রাগান্বিত হই, উভয় অবস্থাতেই যেন ন্যায় কথা বলি।
৩. ধনী হই বা নির্ধন উভয় অবস্থায় যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করি।
৪. যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি যেন তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি।
৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।
৬. যে আমার উপর জুলুম করে আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দেই।
৭. আমার নীরবতা যেন চিন্তা-ভাবনায় ব্যয় হয়।
৮. আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষালাভের দৃষ্টি হয়।
৯. আমার কথায় যেন আল্লাহর দয়া ও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে।
তারপর তিনি বলেন:
আমি যেন ভাল কাজের হুকুম করি এবং মন্দ কাজ প্রতিরোধ করি।"(মেশকাত)

ব্যাখ্যা: এই হাদীস থেকে জানা গেল যে দ্বীনের দাও'আত দানকারীর মধ্যে উপরে উল্লেখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক।

অধ্যায়-১০

দাওয়াতে দ্বীন

◆ ইসলামের তাৎপর্য

١٨١- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِىَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا ؟ قَالَ بِدِيْنِ الأَسْلاَمِ ، قَالَ وَمَا دِيْنُ الإِسْلاَمِ ؟ قَالَ أَنْ تَقُوْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَتَخَلَّيْتُ ، وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ - (الاستيعاب)

১৮১. হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দা আল কুশায়রী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইসলাম কবুল করার কাহিনী বর্ণনা করে বলেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলাম, 'আমাদের প্রভু কোন পয়গাম দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েন এবং আপনি কোন দ্বীন এনেছেন?'
তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে দ্বীন ইসলাম দান করে পাঠিয়েন।'
আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দ্বীন ইসলাম কি?'

"তিনি বললেন, 'ইসলাম হলো এই যে, তুমি তোমার সমস্ত সত্ত্বা আল্লাহতে সোপর্দ করে দেবে এবং অন্যান্য উপাস্যকে ত্যাগ করবে। আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।"(আল ইসতীআব)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, নিজেকে, নিজের শরীর ও জীবনকে, সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতাকে অর্থাৎ নিজের সবকিছুকে আল্লাহতে সোপর্দ করে দেয়ার নামই হলো ইসলাম। এটাই তাওহীদের অর্থ। এটা হলো এর ইতিবাচক দিক। এর নেতিবাচক দিক হলো এই যে, মানুষ নিজেকে, নিজের জীবনকে, নিজের শক্তি ও যোগ্যতাকে– অর্থাৎ নিজের সমগ্র জীবনকে অন্য কারো কাছে সোপর্দ করতে অস্বীকার করুক, অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিক, অন্য কাউকে কোন দিক দিয়েই সামান্যতমও আল্লাহর সাথে শরীক না করুক। অন্য কথায়, নিজের কোন জিনিসকে যেন নিজের মনে না করে বরং তা যেন আল্লাহর আমানত মনে করে। নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেবার পর সে যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে সব ব্যবহার করে তবে তার অর্থ হয়, তার নিজ আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি সঠিক নয়।

এ হাদীস থেকে দ্বিতীয় যে কথা জানা গেল তা হলো, নামায ও যাকাত মক্কী যুগেই ফরয হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য এর বিস্তৃত রূপ পরবর্তী সময়ে দান করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

◆ কালেমা তাইয়েবার তাৎপর্য

١٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وتَكلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا عَمّ أنِّىْ أُرِيْدُ هُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَ تُؤَدِّىْ إِلَيْهِمْ بِهَاالعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، فَفَزِعُوْا لِكَلِمَتِهِ وَلِقَوْلِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ كَلِمَةً وَّاحِدَةً ؟ نَعَمْ وَ أَبِيْكَ عَشْرًا ، فَقَالُوْا مَاهِيَ ؟ وَقَالَ أَبُوْطَالِبٍ وَ أَىُّ كَلِمَةٍ هِيَ يَاابْنَ أَخِيَ ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ" ـ(مسند احمد ، نسائى)

১৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাকে বললেন, 'হে চাচা, আমি সকলের কাছে কেবল মাত্র একটি কালেমার দাবী করি। এ কালেমা হলো এমন যে, যদি এরা এটাকে স্বীকার করে নেয় তবে এর বদৌলতে সমগ্র আরব এদের অধীনে এসে যাবে এবং অনারব জাতি এদের জিযিয়া দান করবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা শুনে সবাই বিস্মিত হলো। তারা বলল, 'তুমি একটি কালেমার কথা বলছো? তোমার বাপের কসম, আমরা দশটি কালেমা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত। বল সে কালেমা কি?'

'আবু তালিবও জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভাইপো, বলো তো তোমার সে কালেমাটি কি?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'সে কালেমাটি হলো لا اله الا الله। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই! (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসও মক্কী যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাওহীদের এ বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কেবলমাত্র এক কালেমা নয়, বরং এর দ্বারা ইসলামের সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের জীবনের সমস্ত দিককেই পরিব্যপ্ত করে নেয়। কেবল নামায, রোযা কায়েম করা নয় বরং এ বাণী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও পাল্টে দিতে সক্ষম। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে পেরেছেন, এর ফলে সমগ্র আরব তোমাদের শাসনাধীনে এসে যাবে ও অনারব জাতি তোমাদেরকে জিযিয়া দেবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া এমনটি কি কখনো সম্ভব?

যখন কোরাইশ নেতাগণ তাদের সব থেকে বড় সর্দার আবু তালিবের কাছে রাসূলের দাওয়াতের ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারা মনে করেছিল, অভিযোগ পেলে আবু তালিব নিজের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে এ দাওয়াতকে বন্ধ করে দেবেন।

www.bjilibrary.com

এ রকম আরেকটি ঘটনায় চাচা আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'হে চাচা, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এনে দেয়া হয় আর বাম হাতে চাঁদ, তবুও আমি যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে বিজয়ী না করবেন বা আমার মৃত্যু না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার এ দাওয়াত বন্ধ করতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হলো, দ্বীনের বিজয়-এর অর্থ কি? কুরআন মজীদে যেখানে, যেখানে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এর অর্থ হলো রাজনৈতিক বিজয়। (সূরা ফাতেহার আয়াত নং ২৮, সূরা সাফ-এর আয়াত নং ৯, সূরা তাওবার আয়াত নং ৩৩ দেখুন।)

◆ ইসলামের দাওয়াত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে

١٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابِىْ مَا تَقُوْلُوْنَ ، مَا جِئْتُكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ ، وَلاَ الشَّرَفَ مِنْكُمْ وَلاَ الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ إِلَيْكُمْ رَسُوْلاً ، وَأَنْزَلَ عَلَىَّ كِتَابًا ، وَ أَمَرَنِىْ أَنْ أَكُوْنَ لَكُمْ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّىْ وَ نَسَحْتُ لَكُمْ ، فَإِنْ تَقْبَلُوْا مِنِّىْ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوْ حَظُّكُمْ فِىْ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ - (البدايه والنهايه)

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরায়ইশ নেতাদের কথা শুনে বলেন, 'তোমাদের যে সব জিনিষ আমাকে দিতে চাইছো, তার আদৌ কোন লোভ আমার নেই। আমি তোমাদের যে দাওয়াত দিচ্ছি তার উদ্দেশ্য কখনও এ নয় যে, আমি ধন-দৌলত সঞ্চয় করতে চাই বা বা যশ ও সুনাম অর্জন করতে চাই বা তোমাদের উপর শাসন চালাতে চাই। বরং আল্লাহতায়ালা আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে আপন কিতাব দান করেছেন। তিনি আমাকে তোমাদের ভ্রান্ত জীবনপদ্ধতির পরিণতির ব্যাপারে সাবধান করে দিতে এবং এ দাওয়াত কবুল করার ফলে যা পাওয়া যাবে তার সুসংবাদ দান করার জন্যে পাঠিয়েছেন। তাই আমি তোমাদেরকে আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আর এর আগেও তোমাদের মঙ্গল কামনা আমার লক্ষ্য ছিল এবং আজো আছে। তোমরা যদি আমার দাওয়াত কবুল করো তবে এ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়স্থানেই তোমরা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।"
(আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ, ৩য় খন্ড)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসও মক্কী যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর শেষ বাক্য চিন্ত করার মত। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কেবল ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো এবং জীবনের সমগ্র সমস্যা ও বিষয়ের আলোচনা না করতো এবং কেবলমাত্র আখেরাত গড়ার জন্যে হতো তাহলে আখেরাতের সঙ্গে এ দুনিয়ার কথা যে বলা হয়েছে তার কি অর্থ হয়? উভয় স্থানের সৌভাগ্যই বা কোন দিক দিয়ে হতে পারে? কেবলমাত্র কি এ দিক দিয়ে যে, কিছু নেক লোক তৈরী হয়ে যাবে? না, তা নয়। বরং এর থেকে অবশ্যই আরো অধিক কিছু পাওয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে। দ্বীনের দাওয়াত সমগ্র জীবনের জন্য এবং জীবনের সবদিকের উপরই পরিব্যপ্ত। এই দাওয়াত দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের চিরন্তন সাফল্যের জামানত দান করে।

◆ ইসলামেরসঠিক পরিচয় তুলে ধরার একটি আদর্শ ভাষণ

١٨٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ لِلْجِوَارَ ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيْفِ ، فَكُنَّا عَلَى ذلِكَ ، حَتَّى بَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْنَا رَسُوْلاً مِّنَّا ، نَعْرِفُ نَسَبَه وَصِدْقَه ، وَأَمَانَتَه ، وَعَفَافَه ، فَدَعَانَا إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنُوَحِّدَه ، وَنَعْبُدُه ، وَنَخْلَعَ مَاكُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ، وَنَهَانَ عَنِ الْفَوَاحِشِ ، وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَّعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِه شَيْئًا ، وَأَقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ - (مسند احمد)

১৮৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর দরবারে যে ঘটনা ঘটে তার উল্লেখ করে) বর্ণনা করেছেন, “তিনি বলেন, ‘জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হন এবং ইসলামের এই পরিচয়মূলক ভাষণ দান করেন।

www.bjilibrary.com

তিনি বলেন, 'হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞানতার জীবন-যাপন করছিলাম। আমরা নিজের হাতে গড়া প্রাণহীন মূর্তিকে পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। সব রকম 'বেহায়া' কাজ ও ব্যভিচার করতাম। আত্মীয়-স্বজনের অধিকার কেড়ে নিতাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম। আমাদের প্রত্যেক শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের উপর অন্যায় অবিচার করতো।

এ রকম অবস্থায় আমরা দীর্ঘদিন অতিবাহিত করি। এমন সময় আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন। যাঁর বংশীয় উচ্চ মর্যাদা, সত্যবাদীতা, আমানতদারী, সততা এবং যাঁর পবিত্র চরিত্রের সবকিছুই আমাদের খুব ভালভাবে জানা ছিল। তিনি আমাদেরকে মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, যেন আমরা কেবলমাত্র তাকেই স্বীকার করি, তাঁকেই আপন উপাস্য বানাই এবং সেসব পাথর ও দেবদেবীকে পরিত্যাগ করি যেগুলোকে আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষগণ পূজা করছিলাম।

তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার, আমানতে খেয়ানত না করার, আত্মীয়-স্বজনদের হক্ক আদায় করে দেয়ার, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ এবং রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দান করেছেন। তিনি আমাদের ব্যভিচার করতে, মিথ্যা সাক্ষী দিতে, ইয়াতীমদের সম্পদ কুক্ষিগত করতে এবং পবিত্র মহিলাদের উপর দুর্নাম করতে নিষেধ করেছেন।

আমাদেরকে তিনি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রভু হিসাবে মেনে নিতে নিষেধ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকেই বিন্দুমাত্র শরীক না করার হুকুম দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার ও যাকাত দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হলো ইসলামী দাওয়াতের বিস্তৃত পরিচয়– যা জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু নাজ্জাশী এবং তাঁর সভাসদগণের সামনে দিয়েছিলেন। যদি ইসলামের দাওয়াত একান্ত সাদামাটা অস্পষ্ট অজ্ঞাত হতো তবে এত বিশদ বিবরণের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট হতো যে, আমরা তো কেবল 'আল্লাহ আল্লাহ' বলার লোক, জীবনের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কোরায়শ সর্দারগণ অকারণে আমাদেরকে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন।

◆ ক্ষমতাসীনরা ইসলামের দাওয়াত পছন্দ করেন না

١٨٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرُو الشَّيْبَانِىُّ إِلى مَاتَدْعُوْا يَا أَخَاقُرَيْشٍ ؟ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَدْعُوْكُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لاَّإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لَه وَ إِلى مَا تَدْعُوْا أَيْضًا يَاأَخَا

قُرَيْشٍ ؟ فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ إلى قَوْلِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ، فَقَالَ لَه مَفْرُوْق وٌ إلى مَا تَدْعُوْا أَيْضًا يَا أَخَا قُرَيْشٍ ، فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ إلى قَوْلِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ، فَقَالَ لَه مَفْرُوْقٌ دَعَوْتَ وَاللّٰهِ يَا قُرَشِيُّ إلى مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ وَ مَحَاسِنِ أَعْمَالٍ - (البدايه)

১৮৫. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, “মাফরুক বিন আমর আশ শায়বানী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ‘হে কোরায়শ গোত্রের ব্যক্তি, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন?’

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন, ‘আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে, তোমরা সাক্ষ্য দান করো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল’।

‘মাফরুক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে কোরাইশ, আপনি আর কিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন?’

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ থেকে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ পর্যন্ত (সুরা আনআমের ১৫১ থেকে ১৫৩ পর্যন্ত) আয়াতসমুহ পড়ে শোনান।

তারপর মাফরুক বলেন, ‘আর কিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন?’

তিনি إنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (সুরা আন নহলের ৯০ আয়াত) সম্পূর্ণ পড়ে শোনার্ন। তখর্ন মাফরুক বললেন, ‘আল্লাহর কসম, হে কোরায়শ, আপনি উচ্চ নীতি নৈতিকতা ও সর্বোত্তম কাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন’। (আল বেদায়াহ, ৩য় খন্ড)

ব্যাখ্যা ঃ এ ঘটনাও মক্কী যুগের ঘটনা। হজ্জের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত কখনও একাকী আবার কখনও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এক বছর হজ্জের সময় শায়বান গোত্রের লোক এলে তিনি হরযত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুকে সঙ্গে নিয়ে গোত্রের সর্দারদের কাছে উপস্থিত হন। সেই সর্দারদেরই একজন ছিলেন মাফরুক। তিনি হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ব পরিচিত ছিলেন। প্রারম্ভিক আলোচনা এদের দু'জনের মধ্যেই হয়। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার সঙ্গে ও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

www.bjilibrary.com

তিনি তাদের বলেন, 'ইনি আল্লাহর রাসূল, যাঁর কথা তোমরা শুনে থাকবে।'

তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা এর কথা শুনেছি।' তখন মাফরুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার দাওয়াত কি?'

এ ব্যাপারে তিনি সূরা আন'আম এর ১৫১ নয় আয়াত থেকে ১৫৩ নং আয়াত পর্যন্ত পড়ে শোনান। এতে বিশেষভাবে তাওহীদ ও পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। আর দারিদ্রের ভয়ে শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া ইয়াতীমের সম্পদ হরণ ও ওজনে কম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যদি কিছু বলো, তাহলে ন্যায় কথা বলো। যদি সে ন্যায় কথা আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায় তবু। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহর সঙ্গে বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।'

সূরা আন'আম হলো মক্কী যুগের সূরা। এতে চমৎকার করে দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে কেবল ইবাদতের বিষয়েই বলা হয়নি; বরং জাহেলী জীবন-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা যে ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাহলেই মানবজাতি সব রকমের সুখ, শান্তি এবং মঙ্গল ও সৌভাগ্য লাভ করবে। যদি ইসলামী দাওয়াত কেবলমাত্র ইবাদতের মধ্যে সীমিত হতো তবে এ সমস্ত বুনিয়াদী নীতি সেখানে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

পরবর্তীকালে এসব ভিত্তির ওপরই ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সূরা বনী ইসরাইলের তৃতীয় রুকুতে এ নীতি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরা ও মক্কী যুগের সূরা।

দ্বিতীয়টি হলো সূরা নাহাল-এর আয়াত। ওটাও মক্কী যুগের সূরা (আয়াত নং-৯০)। এই আয়াতেও ইসলামের দাওয়াতকে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মাফরুক বিন আমর এ দাওয়াতের কথা শুনে বলে উঠলেন,

"لَعَلَّ هٰذَا الاَمْرَ الَّذِىْ تَدْعُوْا اِلَيْهِ تَكْرَهُهُ الْمُلُوْكُ"

('যে দাওয়াত আপনি দিচ্ছেন সম্ভবতঃ তা শাসকদের পছন্দ হবে না।')

এখন প্রশ্ন হলো, যদি দাওয়াত কেবল ব্যক্তিগতভাবে কিছু নীতি মেনে চলার দাওয়াত হতো এবং তা মানবজীবনের সকল বিভাগকে যদি নিজ আওতায় না গ্রহণ করতো এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করতে চাইতো তবে এর উপর বাদশাহ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ থাকতো না। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ দাওয়াত কোন সাদামাটা কথা নয়। এ দাওয়াততো মানব জীবনের সমস্ত ব্যবস্থাকে নতুনভাবে আল্লাহর নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত।

◆ পত্রযোগে দ্বীনের দাওয়াত

١٨٦- إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ كِتَابًا وَّ فِيْهِ ....أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّىْ أَدْعُوْكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ ، وَأَدْعُوْكُمْ إِلَى وِلَايَةِ اللّٰهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ - (تفسير ابن كثير)

১৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের অধিবাসীগণকে (যারা ধর্মের দিক দিয়ে খৃষ্টান ছিল) এক পত্র লিখেন, যার এক অংশ হলো এ রকম: 'এরপর, আমি তোমাদের এ দাওয়াত দিচ্ছি যে, তোমরা মানুষের দাসত্ব ও গোলামী ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। আমি তোমাদেরকে এ দাওয়াত দিচ্ছি যে, তোমরা মানুষের প্রভুত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর প্রভুত্বের ছায়াতলে আশ্রয় নাও।" (তফসীর ইবনে কাসীর, প্রথম খন্ড)

◆ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামী রাষ্ট্রই অবশ্যই কায়েম হবে

١٨٧- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ...... قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فِىْ غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ - (البدايه والنهايه)

১৮৭. হযরত আদী বনি হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ নিশ্চয়ই এ দ্বীনকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বেন। (দ্বীনকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করার মানে হচ্ছে সেদিন) এমন নিরাপদ ও শান্তিময় সমাজ কায়েম হবে যে, একজন নারী একাকী হীরা (সিরিয়া) থেকে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে আসবে কিন্তু তাকে বিব্রত করার মতো কেউ থাকবে না।" (আল বিদায়াহ ওয়াল নিহায়া, ৫ম খন্ড)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, এ দ্বীন অবশ্যই রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করবে। সেদিন ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা হবে ফলপ্রসু ও কার্যকর। তখন কোন শক্তিমান কোন দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এমনকি একাকী কোন মহিলা শত শত মাইল ভ্রমণ করলেও তার দিকে তাকাবার কেউ থাকবে না, তাকে উত্যক্ত করার কারো সাহস হবে না। যদি এ দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠিত করা না হয় তবে এমন নিরাপত্তা ও শান্তির সমাজ কায়েম সম্ভব নয়। আর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মানে হচ্ছে সামগ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইসলামের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এ হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন, সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একদিন অবশ্যই কায়েম হবে। এ হাদীসের এটাও দাবী যে, মুসলমানদেরকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই কাজ করে যেতে হবে।

◆ জামায়াতবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের নির্দেশ

١٨٨- عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ - (مشكواة ، مسند احمد ، ترمذى)

১৮৮. হযরত হারিস আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের হুকুম দান করছি:

১. জামায়াতবদ্ধ হওয়ার।
২. নেতার কথা শোনার।
৩. নেতার আনুগত্য করার।
৪. হিজরত করার।
৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার। (মিশকাত, মুসনাদে আহমদ এবং তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দান করেছেন:

১. জামায়াতবদ্ধ হও এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো।
২. জামায়াতের যিনি দায়িত্বশীল তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শোন।
৩. নেতার প্রতি অনুগত থাকো।

৪. দ্বীনের কারণে যদি দেশ ত্যাগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবু দ্বীনের দাবীকেই অগ্রাধিকার দাও। দ্বীনের পথে যে সব সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা সবই ছিন্ন করে দ্বীনের কাজে অগ্রসর হও।

৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করো। দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করো। নিজের জবান, মেধা, বিদ্যা-বুদ্ধি, দক্ষতা, যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু ঢেলে দিয়ে দ্বীনকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করো। এমনকি আল্লাহ যদি তোমাকে বিশেষ কোন প্রতিভা যেমন লেখার, বলার, আঁকার দান করে থাকে তাকেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করো।

www.bjilibrary.com

١٨٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَانِ ، وَكِلْتَايَدَيْهِ يَمِيْنٍ ، رِجَالٌ لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يُغْشِيْ بَيَاضُ وُجُوْهِهِمْ نَظَرَ النَّاظِرِيْنَ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ ؟

قَالَ هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ فَيَنْتَقُوْنَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِيْ أَكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَبِلَادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهُ ـ (ترغيب ، طبراني)

১৮৯. হযরত আমর বিন আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতে দিন দয়াময় আল্লাহর ডান দিকে এমন কিছু ব্যক্তি থাকবেন যারা নবী নন, শহীদও নন। কিন্তু তাদের মুখের জ্যোতি যারা দেখবে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তাদের স্থান ও মর্যাদা দেখে নবী এবং শহীদগণ সন্তুষ্ট হবেন।'

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এসব লোক কারা হবে?'

তিনি বললেন, 'এরা হবে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক। এরা ইসলাম কবুল করার পর কোরআন শেখা ও শেখানোর জন্যে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য একত্রিত হতো। খেজুর খাওয়ার সময় মানুষ যেমন সর্বোত্তম খেজুরটি বেছে নেয়, এরাও ঠিক সেভাবে সর্বোত্তম কথাটি বেছে নিয়ে প্রচার করতো।" (তারগীব, তাবরানী)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'এরা হলো সেই সব লোক, যারা আল্লাহর জন্যে একে অপরকে ভালবাসতো। এরা বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোক হওয়ার পরও আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যই তারা একত্রিত হতো।'

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে সে সব লোকদের জন্যে এক বড় সুখবর দান করা হয়েছে যারা বিভিন্ন এলাকা, গ্রাম বা মহল্লায় বসবাস করার পরও কেবল দ্বীনের খাতিরে একত্রিত

www.bjilibrary.com

হতো। তারা সকলে মিলেমিশে নামায পড়তো, কোরআন পড়তো এবং পড়াতো। তারা দ্বীনের দাওয়াত ও সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে কাজ করতো। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের ওপর খুশি হয়ে তাদেরকে এমন মর্যাদাপূর্ণ স্থানে জায়গা দিয়েছেন, যেখানে মূলত নবী ও শহীদগণ বসতেন। এক শিক্ষক যেমন আপন ছাত্রকে উন্নত স্থানে দেখে খুশি হন তেমনি তাঁরাও এ দৃশ্য দেখে খুশি হবেন। এ হাদীসে 'যিকরুল্লাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। কোরআন তেলাওয়াত, নামায, অজিফা এবং দাওয়াতী কাজ সব কিছুই 'যিকর'-এর অন্তর্ভূক্ত। সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণই হলো যিকরুল্লাহ।

◆ সংঘবদ্ধ জামায়াতী জীবন যাপনের ফজিলত

١٩٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَ مُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ - (ترغيب و ترهيب ، بيهقى ، ابوداؤد ، ترمذى ، نسائى)

১৯০. হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'তিনটি বিষয় এমন, যা বর্তমান থাকলে কোন মুসলমানের অন্তরে নেফাকের জন্ম হতে পারে না।

১. সে যা করবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করবে।

২. নেতা ও জনতা একে অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করবে।

৩. সংগঠনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে একে অন্যের জন্য দোয়া করবে। এই যে সামষ্টিক দোয়া ও কল্যাণ কামনা, এটাই তাদের রক্ষাকবচ হবে। (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী; আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ সমষ্টিগত ব্যাপারে একে অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করার অর্থ হলো, কেউ কারো বিরুদ্ধে মনে ঘৃণা ও শত্রুতা রাখবে না, বরং একের জন্য অন্যের অন্তরে থাকবে মঙ্গল আকাঙ্খা। তারা সমস্ত কাজে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করবে। আর কেউ যদি কোন কাজে ভুল করে বসে তবে নিভৃতে আন্তরিকতার সঙ্গে তার ভুলের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। এ তিনটি গুণই নেফাকের পরিপন্থী। মোনাফিকরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোন কাজই করে না। তারা যে দলের সঙ্গে যুক্ত হয় তার নেতাদের বিরুদ্ধেই তারা উস্কানি সৃষ্টি করে। তারা বাহ্যত দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দলের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ থাকে না।

www.bjilibrary.com

দলবদ্ধ হয়ে থাকার ও দলবদ্ধ জীবন যাপনের আর একটা সুবিধা আছে, যার প্রতি শেষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো, দলের সকলে একে অন্যের জন্যে দোয়া করবে। সত্যের পথে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে এই দোয়া খুবই কার্যকরী হয়। সামষ্টিক দোয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জন্ম লাভ করে। মহান আল্লাহতায়ালাও সামষ্টিক দোয়ার বরকতে দলের লোকদেরকে নানা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেন। শয়তান সংগঠিত মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করতে পারে না। যখনি কারো মধ্যে গাফলতি দেখা দেয়, দলের অন্যান্যরা তাকে সজাগ ও সচেতন করে তোলে। এভাবেই সংগঠিত জনশক্তি অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায় এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হয়। জামাতবদ্ধ জীবন যাপনকারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

◆ নেতার দায়িত্ব

١٩١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِّنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ حَوَائِجِهِمْ ـ (ترغيب و ترهيب ، طبرانى ، ترمذى)

১৯১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের সমষ্টিগত ব্যাপারের দায়িত্বশীল হবে (অর্থাৎ দলনেতা, খলীফা বা আমীর), যতক্ষণ পর্যন্ত সে সকলের প্রয়োজন পূরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ করবেন না। (সব লোকের সমস্ত প্রয়োজন পূরণের চিন্তা সে তখন করবে, যখন সে তার নেতৃত্বাধীন লোকদের প্রতি দয়াশীল হবে, তার অন্তরে তাদের জন্য ভালবাসা থাকবে)। (তারগীব ও তারহবি, তাবরানী ও তিরমিযী)

◆ নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের দায়িত্ব

١٩٢- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ ، الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ ، وَ عَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا ، لاَنَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ـ (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، مسلم)

www.bjilibrary.com

১৯২. হযরত উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'অসচ্ছল অবস্থায় হোক বা সচ্ছল অবস্থায়, খুশীর সময়ে হোক বা অসন্তুষ্টির সময়েও হোক, প্রত্যেক অবস্থায় আমরা আল্লাহ্ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং যাঁরা নেতা নির্দিষ্ট হন তাঁদের সকলের কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো। অন্যকে আমাদের অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান করা হলেও আমরা নেতার কথা মেনে চলবো।'

আমরা তাঁর কাছে এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম যে, 'যাঁরা আমীর হবেন তাঁদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা ও পদ কেড়ে নিতে চেষ্টা করবো না। কিন্তু যদি নেতা প্রকাশ্য কুফরী করেন তবে সে কথা স্বতন্ত্র। কেননা সে স্থলে তাঁর কথা মান্য না করার যুক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে বর্তমান।'

আমরা তাঁর কাছে এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম, 'যেখানেই থাকি না কেন সত্য ও ন্যায় কথা বলবো। আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দাকারীর কোন নিন্দাকে ভয় করবো না। (তারগীব ও তারহীব, বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'বাইয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো প্রতিজ্ঞা করা। তিনি সকলের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন তাহলো, সমষ্টিগত ও সামাজিক ব্যাপারের দায়িত্বশীল নেতার আনুগত্য সর্ব অবস্থায় করতে হবে। তাঁর নির্দেশ পছন্দ হোক বা না হোক, আনুগত্য বর্জন করা যাবে না। আর শাসন ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। তবে নেতা যদি কোন স্পষ্ট গুনাহের আদেশ দেন বা স্পষ্ট কুফরী করেন তবে তাঁর কথা মানা যবে না। তখন তাকে নেতার আসন সরিয়ে দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও শর্ত থাকবে, তাকে হটানোর ফলে অধিকতর খারাব অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে।

◆ দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি

١٩٣- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَقَرِّبَا وَلاَتُنَفِّرَا ـ (جمع الفوائد)

১৯৩. হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেন পাঠানোর সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা দু'জন দ্বীনকে মানুষের জন্যে সহজ করে দেবে, কঠিন করে দেবে না। মানুষকে দ্বীনের কাছে নিয়ে আসবে। তারা দ্বীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে পারে এমন কিছু করবে না।" (জামউল ফাওয়াদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, মানুষের কাছে দ্বীনকে এমনভাবে উপস্থাপিত করবে, যেন তারা অনুভব করে, এ রাস্তা সহজ সরল। এর উপর চলা তাদের সাধ্যের মধ্যে। এমনভাবে তাদের সামনে কথা বলা ঠিক নয়, যে কথা শুনলে তাদের সাহস ভেঙ্গে যায়। দ্বীনকে

www.bjilibrary.com

তারা এমন এক পাহাড় মনে করতে থাকে যাতে আরোহণ করা তাদের সাধ্যের মধ্যে নয়। দাওয়াত দানকারীর নিজের জীবনও এরকম হওয়া উচিত, যা দেখে মানুষ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হবে, দ্বীনের প্রতি বিমুখ হয়ে যাবে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কোন এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অভদ্র ও অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করে। সাহাবাগণ এতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাঁরা তাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেন। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমার আর এ ব্যক্তির উদাহরণ হলো এরকমঃ এক ব্যক্তির একটি উটনী ছিল যা উদ্ভ্রান্ত হয়ে দড়ি ছিড়ে পালিয়ে যায়। সবাই তার পিছনে দৌড় দেয় জোর করে তাকে আয়ত্ব আনতে চায়। কিন্তু এ চেষ্টার ফলে তার ভয় আরো বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে সবার আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। উটনীর মালিক সবাইকে বলে, উটনীকে তোমরা আমার কাছে ছেড়ে দাও, আমি ভাল করেই জনি কিভাবে ওকে আয়ত্বে আনতে হয়।

তারপর সে তার পিছনে দৌড়ানোর পরিবর্তে তার সামনে গিয়ে মাটি থেকে কিছু ঘাস নিয়ে স্নেহের সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে ধরে। তখন সে উটনী তার কাছে এসে যায় এবং বসে পড়ে। তারপর সে তার পিঠে হাওদা বেঁধে তাতে চড়ে গন্তব্যস্থলে চলে যায়।'

◆ পাণ্ডিত্যের অহংকারকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

١٩٤- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا - (مسلم)

১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আড়ম্বপূর্ণ জটিল শব্দ প্রয়োগকারী ধ্বংস হয়ে যাক।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন।"

ব্যাখ্যা ঃ এমন অনেক বক্তা আছেন, যারা বক্তৃতা করার সময় নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য অযথা আড়ম্বরপূর্ণ ও জটিল শব্দের স্রোত বইয়ে দেন। তারা মানুষকে হীন গণ্য করে নিজের যোগ্যতা দেখানোর জন্যে এরকম উপায় অবলম্বন করে থাকেন। হাদীসটিতে এ ধরনের বক্তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মূলত তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যই কথা কয়টি এখানে বলা হয়েছে। যেন তারা এ রকম আর না করেন সে জন্যই নবীজী তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তাদের ভাষা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়। আমি একজন মস্তবড় বক্তা, এরকম অহংকার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (মুসলিম)

www.bjilibrary.com

◆ **ক্ষমা ও বিনয় দাওয়াত দানকারীর হাতিয়ার**

١٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قَوْلِه تَعَالَى إِدْفَعْ بِلَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ، قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الإِسَاءَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوْا عَصَمَهُمُ اللّٰهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - (بخارى)

১৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ইদফাআ বিল্লাতি হিয়া আহসান' (সূরা মুমিনুন ৯৬, হামীম ৩৪) এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, 'দাওয়াতী কাজ যারা করে তাদের সবরকারী ও ঠান্ডা মেজাজের হওয়া উচিত। লোকেরা ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ করলেও সঙ্গে সঙ্গে রাগের বদলে রাগ দেখানো উচিৎ নয়। যদি রাগ এসে যায় তাহলে তা দমন করা উচিত। যারা এমনটি করে আল্লাহতায়ালা তাদের হেফাযত করবেন আর শত্রুরা তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে। এমনকি তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সাথী হয়ে যাবে।" (বোখারী)

١٩٦- رُوِىَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى حَيٍّ مِّنْ قَيْسٍ أُعَلِّمُهُمْ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ ، فَإِذَا قَوْمٌ كَأَنَّهُمُ الإِبْلُ الْوَحْشِيَّةُ طَامِحَةً أَبْصَارُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلاَّ شَاةٌ أَوْ بَعِيْرٌ ، فَانْصَرَفْتُ أَلى رَسُول اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ يَا عَمَّارُ مَا عَمِلْتَ ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْقَوْمِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا فِيْهِمْ مِّنَ السَّهْوَةِ ، فَقَالَ يَاعَمَّارُ أَلاَ أَخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْهُمْ ، قَوْمٌ عَلِمُوْا مَاجَهِلَ أَلَئِكَ ثُمَّ سَهَوْا كَسَهْوِهِمْ - (طبرانى ، ترغيب)

১৯৬. হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন এবং তার আহকাম শেখানোরা জন্যে আমাকে কায়েস গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা যেন উদ্ভ্রান্ত উট। তারা দুনিয়ার স্বার্থে মত্ত। তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। তাদের সমস্ত আকর্ষণ তাদের ছাগল ও উটের ওপর। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আম্মার, কি

www.bjilibrary.com

কাজ করে এসেছো বলো তো শুনি।' আমি তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। আমি তাঁকে বলি যে, 'তারা দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে।'

'তিনি বললেন, 'হে আম্মার, এদের থেকে অধিক বিস্ময়কর লোক হলো তারা, যারা দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেছে কিন্তু তাদেরই মত দ্বীনকে ভুলে গেছে ও বেপরোয়া হয়ে গেছে।' (তারগীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, এসব মানুষ তো দ্বীন জানে না। বহুদিন যাবত এরা জাহেলিয়াতের জীবন-যাপন করে আসছে। যদি তারা দ্বীনকে ভুলেই গিয়ে থাকে তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এতে দাওয়াত দানকারীর হতাশ হওয়াও উচিত নয়।

এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে সাহাবাগণকে অন্যত্র পাঠাতেন এবং তাঁদের কাজের রিপোর্ট শুনতেন।

◆ দ্বীনের প্রয়োজনে নতুন ভাষা শিক্ষা করা

١٩٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَمَرَنِيْ أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ إِنِّيْ مَاامَنُ يَهُوْدَ عَلَى كِتَابٍ ، قَالَ فَمَا مَرَّبِيْ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُوْدَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوْا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ -

১৯৭. হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শেখার আদেশ দেন।'

অন্য এক হাদীসের বর্ণনায়, 'তিনি আমাকে ইহুদীদের ভাষা শিখাতে আদেশ দেন এবং বলেন, 'ইহুদীদের লেখার উপর আমার আস্থা নেই। সুতরাং তাদের ভাষা শেখো এবং অক্ষরও শেখো।'

হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি মাত্র ১৫ দিনে তাদের অক্ষর শিখেছি। তারপর তিনি ইহুদীদের যা কিছু বলতেন তা আমি লিখে দিতাম এবং যখন ইহুদীদের কোন পত্র তাঁর কাছে আসতো তখন আমি তাদের পত্র তাকে পড়ে শোনাতাম।"

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত ভাষা আল্লাহর। দ্বীনের প্রয়োজনে সমস্ত ভাষাই শিখতে হবে দায়ীকে। যেখানে সত্যের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীর কাছে সত্যের দাওয়াত যাতে তাদের ভাষায় পৌঁছে দেয়া যেতে পারে সে জন্যে সেখানকার ভাষাও শিখতে হবে। এভাবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপায়-উপরকরণও দাওয়াত দানকারী দলকে কাজে লাগাতে হবে।

◆ দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী

١٩٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ، قَالَ فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْبَيْتِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : بَلَغَنِيْ أَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ مَالِيْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَتْ إِنِّيْ لأَقْرَأُمَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُّه ، فَقَالَ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ فَقَدْ وَجَدْ وَجَتِيْهِ أَمَا قَرَاتِ ، مَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ - (سورة حشر : ايت : ٧)

قَالَتْ بَلٰى : قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُ ، قَالَتْ : إِنِّى لأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَ ، قَالَ : إِذهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرمِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ مَارأَيْتُ شَيْئًا ، قَالَ لَوْ كَانَتْ كَذالِكَ لَمْ تُجَا مِعْنَ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَتْ مَارَأَيْتُ بَأسًا ، قَالَ مَا حَفِظْتِ اَوَّلَ وَصِيَّةِ الْعَبَدِ الصَّالِحِ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ - (مسند احمد)

১৯৮. একসময় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ সে সব মহিলাদের উপর অভিশম্পাত করেছেন, যারা নিজের (হাতে পায়ে) ছবি খোদাই করে নেয়, অন্যের (হাতে পায়ে) খোদাই করে দেয় এবং স্থায়ী উল্কি আঁকে।

সে সব মহিলাদের উপরও অভিশম্পাত করেছেন, যারা সৌন্দর্যের জন্যে চুল কেটে ছোট করে, আর সে সব মহিলাদের উপরও যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে নিজেদের দাঁতের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সৃষ্ট শারীরিক গঠনকে বিকৃত করে দেয়।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু এ কথা বলার পর উম্মে ইয়াকুব নামে এক পর্দানশীল মহিলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহুর কাছে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি জানতে পারলাম আপনি এ রকম কথা বলেছেন?'

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার উপর অভিশাপাত করেছেন আমি কেন তার উপর অভিসম্পাত করবো না?'

উম্মে ইয়াকুব বললেন, 'আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কোরআন পড়েছি, কিন্তু এ বিষয়ের কোন কথা তো পাইনি?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'যদি তুমি মনোযোগের সঙ্গে কোরআন পড়তে তাহলে এ বিষয় কোরআনের মধ্যেই পেতে। তুমি কি কোরআন শরীফের এ আয়াত পড়োনি, "مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ" থেকে শেষ পর্যন্ত।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে যা দেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে বিরত করেন তা করো না)?'

উম্মে ইয়াকুব বললেন, 'হ্যাঁ, এ আয়াত আমি পড়েছি।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'আমি যেসব কথা বলেছি তা নবীজী নিষেধ করেছেন।'

'উম্মে ইয়াকুব বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনার স্ত্রীগণ এ রকম করেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, 'ভিতরে যাও, গিয়ে দেখে এসো।'

'তারপর তিনি ভিতরে যান এবং দেখেন যে এ সব ত্রুটি তাদের মধ্যে নেই। তখন তিনি ফিরে এসে বললেন, 'আমার ধারণা ভুল, আপনার স্ত্রীগণ এসব করেন না।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, 'যদি আমার স্ত্রীগণ এসব করতো তাহলে তারা আমার সঙ্গে থাকতে পারতো না।'

অন্য হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে ইয়াকুব ভিতরে যান এবং ফিরে এসে বলেন, 'আপনার স্ত্রীগণ এ ধরনের সাজ ও সৌন্দর্য চর্চা থেকে দূরে আছেন।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, 'নেক বান্দা (শোআয়েব) যে কথা বলেছিলেন তা কি তোমার মনে নেই? তিনি বলেছিলেন,

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ إِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ

'যা থেকে আমি তোমাদেরকে বিরত করছি আমি নিজে তা করবো এরকম উদ্দেশ্য আমার নয়।' (সূরা হুদ, আয়াত নং ৮৮)। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ঘটনার মধ্যে দাওয়াতী কাজ যারা করেন তাঁদের জন্যে খুব বড় শিক্ষার বিষয় আছে। বাইরের লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে নিজের ঘরের লোকদের ও নিকটবর্তী লোকদের কাছে দাওয়াত দেয়া উচিত এবং তাদের শিক্ষা দেয়া উচিত। তা না হলে তার দাওয়াতের প্রভাব পড়বে না।

◆ বাতিলের প্রাধান্যের সময় হকপন্থীদের করণীয়

١٩٩- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَّاٰى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَغَيِّرْهُ

www.bjilibrary.com

بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وذٰلِكَ أَضْعَفُ الْأِيْمَانِ ـ (ترغيب و ترهيب ، نسائى)

১৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে কোন মন্দ কাজ দেখেছে এবং শক্তি প্রয়োগ করে তা দূর করে দিয়েছে সে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। আর যে ব্যক্তি শক্তিশালী না হবার কারণে জিহ্বাহ ব্যবহার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে সেও নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। আর যে ব্যক্তি জিহ্বাহ ব্যবহার করতে পারেনি তবে অন্তর থেকে সেই মন্দ কাজকে ঘৃণা করেছে এবং তা মন্দ মনে করেছে সেও পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে। আর এ হলো ঈমানের সব থেকে দূর্বল অবস্থা।" (তারগীব ও তারহীব, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মন্দ কাজকে দূর করেনি সে আল্লাহর ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। সুতরাং শক্তি প্রয়োগের ফলে যদি কোন অধিকতর বড় খারাবী মাথা তুলে দাঁড়াবার আশঙ্কা না থাকে তাহলে যা কিছু শক্তি যার কাছে আছে তা দিয়ে মন্দকে দূর করার চেষ্টা রাখা উচিত। এ হাদীস বলে যে, বাতিলের প্রাধান্যের যুগে সত্যপন্থীদের সত্যের জন্য জিহাদ করা উচিত। বাতিলের সামনে অস্ত্র সমর্পন করে আরামের সঙ্গে ঘুমানো এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়া ঈমানী মর্যাদাবোধের অভাবের লক্ষণ এবং হকের জন্যে ভালবাসা না থাকার প্রমাণ।"

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-১১
ইকামতে দ্বীন

◆ **সত্যের প্রতি ভালবাসার দাবী**

٢٠٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوْا الْعَطَاءَ يَادَامَ عَطَاءً فَإِذَا صَارَ رَشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلاَ تَاخُذُوْهُ ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ ، يَمَسُّكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ ، أَلاَ إِنَّ رَحَا الإِسْلاَمِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَا أَلاَ إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلاَتُفَارِقُوْا الْكِتَابِ ، أَلاَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيْسَى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ - (طبرانى)

২০০. হযরত মুয়াজ বিন জাবল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'উপহার ও দান যদি উপহার দানের রূপে হয় তবে তা গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু যদি এ উপহার ঘুষ হয়ে যায় এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে দেয়া হয় তাহলে গ্রহণ করো না। অবশ্য তোমরা এ ঘুষ ছাড়তে পারবে না, কারণ তোমরা এমন দারিদ্র ও অনাহারের মধ্যে পড়বে যা এই ঘুষ নিতে তোমাদের বাধ্য করতে পারে। শোন, ইসলামের চাকা ঘুরছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব যেদিকে যায় সেদিকে থেকো। শোন, খুব শীঘ্রই আল্লাহর কিতাব ও শাসন ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে থেকো (তাকে ছেড়ে শাসন ক্ষমতার সঙ্গে থাকবে না)। শোন, তোমাদের উপর এমন শাসক শাসন চালাবে যারা তোমাদের ব্যাপারে সব কিছুর সিদ্ধান্ত করবে (আইন তৈরী করবে)। তখন তোমরা যদি তাদের কথা স্বীকার করে নাও তাহলে তারা তোমাদেরকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করবে আর যদি তাদের কথা স্বীকার না করো তাহলে তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে।'

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে রাসূলুল্লাহ, এমতাবস্থায় আমাদের কি করা উচিত?'

তিনি বললেন, "ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিল তোমাদের তাই করা উচিত। তাদের করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয় ও শূলে চড়ান হয়, কিন্তু তবুও তাঁরা বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করা অপেক্ষা আল্লাহর আনুগত্যের মরে যাওয়া উত্তম।" (তাবরানী)

◆ না আমি তাদের না তারা আমার

٢٠١- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءِ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِي ، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ ، فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ ، وَأَعَنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَا يَرِعَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ - (ترمذى)

২০১. হযরত কা'আব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে কা'আব! আমার পরে এমন সব শাসক আসবে, তাদের হাত থেকে আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে দান করছি। যারা সেই সব অত্যাচারী শাসকদের কাছে যাবে এবং তাদের মিথ্যা কথাকে সমর্থন করবে এবং তাদের অত্যাচারের কাজে সাহায্যকারী হবে তাদের সঙ্গে না আমার কোন সম্পর্ক আছে না। তারা আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে। হাউযে কাওসারে তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। আর যারা ঐ সব অত্যাচারী শাসকদের কাছে যাবে না; যদিও যায় তবু তাদের মিথ্যা কথাকে সত্য বলবে না এবং তাদের অত্যাচারের কাজে সাহায্যকারী হবে না, তারা আমার লোক (তারা আমার, আমি তাদের)। নিশ্চিত রূপে তারা হাউযে কাওসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং আমি নিজের হাতে তাদের কাওসারের পানি পান করাবো, যার ফলে তাদের কখনও পিপাসা লাগবে না। (জামে'আত তিরমিযী)

◆ শাহাদাতের আকাঙ্খা

٢٠٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُوْلُ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ

www.bjilibrary.com

صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ اَوْقُتِلَ ، فَإِنَّ لَه أَجْرَ شَهِيْدٍ (ابو داؤد و ترمذى)

وَفِىْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِه ـ

২০২. হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে আল্লাহর কাছে শাহাদাতেরআকাঙ্খা করেছে এবং তারপর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে বা তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে (উভয় অবস্থাতেই) সে শহীদের মর্যাদা পাবে।"
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

সহল বিন হুনায়ক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে শাহাদাতের তামান্না করেছে, যদি সে নিজ বিছানায় মরে তবুও আল্লাহতায়ালা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।'

◆ শাহাদাতের বিভিন্ন রূপ

٢٠٣- عَنْ رَبِيْعِ نِ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ...... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمَا الْقَتْلُ إِلاَّ فِىْ سَبِيْلِ ؟ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذَا لَقَلِيْلٌ ، إِنَّ الطَّعْنَ شَهَادَةٌ ، وَّ الْبَطْنَ شَهَادَةٌ وَّالطَّاعُوْنَ شَهَادَةٌ ، وَّالنُّفَسَاءَ بِجَمْعٍ شَهَادَةٌ وَّ الْحَرَقَ شَهَادَةٌ وَّ الْغَرَقَ شَهَادَةٌ وَّذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ ـ (ترغيب ، طبرانى)

২০৩. হযরত রাবী আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শুধু কি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হলেই শাহাদাত? তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ খুবই কম হবে!

না, যে প্লেগে মারা যায় বা কলেরায় মারা যায়, যে মহিলো প্রসবের সময় মারা যায়, যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা যায় বা পানিতে ডুবে মারা যায়, যে ব্যক্তি নিমোনিয়ার শিকারে পরিণত হয়ে মারা যায়, এরা সবাই শহীদের মর্যাদা পাবে।" (তারগীব ও তাবরানী)

◆ আত্মরক্ষা করতে গিয়ে মরাও শাহাদাত

٢٠٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه فَهُوَ

www.bjilibrary.com

شَهِيْدٌ ، وَّ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِه فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَّمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِه فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَّمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ (ابوداؤد ، نسائى ، ترمذى ، ابن ماجه)

২০৪. হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, 'যে সব লোক নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ। আর যে সব লোক নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ। আর যে সব লোক নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ)

সুআদ বিন মুকর্‌রিনের যে বর্ণনা নাসাঈতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা হলো, 'যে সব লোক কোন অত্যাচারীর নিকট থেকে নিজের অধিকার ফিরিয়ে নিতে গিয়ে নিহত হয় তারাও শহীদ।'

◆ জিহাদ থেকে বিরত থাকার পরিণাম

٢٠٥- عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ قَوْمٌ نِ الْجِهَادَ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِالْعَذَابِ ـ (ترغيب ، طبرانى)

২০৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে সব লোক জিহাদ অর্থাৎ দ্বীনের জন্যে পরিশ্রম ও প্রাণপাত এবং অর্থ ও জীবনের কোরবানী করবে না আল্লাহ সে সব লোকদের উপর গজব নাজিল করবেন।" (তারগীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তির পরিমাণের কথা এ হাদীসে বলেননি। নীচে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা এ হাদীসের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

◆ দ্বীনের প্রচেষ্টা থেকে বিমুখ থাকার পরিণাম

٢٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ

www.bjilibrary.com

وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَايَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا إِلٰى دِيْنِكُمْ - (ابوداؤد)

২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা 'ঈনাহ'-এর (সুদ) সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় করবে, বলদের লেজ ধরে থাকবে, চাষবাসে মগ্ন হয়ে যাবে এবং দ্বীনের জন্যে পরিশ্রম করা এবং ধন-প্রাণ কোরবানী করা ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান ও গোলামী চাপিয়ে দেবেন যা তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের দিকে না ফিরে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে দূরীভূত হবে না।' (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে 'ঈনাহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার রূপ নানান ধরনের। সংক্ষেপে শরীয়তের অবকাশের সাহায্যে সুদের কারবারের নাম আরবীতে হলো 'ঈনাহ'। যেহেতু তারা মুসলমান সে জন্যে খোলাখুলিভাবে সুদের কারবার করতে লজ্জা পেয়ে থাকে। সে জন্যে নানান ধরনের সুন্দর সুন্দর নামে এ কারবার চালাতে থাকে। এভাবে এধরনের লোক শরীয়ত নিয়ে খেলা করে এবং আল্লাহর সঙ্গে তামাশা করে। তারা মনে করে, মহাজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা তাদের এ চালের মধ্যে পড়ে যাবেন।

এ হাদীসে যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই আমাদের সমাজে বর্তমান আছে। এসবই আমাদের অপমান ও গোলামীর প্রকৃত কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে দ্বীনী কাজ ব্যবসা বাণিজ্য, চাষবাস ও অন্যান্য আর্থিক উপায়-উপকরণের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ থেকে পরিত্রাণের কোন রাস্তা নেই। যখন আমরা দ্বীনকে জীবন্ত করার ও শক্তিশালী করার কাজে তৎপর হবো তখন অপমান ও গোলামীর বেড়া এক এক করে ভেঙ্গে পড়তে থাকবে। এমনভাবে ভাঙ্গতে শুরু হবে যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পথের পথিকও বিস্ময় বোধ করবে।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-১২
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শক্তির উৎস

◆ **তাহাজ্জুদ**

٢٠٧- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ ، وَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّاٰتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ - (ترمذى).

২০৭. হযরত আবু উমামা আল বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নাও। কারণ তোমাদের পূর্বে আল্লাহর যে সব নেক বান্দা অতীত হয়ে গেছেন এটা ছিল তাদের পদ্ধতি। এ নামায তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নিকটবর্তী করবে, ছোটখাট গুনাহ দূর করে দেবে ও কঠিন পাপ থেকে রক্ষা করবে।" (তিরমিযী)

٢٠٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ الاخِرِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهُ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - (ترمذى)

২০৮. হযরত আমর বিন আনবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'প্রভু রাতের শেষ ভাগে আপন বান্দার সব থেকে নিকটবর্তী হয়ে থাকেন। সুতরাং যদি পারো রাতের শেষ ভাগে আল্লাহকে স্মরণকারীদের সঙ্গে শামিল হয়ে যাও।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাতের শেষ ভাগে মানুষ যখন আল্লাহর সামনে নামাযে দাঁড়ায় তখন সে সম্পূর্ণ হৃদয়-মনের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আর এ মানসিক অবস্থায় যে নামায আদায় করা হয় স্পষ্টতঃ তা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। অন্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাতের শেষ দিকে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত অধিক মাত্রায় এসে থাকে। সুতরাং আল্লাহকে নিজের কাছে পাবার জন্যে এবং নিজেকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার জন্যে এ সময়টি সব থেকে উপযুক্ত।

www.bjilibrary.com

٢٠٩- رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَاقَلَّ أَوْكَثُرَ ، وَ نَجْعَلَ اخِرَ ذٰلِكَ وِتْرًا - (ترغيب ، طبرانى)

২০৯. হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, 'তাহাজ্জুদের নামায পড়ো, কম অথবা বেশী। আর তার শেষে বেতের পড়ো। (তারগীব, বাযযার ও তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যদি রাতে উঠা কারো আয়ত্ত্বের মধ্যে হয় তবে এশার পর যেন বেতের না পড়ে, বরং তাহাজ্জুদের নামায পড়ে তার পর যেন বেতের পড়ে, এটাই হলো উত্তম পন্থা।

٢١٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ - (ترغيب ، ابن ماجه)

২১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'দিনে রোযা রাখার জন্যে সেহরীর সাহায্য নাও আর তাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে কায়লূলার (দুপুরে আহারের পর স্বল্প বিশ্রাম) সাহায্য নাও।" (তারগীব, ইবনে মাযাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, সেহরী খান যাতে দিনের রোযা আরামের সঙ্গে কেটে যায় এবং ক্লান্তি ও দুর্বলতা না আসে। এমনিভাবে যারা রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে চান তারা দিনে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন যাতে ঘুম পুরো হয়ে যায় এবং দিনের অন্যান্য কাজের উপর এর প্রভাব না পড়ে।

◆ তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি উৎসাহ

٢١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَه ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ ، وَرَحِمَ اللّٰهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبٰى

نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ - (ابوداؤد ، نسائى ، ابن ماجه ، ترغيب)

২১১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি রহমত করুন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে এবং নামায পড়ে আর নামায পড়ার জন্যে স্ত্রীকেও জাগায়। স্ত্রীর যদি ঘুমের ঘোর না কাটে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।'

আল্লাহ তায়ালা সেই স্ত্রীর প্রতি রহমত করুন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে ও নামায পড়ে এবং স্বামীকেও তাহাজ্জুতের নামায পড়ার জন্য জাগিয়ে দেয়। যদি ঘুমের প্রভাবে স্বামী উঠতে না পারে তার মুখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে দেয়।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তারগীব)

◆ **নফল নামায ঘরে পড়ার তাগিদ**

٢١٢- عَنْ جَابِرِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضٰى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِىْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِّنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا - (مسلم)

২১২. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায (ফরয) পড়া সম্পন্ন করে তখন সে যেন তার নামাযের এক অংশ (সুন্নত ও নফল) নিজের ঘরকেও দান করে। তাহলে আল্লাহ নামাযের জন্যে ঘরে মঙ্গল ও বরকত দান করবেন।" (মুসলিম)

◆ **নফল নামায ও দান খয়রাতের ফজিলত**

٢١٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَاافْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِيْنِهِمُ الصَّلٰوةَ واٰخِرُ ، مَايَبْقَى الصَّلَاةَ ، وَإِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الصَّلٰوةُ ، وَيَقُوْلُ اللّٰهُ انْظُرُوْا فِىْ صَلَاةِ عَبْدِىْ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَقُوْلُ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ

مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَلَه تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيْضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ ثُمَّ قَالَ اُنْظُرُوْا هَلْ زَكَتُه تَامَّةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ، قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَه صَدَقَةٌ تَمَّتْ زَكَاتُه ـ (ترغيب ، مسند ،ابويعلى)

২১৩. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা দ্বীনের মধ্যে সবার আগে যা ফরয করেছেন তা হল নামায, আর সবার শেষেও হলো নামায। কিয়ামতের দিন সবার আগে নামাযের হিসেব গ্রহণ করা হবে এবং আল্লাহ বলবেন, 'আমার এ বান্দার নামায দেখো।' যদি তা পূর্ণভাবে আদায় হয়ে থাকে তাহলে তা সম্পূর্ণ লেখা হবে।

আর যদি তার নামযে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে আল্লাহ বলবেন, 'দেখো, আমার এ বান্দা কি কিছু নফল নামায পড়েছে? যদি ওর আমলনামায় নফল নামায থাকে তাহলে ফরয নামাযে যা অস্পূর্ণতা আছে তা এই নফল নামায দিয়ে পূরণ করে দেয়া হবে।

তারপর যাকাতের হিসেব গ্রহণ করা হবে। তিনি ফেরেশতাদেরকে বলবেন, 'দেখ ওর যাকাত পুরো দেয়া আছে কি না? যদি সে যাকাত পুরোপুরি আদায় করে থাকে তবে ভাল কথা। আর যদি এ ব্যাপারে কিছু ত্রুটি থেকে থাকে তবে তিনি ফেরেশতাদেরকে বলবেন, 'দেখো, ওর আমলনামায় কিছু নফল সদকা আছে কি?' যদি কিছু নফল সদকা থাকে তবে ওর যাকাত দিতে যে দোষত্রুটি হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (তারগীব, মুসনাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, আমাদের দ্বীনের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি হলো নামায। কিয়ামতের দিন সবার আগে নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আরো জানা গেল, ফরয নামযের যা অসম্পূর্ণতা আছে তা নফল নামাযের দ্বারা পূরণ করা হবে। তাই ফরয নামাযের সঙ্গে সঙ্গে নফল নামাযের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা মানুষ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দুর্বল। সে যত ভাল ভাবেই নামায পড়ুক না কেন কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকেই যাবে। এখন যদি তার আমলনামায় নফল নামায না থাকে ফরযের সম্পূর্ণতা কি দিয়ে পূরণ করা হবে?

এ হাদীস থেকে এও জানা গেল, নামাযের পর যাকাতের হিসাব দেখা হবে। যদি কিছু নফল দান সদকা না থাকে তাহলে ফরয আদায়ে যে ত্রুটি হবে এবং যে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে তা মাফ হবে কি দিয়ে?

সংক্ষেপে বলা যায়, সর্ব প্রথম আমাদের ফরয ইবাদতের হিসাব দিতে হবে। যদি এ ফরযের সঙ্গে কিছু নফল না থাকে তবে হিসাবের সময় বিপদ থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি সমস্ত ফরজ ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে নফল ইবাদতও পরিত্রাণের জন্য জরুরী।

www.bjilibrary.com

◆ আতিশয্য না করা এবং নফল ও তাহাজ্জুদ– এর উপর জোর

٢١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ إِلاَّ غَلَبَه ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَابْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَ شَيْئٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ - (بخاری)

২১৪. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'এ দ্বীন (ইসলাম) সহজ। দ্বীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করা হলে প্রতিযোগী পরাস্ত হবে। সুতরাং তোমরা সোজা রাস্তায় চলো এবং আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো। তোমরা আল্লাহর রহমত ও পরিত্রাণ থেকে হতাশ হয়ো না; বরং সন্তুষ্ট থাকো। আর সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু সময় ভ্রমণের জন্য বরাদ্দ করো।" (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীন সহজ– এ কথার অর্থ, এর আহকাম ও নিয়ম কানুনগুলো সহজ। প্রত্যেক ব্যক্তি সহজভাবে যেন এ দ্বীনের উপর চলতে পারে সেভাবেই এর নিয়ম পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। দ্বীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অর্থ হলো, দ্বীন যেসব সহজ বিধান দান করেছে তাতে সীমিত না থেকে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করে নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেওয়া। যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করবে শেষ পর্যন্ত সে ক্লান্ত হয়ে নিজের উপর স্বেচ্ছা আরোপিত বাধা-নিষেধ মানতে গিয়ে বেকায়দার পড়বে। সুতরাং এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচার জন্যে বলা হয়েছে, সোজা রাস্তায় চলা এবং দ্বীনের সহজ বিধি-বিধান অনুসরণ করো। এই সহজ আমলই বান্দার পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট।'

আর শেষ বাক্যের বক্তব্য কিছুটা প্রতীকি তাৎপর্যমণ্ডিত। এখানে যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু সময় নফল নামায পড়ো। কথাটির বিশেষ ভঙ্গি এ তাৎপর্য বুঝানোর জন্যেই বলা হয়েছে যে, মোমিন যখন এ পৃথিবীতে থাকে তখন সে আখেরাতের পথের মুসাফির। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্যে দিন-রাত সে চলতে থাকুক অর্থাৎ দিন-রাত ইবাদতে মশগুল থাকুক এমনটি জরুরী নয়। সকালে কিছু চলুক, সন্ধ্যায় কিছু চলুক এবং রাতের শেষ ভাগে কিছু চলুক– তাহলে ইনশাআল্লাহ সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি কেউ দিন-রাত একাকার করে দেয়, লাগাতার চলতে থাকে, তবে এ সম্ভাবনাই বেশী থাকে যে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এ হেদায়াতের বাস্তব রূপ হলো এশরাক ও চাশতের নামায এবং মাগরিবের পরে নফল নামায, যার নমুনা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের জন্য রেখে গেছেন।

www.bjilibrary.com

◆ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ফজিলত

٢١٥- عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَامِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَيَرَى إِلاَّ مَاقَدَّمَ فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ، فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ (بخاري ، مسلم)

২১৫. হযরত আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, 'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব এমনভাবে গ্রহণ করা হবে যে, আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে ওকালতি ও ব্যাখ্যা করার মত কেউ থাকবে না। সে নিজের ডান দিকে দেখলে নিজের আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না, আর বাম দিকে দেখলে সেদিকেও নিজের আমল ছাড়া আর কিছু পাবে না। আবার সে যখন সামনের দিকে দেখবে তখন জাহান্নামকে নিজের সামনে দেখতে পাবে।"

(এ যখন সত্য তখন তোমরা আগুন থেকে বাঁচার চিন্তা করো। যদি তোমার কাছে এক খেজুরের অর্দ্ধাংশও থাকে তবে তা দিয়েও আগুন থেকে বাঁচো।) (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের সময় বান্দা একাকী আল্লাহর আদালতে হাজির হবে। সামনে পিছনে তার ওকালতি করার জন্যে কেউ থাকবে না। সে যেদিকেই দেখবে কেবল নিজের আমলই দেখতে পাবে এবং সামনে থাকবে জাহান্নাম। তাই যতদূর সম্ভব দান খয়রাত করুন, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এটা খুবই সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে। সামান্য জিনিসকেও দান করতে লজ্জা করা উচিত নয়।

٢١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ ، وَإِنَّمَالَه مِنْ مَّالِه ثَلاَثٌ مَاأَكَلَ فَافْنٰى ، اَوْ لَبِسَ فَأَبْلٰى ، اَوْ اَعْطٰى فَاقْتَنٰى ، وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُه لِلنَّاسِ ـ (مسلم)

২১৬. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা বলে, এটা আমার সম্পদ, ওটা আমার সম্পদ।' কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তার জন্যে তার সম্পদে তিনটি অংশ আছে:

www.bjilibrary.com

১. যা সে খেয়ে নিয়েছে। যদিও তা শেষ হয়ে গেছে।
২. যা সে পরে আছে। তাও লুপ্ত হয়ে যাবে।
৩. আর যা সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে। এটুকুই কেবল তার সম্পদ, যা আল্লাহর কাছে জমা আছে।

এ ছাড়া আর যা কিছু আছে তা তার নয়। তা সে নিজের উত্তরাধিকারদের জন্যে রেখে যাবে এবং নিজে খালি হাতে চলে যাবে।" (মুসলিম)

٢١٧- رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَرَ اللّٰهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ أَكْثَرَ لَهُمَا مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ، فَقَالَ لأَحَدِ هِمَا اَىْ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، قَالَ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ أَلَمْ أُكْثِرْلَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ؟ قَالَ بَلٰى أَىْ رَبِّ ، قَالَ وَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ ؟ قَالَ تَرَكْتُه لِوَلَدِىْ مَخَافَةَ الْعَيْلَةَ ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْتَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتَ كَثِيْرًا أَمَا إِنَّ الَّذِىْ تَخَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ قَدْ اَنزَلْتُ بِهِمْ ، وَيَقُوْلُ لِلأخَرِ أَىْ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَىْ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ لَه أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ ؟ قَالَ بَلٰى اَىْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ ؟ قَالَ اَنْفَقْتُ فِىْ طَاعَتِكَ وَوَثِقْتُ لِوَلَدِىْ مِنْ بَعْدِى بِحُسْنِ طَوْلِكَ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْتَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ كَثِيْرًا وَلَبَكَيْتَ قَلِيْلاً أَمَا إِنَّ الَّذِىْ قَدْ وَثِقْتَ بِه اَنْزَلْتُ بِهِمْ - (ترغيب وترهيب ، طبرانى)

২১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজের দুই বান্দাকে তার সামনে হাজির করবেন, যাদের তিনি অঢেল সম্পদ ও সন্তান দান করছিলেন। তারপর একজনকে বলবেন, 'হে অমুকের পুত্র অমুক।'
'সে বলবে, 'হে আমার প্রভু, আমি হাজির আছি, বলুন।'
তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, 'আমি কি তোমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করিনি?'
সে বলবে, 'হ্যাঁ, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান

www.bjilibrary.com

করেছিলেন।'

আল্লাহতায়ালা তখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার নেয়ামত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছো?'

সে বলবে, 'যাতে তারা দারিদ্র ও অসচ্ছলতার মধ্যে না পড়ে সে জন্যে আমি সমস্ত সম্পদ আমার সন্তানদের জন্যে রেখে এসেছি।'

তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'প্রকৃত অবস্থা যদি তুমি জানতে তাহলে তুমি কম হাসতে ও কাঁদতে বেশী। শোন, আপন সন্তানের ব্যাপারে তোমার যে জিনিসের আশংকা ছিল সে জিনিস তুমি তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এসেছো, অর্থাৎ দারিদ্রও অসচ্ছলতা।'

তাঁর পর তিনি অন্যজনকে বলবেন, 'হে অমুকের পুত্র অমুক।'

সে বলবে, 'হে আমার প্রভু, আমি হাজির আছি, বলুন।'

আল্লাহতায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, 'আমি কি তোমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করিনি?'

সে বলবে, 'হ্যাঁ, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন।'

তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার নেয়ামত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছো?'

সে বলবে, 'হে আমার প্রভু, আমি আপনার দেয়া সম্পদ আপনার আনুগত্যের পথে খরচ করেছি এবং নিজের সন্তানদের ব্যাপারে আমি আপনার রহমতের উপর ভরসা করেছি।'

তখন আল্লাহ বলবেন, 'তুমি যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে তবে দুনিয়াতে তুমি হাসতে বেশী এবং কাঁদতে কম। শোন, আপন সন্তানদের ব্যাপারে তুমি যে কথার উপর আস্থা রেখেছিলে তাদেরকে সে জিনিসই দান করেছি (অর্থাৎ সচ্ছলতা ও অর্থ)। (তারগীবও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস এ কথার উপর জোর দেয় যে যারা আপন সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে উজ্জল করার জন্যে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং আনুগত্য ও বন্দেগীর পথে খরচ করে না, তাদের সন্তান দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতার শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর যারা আপন সম্পদ আল্লাহর বন্দেগীর পথে ব্যয় করে এবং আপন সন্তানের ভবিষ্যত আল্লাহর কুদরত ও রহমতের উপর ছেড়ে দেয় তাদের জীবন সচ্ছলতায় কাটানোর সম্ভাবনা খুব বেশী। প্রথমোক্ত ব্যক্তির পরিকল্পনা থেকে না তার সন্তানদের মঙ্গল হয়, আর না তার নিজের কোন উপকার হয়।

٢١٨- رُوِىَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى أعْوَادِ الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنَّهَا تَقِيْمُ الْعِوَجَ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ ، وَتَقَعُ مِنَ الْجَائِعِ مَوْقِعَهَا مِنَ الشَّبْعَانِ ـ (ترغيب)

www.bjilibrary.com

২১৮. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "'আমি মসজিদে নববীর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। যদি তোমার কাছে মাত্র অর্ধেক খেজুরও থাকে তবুও তা দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। দান মানুষের বক্রতা দূর করে, খারাপ মরণ থেকে বাঁচায় এবং ক্ষুধার্থের পেট ভরিয়ে দেয়।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, সদকা ও দান খয়রাত মানুষকে হক ও সত্যের উপর দৃঢ় থাকার শক্তি জোগায়। এর বদৌলতে তার ভালভাবে মৃত্যু হয় এবং তা আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে তাকে বাঁচায়। আর দানের ফলে ক্ষুধার্থের ক্ষুধা দূর হয়ে যায়। সুতরাং যদি কারো কাছে সামান্য জিনিসও থাকে তাহলেও তাতে কুণ্ঠিত না হয়ে সে যেন সেটুকু আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়। কারণ আল্লাহ জিনিসের পরিমাণ দেখেন না, তিনি তো নিয়ত ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য করেন।

◆ দান খয়রাত করার ফজিলত

٢١٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، وَ فِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى أَنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ - (بخارى ، مسلم ، ترمذى)

২১৯. হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এক খেজুরের দাম বা সে পরিমাণ কোন জিনিস সাদকা হিসেবে দান করে আর তা হালাল উপার্জন থেকে (কারণ আল্লাহতায়ালা পাক পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না), তাহলে আল্লাহতায়ালা তার সেই পবিত্র দান ও সদকাকে নিজের ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করবেন এবং তারপর তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন। যেমন তোমরা পশুর বাচ্চাকে লালন পালন করো ও বাড়াতে থাকো। এমন কি সেই সামান্য পবিত্র দান পাহাড় প্রমাণ হয়ে যাবে।"

অন্য এক হাদীসে আছে, 'কেউ এক গ্রাস জিনিসও দান করলে তা ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে।' (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ, হালাল উপার্জন থেকে দেয়া দান সাদকা, তা যতই কম হোক না কেন, বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি পাহাড়ের মত উঁচু স্তুপে পরিণত হয়ে যায়। এবং এ স্তুপ পরিমাণ বস্তুর সাওয়াবই আল্লাহতায়ালা তাকে দান করবেন, যেন সে এক আনা দু'আনার সাদকা দান করেনি বরং পাহাড় পরিমাণ বস্তু দান করেছে।

www.bjilibrary.com

٢٢٠- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُه قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ ، وَمَّا مَدَّعَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلاَّ أُلْقِيَتْ فِىْ يَدِ اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِىْ يَدَ السَّائِلِ ـ (ترغيب ، طبرانى)

২২০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দানে সম্পদ কমে না। যখন কোন বান্দা কোন প্রার্থীকে দান করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয় তখন প্রার্থীর হাতে দান পৌঁছানোর পূর্বেই আল্লাহর হাতে তা পৌঁছে যায়।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

◆ দান খয়রাত হাশরের ময়দানে ছায়া দেবে

٢٢١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ امْرِءٍ فِىْ ظِلِّ صَدَقَتِه حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ ـ (ترغيب ، مسند احمد)

২২১. হযরত ওকবা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতের দিন হিসাব -নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত দানকারী নিজের দানের ছায়ায় থাকবে। কিয়ামতের দিন দান মানুষের জন্যে ছায়ার রূপ ধারণ করবে যা সেদিনের চরম গরম থেকে দানকারীকে রক্ষা করবে।" (তারগীব, মুসনাদে আহমদ)

◆ দান জাহান্নাম থেকে মানুষকে রক্ষা করবে

٢٢٢- عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَالنِّسَاءِ فَإِنَّ كُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَّيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ لِاَنَّ كُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ـ (مسند احمد)

২২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর বক্তৃতায় বিশেষভাবে মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য

www.bjilibrary.com

করে বললেন, 'হে মহিলাগণ; দান খয়রাতে তোমরা বিশেষভাবে যত্নবান হও। কেননা, কিয়ামতের দিন তোমরাই বেশীর ভাগ জাহান্নামে যাবে।'

এ কথা শুনে একজন মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকেই কেন বেশী জাহান্নামে যাবে?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা এ জন্য যে, তোমরা খুব বেশী গালাগালি করো আর মানুষকে অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে থাকো। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, পুরুষ অপেক্ষা তোমাদের মুখ বেশী চলে। অন্যকে দোষ দেয়া, সমালোচনা করা, দোষ খুঁজে বের করা, গীবত করা, অপবাদ দেয়া এসবই হলো তোমাদের কাজ। তোমরা স্বামীর প্রতিও অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। সুতরাং যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাও তাহলে স্বামীকে অভিশাপ দিয়ো না এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলারাই বেশী জাহান্নামে যাবে। আল্লাহকে ভয়কারী, জিহ্বা সংবরণকারী এবং স্বামীর অনুগত মহিলারা জান্নাতে যাবে। এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মহিলাদেরকে নিকৃষ্ট করে দেখানো এ হাদীসের লক্ষ্য নয়। বরং তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যেন এ ধরনের খারাপ কাজের অভ্যাস কারো থাকলে সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।

◆ আত্মীয়-স্বজনকে দান করার পুরস্কার দ্বিগুণ

٢٢٣- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذَوِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ - (نسائى ، ترمذى)

২২৩. হযরত সালমান ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন, 'ফকীর মিসকীনকে দান করলে কেবল দানের সাওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো দান করার সওয়াব এবং অন্যটি হলো আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।" (নাসাঈ, তিরমিযী)

◆ কোন দান সব থেকে উত্তম

٢٢٤- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ عَلَى ذِ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ - (ترغيب و ترهيب)

২২৪. হাকিম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কোন ধরনের দানের পুরস্কার ও সওয়াব অধিক?'

তিনি বললেন, 'সে দান সবচে উত্তম, যা মানুষ তার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে থাকে, অথচ তার সে আত্মীয় তার প্রতি শত্রুতা রাখে।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ কার দান উত্তম ও দান পাওয়ার অধিকতর হকদার কারা

٢٢٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلَّ وَابْدَءْ بِمَنْ تَعُوْلُ (ابوداؤد)

২২৫. হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সওয়াবের দিক দিয়ে কার দানা উত্তম?'

তিনি বললেন, 'সে ব্যক্তির দান সব থেকে উত্তম, যার হাত অস্বচ্ছল, যার খরচ আয় অপেক্ষা বেশী আর যে খুব কষ্টে নিজের ও নিজের ছেলেমেয়ের লালন পালন করে থাকে। তিনি আরও বললেন, 'দান দেয়া শুরু করো ঐসব লোকের থেকে, যাদের দেখাশুনার ভার তোমার উপর ন্যস্ত।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের শেষ অংশের অর্থ হলো, নিজের ঘর থেকেই দান করা শুরু করো। নিজের ছেলেমেয়ের জন্য খরচ করাও দান। এ জন্যও পুরস্কার পাওয়া যাবে। একথা ৮৮, ১৫০ এবং ১৫১ নং হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে।

◆ সদকা-এ-জারিয়া কি কি?

٢٢٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه ، أَوْ مَصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِأَبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ ، أَوْنَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِىْ صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه - (ابن ماجه ، ابن خزيمه ، ترغيب)

২২৬. হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মরার পরেও মোমিন কিছু নেক কাজের পুরস্কার অবিচ্ছিন্নভাবে পেতে থাকবে। যে লোক দ্বীনের জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে দান করেছে, তার শেখানো লোকেরা যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় নেক কাজ করতে থাকবে সেও ততদিন সওয়াব পেতে থাকবে। যদি কেউ নিজের সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে যার ফলে সেই সন্তান নেককার হয়; তবে ওই সন্তান যতদিন নেক কাজ করতে থাকবে ততদিন তার পিতা-মাতাও সওয়াব পেতে থাকবে।

এভাবে কেউ যদি মসজিদ বা মাদ্রাসা বানিয়ে দিয়ে যায়, কোরআন চর্চার কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়ে যায়, মুসাফিরদের জন্যে কোন সরাইখানা বা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরী করে দেয়, জনকল্যাণে খাল কাটায়, অথবা জীবনে অন্য কোন নেক কাজ করে এবং তাতে নিজের অর্থ খরচ করে, যতদিন পর্যন্ত লোকেরা তার থেকে উপকার পেতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত দাতার আমলনামায় তার সওয়াব লেখা হতে থাকবে।" (ইবনে মাজাহ, ইবনে খোযায়মাহ, তারগীব)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যখন মরে যায় তখন তার আমলের খাতা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এমন কিছু জনকল্যাণমূলক নেক কাজ আছে যাকে আমরা সাদকা-এ-জারিয়া বলে থাকি। এই কাজগুলোর সওয়াবের ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাতে উপকৃত হতে থাকে। যতদিন মানুষ তার বানানো বা ওয়াক্ফ করা জিনিস থেকে উপকার পেতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার আমলনামায় লাগাতার সওয়াব লেখা হতে থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত জীবদ্দশায় এমন ধরনের নেক কাজ বেশী করে করা, যার সওয়াবের ধারা সহজে শেষ হবে না।

٢٢٧- عَنْ انَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعٌ يُجْرِى لِلْعَبْدِ اَجْرُهُنَّ وَ هُوَ فِىْ قَبْرِهِ بَعْدِ مَوْتِهِ ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ كَرى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً اَوْ بَنى مَسْجِدًا اَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَه بَعْدَ مَوْتِه -

২২৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাতটি কাজের সাওয়াব বান্দা মরার পরও বরাবর পেতে থাকবে।

১. কেউ যদি কাউকে দ্বীনের শিক্ষা দান করে।

২. কোন খাল কাটায়।

৩. কুয়া খনন করে দেয়।

৪. বাগান লাগায়।

www.bjilibrary.com

৫. মসজিদ তৈরী করে দেয়।
৬. কোরআনের উত্তরাধিকারী বানায়।
৭. এমন নেক সন্তান রেখে যায়, যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া ও ইসতেগফার করে।"

◆ দান গ্রহণকারীর মর্যাদা

٢٢٨- رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمُعْطِىْ مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلَ مِنَ الاخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا - (ترغيب ، طبرانى)

২২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিত্তবান দাতা গ্রহণকারী অপেক্ষা উত্তম নয় যদি গ্রহণকারী অভাবী হয়।" (তারগীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হেদায়েত দান করেছেন যে, তোমরা সমাজের মধ্যে গরীব ও অভাবী ব্যক্তি অপেক্ষা নিজেকে উচুঁস্তরের মানুষ বলে মনে করো না। এও মনে করো না যে, তোমরা নিজের হক থেকে কিছু অংশ তাদেরকে দান করে তাদের উপর দয়া দেখাচ্ছো। না, তা নয়। বরং তোমাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ আছে তা তো গরীবদেরই হক। তারা যদি তা গ্রহণ করে তবে তারা নিজেদের হকই গ্রহণ করে থাকে। তুমি তাদের উপর কি দয়া করলে, আর তাদের থেকে নিজকে কেন বড় মনে করবে? শুধু তাই নয়, বরং তার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হলো আল্লাহর। আর গরীব মানুষ আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর কর্মচারী ও আদায়কারী হয়ে তোমার কাছ থেকে আল্লাহর হক আদায় করে নেয়।

◆ সম্পদ আল্লাহর কাছে জমা রাখা

٢٢٩- عَنِ الْحَسَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ ، يَابْنَ ادَمَ افْرُغْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِىْ وَلَا حَرَقَ وَلَا غَرَقَ وَلَا سَرَقَ ، أُوْفِيْكَهُ أَحْوَجَ مَاتَكُوْنُ إِلَيْهِ - (ترغيب ، طبرانى)

২২৯. হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবল পরাক্রান্ত মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'হে আদম সন্তান, তুমি নিজের সঞ্চয়কে আমার

www.bjilibrary.com

কাছে জমা রেখে নিশ্চিত হয়ে যাও। (আমার কাছে রাখলে) আগুন লাগার ভয় নেই, পানিতে ডুবে যাবার আশংকা নেই, আর চুরি যাওয়ারও সুযোগ নেই। যেদিন তুমি এ সম্পদের সব থেকে বেশী মুখাপেক্ষী হবে সেদিন আমার কাছে রক্ষিত এ সঞ্চয় আমি তোমাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবো।" (তারগীব, তাবরানী)

◆ উৎপন্ন ফসল ব্যবহারের নিয়ম

২৩০-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ فِيْ فَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِيْ سَحَابَةٍ اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِيْ حَرَّةٍ ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ يَاعَبْدَاللّٰهِ مَا إِسْمُكَ ؟ قَالَ فُلَانٌ لِلْإِسْمِ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَلَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ سَأَلْتَنِيْ عَنْ إِسْمِيْ ؟ قَالَ سَمِعْتُ فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاءُهُ يَقُوْلُ إِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِإِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتُ هٰذَا ، فَإِنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثَهُ ، وَأَرُدُّ ثُلُثَهُ - (مسلم)

২৩০. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে কাউকে বলতে শোনলেন, 'হে মেঘ, অমুক ব্যক্তির বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ করো।' তখন মেঘ সেদিকে চলে গেল এবং এক মাটি বিশিষ্ট পাহাড়ী জমিতে সমস্ত পানি ঢেলে দিল।

ওখানে একটি নালা ছিল, সেটা সমস্ত পানি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। মুসাফির নালার পাশ দিয়ে পানির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি নিজের বাগানে দাঁড়িয়ে পানি যাতে বাগানের গাছ পর্যন্ত যেতে পারে সে জন্য বেলচা দিয়ে পানির গতি পরিবর্তন করছে। তখন মুসাফির বাগানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলের, 'ওহে আল্লাহর বান্দা, আপনার নাম কি?' তিনি যে নামটি বললেন মেঘের মধ্যে থেকে অদৃশ্য আওয়াজেও এই নামটিই বলা হয়েছিল।

বাগানওয়ালা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন কেন?' মুসাফির বললেন, 'আমি মেঘওয়ালাকে (আল্লাহকে) একথা বলতে শুনেছি, 'যাও, অমুক ব্যক্তির বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ করো। বলুন, আপনি এমন কি আমল করেন, যার জন্য আপনার উপর আল্লাহর এ রহমত বর্ষিত হলো?'

বাগানওয়ালা বললেন, 'যখন আপনি এ কথা জিজ্ঞেস করছেন এবং সবকিছু জেনেই ফেলেছেন তখন আপনাকে বলছি, এই বাগান থেকে যা আমি পেয়ে থাকি তাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করি। এক ভাগ আমি আল্লাহর নামে দিয়ে থাকি, এক ভাগ আমি ও আমার ছেলেমেয়েরা খাই এবং এক ভাগ এই বাগানের (জলসেচ এবং সার ইত্যাদিতে) ব্যয় করি।" (মুসলিম)

◆ কোরআন পাঠের ফজিলত

٢٣١- عَنْ انَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ ، قَالُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ أَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ أَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُه -

(نسائى ، ابن ماجه)

২৩১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে কিছু আল্লাহওয়ালা লোক আছে।'

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহওয়ালা লোক বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'কোরআনওয়ালা লোকেরাই হলো আল্লাহওয়ালা এবং তাঁরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ আহলুল কোরআন বলতে সে সব লোকদের বুঝায় যাদের কোরআনের প্রতি রয়েছে গভীর আকর্ষণ। তারা কোরআন পড়ে এবং পড়ায়, তার উপর চিন্তা গবেষণা করে এবং তার থেকে জীবন চলার পথ খুঁজে নেয়।

٢٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فَأَقْبَلُوْا مَأْدُبَتَه مَاسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللّٰهِ وَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِّمَنْ تَمَسَّكَ بِه ، وَنَجَاةٌ لِّمَنِ اتَّبَعَه لاَ يَزِيْغُ فَيُسْتَعْتَبُ ، وَلاَ يَعْوَجُّ

www.bjilibrary.com

فَيُقَوِّمُ ، وَلاَ تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ وَلاَ يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ - (ترغيب ، مستدرك)

২৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "এ কোরআন আল্লাহর বিছানো দস্তরখানা। সুতরাং যতক্ষণ সামর্থ আছে আল্লাহর এ দস্তরখানে বসে থাকো। নিঃসন্দেহে এ কোরআন হলো আল্লাহর (কাছে পৌঁছার) রশি এবং অন্ধকার দূর করার আলো। এ কোরআন কল্যাণের উৎসধারা এবং অসুস্থ রুগীর রোগ ভাল করার ঔষধ। যে সব লোক একে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদের জন্যে এ হবে রক্ষাকারী। যারা মান্যকারী তাদের জন্য এ হলো মুক্তির হাতিয়ার। এ কিতাব কারো প্রতি বিমুখ হয় না। ফলে একে রাজী করানোরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। এ কিতাব বিস্ময়কর মোজেযার অধিকারী। এর মোজেযা কখনও শেষ হয় না এবং বার বার পাঠ করলেও এ কিতাব কখনো পুরনো হয় না।" (তারগীব, মুসতাদরাক)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু কোরআনকে আল্লাহর দস্তরখান বলে বর্ণনা করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। দেহের খোরাক না দিলে যেমন দেহ টিকে থাকতে পারে না তেমনি অন্তরের খোরাক না দিলে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোরও মৃত্যু ঘটে। দেহের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ যেমন আহারের ব্যবস্থা করেছেন তেমনি তিনি মানুষের রুহানী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন কোরআন। এ দস্তরখানে না বসলে নিজের আত্মার খোরাক পাওয়া যাবে না। মানুষ তার হৃদয়কে যত বেশী মানবিক ও উন্নত করতে চাইবে কোরআনের সাথে তার তত বেশী সম্পর্ক বৃদ্ধি ও ঘনিষ্ট করতে হবে।

'এ কোরআন হলো আল্লাহর রশি'–এর অর্থ হলো, রশির সাহায্যে যেমন কুয়ো থেকে পানি তুলে পিপাসা নিবারণ করা যায় তেমনি কেউ আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাইলে কোরআনের মাধ্যমেই তার এ আকাংখা ও পিপাসা মিটানো সম্ভব। কেউ আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে চাইলে এ রশি ধরেই তাকে অগ্রসর হতে হবে, পথ চলতে হবে।

কোরআনকে 'আলো' বলা হয়েছে। আর আলো হলো এমন জিনিস যা অন্ধকারকে দূর করে দেয়। এ কিতাব এমন এক আলো যা পার্থিব জীবন-পথের সকল অন্ধকার দূর করে আল্লাহর কাছে পৌঁছার শাহী সড়কের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে দেয়। এ দুনিয়া হলো অন্ধকারময়। এতে প্রতি পদক্ষেপে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। যে ব্যক্তি এ আলোকে সঙ্গে নেবে না সে কোন না কোন গহ্বরের মধ্যে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

এ কিতাব মানুষের অন্তরের রোগকে দূর করে দেয়। এর বিস্ময়কর মোজেযার ভান্ডার কখনও শেষ হবার নয়। এটা কোন পোষাক নয় যে, ইচ্ছে করলে তা শরীর থেকে খুলে ফেলা যাবে বা বেশী ব্যবহার করলে পুরাতন হয়ে যাবে। বরং একে যত বেশী ব্যবহার করা হবে ততই তার ঔজ্জ্বল্য ও নতুনত্বে চমৎকৃত হতে হবে।

www.bjilibrary.com

◆ কোরআন পাঠ করার নিয়ম

٢٣٣- قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرِبُوْا الْقُرْاٰنَ وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَه ، وَغَرَائِبَه فَرَائِضُه وَحُدُوْدُه - (مشكوة)

২৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোরআন ধীরে ধীরে ও পরিষ্কারভাবে পাঠ করো এবং এর 'গারায়েব' অনুযায়ী আমল করো। 'গারায়েব'-এর অর্থ হলো- সেসব আহকাম, যা আল্লাহতায়ালা ফরয করে দিয়েছেন এবং সেসব আহকাম, যা করতে আল্লাহতায়ালা নিষেধ করেছেন।" (মেশকাত)

◆ তওবা ও ইসতেগফার

٢٣٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِه نُكْتَةٌ ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَتْ ، فَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتَّى تَعْلُوَا قَلْبَه ، فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَاللّٰهُ تَعَالَى كَلاَّ بَلْ سكته رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - (ترمذى ، ابن ماجه ، نسائى)

২৩৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। তারপর যদি সে গুনাহ ত্যাগ করে আর ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে ঐ দাগ মুছে ফেলা হয়। কিন্তু যদি সে গুনাহ করতে থাকে তাহলে ঐ দাগ বাড়তে থাকে, এমনকি তার সমস্ত অন্তরে তা ছেয়ে যায়। এ অবস্থার নাম হলো 'রান' বা মরীচিকা, যা আল্লাহ নিজের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

◆ ইসতেগফার অন্তরকে পবিত্র করে

٢٣٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدأً كَصَدَءِ النُّحَاس وَجَلاَؤُهَا الاسْتَغْفَارُ - (بيهقى)

২৩৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের অন্তরে জং ধরে, যেমন করে তামায় জং লাগে। ইসতেগফার (আল্লাহর কাছে আপন গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা) সেই জং দূর করে দেয়। (বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

◆ ছোটখাট গুণাহ্ থেকেও বাঁচো

٢٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَئِشَةَ ! إِيَّكِ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا - (ترغيب و ترهيب ، نسائى)

২৩৬. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আয়েশা, সাধারণতঃ হালকা মনে করা হয় এমন সব ছোটখাট গুণাহ থেকেও বাঁচো। কেননা, আল্লাহ ওসবের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।" (তারগীব ও তারহীব, নাসাঈ)

٢٣٧- وَعَنْ أَبِىْ طَوِيْلٍ شَطْبِ ن الْـمَمْدُوْدِ أَنَّه أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَّهُوَ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَّلَا دَاجَةً إِلاَّ أَتَاهَا ، فَهَلْ لَذَالِكَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : فَهَلْ أَسْلَمْتَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ فَيَجْعَلَهُنَّ اللّٰهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلُّهُنَّ قَالَ : وَغَدَرَاتِىْ وَفَجَرَاتِىْ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ ، فَمَازَالَ يُكَبِّرُ حَتّٰى تَوَارٰى -

(ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

২৩৭. হযরত আবু তবীল রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইসলাম কবুল করার ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি, যে সব রকম গুণাহ করেছে? কোনও গুণাহই সে বাদ দেয়নি এবং সে তার সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করে নিয়েছে। এ ব্যক্তির জন্যে কি তওবার দুয়ার খোলা আছে?'
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।'

www.bjilibrary.com

তারপর তিনি বললেন, 'দেখো, ইসলাম গ্রহণ করার পর এখন থেকে ভাল কাজ করো এবং মন্দ কাজ ছেড়ে দাও। তাহলে অতীতে যেসব মন্দ কাজ করেছো আল্লাহ তাকেই নেকীতে পরিবর্তন করে দেবেন।

আমি বললাম, 'ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমি অনেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। অনেক খারাপ কাজ করেছি; এসব কি ক্ষমা করে দেয়া হবে?'
তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এসব ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

আনন্দের আতিশয্যে আমি বলে উঠি, 'আল্লাহু আকবর'। তারপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করতে করতে আমি লোকের দৃষ্টির বাইরে চলে যাই।" (তারগীব ও তারহীব, বাযযার ও তাবরানী)

◆ খাঁটি তওবা কবুল হওয়ার দৃষ্টান্ত

٢٣٨- كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَه فَأَتَتْه امْرَأَةٌ فَاَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلَى اَنْ يَّطَأَهَا ، فَلَمَّا قَعَدَمِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ إِمْرَأَتِه أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ ، فَقَالَ مَايُبْكِيْكِ ؟ أَكْرَهْتُكِ ؟ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنَّ هٰذَا عَمَلٌ لَمْ اَعْمَلْهُ قَطُّ وَاِنَّمَا حَمَلَنِىْ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ ، قَالَ فَتَفْعَلِيْنَ هٰذَا وَلَمْ تَفْعَلِيْهِ قَطُّ ، قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اذْهَبِىْ فَالدَّنَانِيْرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَيَعْصِى اللّٰهَ الْكِفْلُ اَبَدًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه فَاَصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلٰى بَابِه قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْكِفْلِ - (مسند احمد)

২৩৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিফল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে সব সময় গুণাহর কাজ করে বেড়াতো এবং কখনও তওবা করার অনুভূতি তার মধ্যে জাগতো না। এক সময় তার কাছে এক মহিলা এলো। সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তার সাথে ব্যভিচার করতে রাজি করালো মহিলাকে। কিন্তু ব্যভিচারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী-লোকটি কাঁপতে লাগলো এবং কাঁপতে কাঁপতে কেঁদেই ফেলল। তখন কিফল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁদছো কেন? আমি কি জোর করে তোমাকে এ কাজে বাধ্য করেছি?'

মেয়েটি বলল, 'না, কিন্তু এমন পাপের কাজ আমি এর আগে আর কখনও করিনি। একমাত্র অভাবের কারণেই আজ আমাকে এ পথে নামতে হয়েছে।'

কিফল বললো, 'যখন এখনও পর্যন্ত এ কাজ তুমি করোনি তখন আজও এ কাজ তোমাকে করতে হবে না।' তারপর সে মেয়েটির কাছ থেকে সরে আসে এবং বলে, 'যাও, এই ষাট দীনারও আমি তোমাকে দিলাম। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি, এখন থেকে কিফল আর কখনও আল্লাহর নাফরমানী করবে না।'

www.bjilibrary.com

সেই রাতেই তার মৃত্যু হয়। সকালে তার দরজায় একথাগুলো লিখিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, 'মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিফল-এর গুণাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (মুসনাদে আহমদ)

◆ ছোট পাপও ধ্বংসের কারণ হতে পারে

٢٣٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا أَرْضَ فَلاَةٍ ، فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُوْدِ ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُوْدِ حَتَّى جَمَعُوْا سَوَادًا ، وَأَجَجُوْا نَارًا وَأَنْضَجُوْا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا - (ترغيب و ترهيب ، احمد ، طبراني ، بيهقي)

২৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সে সব পাপকর্ম থেকেও বাঁচো যাকে হালকা ও সাধারণ মনে করা হয়ে থাকে। কারণ মানুষ হালকা গুণাহ করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, সে পাপই তাকে ধ্বংস করে দেয়।' এর উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেমন কিছু লোক এক জঙ্গলে গিয়েছে। তারপর যখন রান্না করার সমস্যা সামনে এলো তখন কাঠ সংগ্রহের জন্যে সবাই জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। যখন ওরা ফিরে এলো তখন সঙ্গে করে কাঠের বোঝা নিয়েএলো। এতে প্রচুর কাঠ জমা হয়ে গেল এবং সেই কাঠে আগুন জ্বালিয়ে ওরা তাদের খাবার রান্না করে নিল।" (তারগীব ও তারহীব, আহমদ, তাবরানী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ যেমন করে ছোট ছোট কাঠের টুকরো এক সঙ্গে জমা হয়ে পরিমাণে বিপুল হয়ে যায় এবং তা দিয়ে রান্নার কাজ সমাধা হয় তেমনি যখন মানুষ ছোট ছোট পাপ ক্রমাগত করতে থাকে তখন তা একত্রিত হয়ে তার ধ্বংসের কাজটি সম্পন্ন করে।

◆ আল্লাহর অনুগ্রহের প্রশস্ততা

٢٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ

يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَى اضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً أَوْ مَحَاهَا ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ الاَّ هَالِكٌ ـ (ترغيب وترهيب ، بخارى ، مسلم)

২৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন প্রভুর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহপাক নেকী ও বদীকে লিখে রাখেন। যখন কোন ব্যক্তি নেকী করার নিয়ত করে কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারে না তখনও তার আমলনামায় এক নেকী লেখা হয়। আর সে যদি কোন নেকী করার নিয়ত করে ও তা সম্পন্ন করে তাহলে ঐ নেকী আল্লাহর নিকট দশ থেকে সাত শত বা আরো বেশী নেকী লেখা হয়। আর কেউ যদি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা সম্পন্ন না করে তাহলে তার আমলনামায় একটি পূর্ণ নেকী লেখা হয়।

যদি সে মন্দ কাজ করার নিয়ত করে এবং তা সম্পন্ন করে, তবে আল্লাহতায়ালা তার আমলনামায় কেবল একটি বদী লেখেন, অথবা যদি সে তওবা করে তবে তা মুছে দেন। আর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিই মাত্র আল্লাহর ওখানে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (তারগীব ও তারহীব, বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ রকম হাদীসকে হাদীসে কুদ্‌সী বলা হয় যা আল্লাহর সূত্র উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে থাকেন। এ হাদীসে আল্লাহর অসীম দয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে বড় দয়ার কথা আর কি হতে পারে যে, একটি নেকীর কাজ আদৌ করা হয়নি কেবলমাত্র করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে কিন্তু তবুও বান্দার আমলনামায় তিনি তা নেকী হিসেবে লেখেন। আর সে যদি নেকীর ইচ্ছা করে ও সে কাজ সম্পন্ন করে তাহলে তিনি সেটাকে দশটি নেকী বা তার থেকে বেশী, সাত শত নেকী বা তারো অধিক হিসেবে লেখেন। অন্য দিকে কেউ মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে সে কাজটি সম্পন্ন না করলে আল্লাহর কাছে তা নেকীর কাজ বলে গণ্য হয়ে যায়। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ও সে কাজটি সম্পন্নও করে, তাহলে মাত্র একটি বদী তার আমলনামায় লেখা হয়; এমনকি সে যদি তওবা করে তাহলে তাকে ক্ষমাও করে দেয়া হয়।

এ হাদীসের শেষ বাক্যটি হল সম্পূর্ণ হাদীসের প্রাণ– যার অর্থ হলো আল্লাহর রহমতের পরিধি অত্যন্ত প্রশস্ত। এমতাবস্থায় কোন দূর্ভাগা ব্যক্তি যদি একের পর এক গুণাহ করতে থাকে, জীবনে কখনও তওবা করার তাওফিক তার হয় না এবং এ অবস্থায় মারা যায়– তাহলে জাহান্নামেই তার ঠাঁই হবে। যেখানকার জন্য জীবনভর সে নিজেকে প্রস্তুত করেছে শেষ পর্যন্ত সেখানেই যেতে হবে তাকে।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-১৩

স্মরণ ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ

◆ আল্লাহর স্মরণ শয়তানের হাত থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ

٢٤١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرُكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ، وَمَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا حَتّٰى أَتٰى حِصْنًا حَصِيْنًا فَأَحْرَزَ نَفْسَه فِيْهِ وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَايَنْجُوْ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ - (ترمذى ، ترغيب)

২৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের খুব বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি। এই স্মরণের উপমা এ রকম: মনে করো এক ব্যক্তির শত্রু তার পিছনে দ্রুতগতিতে ধাওয়া করে আসছে। সে ব্যক্তি পালিয়ে এসে এক সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং শত্রুর হাত থেকে বেঁচে গেলো। ঠিক তেমনি আল্লাহর স্মরণ-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ না করলে বান্দা শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর স্মরণ কথাটির অর্থ হলো, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর মহত্ব ও পরাক্রম, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ এবং তাঁর পাকড়াও ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা অর্থাৎ আল্লাহর সমগ্র গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক সচেতন থাকা। যদি এ অনুভূতি ও সচেতনতা জীবন্ত ও শক্তিশালী হয় তাহলে মানুষ অদৃশ্য শত্রু ইবলীসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখার বাস্তব উপায় হলো, ঠিক ঠিকভাবে ফরয নামায আদায় করা, নফল নামায– বিশেষ করে তাহাজ্জুদের নামায পড়া, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন ও রাত্রির বিভিন্ন সময়ের জন্যে যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন তা মুখস্ত করে সেগুলো আমল করা, পঠিত দোয়া ও তসবির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে নিয়ে তা বার বার পড়তে থাকা। এই হলো সেই সুরক্ষিত দূর্গ, যার মধ্যে আশ্রয় নিলে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

٢٤٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْ مَجْنُوْنٌ - (مسند احمد)

২৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর স্মরণ ও আলোচনায় এতটাই মশগুল থাকো, যেন লোকেরা বলতে থাকে, ও তো একটা পাগল!" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনী কাজ এমন একাগ্রতার সঙ্গে করতে থাকো যেন লোকেরা বুঝতে পারে তুমি দ্বীনের পথে এক পাগলপারা সৈনিক। এটা খুব পরিষ্কার কথা যে, দ্বীনের কাজে মানুষ যখন মনে প্রাণে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তার কর্ম তৎপরতা আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী হবে এবং হারাম ও হালাল বেছে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত করবে, তখন পার্থিব দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যাদের সামনে আখেরাত ও জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা নেই, তারা তাকে পাগলই ভাববে।

◆ স্মরণকারীর বিষয়ে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কথোপকথন

٢٤٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، مَايَقُوْلُ عِبَادِىْ ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ ، وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِىْ ؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَارَأَوْكَ ، قَالَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْرَأَوْنِىْ ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّكَ عِبَادَةً وَّ أَشَدَّلَكَ تَمْجِيْدًا ، وَّ أَكْثَرَلَكَ تَسْبِيْحًا ، قَالَ فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِىْ ؟ قَالَ يَقُوْلُ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَ اللّٰهِ يَارَبِّ مَارَأَوْهَا ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْرَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًاوَّ أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَّ أَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ ؟ قَالُوْا يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ رَأَوْهَا ، قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْرَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْرَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّأَشَدَّ

www.bjilibrary.com

لَهَا مَخَافَةً ، قَالَ فَيَقُوْلُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ - (بخارى)

২৪৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোথায় কোন্ লোক আল্লাহকে স্মরণ করছে তা দেখার জন্যে আল্লাহর কিছু ফেরেশতা অলিগলি ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকেন। যখন তারা কিছু লোককে আল্লাহর স্মরণ করতে দেখে তখন একে অপরকে ডেকে বলে, 'এখানে এসো, যাদের তোমরা খুঁজছো তারা এখানে।' তখন তাঁরা এ রকম লোককে আকাশ পর্যন্ত নিজের পাখায় ঢেকে নেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাদের প্রভু যদিও নিজেই খুব ভাল করে জানেন তারা কি করছে, তবু তিনি ফেরেশতাদের বললেন, 'আমার এসব বান্দারা কি করছে?' ফেরেশতাগণ জবাবে বললেন, 'এরা আপনার তাসবীহ করে, আপনার মাহত্ম বর্ণনা করে, আপনার প্রশংসা করে ও শোকর আদায় করে। এরা আপনার প্রজ্ঞা ও পরাক্রম বর্ণনা করে।' তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ওরা কি আমাকে দেখেছে?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'না, হে আমাদের প্রভু! আপনার শপথ, এরা আপনাকে দেখেনি।' আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা যদি আমাকে দেখতো তাহলে কি অবস্থা হতো?'

ফেরেশতাগণ বললেন, 'এরা যদি আপনাকে দেখতো তাহলে এরা আরো বেশী তৎপরতার সঙ্গে আপনার ইবাদত করতো। আরো বেশী করে আপনার প্রজ্ঞা বর্ণনা করতো এবং তাসবীহ করায় মগ্ন হয়ে যেতো।'

তারপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার এই সব বান্দা আমার কাছ থেকে কি চায়?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'এরা আপনার কাছ থেকে জান্নাত চায়।' আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কি জান্নাত দেখেছে?'

ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, 'না, হে আমাদের প্রভু! এরা জান্নাত দেখেনি।' আল্লাহ বললেন, 'যদি ওরা জান্নাত দেখতো তাহলে এদের আগ্রহের কি অবস্থা হতো?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'এরা যদি জান্নাত দেখতে পেতো তাহলে এদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা আরো বেড়ে যেতো এবং তা পাবার আকাঙ্খা ও তার প্রতি আকর্ষণ তাদের তীব্রতর হয়ে যেতো।'

তারপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা আমার কাছে কি থেকে আশ্রয় চায়?' জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন, 'এরা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়।' আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কি জাহান্নামের আগুন দেখেছে?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! এরা জাহান্নাম দেখেনি।' আল্লাহ বললেন, 'যদি ওরা জাহান্নাম দেখতে পেতো তাহলে এদের কি অবস্থা হতো?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'এরা যদি জাহান্নামের আগুন দেখতে পেতো

www.bjilibrary.com

তাহলে আরো প্রচণ্ড ভীতি তাদের আচ্ছন্ন করতো এবং যে কাজ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তা থেকে ছুটে পালাতো।'

তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ওদের মাফ করে দিয়ে আপন আশ্রয়ে নিয়ে নিলাম।' ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ফেরেশতা বললেন, 'অমুক ব্যক্তি এদের মধ্যে ছিল না। সে তো অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিল। এখানে এসে সে এদের সঙ্গে মিশে আল্লাহর স্মরণকারী হয়ে যায়।' জবাবে আল্লাহতায়ালা বললেন, 'ওরা এমন লোক, যাদের সঙ্গে বসলে কেউ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয় না। সেও সৌভাগ্যের অংশীদার হয়ে যায়।' (বোখারী)

◆ আল্লাহর দৃষ্টিতে স্মরণকারী

٢٤٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ ، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ

(بخارى ، مسلم)

২৪৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাক পবিত্র আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমার বান্দা আমার কাছ থেকে যে আশা করে ও আমার সম্পর্কে যে রকম ধারণা পোষণ করে আমাকে সে ওরকমই পাবে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গী হই। সে যদি নিভৃতে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে নিভৃতে স্মরণ করি, আর সে যদি কোন দলের মধ্যে বসে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তার থেকে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে চার হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বান্দা বলতে মোমিন বান্দাকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে মোমিন বান্দার বিশ্বাস হলো, তিনি রহমান ও রাহীম, অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাকারী। সে আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখে বলে আল্লাহ বলেন, সে আমার সম্পর্কে যে বিশ্বাস রাখে আমাকে সে রকমই পাবে। আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করবো, আমার রহমতের চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে নেবো, দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার হাত ধরবো।

www.bjilibrary.com

◆ দোয়া করার নিয়ম

٢٤٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ : لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَّمَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالإِ سْتِعْجَالُ ؟ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَّعَوْتَ وَقَدْ دَّعَوْتُ فَلَمْ أَرَيَسْتَجِيْبُ لِىْ ، فَيَسْتَحِسْرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءِ - (مسلم)

২৪৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেন, 'বান্দার দোয়া সর্বদাই কবুল হয়; অবশ্য যদি সে দোয়া গোনাহ করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য না হয়, আর 'জলদি বাজী' বর্জন করা হয়।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে রাসূলুল্লাহ! জলদি-বাজী করার অর্থ কি?' তিনি বললেন, 'দোয়াকারী এ রকম মনে করতে থাকে যে, সে অনেক দোয়া করেছে কিন্তু মঞ্জুর হয়নি। তাই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়।" (মুসলিম)

◆ দোয়া কবুলের তিনটি রূপ

٢٤٦- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ انَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَّيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَّلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا إِحْدٰى ثَلاَثٍ ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَه دَعْوَتَه ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَه فِىْ الاخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِهَا ، قَالُوْا إِذَا نُّكْثِرُ ، قَالَ اللّٰهُ اَكْثَرُ - (مسند احمد ، ترغيب)

২৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোন মুসলমান দোয়া করে এবং তাতে পাপের প্রার্থনা থাকে না এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকার হরণের কোন কথা থাকে না তখন আল্লাহ এ রকম দোয়া অবশ্যই মঞ্জুর করেন। হয় এ দুনিয়াতে তার দোয়া মঞ্জুর করে

www.bjilibrary.com

নেন এবং তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেন অথবা আখেরাতে তার জন্যে জমা করে রাখেন; অথবা তার উপর আসন্ন কোন বিপদকে ঐ দোয়ার বদৌলতে সরিয়ে দেন।'

সাহাবাগণ বললেন, 'তাহলে তো আমরা অনেক বেশী দোয়া করব।' তিনি বললেন, 'আল্লাহও খুব বেশী দানকারী।' (তারগীব, মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মোমিন যখন আপন উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে পেশ করে এবং তার ধারণামতে প্রার্থনা পূরণ হয়নি, তখন সে মনে করে তার প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছে। আর সে আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা করে যে, সে আল্লাহকে ডাকলেও আল্লাহ তার ডাক শোনেননি। তখন সে হতাশার শিকারে পরিণত হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বৈধ দোয়া মঞ্জুর হয় এবং তার তিনটি রূপ আছে:

১. হয় এই দুনিয়াতেই তার উদ্দেশ্য পুরণ হয়ে যায়।

২. নতুবা এ দোয়া তার আখেরাতের কাজে আসে।

৩. অথবা তার উপর আসন্ন কোন বড় বিপদকে এ দোয়ার বদৌলতে আল্লাহর দূর করে দেন। তাই পূর্ণ আবেগ অনুভূতির সঙ্গে দোয়া করা উচিত এবং খুব বেশী দোয়া করা উচিত। আল্লাহর ভান্ডারে কোন জিনিসের কমতি নেই এবং তিনি সমস্ত দয়াময়দের উর্ধে সব থেকে বড় দয়াময়।

◆ আল্লাহতায়ালা দোয়াকে ব্যর্থ হতে দেন না

٢٤٧- عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنَ - (ابوداود ، ترمذى ، ابن ماجه)

২৪৭. হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা লজ্জাশীল ও দানশীল। যখন কোন বান্দা তাঁর সামনে দু'হাত পাতে তখন তাকে ব্যর্থ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা অনুভব করেন তিনি।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। দুনিয়াতেও দেখা যায়, যখন কোন অভাবী ব্যক্তি কারো কাছে গিয়ে হাত পাতে তখন সে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া পছন্দ করে না। আল্লাহতায়ালা সব দয়াময়ের উর্ধে সব থেকে বড় দয়াময়। তাই যখন কোন বান্দা তাঁর কাছে হাত পাতে তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না, বরং কোন না কোন ভাবে তার দোয়া মঞ্জুর করে নেন। ২৪৬ নং হাদীসে দোয়া মঞ্জুর করার রকমফের বর্ণনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

◆ নবীজীর কতিপয় ব্যাপক অর্থ বোধক দোয়া

٢٤٨- أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، أَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِىْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الابْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ - (متفق عليه)

২৪৮. "হে আল্লাহ, আমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপকারী গুমরাহী ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে, সম্পদের পরীক্ষার খারাব দিক থেকে, দারিদ্র ও অনাহারের পরীক্ষা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ, আমি মসীহে দাজ্জালের বিপদ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে বরফ ও মেঘের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও; আর আমার অন্তরকে গুনাহখাতা থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা মাটি থেকে পবিত্র করে দিয়ে থাকো। আর তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যত দূরত্ব আমার ও গুণাহের মধ্যে তত দূরত্ব করে সৃষ্টি করে দাও।

হে আল্লাহ, আমি ইবাদত ও অন্যান্য দ্বীনি কাজে অলসতা ও ক্লান্তি থেকে, ঋণগ্রস্ত হওয়ার ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কবরের পরীক্ষার অর্থ হলো, আল্লাহ, দ্বীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কবরে যা জিজ্ঞেস করা হবে তা এক কঠিন পরীক্ষা এবং তাতে মানুষ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ ব্যর্থতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কেউ সম্পদশালী হলে হয় সে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দারূপে জীবন ধারণ করে ও দরিদ্রকে সাহায্য করে; অথবা অহংকারী হয়ে পড়ে, গরীবদের কোন উপকার করে না ও অন্যকে নিজের তুলনায় নীচ বলে মনে করে। এই শেষ অবস্থাটি সম্পদশালী হওয়ার খারাব দিক যা থেকে আশ্রয় চাওয়া উচিত। দরিদ্রও হল এক পরীক্ষা যার খারাব দিক হলো, মানুষ নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রী করে দেয়, আল্লাহ সম্পর্কে খারাব ধারণা করে ও বান্দার সামনে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। দারিদ্রতার এই খারাব দিক থেকেও আশ্রয় চাওয়া উচিত।

www.bjilibrary.com

٢٤٩- عَنْ أَبِيْ مُوْسَىْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْا بِهٰذَا الدُّعَاءِ : رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ ، وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّه ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّي أَللّٰهُمْ اغْفِرْلِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ ، وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِيْ ، أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (متفق عليه)

২৪৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি এই দোয়া পড়তেন, 'হে আমার প্রভু, আমার যত গুণাখাতা আছে সব ক্ষমা করে দাও। আমার যত অজ্ঞতা আর ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তুমি তাও ক্ষমা করে দাও। আমার যে সব গুণাহ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই অথচ তুমি তা ভাল জান, হে আল্লাহ তুমি তাও ক্ষমা করে দাও।

হে আল্লাহ, আমি জেনে শুনে যে সব গুণাহ করেছি বা আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যে সব গুণাহ করে ফেলেছি এবং আমোদ-প্রমোদ করতে গিয়ে যে সব গুণাহ করে ফেলেছি, সব গুণাহই তুমি মাফ করে দাও। যে সব পাপ আমি করে ফেলেছি (আল্লাহ, সব পাপের জন্যই আমি তোমার করুণা প্রার্থী)।

হে আমার আল্লাহ, আমার আগের ও পিছনের সমস্ত গুণাহখাতা তুমি মার্জনা করো। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই আপন বান্দাকে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করার মালিক এবং তুমিই সব কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল।" (বোখারী ও মুসলিম)

٢٥٠- عَنْ أَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّه قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْبِه فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ .... اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ، وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (متفق عليه)

২৫০. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'আমাকে এমন কোন দোয়া শিক্ষা দিন যা আমি আমার নামাযের মধ্যে (আত্তাহিয়্যাত ও দরূদের পরে) পড়বো।'

তিনি বললেন, 'তুমি এই দোয়া পড়বে, 'হে আল্লাহ, আমি নিজের উপর সীমাহীন অত্যাচার করেছি। তুমি ছাড়া তো আমাকে মাফ করার আর কেউ নেই। তুমি আপন অনুগ্রহ ও রহমতে আমার সমস্ত গুণাহখাতা মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি আমার উপর দয়া করো, নিঃসন্দেহে তুমি অতিশয় ক্ষমাকারী ও দয়াময়।" (বোখারী ও মুসলিম)

٢٥١- اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ ، وَصَلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ ، وَاَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَاَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ - (ترغيب و ترهيب)

২৫১. "হে আল্লাহ, তুমি আমার দ্বীনকে শুদ্ধ করে দাও, যা আমার সমস্ত কাজকর্ম ও বিষয়াদির রক্ষাকারী। আমার দুনিয়াকে তুমি ঠিক করে দাও, যার মধ্যে আমি জীবন যাপন করছি। আমার আখিরাতকে তুমি সহি-শুদ্ধ করে দাও, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার পার্থিব জীবনকে আমার কল্যাণ ও মঙ্গলের নিয়ামক বানিয়ে দাও। আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য সমস্ত অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের উপায় করে দাও। (তারগীব ও তারহীব)

٢٥٢- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِيْ الْأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - (ترغيب و ترهيب)

২৫২. "হে আল্লাহ, আমি দ্বীনের উপর অটল অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে আরো প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে হেদায়াত ও সরল রাস্তায় চলার দৃঢ় সংকল্প ও তাওফিক দান করো। তোমার কাছে আমি এও প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফিক দান করো এবং আমি যেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি সে তাওফিকও দাও।

আমি তোমার কাছে সত্য বলার মত জবান ও মন্দ ভাব ও ভাবনা বর্জিত পবিত্র অন্তরের জন্য প্রার্থনা করছি। আমি সে সব জিনিসের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা তুমিই ভালভাবে জান। আমি তোমার কাছে প্রতিটি জিনিস থেকে মঙ্গল প্রার্থনা

www.bjilibrary.com

করছি, যা কেবল তুমিই জান। আর আমি তোমার কাছে সে সব পাপের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যা তুমি জেনে গেছো। নিঃসন্দেহে প্রতিটি গোপন বিষয় সম্পর্কে তুমি সম্যক অবগত।" (তারগীবও তারহীব)

٢٥٣- اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ حَتّٰى أَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يُصِيْبُنِىْ إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِىْ وَ رَضِّنِىْ مِنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ - (ترغيب و ترهيب)

২৫৩. "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন ঈমান কামনা করছি, যে ঈমান আমাকে সকল বিপদাপদ ও মুসিবতে তোমার পথে অটল থাকতে শক্তি জোগাবে এই কারণে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবো, এ বিপদ তোমার তরফ থেকে নির্ধারিত ছিল বলেই এসেছে। আমার জন্য যে জীবিকা তুমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছো তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক দান করো।" (অর্থাৎ অধিক সম্পদ সঞ্চয় করার লোভ থেকে আমাকে রক্ষা করো।) (তারগীব ও তারহীব)

٢٥٤- اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْإِسْلاَمِ قَائِمًا ، وَاحْفَظْنِىْ بِالْإِسْلاَمِ قَاعِدًا ، وَاحْفَظْنِىْ بِالْإِسْلاَمِ رَاقِدًا ، وَّلاَ تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلاَ حَسِدًا - (ترغيب و ترهيب)

২৫৪. "হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সর্বাবস্থায় ইসলামের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখো। যখন আমি দাঁড়িয়ে থাকি বা যখন আমি বসে থাকি বা যখন আমি শায়িত থাকি সব অবস্থাতেই। কোন শত্রুকে বা কোন পরশ্রীকাতরকে আমাকে বিদ্রুপ করার সুযোগ দান করো না।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সর্ব অবস্থায় আমি যেন তোমার আনুগত্যের রাস্তায় চলতে থাকি। যেহেতু শয়তান ও প্রবৃত্তি এ রাস্তা থেকে বিচ্যুত করতে চায়, সে জন্যে তুমি এদের হামলা থেকেও আমাকে রক্ষা করো। আমি যেন এমন কোন অবস্থার মধ্যে না পড়ি, যা দেখে শত্রু ও পরশ্রীকাতর লোকেরা খুশী হতে পারে।

٢٥٥- اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِىْ إِيْمَانًا وَّ يَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ ، وَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - (ترغيب و ترهيب)

২৫৫. "হে আল্লাহ, আমাকে সেই ঈমান ও একীন দান করো, যা আমাকে সমস্ত কুফরী কাজ থেকে রক্ষা করবে। আমাকে সেই রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দাও, যার ফলে আমি দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই ইজ্জত ও সম্মান নিয়ে থাকতে পারি।" (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

٢٥٦- اللّٰهُمَّ لاَ تَكِلْنِيْ إلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلاَ تَنْزِعْ مِنّىْ صَالِحَ مَا أعْطَيْتَنِيْ - (ترغيب و ترهيب)

২৫৬. "হে আল্লাহ, তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিও না এবং আমাকে যে সর্বোত্তম নেয়ামত দান করেছ তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিও না।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, আমাকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করো, যার ফলে মানুষ তোমার অভিভাকত্ব ও আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তারপর নিজের নফ্স ও শয়তানের খপ্পড়ে পড়ে যায়, যা তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়। মানুষ যখন আল্লাহর নেয়ামতের মূল্য দেয় না এবং অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহর অধিকতর নেয়ামত থেকে সে শুধু বঞ্চিতই হয় না, বরং প্রদত্ত নেয়ামতও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

٢٥٧- أللّٰهُمَّ إنّىْ أسْألُكَ صِحَّةً فِيْ إيْمَانٍ وَّ إيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خُلُقٍ ، وَّ نَجَحًا يَّتْبَعُه فَلاَحٌ وَّ رَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّ مَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا - (ترغيب و ترهيب)

২৫৭. "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ঈমানের সঙ্গে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। সৎ স্বভাবের সঙ্গে ঈমান প্রার্থনা করছি এবং দুনিয়ায় সেই সাফল্য প্রার্থনা করছি, যার সঙ্গে আখেরাতের সাফল্য– রহমত, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি জড়িয়ে আছে।" (তারগীব ও তারহীব)

٢٥٨- اللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلَىْ الْخَلْقِ اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًالِّىْ ، وَ تَوَفَّنِىْ إذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًالِّىْ ، أللّٰهُمَّ وَ أسْألُكَ خَشْيَتَكَ فِيْ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأسْألُكَ كَلِمَةَ الإخْلاَصِ فِيْ الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، وَأسْألُكَ الْقَصْدَ فِيْ الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَأسْألُكَ نَعِيْمًا لاَّ يَنْفَدُ ، وَأسْألُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ ، وَأسْألُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ ، وَأسْألُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إلى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ ،

www.bjilibrary.com

اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ - (ترغيب و ترهيب)

২৫৮. "হে আল্লাহ, অদৃশ্যের সকল জ্ঞানই তুমি রাখো এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর সব রকম কর্তৃত্ব তোমারই আছে। যদি আমার বাঁচা আমার জন্যে মঙ্গলময় হয় তাহলে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখো; আর যখন আমার মৃত্যু আমার জন্যে মঙ্গলময় হবে তখন আমাকে তুমি মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, আমি যেন প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থাতেই তোমাকে ভয় করে চলি। আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনাও করি, আমি কারো প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট থাকি, উভয় অবস্থাতেই আমার মুখ দিয়ে যেন ন্যায্য কথা বের হয়।

আমাকে দারিদ্র ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই সঠিক পথ অবলম্বন করার তাওফিক দাও। আমি তোমার কাছে সেই নেয়ামত প্রার্থনা করি, যা কখনও শেষ হবার নয়। (অর্থাৎ জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত।) আর আমি তোমার কাছে চোখের সেই প্রসন্নতা ও তৃপ্তি প্রার্থনা করি, যা সর্বদা বর্তমান থাকে। আর তোমার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকার তাওফিক আমাকে দান করো।

আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের স্বাদ কামনা করি। আমি এ প্রার্থনা করি, তুমি আমার অন্তরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও। কোন অসহনীয় কষ্ট ও বিভ্রান্তিকর বিপদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ, আমাদের জীবনকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে সোজা রাস্তায় গমনকারী ও সোজা রাস্তা প্রদর্শনকারী হবার তাওফিক দান করো।" (তারগীব ও তারহীব)

٢٥٩- اَللّٰهُمَّ يَاذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ ، وَالأَمْرِ الرَّشِيْدِ أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ ، مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ ، الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ ، إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ، وَّإِنَّكَ تَفْعَلُ مَاتُرِيْدُ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لأَعْدَائِكَ نُحِبُّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ، وَ نُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ - (ترغيب و ترهيب)

২৫৯. "হে আল্লাহ! হে মজবুত কুদরতের মালিক এবং যথার্থ সিদ্ধান্তকারী। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, শাস্তির দিন তুমি আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। আর চিরস্থায়ী ভাগ্য নির্ধারনের দিন আমাকে জান্নাতের বাসিন্দা করো। আমাকে সে সব লোকের সঙ্গে রাখো, যারা তোমার ঘনিষ্ঠ বান্দা, সত্য দ্বীনের সাক্ষ্য দানকারী, রুকু ও

www.bjilibrary.com

সেজদাকারী এবং বন্দেগীর ওয়াদা যথাযথ পালনকারী। নিঃসন্দেহে তুমি দয়াময়, আপন বান্দাকে ভালবাসো ও যা তুমি ইচ্ছা করো তা করে থাকো।

হে আল্লাহ, আমাকে সোজা রাস্তায় গমনকারী ও সোজা রাস্তার প্রতি আহ্বানকারী হওয়ার তাওফিক দান করো। আমি যেন নিজে গোমরাহ না হই ও গোমরাহীর প্রতি আহ্বানকারী না হই। আমি যেন তোমার রাস্তায় গমনকারীদের বন্ধু হই ও তোমার শত্রুদের শত্রু হই। তুমি আমার প্রিয় হও এবং যাদেরকে তুমি পছন্দ কর তোমার প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে তাদের প্রতি যেন আমার ভালবাসা হয়। যারা তোমার বিরোধী আমি যেন তাদের শত্রু হই।" (তারগীব ও তারহীব)

٢٦٠- اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبْلِغُنَابِه جَنَّتَكَ (أىْ اِجْعَلْ لَنَا قَسَمًا) وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَايُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا ، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ـ (ترغيب و ترهيب)

২৬০. "হে আল্লাহ, তুমি আমাদের অন্তরে তোমার এমন ভয় সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদেরকে তোমার নাফরমানী থেকে বাঁচাবে। আর তোমার আনুগত্যের তাওফিক দান করো, যার মাধ্যমে আমরা তোমার জান্নাতে স্থান লাভ করতে পারি। আর সে বিশ্বাস দান করো, যার ফলে দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ হালকা ও সহজ হয়ে যায়। যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন আমাদের শুনবার ক্ষমতা, দেখবার ক্ষমতা ও শারীরিক ক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখো।

আমাদের ওপর যারা অত্যাচার করবে তুমিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিও। যে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে তুমি তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। তুমি আমাদের উপর দ্বীনি বিপদ আসতে দিও না। দুনিয়াকে তুমি আমাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দিও না। এ রকম যেন না হয়, আমাদের সমস্ত জ্ঞান কেবল দুনিয়াকে ঘিরে হবে ও আখেরাত সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ থেকে যাবো। আমাদের উপর এমন লোকদের চাপিয়ে দিও না, যারা রহমদীল নয় এবং আমাদের প্রতি দয়া করবে না।" (তারগীব ও তারহীব)

٢٦١- أَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا ، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ -

২৬১. "হে আল্লাহ, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্থ রাখো। আমাদের হৃদয়গুলোকে এক সূত্রে গেঁথে দাও। আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করো এবং অন্ধকার থেকে আমাদের আলোর ভুবনে নিয়ে এসো।"

◆ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া

٢٦٢- أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ ، وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ أَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ - (مسند احمد)

২৬২. "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন অটল ঈমান প্রার্থনা করি যা কখনো দুর্বল হয় না। এমন নিয়ামত প্রার্থনা করি যা কখনও শেষ হয় না। আমাকে তোমার পয়গম্বর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চির-বিরাজমান সর্বোত্তম জান্নাতে দাখিল করো।" (মুসনাদ আহমদ)

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-১৪

আখেরাত

◆ আখেরাত হচ্ছে মোমিনের আসল ঠিকানা

٢٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا ، إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا - (مسند احمد)

২৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'দুনিয়ার প্রতি আমার আগ্রহের কি আছে? আমার আর দুনিয়ার উপমা তো এরকম– মনে করো গরমের দিন কোন এক মুসাফির দুপুর বেলা কোন এক গাছের ছায়ার কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেয়। তারপর সেই গাছ ও তার ছায়াকে পরিত্যাগ করে আপন গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যায়। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে, আখেরাত হলো মোমিনের আপন বাসস্থান। আর এ দুনিয়া হলো তার উপার্জনের স্থান। তাই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকা উচিত নয়। দুনিয়া তো মোমিনের শস্যক্ষেত, যেখানে সে পরিশ্রম করে ফসল ফলাবে আর সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে আখেরাতে, যেটা তার আরাম আয়েশের আসল জায়গা।

◆ দুনিয়া হচ্ছে মুসাফিরখানা

٢٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِيْ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ وْ عَبِرُ سَبِيْلٍ وَّاعْدُدْ نَفْسَكَ فِيْ الْمَوْتَىْ -

(مسند احمد)

২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের কিছু অংশে (কাঁধে) হাত দিয়ে বললেন, 'হে আবদুল্লাহ! তুমি দুনিয়াতে এমনভাব থাকবে, যেন এখানে তুমি এক অপরিচিত মুসাফির। একজন পথিকের মতই এ দুনিয়াতে তুমি অবস্থান করবে এবং নিজেকে সব সময় মৃতদের মধ্যে গণ্য করবে।" (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো, মুসাফিরের সম্বল থাকে সীমিত, যা সে বহন করতে পারে। আর মুসাফির মানেই আপন ঠিকানা থেকে দূরে অবস্থানকারী, যার মন পড়ে থাকে ঘরের দিকে। এ কথার তাৎপর্য হলো, তুমি দুনিয়ায় অবস্থান করলেও তোমার অন্তর পড়ে থাকবে আখেরাতের চিন্তায়। মুসাফির যেমন পথকে তার ঠিকানা বানায় না, তেমনি মোমিনও দুনিয়াকে আপন ঘর ভাববে না। তার আপন ভূমি হলো আখেরাত। এ দুনিয়ায় সে এক মুসাফির মাত্র। মানুষ যখন এভাবে চিন্তা করবে এবং জীবন-যাপন করবে তখন তার পক্ষে কোন অন্যায় করা সম্ভব হবে না। ফলে স্বার্থের হানাহানি মুক্ত এক শান্তির সমাজ কায়েম হবে পৃথিবীতে।

٢٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَرَدْتَ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ وَلاَ تَسْتَخْلَقِيْ حَتَّى تُرَقِّعِيْهِ - (ترغيب و ترهيب ، ترمذى)

২৬৫. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, 'হে আয়েশা, যদি তুমি আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে এটুকু দুনিয়াই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত, যতটুকু জিনিসপত্র এক মুসাফিরের কাছে থাকে। সাবধান! দুনিয়া পিপাসু সম্পদশালীদের কাছে বসবে না। আর কাপড় যদি পুরাতন হয়ে যায় তাহলে তা ফেলে দিও না, বরং তালি লাগিয়ে পরো।" (তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

◆ অনুগত বন্ধু

٢٦٦-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَخِلاَّءُ ثَلاَثَةٌ ، فَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ أَنَا مَعَكَ حَتَّى تَأْتِي قَبْرَكَ ، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ لَكَ مَا أَعْطَيْتَ ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ فَذٰلِكَ مَالُكَ ، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَ حَيْثُ خَرَجْتَه فَذٰلِكَ عَمَلُه ، فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلاَثَةِ عَلَيَّ - (ترغيب ، مستدرك)

২৬৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বন্ধু তিন ধরনের।

www.bjilibrary.com

এক ধরনের বন্ধু তোমাকে বলে, 'তুমি কবরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।' (আর যখন মানুষ কবরে পৌঁছে যায় তখন এ বন্ধু তাকে ছেড়ে দেয়। এ হলো মানুষ বন্ধু)।

দ্বিতীয় ধরনের বন্ধু তোমাকে বলে, 'তুমি গরীব লোককে যা দান করেছো সেটুকু তোমার অংশ। আর যা কিছু তুমি দান করোনি, বরং নিজের কাছে রেখেছো তা তোমার নয়। (বরং তোমার উত্তরাধিকারীদের)। এ বন্ধুর নাম হচ্ছে 'সম্পদ'।

আর তৃতীয় ধরনের বন্ধু তোমাকে বলে, 'তুমি যেখানে প্রবেশ করবে সেখানে অর্থাৎ কবরে এবং কবর থেকেও বেরিয়ে তুমি যেখানে যাবে সেখানেও আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। এ বন্ধুর নাম হচ্ছে 'আমল'।

মানুষ অবাক হয়ে আমলকে বলবে, 'আল্লাহর শপথ, আমি এই তিন ধরনের বন্ধুদের মধ্যে তোমাকে হীন ও অতি সাধারণ মনে করতাম। (আর আমি তো ভুল করেছি, আমার আত্মীয়-স্বজনদের জন্যই সব কিছু করেছি কিন্তু কিছুই কাজে এলো না। কেবলমাত্র আমলই সঙ্গে থাকলো)। (তারগীব, মুসতাদরাক)

٢٦٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا -(مسند احمد)

২৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সম্পত্তি তৈরী করো না, তাহলে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ার লোভ জন্ম গ্রহণ করবে।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : এটা খুব পরিষ্কার কথা যে, যখন মানুষ সম্পত্তি তৈরী করার কথা চিন্তা করবে তখন ধীরে ধীরে তার মন আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করবে। আর এ জিনিস হলো আল্লাহর দ্বীনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এমনটি হলে তো নতুন উম্মত সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ দুনিয়া পরস্ত লোকের তো কোন কমতি ছিল না। আখেরাতকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করাই এই নতুন উম্মতের কাজ। আখেরাতের প্রস্তুতির জন্যে এ দুনিয়ার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জিনিসই নিজের কাছে রাখা উচিত। এ জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় সম্পত্তি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ যে জিনিসের জন্যে মানুষ সময়, শক্তি, সামর্থ্য খরচ করে স্বভাবতই তার প্রতি তার ভালবাসা জন্মায় এবং মন তাতেই মগ্ন হয়।

◆ দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকার সঠিক ধারণা

٢٦٨- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَ بِاِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى

الدُّنْيَا أَنْ لاَّ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَيِ اللّٰهِ ، وَأَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيْهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ - (ترمذى)

২৬৮. হযরত আবুযর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়ার প্রতি স্পৃহাহীনতা ও নির্মোহ হওয়ার অর্থ হালাল বস্তুকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া নয়। এমনকি ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেয়াও নয়। বরং এর তাৎপর্য হলো, তোমার নিজের ধন-সম্পদ অপেক্ষা আল্লাহর পুরস্কার ও দানের উপর অধিক আস্থা রাখো। যখন তোমার উপর বিপদ-আপদ আসবে তখন সেই বিপদ-আপদ থেকে যে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া যাবে তার দিকে দৃষ্টি রাখো এবং তোমরা বিপদ-আপদকে সওয়াবের মাধ্যম বলে মনে করো।" (তিরমিযী)

◆ মোমিন আল্লাহর দীদার কামনা করে

٢٦٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، فَقُلْتُ أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ لَيْسَ كَذٰلِكَ ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَ رِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَابُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَ سَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ - (مسلم)

২৬৯. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করে আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করার অর্থ কি? এর অর্থ কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা? যদি তাই হয় তাহলে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তা অপছন্দ করে।'

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কথার অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হলো, যখন মোমিনকে আল্লাহর নেয়ামত, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের কথা শুনানো হয়

www.bjilibrary.com

তখন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। এ ধরনের লোকের সঙ্গে আল্লাহও সাক্ষাত করতে চান। আর যখন কাফেরকে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির সংবাদ শোনানো হয় তখন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করে। তখন আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন।" (সহিহ মুসলিম)

◆ **নফসের খায়েস জান্নাতেরপথের অন্তরায়**

٢٧٠- عَنْ كُلَيْبِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : أُطْلُبُوْا الْجَنَّةَ جُهْدَكُمْ وَاهْرَبُوْا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَنَامُ طَالِبُهَا ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يَنَامُ هَارِبُهَا ، وَإِنَّ الاخِرَةَ الْيَوْمَ مَحْفُوْنَةٌ بِالْمَكَارِهِ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوْنَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ ، فَلاَ تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الاخِرَةِ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

২৭০. হযরত কুলাইব ইবনে হাযন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাসহ জান্নাতের আকাঙ্খা করতে থাকো আর জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা করো। কারণ জান্নাত হলো এমন জিনিস যার আকাঙ্খাকারী শুয়ে থাকতে পারে না। আর জাহান্নাম হলো এমন জিনিস যা থেকে পলায়নকারী শুয়ে থাকতে পারে না (অর্থাৎ উদাসীন হতে পারে না)। আখেরাতকে দুঃখ ও অশান্তি দ্বারা ঘেরাও করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়া মজা ও লোভ লালসার আকর্ষণ দ্বারা পরিবৃত। তাই দুনিয়ার লোভ ও আকর্ষণ যেন তোমাদেরকে গাফেল না করে দেয়।" (তারগীব ও তারহীব, তিবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আখেরাতে সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন হলো, মানুষ যেন ভোগের দিকে ঝাপিয়ে না পড়ে। আখেরাতে সাফল্য লাভের জন্যে এমন অনেক কাজ করতে হবে যা নফসের পক্ষে দুঃখ ও কষ্টের। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এসব দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না।

◆ **আখেরাতের পয়লা মঞ্জিল কবর**

٢٧١- وَعَنْ هَانِيءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحَيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَفَلاَ تَبْكِي وَتَذْكُرُ الْقَبْرَ

www.bjilibrary.com

فَتَبْكِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الاخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَه أَيْسَرُ وَإِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَه أَشَدُّ ، قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَارَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ـ (ترغيب و ترهيب ، ترمذى)

قَالَ هَانِيءُ : وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ يَنْشُدُ عَلى قَبْرٍ : فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِيْ عَظِيْمَةٍ وَإِلاَّ فَإِنِّيْ لاَ اَخَالُكَ نَاجِيًا ـ

২৭১. হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক মুক্ত গোলাম হানীর বর্ণনা, "হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন তখন খুব কাঁদতেন। এমনকি তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলে আপনি কাঁদেন না, কিন্তু কবরের কাছে এলেই কাঁদেন কেন?'

'তিনি জবাব দিলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'কবর হলো আখেরাতের ধাপ সমূহের প্রথম ধাপ। যদি মানুষ এখানে পরিত্রাণ পেয়ে যায় তাহলে তার সব বিষয় সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এখানে বাঁধার সম্মুখীন হয় তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো তার জন্য অধিকতর কঠিন হয়ে যাবে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথাও বলতে শুনেছি, 'কবরের চেয়ে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কোথাও হবে না।" (তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

হানী বর্ণনা করেন, 'এক কবরের কাছে দাঁড়িয়ে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পংক্তিটি পড়তে থাকেন,

যদি পেয়ে যাও কবর থেকে পরিত্রাণ
পেয়ে গেলে তুমি মস্তবড় বিপদ থেকে মুক্তি,
আর তা না হলে ধারণা আমার
পাবে না তুমি বিপদ থেকে বাঁচার কোন শক্তি।

◆ মোমিন ও কাফেরের কবরের জীবন

٢٧٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِه ، إِنَّه يَسْمَعُ

www.bjilibrary.com

خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ يُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ، فَإِنْ كَانَ مُؤمِنًا كَانَتِ الصَّلٰوةُ عِنْدَ رَاسِهِ ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَّمِيْنِهِ ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَيُؤتى مِنْ قِبَلِ رَاسِهِ فَتَقُوْلُ الصَّلٰوةُ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتى عَنْ يَّمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ الصِّيَامُ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤتى عَنْ يَّسَارِهِ فَتَقُوْلُ الزَّكَاةُ : مَاقِبَلِىْ مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤتى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُوْلُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَه إِجْلِسْ فَيَجْلِسُ قَدْمُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ ، وَقَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ فَيُقَالُ لَه : أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَانَ قِبَلَكُمْ مَّا تَقُوْلُ فِيْهِ ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ : دَعُوْنِىْ حَتّٰى أُصَلِّىَ ، فَيَقُوْلُ إِنَّكَ سَتَفْعَلُ ، أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُوْلُ الَّذِىْ كَانَ قِبَلَكُمْ مَاذَا تَقُوْلُ فِيْهِ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌأَشْهَدُ أَنَّه رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّه جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، فَيُقَالُ لَّه : عَلٰى ذٰلِكَ حَيِيْتَ ، وَعَلٰى ذٰلِكَ مِتَّ ، عَلٰى ذٰلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَه بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَه : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا ، وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَه بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَه : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا ، وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا لَوْ عَصَيْتَه فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَ سُرُوْرًا ثُمَّ يُفْسَحُ لَه فِىْ قَبْرِه سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَه فِيْهِ ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ كَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَتُجْعَلُ نَسَمَتُه فِى النَّسِيْمِ الطَّيِّبِ وَهِىَ طَيْرٌ تَعْلَقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَذٰلِكَ قَوْلُه "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ

www.bjilibrary.com

الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْخِرَةِ" الاية ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتِىَ مِنْ قِبَلِ رَاسِه لَمْ يُوْجَدْ شَىْءٌ ، ثُمَّ أُتِىَ عَنْ يَمِيْنِه فَلاَ يُوْجَدُ شَىْءٌ ، ثُمَّ أُتِىَ عَنْ شِمَالِه فَلاَ يُوْجَدُ شَىْءٌ ، ثُمَّ أُتِىَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلاَ يُوْجَدُ شَىْءٌ ، فَيَقَالُ لَه إِجْلِسْ فَيَجْلِسُ مَرْعُوْبًا خَائِفًا فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ فِيْكُمْ مَّاذَا تَقُوْلُ فِيْهِ وَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ : أَىُّ رَجُلٍ وَلاَ يَهْتَدِىْ لاِسْمِه ، فَيَقَالُ لَه مُحَمَّدٌصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوْا قَوْلاً فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ ، فَيَقَالُ لَهُ ؟ عَلٰى ذٰلِكَ حَيِيْتَ وَ عَلَيْهِ مِتَّ ، وَ عَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَاللّٰهُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَّ ثُبُوْرًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا لَوْ أَطَعْتَهُ فَيَتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَّ ثُبُوْرٌ ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُه حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلاَعُه - (ترغيب وترهيب ، للنزرى)

২৭২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "যখন মানুষ মরার পর নিজের কবরে পৌঁছে যায় তখন (শরীরের মধ্যে রূহ ফিরে আসার ফলে) দাফন করে যারা ফিরে যায় তাদের জুতোর শব্দ সে শুনতে পায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পরপরই তার মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যদি সে মোমিন হয় তাহলে তার আদায়কৃত ফরয নামায তার মাথার দিকে, ফরয রোযা তার ডানদিকে, যাকাত তার বামদিকে এবং নফল নামায, দান খয়রাত এবং অন্যান্য নেক কাজ তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে যায়। এসব নেক কাজ তার রক্ষাকারী হয়ে যায়, তাকে চারদিক থেকে আপন আশ্রয়ে নিয়ে নেয়। তখন মৃতকে উঠে বসার আদেশ দেয়া হয়। সে উঠে বসে। তখন তার এ রকম মনে হতে থাকে, যেন সময়টা হলো আসরের পরের সময়, যখন সূর্য ডুবে যাবার উপক্রম হয়।

ফেরেশতাগণ এসে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'যে পয়গম্বরকে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে তুমি কি জানো বলো, তাঁর সম্পর্কে তুমি কি সাক্ষ্য দান করছো?'

www.bjilibrary.com

কবরের অধিবাসী বলবে, 'প্রথমে আমাকে আসরের নামায পড়তে দাও। তাকিয়ে দেখো, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। দেখো, আমার আসরের নামায যেন কাযা হয়ে না যায়।'

ফেরেশতাগণ বলবেন, 'আগে আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও, পরে নামায পড়ে নিয়ো।'

কবরবাসী বলবে, "তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন এবং আল্লাহর সত্য কিতাবকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।'

ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলবে, 'তুমি নবীর এ সত্য দ্বীন অনুযায়ী সমস্ত জীবন কাটিয়েছো; এ অবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর ইনশাআল্লাহ এ অবস্থায়ই কিয়ামতের দিন তুমি জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবে।'

তারপর তাঁরা জান্নাতের একটি দরজা খুলে দিয়ে তাকে বলবেন, 'দেখো, এই হলো তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত এবং আল্লাহ তোমার জন্য যেসব নেয়ামতরাজি সৃষ্টি করে রেখেছেন সে সব।' কবরবাসী এ কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হবে।

তারপর তার সামনে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে যাবে। ফেরেশতাগণ তাকে বলবেন, 'দেখো, দুনিয়াতে তুমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করতে তাহলে এই আগুনের ঘর তোমার বাসস্থান হতো।' এ কথা শুনে এবং দেখে তার আনন্দ আরো বেড়ে যাবে। তারপর তাঁর কবর সত্তর হাত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তা আলোকিত করে দেয়া হবে, এরপর তার শরীর থেকে পুনরায় রূহ বেরিয়ে চলে যাবে।

রূহ (হিসেব-কিতাবের দিন পর্যন্ত স্বাধীন পাখির মত জান্নাতের বাগানে উড়ে বেড়াতে থাকবে। আল্লাহপাক তাঁর আপন কিতাবে বলেছেন, 'তিনি মোমিনকে পার্থিব জীবনেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবেন এবং আখেরাতেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবেন কালেমা তাওহীদের বদৌলতে।' (সূরা ইব্রাহীম ২৭)

আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের হয় তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্যে কোন জিনিস থাকবে না। না মাথার দিকে, না ডানদিকে, না বামদিকে আর না পায়ের দিকে। তাকে উঠে বসার আদেশ করা হবে। সে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসবে!

ফেরেশতাগণ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'যে ব্যক্তিকে তোমার কাছে পয়গম্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলো, কি সাক্ষ্য দাও?' সে হতভম্ব হয়ে বলবে, 'কোন ব্যক্তি? কাকে পয়গম্ব হিসেবে পাঠানো হয়েছিল? আমি তো এর কিছুই জানি না।

তারপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। সে জবাবে বলবে, 'আমি তাঁকে জানি না। আমি মানুষকে তাঁর নাম বলতে শুনেছি আর আমিও না বুঝেই তা উচ্চারণ করেছি মাত্র।'

ফেরেশতাগণ বলবেন, 'তুমি এ রকম উদাসীনতার সঙ্গেই পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছো। আর এ অবস্থাতেই তুমি মৃত্যু বরণ করেছো। ইনশাআল্লাহ এ অবস্থাতেই তোমাকে কবর থেকে আবার জীবন্ত করে তোলা হবে।'

www.bjilibrary.com

তারপর ফেরেশতাগণ তার সামনে জাহান্নামের দরজা খুলে ধরে বলবেন, 'এই হচ্ছে তোমার বাসস্থান। আর এটাই হলো সে শাস্তি যা তোমাকে দেয়া হবে।' এতে তার দুঃখ ও মনোকষ্ট আরো বেড়ে যাবে। তারপর তাঁরা তার সামনে জান্নাতের এক দরজা খুলেধরেবলবেন, 'তুমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করতে তাহলে এই জান্নাত হতো তোমার বাসস্থান এবং এর সমস্ত নেয়ামত তুমি পেতে।' এতে তার মনোকষ্ট ও দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। তারপর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যাবে।" (তারগীব ও তারহীব, মনযারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুসলিম ও কাফের ব্যক্তির কবরের জীবন কেমন হবে তা আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা যায়, কেবল কাফের নয়, যারা প্রথাগত মুসলমান, কিন্তু আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে কাফেরদের মতই গাফেল, তাদের পরিণামও কাফেরদের সঙ্গেই হবে। যারা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম জানার জন্য কোন চেষ্টা বা চিন্তা করেনি, মানুষ কালেমা পড়ে দেখে তারাও না বুঝেই মুখে মুখে তা পড়তো। মানুষ শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো, তারা তাও শুনতো। কিন্তু যেহেতু সে প্রকৃত সচেতনতার সঙ্গে আল্লাহকে নিজের পুভু হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়গম্বর হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর দেখানো পথে জীবন কাটায়নি সেহেতু মৃত্যুর পর আল্লাহ কি, রাসূল কি এবং রাসূলের প্রদত্ত শিক্ষা কি এ সব বলতে পারবে না।

হাদীস বিশারদগণ বলেন, কাফের ও মোনাফিকরাই এ পরিণতি ভোগ করবে এমন নয়, দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যারা জীবন কাটায় তাদেরও এ পরিণতিই ভোগ করতে হবে, এ হাদীস এ শিক্ষাই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

◆ কিয়ামত আসার সময়কালের বর্ণনা

٢٧٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَتَقُمُ السَّاعَةُ وَ ثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا لاَ يُبَايِعَانِه وَلاَ يَطْوِيَانِه ، وَ لَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَدْ إِنْصَرَفَ بِلَبَن لِقْحَتِه لاَ يَطْعَمُه ، وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ يَلُوْطُ حَوْضَه لاَ يَسْقِيْه ، وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ لُقْمَتَه إِلى فِيْهِ لاَ يَطْعَمُهَا - (ترغيب و ترهيب)

২৭৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুই ব্যক্তি কাপড় কেনাবেচা করছে। কাপড় ওদের সামনে

www.bjilibrary.com

রাখা, এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। তারা দু'জন কাপড়ের ব্যাপার ফয়সালা করার সময় পাবে না, এমনকি কাপড় গুটিয়ে রাখার সুযোগও হবে না ওদের। এক ব্যক্তি উটনীর দুধ দুয়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। লোকটি সেই দুধ ব্যবহার করার সুযোগও পাবে না।

এক ব্যক্তি পানির গামলা বানাচ্ছে এমন সময় কিয়ামত এসে যাবে। লোকটি সেই গামলা থেকে পশুকে পানি খাওয়ানোরও সুযোগ পাবে না। 'কেউ খাবারের গ্রাস মুখে তুলছে এমন সময় কেয়ামত এসে যাবে। লোকটি তার হাতের লোকমা মুখ পর্যন্ত নিতে পারবে না।' (তারগীব ও তারহীব, আহমদ ও ইবনে হাব্বান)

◆ হাশরের কঠিন ময়দানের বর্ণনা

٢٧٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِذَا رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ ، فَقَالَ لَه عُمَرُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، قَالَ : رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِيْ جَثَيَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَبِّ خُذْلِيْ مَظْلَمَتِيْ مِنْ أَخِيْ ، فَقَالَ اللّٰهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيْكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِيْ ، وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُكَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ذٰلِكَ لَيَوْمٌ عَظِيْمٌ يُحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُّحْمَلَ عَنْهُمْ مِّنْ أَوْزَارِهِمْ - (ترغيب و ترهيب)

২৭৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সভায় বসেছিলেন। এমন সময় তিনি হেসে উঠেন। হাসিতে তাঁর সামনের পবিত্র দাঁতগুলো দেখা গেল। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাঁকে এ হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের দুই ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে একজন বলে, 'হে আমার প্রভু, এ ব্যক্তির কাছ থেকে আমার হক আদায় করে দিন।' 'আল্লাহতায়ালা তাকে বলবেন, 'এই ব্যক্তির আমলনামায় আর কোন নেকী অবশিষ্ট নেই। তুমি এর কাছ থেকে কিভাবে নিজের হক আদায় করে নেবে?'

সে বলবে, 'হে প্রভু, যদি ওর কোন নেকী অবশিষ্ট না থাকে তাহলে আমার উপর যে জুলুম করা হয়েছে তার বদলে আমার গুণাহগুলো এই অত্যাচারীর খাতায় লিখে দিন।'

www.bjilibrary.com

এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিলেন এবং লবলেন, 'নিঃসন্দেহে সেই দিন হবে এক ভয়াবহ দিন। সব মানুষই সেদিন চাইবে, তার ওপর থেকে গুনাহের বোঝা দূর করে দেয়া হোক।" (তারগীব ও তারহীব, হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ অবস্থা কিয়ামতের দিনে দেখা দেবে। মহানবীর উম্মতগণ যাতে কিয়ামতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে জেনে সতর্ক হতে পারে সে জন্যই আল্লাহর রাসূল এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

◆ চাকরকে মারধোর করার পরিণাম

٢٧٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ سَوْطًا ظُلْمًا إِقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

২৭৫. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে (বা ঘরের চাকরকে) দুনিয়াতে অযথা এবং অন্যায়ভাবে একটি আঘাতও করবে, কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে সে জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে।" (তারগীব ও তারহীব, বায্‌যার ও তাবরানী)

◆ কিয়ামতের দিন মাটিও মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে

٢٧٦- وَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الاٰيَةَ : يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُه أَعْلَمُ - قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلٰى عَبْدٍ وَّ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ : عَمِلَ كَذَا وَكَذَا - (ترغيب و ترهيب)

২৭৬. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এ আয়াত পড়েন ঃ يومئذ تحدث اخبارها (জমিন সেদিন তার সব খবর বর্ণনা করবে)। তারপর তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, 'জমিনের নিজে খবর বর্ণনা করার অর্থ কি?' সবাই বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা অধিক ভাল জানেন।'

তখন তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন মাটির খবর বর্ণনা করার অর্থ হলো, প্রত্যেক পুরুষ

www.bjilibrary.com

ও মহিলা এ মাটির উপর থাকার সময় যে সব কাজ করেছে সেদিন সে আল্লাহর কাছে তার সাক্ষী দেবে। জমিন বলবে, 'সে এই এই কাজ করেছে।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হাব্বান)

◆ প্রতিবেশীর হক আদায় না করার পরিণাম

٢٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ مِّنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ سَلْ هٰذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّىْ بَابَهُ ، وَمَنَعَنِىْ فَضْلَهُ - (ترغيب و ترهيب)

২৭৭. হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিনে কত লোকই আপন প্রতিবেশীকে দেখিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আমার প্রভু, একে জিজ্ঞেস করুন, ও কেন আমাকে দেখে নিজের দরজা বন্ধ করে নিয়েছিল। আমার দারিদ্রের সময় নিজের প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত করেছিল?" (তারগীব ও তারহীব)

◆ কিয়ামতের দিন সবার আগে আল্লাহ্ যা জানতে চাইবেন

٢٧٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُّقَالَ لَهُ : أَلَمْ أُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ ، وَأُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ - (ترغيب و ترهيب)

২৭৮. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন বান্দাকে সবার আগে যা জিজ্ঞেস করা হবে তা হলো, আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাস করবেন, 'আমি কি তোমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করিনি? আর আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি দান করিনি?' (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে যে স্বাস্থ্য ও ধন সম্পদ দান করেছিলাম তা কি ধরনের কাজে ব্যয় করেছো?

www.bjilibrary.com

◆ সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন থাকার পরিণাম

٢٧٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُجَاءُ بِابْنِ ادَمَ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَي اللّٰهِ ، فَيَقُولُ اللّٰهُ لَه : أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ ، فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ جَمَعْتُه وَثَمَّرْتُه ، فَتَرَكْتُه أَكْثَرَ مَاكَانَ ، فَارْجِعْنِيْ اٰتِكَ بِه ، فَيَقُولُ لَه مَا قَدَّمْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ جَمَعْتُه وَ ثَمَّرْتُه فَتَرَكْتُه أَكْثَرَ مَا كَانَ ، فَارْجِعْنِيْ اٰتِكَ بِه ، فَإِذَا عَبْدٌ لَّمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا - (ترغيب و ترهيب ، ترمذى)

২৭৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। আতংক ও পেরেশানির কারণে তাকে এক ছাগলের বাচ্চা বলে মনে হবে। তখন আল্লাহতায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আমি তোমাকে ধন-দৌলত দান করেছিলাম, চাকর-বাকর দিয়েছিলাম এবং আর্থিক স্বচ্ছলতাও দিয়েছিলাম। তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো? সে বলবে, 'হে আমার রব, আমি ধন-দৌলত সঞ্চয় করে তাকে অনেক বাড়িয়েছি। কিন্তু তার সবই আমি দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছি। আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে দুনিয়া থেকে তা নিয়ে আসি।'

আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'আমার নেয়ামতসমূহ পেয়ে তুমি কি রকম করেছিলে? (আমি তোমার মাল বেশী হওয়া বা বাড়ানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি না)।' সে উত্তর দেবে, 'হে আমার রব, আমি তো শুধু ধন-দৌলত জমা করতেই ব্যস্ত ছিলাম। তা বৃদ্ধিও করেছিলাম পূর্বের থেকে অনেক গুণ। কিন্তু আমি সে সবই দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছি। আমাকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, আমি গিয়ে সেসব নিয়ে আসি।'

(আল্লাহ বলবেন) এ দুর্ভাগ্য বান্দা অর্থ সঞ্চয়ে সমস্ত জীবন ব্যয় করে ফেলেছে আর তার আমলনামা নিয়ে এসেছে নেকীবিহীন, শূন্য।' (তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

◆ কারো অধিকার হরণ ক্ষমাহীন অপরাধ

٢٨٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلٰى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ - (ترغيب وترهيب ، مسلم ، ترمذى)

২৮০. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়াতে যাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে কিয়ামতের সময় তাদের অধিকার আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি যে শিং-বিশিষ্ট ছাগল শিং বিহীন ছাগলকে মেরেছিল সেই শিং-বিশিষ্ট ছাগলের উপর ঐ শিং-বিহীন ছাগলের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ এর অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা হবে। যদি কেউ কারো অতি নগণ্য অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহলেও তা অত্যাচারীর কাছ থেকে আদায় করা হবে।

◆ গীবত নেকীকে ধ্বংস করে দেয়

٢٨١- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتٰى كِتَابَه مَنْشُوْرًا فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِيْ صَحِيْفَتِيْ ؟ فَيَقُوْلُ : مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاسَ - (ترغيب و ترهيب)

২৮১. হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের কাছে তার উন্মুক্ত আমলনামা হাজির করা হবে। (সে তা পড়বে) আর বলবে, 'হে আমার প্রভু, আমি দুনিয়াতে অমুক অমুক কাজ করেছিলাম, কিন্তু তা এতে লেখা নেই।'

'তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'মানুষের গীবত করার কারণে তোমার আমলনামা থেকে ঐ নেকী মুছে দেয়া হয়েছে।' (তারগীব ও তারহীব)

◆ রাসূলের শাফায়াত

٢٨٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ : أَنَا فَاعِلٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ، قُلْتُ : فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ ، قَالَ : أَوَّلَ مَاتَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ ، قُلْتُ ، فَإِنْ لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ : فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ ، قَالَ : فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ ، فَإِنِّيْ لَا أُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَةَ مَوَاطِنَ - (ترغيب و ترهيب ، ترمذى)

www.bjilibrary.com

২৮২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করি, 'আপনি কিয়ামতের দিন আমার জন্যে সুপারিশ করবেন।' তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই করবো।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আমি হাশরের ময়দানে আপনাকে কোথায় খুঁজবো, আপনাকে কোথায় পাবো?' তিনি বললেন, 'সর্ব প্রথম আমাকে পুলসিরাতে খুঁজে দেখবে।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'যদি আপনাকে সেখানে না পাই তাহলে কোথায় খুঁজবো?' তিনি বললেন, 'যেখানে মানুষের আমল ওজন করা হবে সেখানে খুঁজে দেখবে।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'যদি সেখানেও না পাই তাহলে?' তিনি বললেন, 'তাহলে 'হাউযে কাউসারে' আসবে। এই তিন স্থানের মধ্যে এক স্থানে আমি অবশ্যই থাকবো।" (তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

◆ কিয়ামতের দিন রাসূলে মকবুল যাদের জন্য সুপারিশ করবেন

٢٨٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَا إِلَيْكَ رَبُّكَ فِىْ الشَّفَاعَةِ ؟ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ عَنْ ذَالِكَ مِنْ أُمَّتِىْ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا يَهُمُّنِىْ مِن انْقِصَافِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِىْ مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِىْ لَهُمْ ، وَشَفَاعَتِىْ لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا وَّ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْبَهُ وَقَلْبُهُ لِسَانَهُ - (ترغيب و ترهيب ابن حبان ، مسند احمد)

২৮৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, 'হে আল্লাহর রাসূল, উম্মতের শাফায়াতের ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ ব্যাপারে তুমিই সর্ব প্রথম আমাকে জিজ্ঞেস করবে। কারণ আমি জানি, তোমার মধ্যে জানার লোভ খুব বেশী। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আমার উম্মতকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা

www.bjilibrary.com

আমার মধ্যে সব থেকে বেশী। মানুষ উঁচু মর্যাদা লাভ করুক, এটা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই, বরং আমার চিন্তা তারা জান্নাত লাভ করুক। যে সব লোক ইখলাসের সঙ্গে এই সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল, আর সাক্ষ্য এমন ভাবে দেয় যে, তার অন্তর তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য সুপারিশ করবো।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হাব্বান ও মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, পরিপূর্ণ একীন ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হবে বাস্তব কাজের মাধ্যমে। এমন দৃঢ় ঈমানদারদের জন্যই রাসূলে মকবুল তার নাজাতের জন্য কাল হাশরের মাঠে সুপারিশ করবেন।

٢٨٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَفَاعَتِيْ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ - (ترغيب و ترهيب ابوداؤد ، طبراني ، بيهقي)

২৮৪. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা (বড় বড়) গুনাহ করেছে আমি তাদের জন্যেও সুপারিশ করবো।' (তারগীব ও তারহীব, আবু দাউদ, বাযযার, তাবরানী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, এক ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাসের সঙ্গে ঈমান এনেছে ও কালেমা পড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জীবনভর বড় বড় গুনাহ করে তওবা না করেই লোকটি মারা যায়। এমতাবস্থায় এটা স্পষ্ট যে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না এবং তাকে জাহান্নামের আগুনেই নিক্ষেপ করা হবে। জীবনভর গুনাহ করার ফলে যদি লোকটির ঈমানও নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সুপরিশ করার অনুমতি হবে না এবং তিনিও সুপারিশ করবেন না। আর তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবার প্রশ্নই উঠে না।

তবে হ্যাঁ, যদি লোকটি জীবনভর গুনাহ করে থাকে এবং তার ফলে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয় আর মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর এটা জানা থাকে যে, তার অন্তরে তখনো অবশিষ্ট ছিল, একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি, যদিও তা অতি সামান্য, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তখন তিনি সুপারিশ করবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হবে। কারণ আল্লাহর কাছে ঈমানের মূল্য অনেক বেশী। কোন্ জাহান্নামীর মধ্যে ঈমান আছে ও কার ঈমান গুনাহ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গেছে তা মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই খুব শীঘ্রই সজ্ঞান অবস্থায় তওবা করা ও আপন প্রভুর দিকে ফিরে আসা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

www.bjilibrary.com

এই হাদীস এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস, যাতে শাফায়াতের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, সবগুলোই খুব বেশী ভয় প্রদর্শনকারী হাদীস। কিন্তু আফসোস! এসব হাদীসকে আমল না করার মানসিকতাই বেশী লোকের মধ্যে বর্তমান। অনেকে এ হাদীসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে নিজের আমলকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। এসব লোকের চোখ যেদিন আখেরাতের প্রকৃত চিত্র দেখতে পাবে সেদিন তারা কাঁদবে এবং কাঁদতেই থাকবে।

◆ দুই মুসলমানের পক্ষে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা নাজায়েয

٢٨٥- قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ أَنْ يَّصْطَرِ مَافَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَإِن اصْطَرَ مَا فَوْقَ ثَلاَثٍ لَمْ يَجْتَمِعَا فِى الْجَنَّةِ أَبَدًا ، وَ أَيُّهُمَا بَدَأَ صَاحِبَه كُفِرَتْ ذُنُوْبُه ، وَإِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقْبَلَ سَلاَمَه رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ ، وَ رَدَّ عَلَى ذٰلِكَ الشَّيْطَانُ - (ترغيب ، ترهيب)

২৮৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুজন মুসলমানের পক্ষে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখা ঠিক নয়। যদি তার থেকে বেশী দিন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় তাহলে তারা কখনও জান্নাতে একত্রিত হবে না। আর তাদের মধ্যে যে প্রথমে সালাম করে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যদি সে মীমাংসার জন্যে হাত বাড়াতে চায় ও অন্যজন তার সালাম গ্রহণ না করে এবং সম্পর্ক স্থাপন না করে তাহলে ফেরেশতারা সালামকারীর সালামের জবাব দেবেন, আর সালামের জবাব যে দেয়নি, শয়তান তার সঙ্গী হবে।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন দ্বীনী কারণ না থাকে তাহলে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয নয়। যদি কোন দ্বীনী কারণ থাকে তাহলে তার থেকে বেশী দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস আপন স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন। কারণ তাঁর সামনে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য ছিল। সে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন এখানে নেই।

◆ অসিয়ত করার গুরুত্ব

٢٨٦- قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً ، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِى

www.bjilibrary.com

وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً ، فَيَعْدِلُ فِيْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ - (ترغيب و ترهيب)

২৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি সত্তর বছর ধরে নেক কাজ করতে থাকে। কিন্তু মরার সময় ধন-সম্পদের বিষয়ে ভুল অসীয়ত করে মন্দ কাজের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়।

এভাবে অন্য এক ব্যক্তি সত্তর বছর ধরে মন্দ কাজ করতে থাকে। কিন্তু মরার সময় সে তার অসীয়তে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে এবং এভাবে নেক কাজের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। ফলে সে জান্নাতে চলে যায়।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ সত্তর বছর ধরে মন্দ কাজ করেছে এমন ব্যক্তি তওবা করে নেক জীবন যাপন করা শুরু করে দেয় এবং এমন নেককার হয়ে যায় যে, নিজের ধন-সম্পদের বিষয়ে অন্যায় অসীয়ত করে না। এরকম ব্যক্তি জান্নাতে চলে যায়। এর অর্থ এমনটি করা ঠিক নয় যে, সে জীবনভর বড় বড় গুনাহ করতে থাকে এমনকি মরার সময় পর্যন্তও তওবা করে না, কেবল এটুকু ন্যায়মূলক অসীয়ত করার জন্যেই সে জান্নাত পেয়ে যাবে।

◆ বিদ্রুপকারীর শাস্তি

٢٨٧- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِيْ الاخِرَةِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ ، فَيَجِيْءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ ، فَإِذَا جَاءَهُ اُغْلِقَ دُوْنَهُ ، فَمَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ : هَلُمَّ ، فَمَا يَأْتِيْهِ مِنَ الإِيَاسِ - (ترغيب و ترهيب ، بيهقى)

২৮৭. হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু (হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতী) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে সব লোক দুনিয়াতে অন্যের প্রতি বিদ্রুপ করতো আখেরাতে তাদের সামনে জান্নাতের এক দরজা খুলে তাদের বলা হবে, 'এসো (এর মধ্যে প্রবেশ করো)।' তারা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী নিয়ে দরজার দিকে যাবে। যখন তারা দরজার কাছে পৌঁছবে তখন তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।

www.bjilibrary.com

তারপর তাদের সামনে অন্য এক দরজা খুলে দেয়া হবে এবং বলা হবে, 'এসো, এসো। তারা পেরেশানী নিয়ে সেদিকে যাবে। যখন তারা দরজার কাছে পৌঁছবে তখন সে দরজাও বন্ধ করে দেয়া হবে। বার বার এ রকম হতে থাকবে। এমনকি শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, তাদের সামনে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হবে, তাদের ডাকা হবে, কিন্তু তারা হতাশার কারণে সেদিকে আর যাবে না।" (তারগীব ও তারহীব, বায়হাকী)

◆ জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির নমুনা

٢٨٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا رَّجُلٌ فِىْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِىْ الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمْ - (ترغيب و ترهيب ، بخارى و مسلم)

২৮৮. হযরত নোমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে সব থেকে কম শাস্তি দান করা হবে, তার দুই পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দুই অঙ্গার রেখের দেয়া হবে। এর ফলে কোন চুলোর উপর ডেকচির পানি যেমন ফুটতে থাকে তেমনি তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে।" (তারগীব ও তারহীব, বোখারী ও মুসলিম)

◆ যেদিন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

٢٨٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ ، فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّا أَضْحَكُ ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُه أَعْلَمُ ، قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّه ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَلَم تُجِرْنِىْ مِنْ الظُّلْمِ ؟ يَقُوْلُ بَلى ، فَيَقُوْلُ إِنِّىْ لاَ أُجِيْزُ الْيَوْمَ عَلى نَفْسِىْ شَاهِدًا إِلاَّ مِنِّىْ ، فَيَقُوْلُ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا وَّ الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيَخْتِمُ عَلى فِيْهِ وَيَقُوْلُ لأَرْكَانِه انْطِقِىْ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِه ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَه وَبَيْنَ الْكَلاَمِ ، فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَّكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ - (مسلم)

www.bjilibrary.com

২৮৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি হাসলেন। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা জানো কেন আমি হাসলাম?'

আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচে ভাল জানেন।' তিনি বললেন, 'আমার এ জন্যে হাসি পেয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক অভিযুক্ত ব্যক্তি আল্লাহকে বলবে, 'হে আমার প্রভু, আমার উপর কোন জুলুম হবে না?'

আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'না, আজ তোমার উপর কোন জুলুম হবে না।' তখন সে বলবে, 'আজ আমি কাউকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার অনুমতি দেবো না। আমার সাক্ষী আমি নিজেই দেবো।'

তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'আজ তুমি নিজেই নিজের হিসেব নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট এবং তোমার আমলনামা তৈয়ারকারী ফেরেশতারাই সাক্ষী দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আদেশ দেয়া হবে, তোমরা তার কাজের সাক্ষ্য দান করো।' তখন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রত্যেক কাজের সাক্ষ্য দান করবে। তারপর তার মুখ খুলে যাবে এবং বলার শক্তি ফিরে আসবে।

তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিরস্কার করতে করতে বলবে, 'তোমাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক, আমি তো দুনিয়ায় তোমাদের রক্ষা করে এসেছি আর তোমরা আজ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে।'

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, আমি দুনিয়াতে তোমাদের মোটা তাজা করার জন্যে হারাম ও হালালের প্রভেদ করিনি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা মনে স্থান দেইনি আর তোমরাই ঠিক সময়ে ব্যথা দিলে, আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ছাড়লে?

◆ গীবত করার পরিনতি

٢٩٠- وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِنَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَظَرَ فِىْ النَّارِ ، فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ الْجِيْفَ قَالَ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ : هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ - (ترغيب و ترهيب)

১৯০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাতে মিরাজে যান সে রাতে জাহান্নাম দেখেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, কিছু লোক পঁচা মৃতদেহ খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "হে জিবরাঈল! এরা কারা?' তিনি (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) বলেন, 'এ সব লোক হলো তারা, যারা মানুষের অনুপস্থিতিতে তাদের গোস্ত খেত (অর্থাৎ তাদের গীবত করতো)।" (তারগীব ও তারহীব, আহমদ)

◆ অহংকারী কারা এবং তাদের পরিণাম কি হবে

٢٩١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ لنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسًا فِيْ صُوَرِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ ، فَيُقَالُ ، مَا هٰؤُلَاءِ فِيْ صُوَرِ الذَّرِّ ؟ فَيُقَالُ ، هٰؤُلَاءِ الْمُتَكَبِّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا - (ترغيب و ترهيب)

২৯১. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা কিছু লোককে ছোট পিপিলিকার আকারে তুলবেন। আর সব লোক তাদের পদ-পিষ্ট করতে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হবে, 'পিপিলিকার আকারে এসব লোক কারা?' আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে বলা হবে, 'দুনিয়াতে যারা অহংকার করতো এসব লোক তারা।'

ব্যাখ্যা ঃ কোরআন এবং হাদীসে অহংকারের যে হাকীকত বর্ণিত হয়েছে তা হলো, যে মানুষ আল্লাহকে নিজের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু বলে জানে এবং মুখে তাকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু বলে স্বীকারও করে কিন্তু বাস্তবে তাঁর হুকুমকে মানে না, তারাই অহংকারী। আল্লাহকে শ্রেষ্ঠ বলে যে নিজের বড়াই প্রকাশ করে সে অন্য মানুষকে অবশ্যই নীচ মনে করবে। ইবলীসও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে, তাঁকে অনুগ্রহকারী ও নিয়ামতদাতা বলে মানে এবং বারংবার মুখে 'রব'ও বলে থাকে। কিন্তু যখন তাকে সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছিল তখন সে তা অমান্য করে। এটাকেই আল্লাহতায়ালা অহংকার বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসেও এ কথাই বলা হয়েছে। অহংকারকারীরা আল্লাহকে নিজের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলে স্বীকার করে এবং জানে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা নামাযকে ফরয করে দিয়েছেন, রোযা ফরয করে দিয়েছেন, যাকাত ফরয করে দিয়েছেন এবং হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। কিন্তু তারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না এবং হজ্জ্বও আদায় করে না। অতএব এরাই সব থেকে বড় অহংকারী।

◆ মহানবীর মিরাজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা

٢٩٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتِيَ بِفَرَسٍ يَّجْعَلُ كُلَّ خَطْوٍ مِّنْهُ أَقْصَى بَصَرِهِ ، فَسَارَ وَسَارَ مَعَه جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَتَى عَلَى قَوْمٍ يَّزْرَعُوْنَ فِيْ يَوْمٍ وَيَحْصُدُوْنَ فِيْ يَوْمٍ كُلَّمَا حَصَدُوْا عَادَ كَمَا كَانَ ، فَقَالَ ، يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ ؟ قَالَ ، هٰؤُلَاءِ الْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِ مِائَةِضِعْفٍ وَّمَا اَنْفَقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه ، ثُمَّ اَتَى عَلَى قَوْمٍ

www.bjilibrary.com

تُرْضَخُ رُءُوْسُهُمْ بِالصَّخْرِ كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ ، وَلاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذٰلِكَ شَئٌ ، قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ ؟ قَالَ : هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ تَثَاقَلَتْ رُءُوْسُهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ عَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ ، وَّ عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ يَّسْرَحُوْنَ كَمَا تَسْرَحُ الأَنْعَامُ إِلَى الضَّرِيْعِ وَ الزَّقُّوْمِ وَ رَضْفِ جَهَنَّمَ ، قَالَ مَا هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لاَ يُؤَدُّوْنَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ ، وَمَا اللّٰهُ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ ، ثُمَّ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةً عَظِيْمَةً لاَّ يَسْتَطِيْعُ حَمْلَهَا وَ هُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَّزِيْدَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَاجِبْرِيْلُ مَا هٰذَا ؟ قَالَ ، هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِكَ عَلَيْهِ أَمَانَةُ النَّاسِ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَدَاءَهَا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَزِيْدَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ وَالْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ حَدِيْدٍ ، كُلَّمَا قُرِضَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ ، لاَ يُفَرَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذٰلِكَ شَئٌ ، قَالَ : يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰؤُلاَءِ ؟ قَالَ : خُطَبَاءُ الْفِتْنَةِ ، ثُمَّ أَتَى عَلَى حُجْرٍ صَغِيْرٍ يَّخْرُجُ مِنْهُ ثَوْرٌ عَظِيْمٌ فَيُرِيْدُ الثَّوْرُ أَنْ يَّدْخُلَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ ، قَالَ : مَا هٰذَا يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيْمَةِ فَيَنْدَمُ عَلَيْهِ فَيُرِيْدُ أَنْ يَّرُدَّهَا فَلاَ يَسْتَطِيْعُ ـ (ترغيب و ترهيب)

২৯২. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "মিরাজের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন এক ঘোড়া নিয়ে আসা হয় যার গতি এত তীব্র ছিল যে, তার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির বাইরে চলে যেতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঘোড়ায় চড়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন এবং আকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। যাওয়ার পথে তিনি এমন কিছু লোককে দেখেন যারা প্রত্যেক দিন বীজ বপন করছিল ও সেই দিন তা কেটে নিচ্ছিল। আর কেটে নেবার পর পুনরায় তাদের চাষ আগের মত তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, এসব লোক কারা?' তিনি (জিবরাঈল

www.bjilibrary.com

আলাইহিস সালাম) জবাব দেন, 'এরা হলো আল্লাহর পথে জিহাদকারী। এরা প্রত্যেক নেকীর বদলে সাত শত গুণ পুরস্কার পেয়ে থাকে। এরা দুনিয়াতে যা কিছু খরচ করেছিল তার প্রতিদান পাচ্ছে।'

তারপর তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন যাদের মাথা পাথর দিয়ে থেঁতলে ফেলা হচ্ছিল এবং থেঁতলে দেবার পর তাদের মাথা আবার পূর্বের ন্যায় হচ্ছিল। লাগাতার তাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা হচ্ছিল।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, এরা কারা?' তিনি (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) জবাব দেন, 'এসব লোক হলো তারা, যারা দুনিয়াতে নামাযের বিষয়ে অলসতা দেখাতো।' তারপর তিনি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যারা কেবল ছেঁড়া নেকড়া পরেছিল এবং যেভাবে জানোয়ার খেয়ে থাকে সেভাবে গাছ-গাছড়া ও কাঁটাঝাড় ও জাহান্নামের গরম পাথর খাচ্ছিল। (শরীরে বস্ত্রের নাম নেই, কেবল ছেঁড়া নেকড়া জড়ানো। খাওয়ার নাম নেই, সে জন্য ক্ষুধায় কাতর হয়ে তারা যা খাচ্ছিল তা কোন খাবার জিনিস নয়)।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, 'এসব লোক কারা?' তিনি (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) জবাব দেন, 'এসব লোক হলো তারা, যারা নিজের সম্পদের যাকাত দিত না। আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেন নি, আল্লাহ তো বান্দার উপর আদৌ জুলুম করেন না।'

তারপর তিনি এমন এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করেন, যে খুব বড় বোঝা একত্রিত করছিল। সে বোঝাটি তুলতে পারছিল না, তারপরও ক্রমাগত বোঝা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'এ ব্যক্তি কে?' তিনি (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) জবাব দেন, 'এ হলো আপনার উম্মতদের সেই ব্যক্তি, যে বহুলোকের আমানত নিয়ে রেখেছিল কিন্তু তা আদায় করতে পারতো না কিন্তু সে আরও অধিক আমানত কাঁধে নেয়ার জন্য ব্যস্ত থাকতো।'

তারপর তিনি এমন কিছু লোকের নিকট উপস্থিত হন যাদের ঠোঁট ও জিভ কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল এবং কাটার পর তা আবার পূর্বের ন্যায় হয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে এ রকম আচরণ বার বার করা হচ্ছিল।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, 'এসব লোক কারা?' তিনি বললেন, 'এরা হলো সেই সব বক্তা, যারা ফেতনা ও গুমরাহী ছড়াতো।' তারপর তিনি এক ছোট গর্তের নিকট উপস্থিত হন। সেই ছোট গর্ত থেকে এক বলদ বের হয় ও পুনরায় তার মধ্যে প্রবেশ করতে চা, কিন্তু প্রবেশ করতে পারে না।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, 'এটা কি?' তিনি (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) বললেন, 'এ ব্যক্তি নিজের মুখ দিয়ে এমন সব জঘন্য জঘন্য কথা বলতো যে, তারপর নিজেরই সে জন্য আফসোস হতো এবং সে তা শুধরে নিতে চাইতো। কিন্তু মুখ দিয়ে একবার কোন কথা বেরিয়ে গেলে তা কেমনভাবে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব?" (তারগীব ও তারহীব)

www.bjilibrary.com

◆ আমানতে খেয়ানত, অপবিত্রতা, অশ্লীল কথা ও চোগলখুরীর শাস্তি

٢٩٣- عَنْ شَفِيِّ بْنِ مَاتِعِ نِ الأصْبَاحِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعَةٌ يُؤْذُوْنَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَابِهِمْ مِنَ الأذى يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيْمِ وَالْجَحِيْمِ يَدْعُوْنَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ، يَقُوْلُ أَهْلَ النَّارِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مَا بَالُ هٰؤُلاَءِ قَدْ أذونَا عَلى مَا بِنَا مِنَ الأذى ؟ قَالَ فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِنْ جَمْرٍ، وَ رَجُلٌ يَجُرُّ أمْعَاءَه، وَ رَجُلٌ يَسِيْلُ فُوْهُ قَيْحًا وَدَمًا، وَرَجُلٌ يَأكُلُ لَحْمَاه ، قَالَ فَيُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوْتِ مَابَالُ الأبْعَدِ قَدْ أذَانَا عَلى مَا بِنَا مِنَ الاَذى، فَيَقُوْلُ انَّ الاَبْعَدَ مَاتَ وَ فِيْ عُنُقِه أمْوَالُ النَّاسِ مَا يَجِدُ لَهَا قَضَاءً أوْ وَ فَاءً، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِيْ يَجُرُّ أمْعَاءَه مَا بَالُ الأبْعَدِقَدْ اذَا نَا عَلى مَابِنَا مِنَ الاذى، فَيَقُوْلُ إنَّ الأبْعَدَ كَانَ لاَ يُبَالِيْ أيْنَ أصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لاَ يَغْسِلُه، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِيْ يَسِيْلَ فُوْهُ قَيْحًا وَّ دَمًا، مَّا بَالُ الأبْعَدِ قَدْ أذَانَا عَلى مَا بِنَا مِنَ الأذى ؟ فَيَقُوْلُ إنَّ الأبْعَدَ كَانَ يَقِفُ عَلى كَلِمَةٍ فَيَسْتَلِذُّهَا كَمَا يَسْتَلَذّ الرَّفَثُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَأكُلُ لَحْمَه مَا بَالُ الأبْعَدِ قَدْ اذَانَا عَلى مَا بِنَا مِنَ الأذى ؟ فَيَقُوْلُ إنَّ الأبْعَدَ كَانَ يأكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ بِالْغِيْبَةِ وَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ - (ترغيب و ترهيب)

২৯৩. হযরত শাফী ইবনে মাতি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে চার ব্যক্তি এমন হবে যাদের জন্যে জাহান্নাম বাসীরাও অসুবিধার মধ্যে পড়বে। তারা ফুটন্ত গরম পানি ও লেলিহান আগুনের মাঝে দৌড়াতে থাকবে ও 'হায়! হায়!' করে চিৎকার করতে থাকবে। জাহান্নামবাসীরা একে অন্যকে বলবে, 'আমরা তো এমনিতেই কষ্টের মধ্যে

www.bjilibrary.com

পড়েছিলাম, এসব দুর্ভাগারা এসে আমাদের আরও অধিক বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ চার ব্যক্তির মধ্যে একজনকে আগুনের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হবে, অন্য ব্যক্তির নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে পড়বে ও সে সেই বেরিয়ে পড়া নাড়ি-ভুড়ি নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকবে, তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়ে রক্ত ও পুঁজ বের হতে থাকবে এবং চতুর্থ ব্যক্তি নিজের গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকবে।'

সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ জাহান্নামীকে দেখে অন্যান্যরা বলবে, 'এ দুর্ভাগা ব্যক্তি যার পেরেশানীর কারণে আমরাও কষ্টের মধ্যে পড়েছি, দুনিয়াতে কি করেছিল, কোন অপরাধের কারণে তাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে?' আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'এ এমন অবস্থায় মরেছে যে তার কাছে অনেকের অর্থ ছিল, তার ক্ষমতা ছিল কিন্তু সে অন্যের আমানত ফিরিয়ে দেয়নি ও ঋণ পরিশোধ করেনি।'

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিষয়ে যখন জাহান্নামবাসীরা জানতে চাইবে তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'এ ব্যক্তি নিজের প্রস্রাবের ছিঁটে থেকে বাঁচার জন্য যত্ন করতো না।' (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার বিষয়ে উদাসীন ছিল)। এভাবে যখন তারা তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'যেমনভাবে ব্যভিচারীরা অশ্লীল কথা থেকে আনন্দ পায় তেমনভাবে এ ব্যক্তি মন্দ কথার প্রতি আকৃষ্ট হতো।'

আর পরিশেষে জাহান্নামবাসীরা যে নিজের গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল সে ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'এ ব্যক্তি মানুষকে অন্যের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তার পিছনে তার দোষ বর্ণনা করতো এবং যাতে মানুষের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও তারা পরস্পর লড়াই করে, ঝগড়া-ঝাটি করে তার জন্যে এদিক ওদিক চোগলখুরী করে বেড়াতো।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ জনসেবা করার ফজিলত

٢٩٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِىْ حَوَائِجِهِمْ ، اُوْلٰئِكَ الامِنُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ কিছু লোককে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আপন প্রয়োজন নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে থাকে এবং তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন। এ ধরনের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

www.bjilibrary.com

◆ দীর্ঘ জীবন আখেরাতে মর্যাদা লাভের কারণ হতে পারে

٢٩٥- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى عُذْرَةَ ثَلَاثَةً أَتَوُ االنَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوْا ، فَقَالَ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْفِيهِمْ ؟ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا ، قَالَ فَكَانُوْا عِنْدَ طَلْحَةَ ، فَبَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْثًا ، فَخَرَجَ فِيْهِ أَحَدَهُمْ فَأَسْتُشْهِدَ ثُمَّ بَعْث فَخَرَج فِيْهِ اخَرُ فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِه ، قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِيْنَ كَانُوْا عِنْدِىْ فِىْ الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِه أَمَا مَهُمْ ، وَرَأَيْتُ الَّذِىْ اسْتُشْهِدَ أَخِيْرًا يَّلِيْهِ ، وَ رَأَيْتُ أَوَّلَهُمْ أَخِرَهُمْ ، قَالَ ، فَدَاخَلَنِىْ مِنْ ذٰلِكَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَه ، فَقَالَ وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مُّؤْمِنٍ يُّعَمَّرُ فِىْ الاِسْلَامِ لِتَسْبِيْحِه وَتَكْبِيْرِه وَتَهْلِيْلِه - (ترغيب و ترهيب)

২৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "বনী উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে এ তিন জনের আতিথ্য করবে?' তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি এদের দেখাশোনার ভার নেবো।'

সুতরাং তারা তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়। পরে কোন এক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে জিহাদে পাঠান। তাদের মধ্য থেকে একজন মুজাহিদদের সঙ্গে যান এবং শাহাদাত লাভ করেন। তারপর দ্বিতীয় আরেকটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠান হয়। সেই তিনজনের আরো একজন এদের সঙ্গে যান এবং তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। তৃতীয় ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নিজের বিছানায়।

তালহা রাদিয়াল্লাহু বলেন, "আমি সেই তিনজন ব্যক্তিকে স্বপ্নে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পাই। যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে আপন বিছানায় মরেছেন তিনি তাদের সকলের আগে ছিলেন। তারপরে দ্বিতীয় শহীদ এবং যিনি প্রথমে শহীদ হয়েছিলেন তিনি সকলের পিছনে।

www.bjilibrary.com

তালহা রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'এতে আমার মনে খটকা লাগে এবং আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে এ স্বপ্নের কথা বলি।' তিনি বলেন, 'এতে তুমি অবাক হচ্ছো কেন? এটা খুব পরিষ্কার কথা যে, যে মোমিন দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে সে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল-এর দ্বারা উঁচু স্থানই পাবে।' (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা ঃ তৃতীয় ব্যক্তি জিহাদের আকাঙ্খা রাখতেন কিন্তু মৃত্যু তাকে সে সুযোগ দেয়নি। এ ধরনের লোককে কিয়ামতের দিন শহীদদের মধ্যে গণ্য করা হবে। তিনি নিজের অন্য দুই সঙ্গী অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন এবং এই আয়ুর অধিকাংশ সময় আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাটান। সুতরাং আখেরাতে তাঁর দুই সঙ্গী অপেক্ষা তাঁর উঁচু স্থানই পাওয়া উচিত, এটাই এ হাদীসে বলা হয়েছে।

◆ অভাবী ও গরীবরা আগে বেহেশতে যাবে

٢٩٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا ؟ فَيَقُوْمُوْنَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا عَمِلْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا ، وَ وَلَّيْتَ الأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، صَدَقْتُمْ ، قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ وَ تَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ ، قَالُوْا فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ تُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نُوْرٍ ، وَيُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ سَاعَةٍ مِّنْ نَّهَارٍ -

(ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

২৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'তোমরা কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'এ উম্মতের অভাবী ও মিসকীনরা কোথায়?' এ কথা শুনে গরীব ও মিসকীনরা আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা দুনিয়াতে কি কাজ করেছো?' তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে আর্থিক অসচ্ছলতার পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিলেন; আমরা সবর করেছিলাম। আর অন্যদের আপনি ধন-দৌলত ও ক্ষমতা দান করেছিলেন

www.bjilibrary.com

(আমরা তা থেকে বঞ্চিত হলেও আপনার দ্বীনের উপর আমরা দৃঢ়ভাবে অবিচল ছিলাম।)' আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলেছো।' এসব লোক অন্যান্য লোক অপেক্ষা আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা ক্ষমতা ও ধন-দৌলত লাভ করেছিল হিসাব দেয়ার জন্য তারা আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের হিসাব দীর্ঘ হবে ও শক্ত হবে (কারণ তারা ক্ষমতা ও ধন-দৌলত পেয়ে কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করেনি)।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'ঐ দিন মোমিনদের অবস্থা কি হবে?' তিনি বললেন, 'তারা আলোর সামনে বসে থাকবে। তাদের উপর মেঘের ঘন ছায়া হবে এবং হিসাবের দিন (যা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে) মোমিনদের জন্যে খুব ছোট হবে। তাদের মনে হবে, হিসাবের দিনটি দিনের মাত্র এক প্রহরের সমান।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ রাহে আমলের ৩৪ নং হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, সে দিন মোমিনের জন্যে যতটুকু সময় ফরয নামায পড়তে লাগে তত ছোট হয়ে যাবে এবং আর কিয়ামতের দিন তার জন্যে আরামের দিন হয়ে যাবে।

◆ জান্নাতের বালাখানায় থাকবে মিষ্টভাষী, দয়াবান ও তাহাজ্জুতগোজার

٢٩٧- وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ غُرَافًا يُرِى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، فَقَالَ أَبُوْمَلِكِ نِ الأَشْعَرِىُّ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ بَاتَ قَائِمًا وَ النَّاسُ نِيَامٌ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

২৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যায়।'

আবু মালিক আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু জিজ্ঞেস করেন, 'হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এসব বালাখানা কাদের ভাগ্যে পড়বে?' জবাবে হুজুর বললেন, 'যারা সুন্দর কথা বলে এবং গরীবকে খানা খাওয়ায় তাদের ভাগ্যে। আর যারা মানুষ যখন ঘুমুতে থাকে তখন ঘুম ছেড়ে উঠে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়ায় তাদের ভাগ্যে।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

www.bjilibrary.com

٢٩٨- وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا أَوَّلُ مَا يَقُوْلُوْنَ لَه ؟ قُلْنَا ، نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا ، فَيَقُوْلُ لِمَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ ، رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ ، فَيَقُوْلُ ، قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِيْ - (ترغيب و ترهيب ، احمد)

২৯৮. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যদি চাও তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা মোমিনদের সর্ব প্রথম কি জিজ্ঞেস করবেন ও তারা কি জবাব দেবে তা আমি বলতে পারি।' আমরা বলি, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, বলুন।' তিনি বললেন, 'মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মোমিনদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা পোষণ করতে?'

মোমিনগণ বলবেন, 'হ্যাঁ, হে আমাদের প্রভু, আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লালায়িত ছিলাম।' আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'কেন?' তারা বলবে, 'আমাদের আশা ছিল, আপনি আমাদের ভুল-ত্রুটি ও গুনাখাতা ক্ষমা করে দেবেন।'

তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের গুনাখাতা ক্ষমা করে দেয়াকে আমি আমার উপর জরুরী করে নিয়েছি।' (সুতরাং তিনি তাদের সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)।" (তারগীব ও তারহীব, আহমদ)

◆ আগে বেহেশতে যাবে কে?

٢٩٩- وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّه قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالُوْا ، اللّٰهُ وَ رَسُوْلُه أَعْلَمُ ، قَالَ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ ، وَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ

www.bjilibrary.com

صَدْرِه لاَ يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ مَلاَئِكَتِه ، ائتُوْهُمْ فَحَيُّوْهُمْ فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ ، رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَ خِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هؤُلاَءِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُمْ ، انَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَّعْبُدُوْنِىْ وَ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ، وَّ تُسَدُّبِهِمُ الثُّغُوْرُ ، وَتُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُه فِىْ صَدْرِه لاَيَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً ، قَالَ فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ ، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ـ (ترغيب و ترهيب)

২৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি জানো, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে?' সবাই বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তা সব থেকে ভাল জানেন।'

তিনি বললেন, 'সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে গরীব মুহাজিররা, যারা ইসলামের সীমান্ত রক্ষা ও বিপদের মোকাবেলায় সবার আগে ছিল। তারা মনের সাধ অপূর্ণ রেখে মরে গেছে, নিজের মনের সাধটুকুও তারা পূরণ করতে পারেনি।'

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিছু ফেরেশতাকে বলবেন, 'তোমরা ওদের কাছে যাও এবং তাদেরকে মোবারাকবাদ দাও।' ফেরেশতাগণ বলবেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আকাশবাসী ও আপনার উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। সত্যি কি আপনি আমাদেরকে ওদের কাছে গিয়ে সালাম করতে আঁদেশ দিচ্ছেন?'

আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'এরা হলো আমার সেই সব বান্দা, যারা কেবল আমারই ইবাদত করতো, আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করতো না, ইসলামের সীমান্ত রক্ষা করতো এবং সব রকমের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সকলের আগে উপস্থিত থাকতো। ওরা এমন অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়ায় নিজেদের এ ত্যাগ ও কুরবানীর পুরস্কার ওরা পেতে পারেনি।'

তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ফেরেশতাগণ এ কথা শুনে জান্নাতের প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে যাবেন এবং বলবেন, 'দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত হোক। এ হলো আখেরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার, যা তোমরা পেলে।" (তারগীব ও তারহীব, আহমদ ও বোখারী)

www.bjilibrary.com

◆ জান্নাতীদের অবস্থা কেমন হবে

٣٠٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِيْ مُنَادٍ ، إِنَّ لَكُمْ إِنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوْا أَبَدًا ، وَأَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا أَبَدًا ، وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَنُوْدُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) (ترغيب و ترهيب ، مسلم ، ترمذى)

৩০০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, "তিনি বলেছেন, 'যখন জান্নাতী লোক জান্নাতে পৌঁছে যাবে এক ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন, 'হে জান্নাতবাসীগণ! এখন আর তোমরা কখনো অসুস্থ হয়ে পড়বে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবে। কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না, সর্বদা জীবিত থাকবে। কখনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না, সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে। কখনো অসচ্ছল ও অভাবে পড়বে না, সর্বদা সচ্ছল অবস্থায় থাকবে।'

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আপন কিতাবে বলেছেন, 'আর জান্নাতবাসীকে বলা হবে, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দান করা হয়েছিল, তা হলো এই, তোমাদের আমলের ফলে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করে দেয়া হয়েছে।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম ও তিরমিযী)

◆ জান্নাতের জীবন কেমন হবে

٣٠١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُنَعَّمُ وَلاَ يَبْأَسُ ، لاَ يَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَيَفْنَى شَبَابُهُ ، فِيْ الْجَنَّةِ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ - (ترغيب و ترهيب ، مسلم)

৩০১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন, 'যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা সচ্ছল অবস্থায় থাকবে। অভাব ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোষাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতে এমন সব নিয়ামত আছে যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের ধারণায়ও তা কখনো আসেনি।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম)

◆ কিয়ামতের দিন যাদের মুখ সূর্যের মত আলোকোজ্জ্বল হবে

٣٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنْ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَأْتِيْ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَنُوْرِ الشَّمْسِ ، قَالَ أَبُوْبَكْرٍ ، نَحْنُ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيْرٌ ، وَلٰكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ يَحْشُرُوْنَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ - (ترغيب و ترهيب ، احمد ، طبرانى)

৩০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম, এমন সময়ে সূর্য উদয় হয়। তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে যাদের মুখ সূর্যের মত আলোকোজ্জ্বল হবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা কি সেই সব লোক হবো?'

তিনি বললেন, 'না। তোমরাও অনেক কিছু পাবে, কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি তারা হবে এমন লোক যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে চলে এসেছিল এবং তারা ছিল গরীব।" (তারগীব ও তারহীব, আহমদ ও তাবরানী)

◆ আল্লাহ কাদের ভালবাসেন

٣٠٣- وَعَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ الشَّمْطِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنْ عَبَسَ هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِيْ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْهِ نِسْيَانٌ وَّ لاَ كَذِبٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ مِنْ أَجْلِيْ ، وَقَدْ

www.bjilibrary.com

حَقَّتْ مَحَبَّتِى لِلَّذِيْنَ يَتَزَاوَرُوْنَ مِنْ أَجْلِىْ ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِى لِلَّذِيْنَ يَتَبَاذَلُوْنَ مِنْ أَجْلِىْ ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ أَجْلِىْ - (ترغيب و ترهيب ، مسند احمد)

৩০৩. হযরত শুরাহবীল ইবনে শাম্‌ত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি আমর ইবনে আবাসাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি আমাকে এমন হাদীস শুনাবেন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন এবং যা সত্য ও নির্ভুল?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি সেসব ব্যক্তিকে ভালবাসি যারা আমার জন্যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছিল। কেবল আমারই জন্য যারা একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। কেবল আমারই জন্য একে অন্যের জন্য খরচ করতো, এবং কেবল আমারই জন্য পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।" (তারগীব ও তারহীব, মুসনাদ আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, এরা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কেবল আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনের বুনিয়াদের উপর গড়েছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এ হাদীসের উত্তম ব্যাখ্যার জন্যে 'রাহে আমলের' ২১৮ নং হাদীস অবশ্যই পড়ুন।

◆ আল্লাহ যাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন

٣٠٤- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَ مَا لَنَا لاَ نَرْضى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُوْلُ أَلاَ أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ ، وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ : أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا - (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، مسلم ، ترمذى)

www.bjilibrary.com

৩০৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, 'হে জান্নাতবাসীগণ!' তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা হাজির আছি। সব রকম মঙ্গল ও কল্যাণ আপনার হাতে, কি আদেশ বলুন?'

আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কি তোমাদের আমলের পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছো?' তারা জবাব দেবে, 'হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তখন আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন?'

তখন আল্লাহতায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'আমি কি এর থেকে তোমাদের অধিক উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করবো না?' তারা বলবে, 'এর থেকে অধিক উত্তম আর কি হতে পারে?' তখন আল্লাহ বলবেন, 'আমি চিরকাল তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো, তোমাদের উপর আর অসন্তুষ্ট হবো না।' (তারগীব ও তারহীব, বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতবাসীরা এ ঘোষণা শুনে এতো খুশী হয়ে যাবে যে, তারা জান্নাতের নিয়ামতের কথা ভুলে যাবে। কেননা এ সুসংবাদ হবে তাদের কাছে সব থেকে বড় নিয়ামত।

www.bjilibrary.com

রাসূলের তিনটি প্রিয় জিনিস

◆ **নামাযে প্রশান্তি**

٣٠٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِيْ الصَّلٰوةِ ـ (نسائی)

৩০৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার খুবই প্রিয়, নিজের স্ত্রী, সুগন্ধি ও নামায। নামায আমার চোখের শীতলতা দানকারী।" (নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, দুনিয়ার আকর্ষণীয় জিনিসের মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধ এ দুটি জিনিস আমার প্রিয়। কিন্তু নামায এ দু'জিনিস থেকে আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। নামায হলো আমার আত্মার জীবিকা ও হৃদয়ের আনন্দ। কারণ আল্লাহর স্মরণ ও একান্তভাবে তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন ও তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করার নাম হলো নামায। এ একই সত্য অন্য এক হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'বেলাল, আমার শান্তির (নামাযের) ব্যবস্থা করো।"

◆ **রাসূলুল্লাহর নামায**

٣٠٦-عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ ـ (مشكواة)

৩০৬. হযরত মুতার্‌রেফ ইবনে আবদুল্লাহ শিখ্‌খীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখি তিনি নামায পড়ছেন। আর তাঁর বক্ষ থেকে রান্নার হাঁড়ি থেকে নির্গত শব্দের মত শব্দ বের হচ্ছে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ)

◆ **নামাযে কিরআত পড়ার তারতিল**

٣٠٧- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ ، يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

www.bjilibrary.com

الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، ثُمَّ يَقِفُ ـ (ترمذى)

৩০৭. হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন মজীদ থেমে থেমে পড়তেন। "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" পড়ে থেমে যেতেন। তারপর الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তেন এবং থেমে যেতেন। অতঃপর এভাবেই (নামায পড়ে শেষ করতেন)।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হলো, উচ্চ শব্দের নামাযে (মাগরিব, এশা এবং ফজরে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াত পড়ে থেমে যেতেন এবং অন্য সূরা পড়ার সময়ও সাধরাণতঃ প্রত্যেক আয়াতের পরে থেমে যেতেন। তিনি কিছু কিছু রমযানী হাফিযদের (যারা রমযান মাসে তারাবীর নামাযে খুব তাড়াতাড়ি কোরআন পড়ে শেষ করেন) মত খুব তাড়াতাড়ি কোরআন পড়তেন না, নামাযের মধ্যেও না এবং নামাযের বাইরেও না।

٣٠٨- عَنْ يَعْلٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُّفَسَّرَةً حَرْفًاحَرْفًا ـ (ترمذى)

৩০৮. হযরত ইয়ালা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করি, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে কোরআন পড়তেন?' তিনি বললেন, 'তাঁর পড়া পরিষ্কার ও স্পষ্ট হতো। প্রত্যেক হরফ আলাদা আলাদা শুনতে পাওয়া যেতো।" (তিরমিযী)

◆ নামায যাতে কাযা না হয় সে জন্য সতর্কতা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত

٣٠٩- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ نِ اضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ ـ (مسلم)

৩০৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে কোথাও রাতে অবস্থান করতেন, তখন যদি রাত অধিক হয়ে যেতো তাহলে ডান পাশে শুয়ে পড়তেন। আর যদি ফজরের কিছু পূর্বে কোথাও অবস্থান করতেন তা হলে হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন।" (মুসলিম)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তিনি শুতেন না, হাত উঁচু করে তার উপর মাথা রাখতেন। তিনি এ জন্যে এ রকম করতেন যে, রাতব্যাপী পরিশ্রান্ত হয়েছেন এবং সকাল হতে বেশী দেরী নেই, যদি কোন পাশে শুয়ে পড়েন তাহলে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাবার আশংকা থাকে। এ জন্যে তিনি এভাবে শুতেন, যাতে আরামদায়ক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কোন ভয় থাকতো না।

◆ তাহাজ্জুদের নামায

٣١٠- قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَه فَقَالَ أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟ (بخارى)

৩১০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে এতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, দুই পা ফুলে যেতো। কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এতো পরিশ্রম করেন কেন?' তিনি বলেন, 'আমি কি তাহলে আল্লাহর শোকরগুজার বান্দাহ হবো না?' (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করেছেন, এবং নবী বানিয়ে আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর এই অনুগ্রহের দবী হলো, আমি তাঁর অধিক থেকে অধিকতর শোকরগোজার হবো। মোমিন যত বেশী নিয়ামত পায়, তার মধ্যে ততো বেশী শোকরের মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর বন্দেগীতে সে ততো অধিকতর নিজেকে নিবিষ্ট করে।"

٣١١- عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِىْ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَ تَدَعْ قِيَامًا اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُه وَ كَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّٰى قَاعِدًا ـ (ابوداؤد ، ترغيب)

৩১১. হযরত আবদ ইবনে আবি কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'রাতে দাঁড়ানো (তাহাজ্জুদ) ছেড়ে দিও না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন বা শরীরে ক্লান্তি এসে যেতো তখন তিনি বসে বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।" (তারগীব, আবু দাউদ)

◆ কোরআনের আলোকে চরিত্র গঠন

٣١٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ خُلُقُ نَبِىٍّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ ـ (مسلم)

www.bjilibrary.com

৩১২. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈতিক চরিত্র ছিল কোরআন।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোরআন মাজীদের মধ্যে যে সব উন্নত নৈতিক শিক্ষা আছে তা সবই তাঁর চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যেতো। তিনি ছিলেন কোরআনে বর্ণিত সর্বোত্তম চরিত্রের বাস্তব নমুনা।

◆ রাসূলে মকবুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট

٣١٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّ لاَ مُتَفَحِّشًا - (بخاری ، مسلم)

৩১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বদমেযাজী ছিলেন না, আর তাঁর মুখ দিয়ে কখনো অশ্লীল বা মন্দ কথা উচ্চারণ করতেন না।" (বোখারী, মুসলিম)

٣١٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَمَا قَالَ لِىْ قَطُّ أُفٍّ وَّ لاَ قَالَ لِشَئٍ فَعَلْتُه لِمَ فَعَلْتَه ، وَلاَ لِشَئٍ لَّمْ أَفْعَلْهُ أَلاَ فَعَلْتَ كَذَا - (بخاری ، مسلم)

৩১৪. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করেছি কিন্তু তিনি কখনো আমার কাজে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। আমি কোন ভুল করে বসলেও তিনি জিজ্ঞেস করতেন না, আমি এমন ভুল কেন করেছি? আর যে কাজ আমার করা উচিৎ ছিল তা যদি আমি না করতাম তবুও তিনি জিজ্ঞেস করতেন না, আমি কেন সে কাজ করিনি।" (বোখারী, মুসলিম)

◆ বন্ধুর জন্য ভালবাসা

٣١٥- أَنَّ رَجُلاً مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ إِسْمُه زَاهِرَ بْنَ حَرَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ كَانَ يُهْدِىْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَيُجَهِّزُه رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ

أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا
بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ ، وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْمًا فَأَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَّ
هُوَ يَبِيْعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ هُوَ لاَ يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ
أَرْسِلْنِىْ مَنْ هٰذَا ؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لاَ يَأْلُوْا مَا أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَرَفَهُ ، وَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ مَنْ يَّشْتَرِىْ الْعَبْدَ ، فَقَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذًا وَّ اللّٰهِ تَجِدُنِىْ كَاسِدًا ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ ـ (مشكواة)

৩১৫. যাহের ইবনে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে এক গ্রামবাসী সাধারণত যখন গ্রাম থেকে আসতেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উপহার স্বরূপ কিছু জিনিস নিয়ে আসতেন। আবার যখন তিনি আপন গ্রামে ফিরে যেতেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহরের কিছু জিনিস উপহার স্বরূপ তাঁকে দান করতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যাহের আমার গ্রাম্য বন্ধু এবং আমি যাহেরের শহুরে বন্ধু।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। একদিন যখন তিনি মদীনায় নিজের গ্রামের জিনিসপত্র বিক্রি করছিলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিক দিয়ে এসে তাঁকে জাপটে ধরেন। যাহের তাঁকে দেখতে পাননি। তিনি হুজুরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থেকেই বললেন, 'তুমি কে? আমাকে ছেড়ে দাও।'

তারপর তিনি যখন পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেলেন, নবীজী তাকে জাপটে ধরেছেন তখন তিনি পূর্ণ বেগে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে তার পিঠ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকে লেগে থাকে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, 'এ গোলামকে কে কিনবে?' (তিনি গোলাম ছিলেন না। তবে তাঁর রং হাবসী গোলামদের মতই কালো ছিল)।

যাহের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে বিক্রি করলে আপনার তেমন লাভ হবে না। আমাকে কেউ বেশী দাম দিয়ে কিনবে না।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে কম দামী হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহর কাছে তোমার দাম অনেক।" (মেশকাত)

◆ নবীজীর ব্যবহার

٣١٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ تَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَه أَعْرَابِيٌّ ، فَجَذَبَه بِرِدَائِه جَذْبَةً شَدِيْدَةً فَنَظَرَتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَثَّرَبِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِه ، ثُمَّ قَالَ ، يَامُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَلَه بِعَطَاءٍ ـ (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، مسلم)

৩১৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড় বিশিষ্ট চাদর গায়ে দিয়েছিলেন। পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বেদুইন নবীজীর চাদর ধরে এমন জোরে টান দেয়, যার ফলে নবীজীর ঘাড়ে দাগ পড়ে যায়। বেদুঈন নবীজীকে বলে,.'হে মোহাম্মদ, আমাকে বায়তুলমাল থেকে কিছু পাইয়ে দাও না।'

(জোরে চাদর টানার ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হননি, বরং) তিনি মুচকি হাসেন এবং তাকে বায়তুলমাল থেকে কিছু দেয়ার আদেশ দান করেন।" (তারগীব ও তারহীব, বোখারী ও মুসলিম)

◆ শিশুদের প্রতি নবীজীর আদর ও ভালবাসা

٣١٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ إِنَّكُمْ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ وَمَا نُقَبِّلُهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ ـ (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، مسلم)

৩১৭. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় তিনি একটি শিশুকে আদর করে চুমু খাচ্ছেন। বেদুঈন বলল, 'আপনারাবাচ্চাদের এমন আদর করেন? আমরা কিছু এমনটি করি না।'

www.bjilibrary.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহতায়ালা যদি তোমার হৃদয় থেকে ভালবাসা ও দয়া কেড়ে নেন তাহলে আমি কি করতে পারি?" (তারগীব, তারহীব, বোখারী মুসলিম)

◆ ছোটদের সঙ্গে তামাশা ও কৌতুক করা

٣١٨- وَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا ، حَتّٰى يَقُوْلَ لأَخٍ لِيْ صَغِيْرٍ يَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ، وَ كَانَ لَه نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِه فَمَاتَ - (متفق عليه)

৩১৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজ সাধারণভাবে আমাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মেলামেশা করতেন (নিজেকে বিশিষ্ট প্রমাণ করার জন্য আলাদা করে রাখতেন না)। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে, যার নাম উমায়ের ছিল, তার সাথে তামাশা করে বলতেন, 'হে উমায়ের, তোমার নুগায়ের কোথায়?' উমায়েরের একটি ছোট নুগায়ের অর্থাৎ পাখি ছিল। উমায়ের সেই পাখিটি নিয়ে খেলা করতো। সেই পাখিটি মারা গেলে নবীজী তাকে এ কথা বলেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

◆ শিশুরা সুগন্ধি ফুলের মতই প্রিয় ও পবিত্র

٣١٩- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَه ، فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَّجْبَنَةٌ ، وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَّيْحَانِ اللّٰهِ - (مشكوة)

৩১৯. একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক শিশুকে আনা হয়। তিনি শিশুটিকে চুম্বন করে বললেন, 'এরা মানুষকে ভীরু আর কৃপণ বানিয়ে দেয়। আবার এরাই হলো আল্লাহর ফুল ও পুরস্কার।" (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো, সন্তানের প্রতি মানুষের ভালবাসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভালবাসা এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে মানুষ সন্তানের জন্য অর্থ জমাতে গিয়ে আল্লাহর পথে খরচ করার ক্ষেত্রে কৃপণ হয়ে পড়ে। আবার এই ভালবাসা এমন হওয়াও উচিত নয়, যাতে সন্তানের টান ও মমতা তাকে দ্বীনের পথে এগিয়ে যেতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

মূল হাদীসে 'রায়হান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো সুগন্ধি ফুল এবং আল্লাহর পুরস্কার। এখানে এই উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। শিশুরা সুগন্ধি ফুলের মতই প্রিয় ও পবিত্র। এবং তারা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর পুরস্কারও বটে।

www.bjilibrary.com

◆ নবীজীর খোশগল্প ও হাসি-তামাশার বৈশিষ্ট

٣٢٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا ، قَالَ إِنِّىْ لاَ أَقُوْلُ إِلاَّحَقًّا - (ترمذى)

৩২০. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সঙ্গে হাসি-তামাশার কথাও বলেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু কোন অসত্য ও প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কিছু বলি না।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত ধর্মীয় নেতাগণ আপন অনুগামীদের সভায় গম্ভীরভাবে বসে থাকেন। তাদের সঙ্গে খোশগল্প বা হাসি-তামাশার কোন কথা বলেন না। এ হাদীস বলে, হাসি-খুশীর কথা বলা পবিত্রতা ও বিজ্ঞতার পরিপন্থী নয়।

◆ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ঘর

٣٢١- قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ لأَهْلِه وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى - (ابن ماجه)

৩২১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম; আর আপন স্ত্রীর জন্যে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম।" (ইবনে মাজাহ)

◆ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন জীবন

٣٢٢-عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِىْ بَيْتِه : قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ أَهْلِه تَعْنِىْ خِدْمَةَ أَهْلِه فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلٰوةِ - (بخارى)

৩২২. হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করি, 'যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে উপস্থিত থাকতেন তখন কি করতেন?' তিনি জবাব দেন, 'তিনি ঘরের লোকদের কাজে সাহায্য করতেন এবং নামাযের সময় হলে মসজিদে চলে যেতেন।" (বোখারী)

www.bjilibrary.com

٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَه وَ يَخِيْطُ ثَوْبَه وَيَعْمَلُ فِيْ بَيْتِه كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِه وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَه وَيَحْلِبُ شَاتَه وَيَخْدِمُ نَفْسَه - (ترمذى)

৩২৩. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতো মেরামত করে নিতেন, নিজের কাপড়ও সেলাই করে নিতেন, আর মানুষ নিজের ঘরে যে সব কাজ করে তিনিও তা করতেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একথাও বলেছেন, 'তিনি একজন সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। নিজের কাপড় থেকে তিনি পোকামাকড় বাছতেন, নিজের ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।" (তিরমিযী)

◆ স্ত্রীদের আনন্দ বিনোদন ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা

٣٢٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِه وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْجَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِيْ الْمَسْجِدِ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا الَّتِيْ أَسَأَمُه ، فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ - (بخارى ، مسلم)

৩২৪. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি আপন চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে দিতেন আর আমি মসজিদে বসে হাবশী লোকদের যুদ্ধের অনুশীলন দেখতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তৃপ্ত না হতাম ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখতেন।

সুতরাং যদি তোমরা কোন কম বয়সের মেয়েকে বিয়ে করো তাহলে তার অনুভূতির খেয়াল রেখো। কারণ কম বয়সের মেয়েদের খেলাধুলা ও চিত্ত বিনোদনের শখ থাকে।" (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাবশী গোলামগণ মসজিদের অঙ্গনে বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের অনুশীলন করতো। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদরের আড়াল থেকে তাদের অস্ত্রখেলা দেখতেন। যতক্ষণ মন চাইতো তিনি প্রাণভরে সেই খেলা দেখতেন। যেহেতু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অল্পবয়স্ক মহিলা ছিলেন এবং এ বয়সের মেয়েদের অনুভূতি কেমন হয় তা হুজুর

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন সে জন্যই তিনি নিজের চাদর দিয়ে আড়াল করে তাকে নিয়ে যেতেন যুদ্ধের অনুশীলন দেখতে। এ দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীকে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি খেয়াল রেখো এবং তাদের প্রাপ্য হক আদায় করো। তাদেরকে আনন্দ ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের ওপর। শরীয়তের বৈধ সীমা এবং সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে তাদের এমন সব আবদার অনুভূতি রক্ষা করা উচিত।

এ হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত, মহিলাদের দেখার ব্যাপারে পুরুষদের প্রতি যে ধরনের বিধি নিষেধ আছে পুরুষদের দেখার ব্যাপারে মহিলাদের উপর ততটা বিধি নিষেধ নেই।

◆ প্রকাশ্যে স্ত্রীদের কাজের প্রশংসা করা

٣٢٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ نِّسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ ، وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ، ثُمَّ يَبْعَثُهَافِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَه كَانَ لَمْ يَكُوْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيْجَةَ ، فَيَقُوْلُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ، وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ - (متفق عليه)

৩২৫. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি আমার যে পরিমাণ ঈর্ষা হতো অন্য কারো প্রতি তেমনটি হতো না। আমি তাকে দেখিনি, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশী তাঁর কথা বলতেন। আর তিনি ছাগল যবেহ করলে তার গোশত প্রায়শঃ খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বন্ধুদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।

আমি অনেক সময় নবী করীমকে বলতাম, ‘মনে হয় দুনিয়াতে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ছাড়া আপনার আর কোন স্ত্রী নেই!’ তিনি বলতেন, ‘নিঃসন্দেহে সে খুবই উত্তম মহিলা ছিল। সে এমন ছিল, সে ওমন ছিল, সে এ কাজ করে গেছে, সে ও কাজ করে গেছে। তার থেকে আমি সন্তান লাভ করেছি।” (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমা স্ত্রী। দাওয়াত ও রিসালাতের প্রারম্ভ থেকেই সব রকম অবস্থায় তিনি হুজুর

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করে গিয়েছেন। দাওয়াতের পথে সব রকমের কষ্টকে তিনি হাসি মুখে সহ্য করছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রিসালাতের শুরুতে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহুর কাছে ২৫ হাজার দিরহাম ছিল, কিন্তু ৮/৯ বছরে সমস্ত সঞ্চয় দাওয়াতের কাজে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন। যেসব মুসলমান ঈমান আনার অপরাধে ঘর থেকে বিতাড়িত হতো, তিনি তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এরকম এক স্ত্রীকে জীবনভর না ভুলে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে!

◆ স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে সুবিচার ও সমতা বিধান

٣٢٦- عَنْ عَـائِـشَـةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنـهُـمَـا قَـالَتْ : كَـانَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقْـسِمُ فَـيَـعْـدِلُ ، وَيَـقُـوْلُ : اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَـسَمِيْ فِـيْمَـا أَمْلِكُ فَـلاَ تَـلُمْـنِيْ فِـيْمَـا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ ، يَـعْنِـى الْقَلْبَ - (تـرغـيـب وتـرهـيـب ، ابـوداؤد ، تـرمـذى ، نـسـائـى ، ابـن مـاجـه)

৩২৬. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কাছে থাকার ব্যাপারে ও অন্যান্য সমস্ত অধিকারের বিষয়ে ন্যায় ও সুবিচার করতেন এবং এ দোয়া করতেন: 'হে আল্লাহ, এই ন্যায়মূলক বিভাজন তো আমি করতে পারি কিন্তু অন্তরের ভালবাসা আমার হাতের বাইরে, তাই আমি যদি কোন স্ত্রীর সঙ্গে অধিক ভালবাসার সম্পর্ক রেখে থাকি তাহলে তুমি আমার হিসাব নিওনা।' (তারগীব ও তারহীব, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে ভরণ-পোষণ, খোরাক-পোষাক ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ সুবিচারের সঙ্গে কাজ করা উচিত। অবশ্য যদি কোন স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অধিক হয় সে আকর্ষণের প্রভাব ন্যায়-বিভাজনের উপর না পড়ে তাহলে কিয়ামতের দিন তার জন্য হয়তো আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না।

◆ স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান স্বামীর কর্তব্য

٣٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَـا قَالَتْ : إِعْتَـلَّ بَعِيْرُ صَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ أَعْطِيْهَا بَعِيْرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ ؟

فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَالْحِجَّةَ وَالْمُحَرَّمَ وَ بَعْضَ صَفَرَ۔ (ابوداؤد)

৩২৭. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "হযরত সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যিনি প্রথমে ইহুদী ছিলেন) উট অসুস্থ হয়ে পড়ে। হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে একটি অতিরিক্ত উট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললেন, 'সুফিয়াকে একটি উট দিয়ে দাও।'

যয়নাব রাদিয়াল্লাহুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'ওই ইহুদীকে আমার উট কেন দেবো?' এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন এবং যিলহজ্জ, মুহররম ও সফর মাসের কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ থেকে জানা যায়, তিন দিনের বেশী দুই মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা অসঙ্গত বলে বিধান আছে দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনে তাকে শিথিল করা যেতে পারে। কিন্তু শর্ত হলো, এর জন্য কোন দ্বীনী কারণ অবশ্যই থাকতে হবে। নবীজীর এই রাগ নিজের জন্যে ছিল না; বরং এ জন্যে তাঁর রাগ হয়েছিল যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে ইহুদী বলে কেন খোঁটা দেবে। নবীর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক স্ত্রীর মুখ দিয়ে অন্য স্ত্রীর সম্পর্কে এমন কটূক্তি যাতে আর না বেরোয় এ জন্যই নবীজী এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

◆ দানশীলতার অনন্য প্রতীক ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

٣٢٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا ۔ (بخاری ، مسلم)

৩২৮. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রার্থীকে কখনও 'না' বলেন নি। (বোখারী ও মুসলিম)

◆ দানশীল হওয়ার জন্য প্রেরণা দান

٣٢٩- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْ فَلْتُؤْ جَرُوْا ، وَيَقْضِيْ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِه مَاشَاءَ ۔ (بخاری ، مسلم)

৩২৯. হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন, "যখন কোন ভিক্ষা প্রার্থী কিছু অভাবগ্রস্ত লোক তাঁর কাছে আসতো তখন তিনি বলতেন, 'এর পক্ষে যদি তোমরা সুপারিশ করো তাহলে তোমরা প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে, এবং আল্লাহ যা চান তা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে সিদ্ধান্ত করিয়ে দেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ব্যক্তি চাইতে আসতো তখন তিনি সবাইকে এ হিদায়াত করতেন, এর সম্পর্কে ভাল কথা বলো। একে অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করো। এটা পুরস্কার ও সাওয়াবের কাজ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেবার দিয়ে দিতেন।

◆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন হাসতেন

٣٣٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى تُرٰى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - (متفق عليه)

৩৩০. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর তালু দেখা যাবে এমন ভাবে কখনও হাসতে দেখিনি। তিনি কেবল মুচকি হাসি হাসতেন।" (অর্থাৎ উচ্চস্বরে হাসতেন না।) (বোখারী ও মুসলিম)

◆ পুরুষের জন্য হলুদ রঙের পরিধেয় বস্ত্র অপছন্দ করতেন নবীজী

٣٣١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْءٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَّعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لأَصْحَابِهِ لَوْ غَيَّرَ أَوْ نَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ - (الادب المفرد)

৩৩১. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "মন খুব নরম হওয়ার কারণে নবীজী কাউকে তাঁর অপছন্দনীয় কাজের জন্যে সরাসরি আঘাত করতেন না। একদিন হলুদ কাপড় পরা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। যখন সবাই খাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায় তখন নবীজী সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যদি ও হলুদ কাপড় পরিবর্তন করে নিতো বা কাপড় থেকে হলুদ ভাবটি দূর করে দিতো তাহলে কতই না ভালো হতো।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)

www.bjilibrary.com

◆ **নবীজী শান-শওকত পছন্দ করতেন না**

٣٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتٰى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلٰى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَبِهَا ، قَالَ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَالَكِ ؟ فَقَالَتْ جَاءَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَةُ ، قَالَ : فَذَهَبَ إِلٰى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ فَقَالَ قُلْ لَهَاتُرْسِلُ بِهِ إِلٰى بَنِيْ فُلَانٍ (مسند احمد)

৩৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে যান কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা না করে দরজা থেকেই ফিরে আসেন। কারণটি ছিল, তিনি দরজায় রঙিন চিত্রিত পর্দা টাঙানো দেখতে পান। সাধারণতঃ তিনি কোন সফর থেকে ফিরে এলে প্রথমেই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সঙ্গে দেখা করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু ঘরে এসে দেখেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহুর মন খারাপ এবং বিচলিত। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে এসেছিলেন এবং দরজা থেকেই ফিরে গেছেন। আমার কাছে আসেন নি।'

এ কথা শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের ওখানে গিয়াছিলেন কিন্তু ফাতিমার সঙ্গে দেখা করেননি, এতে সে খুবই দুঃখ পেয়েছে।' তখন তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি আমার কি আকর্ষণ? আমার রঙিন নক্সা করা পর্দার কি দরকার?' বর্ণনাকারী বলেন, 'হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা তাঁকে জানান। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আপনি যান এবং

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, পর্দার বিষয়ে তিনি আমাকে কি হুকুম দিচ্ছেন?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুকে বললেন, 'যাও, ফাতেমাকে গিয়ে বলো যেন সে ওই পর্দা অমুকের ঘরে পাঠিয়ে দেয় (যাতে তার মেয়েরা জামা তৈরী করতে পারে। সম্ভবত তাদের প্রয়োজ ছিল।) (মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাম্বল)

ব্যাখ্যা : দরজায় রঙ্গিন পর্দা লাগানো শরীয়ত অনুযায়ী কোন গুনাহ নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সময়ের মোমিন পুরুষ ও মহিলাকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মোমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আদর্শ ও নমুনা তৈরী করতে চাইতেন। এ জন্যে তিনি যে এটা অপছন্দ করেন তা প্রকাশ করেন। বস্তুত তিনি নিজের জন্য এবং নিজ কন্যার জন্য শান-শওকত পছন্দ করতেন না।

◆ রাসূলে মকবুলের খাওয়া-দাওয়া

٣٣٣- مَا عَابَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ - (متفق عليه)

৩৩৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খাবার জিনিসের ব্যাপারে কখনো কোন অভিযোগ করেননি এবং কখনো তার মধ্যে দোষ ধরেননি। যদি তাঁর খেতে মন চাইতো তাহলে খেতেন আর যদি মন না চাইতো তাহলে খেতেন না।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এখানে খাবারের অর্থ হলো ঘরে যে খাবার রান্না হতো তা এবং কোন নিমন্ত্রণে তাঁর খাবার জন্যে যা দেয়া হতো তাও।

◆ রাসূলে মকবুল খাওয়ার পর যে দোয়া পাঠ করতেন

٣٣٤- إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَه قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا - (بخارى)

৩৩৪. হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাওয়া শেষ করতেন এবং দস্তরখান তুলে ফেলা হতো তখন তিনি বলতেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অনেক বেশী, উত্তম এবং বরকতপূর্ণ প্রশংসা। এমন প্রশংসা যা আমরা নিজেরাই করি। এমন প্রশংসা, যা আমরা কখনোই ছাড়ি না। এমন প্রশংসা যে বিষয়ে আমরা কখনো বেপরোয়া নই। এমন প্রশংসা, যার পরিপূর্ণ মালিক আমাদের প্রভু।" (বোখারী, আবু দাউদ)

www.bjilibrary.com

◆ মহানবীর দুটো আদর্শ গুণ

٣٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ : مَارُءِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَه رَجُلَانِ - (ابوداؤد)

৩৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেলান দিয়ে খানা খেতে (যেমন বাদশা ও অনেক বড়লোক খেয়ে থাকেন) কেউ কখনো দেখেনি। আর কেউ কখনো এও দেখেনি যে, তিনি যাচ্ছেন আর তাঁর পিছনে দু'জন রক্ষী ছুটছেন তার সাথে সাথে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা: নিজের সঙ্গে রক্ষী রাখা রাজা বাদশাদের রীতি, যারা সরে যাও, সরে যাও বলে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন রীতির প্রবর্তক ছিলেন না।

٣٣٦- عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِىْ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا اِلَيْكَ اِلَيْكَ - (ترغيب و ترهيب)

৩৩৬. কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি কোরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধূসর রং-এর উটনীতে চড়ে শয়তানকে পাথর টুকরো মারতে দেখেছি। সেখানে না ছিল সিপাহীদের দৌড়াদৌড়ি, না ছিল 'হটে যাও' 'সরে যাও' আওয়াজ। (তারগীব ও তারহীব, ইবনে খোযায়মাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এটা হলো শেষ হজ্জের ঘটনা যখন সমগ্র আরব ভূগন্ড তাঁর অধীনস্ত ছিল।

◆ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

٣٣٧- عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِىُّ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِىْ سَعْدُ بْنَ عُبَادَةَ ؟ فَقَالَ صَالِحٌ ،

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّعُوْدُهُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ وَ نَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَّ لاَ خِفَافٌ وَّ لاَقَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ ، نَمْشِيْ فِيْ تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ ، فَسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ ـ (مسلم)

৩৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিলাম এমন সময় এক আনসার সেখানে উপস্থিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন। যখন তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই সা'আদ ইবনে উবাদার অবস্থা কি?' (তিনি অসুস্থ ছিলেন) আনসার জবাব দেন, "তিনি ভালো আছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে সা'আদকে দেখতে যাবে?'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ান এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াই। আমরা দশ জনের অধিক ছিলাম। আমাদের পায়ে জুতো ছিল না, এমনকি চামড়ার মোজাও ছিল না। ছিল না মাথায় কোন টুপি আর গায়ে কোন জামা। এ অবস্থায় আমরা কঠিন পথে চলতে থাকি ও সা'আদ ইবনে উবাদার কাছে পৌঁছাই। তাঁর কাছ থেকে তার পরিবারের লোকজন সরে যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে যারা গিয়েছিল সবাই তাঁর কাছে যান এবং অসুস্থতার কথা জিজ্ঞেস করেন।" (মুসলিম)

◆ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছে শোকবার্তার প্রেরণ

٣٣٨- عَنْ مُّعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ إِبْنٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْزِيَّةَ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ الى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، فَاِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ الٰهَ إِلاَّ هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الأَجْرَ ، وَ أَلْهَمَكَ الصَّبْرَ ، وَ رَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ ، فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَّوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ وَ عَوَارِيْهِ

الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهِ فِيْ غِبْطَةٍ وَّ سُرُوْرٍ وَّ قَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيْرٍ ، الصَّلٰوةُ وَ الرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى إِنِ احْتَسَبَهُ ، فَاصْبِرْ وَلاَ يُحْبِطُ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لاَ يَرُدُّ مَيِّتًا وَلاَ يَدْفَعُ حَزَنًا وَّمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ وَالسَّلاَمُ - (طبرانى)

৩৩৮. হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলে মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক শোকবার্তা পাঠান। (খুব সম্ভব তিনি সে সময় ইয়েমেনে ছিলেন)। তাঁর পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এ রকম:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের তরফ থেকে মুয়াজ ইবনে জাবালকে এ পত্র, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমিও আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করো। আল্লাহতায়ালা তোমাকে মহান পুরস্কার দান করুন এবং সবর দান করুন, আর তোমাকে ও আমাকে শোকর করার তাওফীক দান করুন। আমাদের নিজের প্রাণ ও সন্তান আল্লাহর আনন্দময় নিয়ামত, এসব আমাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহর আমানত। এসব যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাছে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দ পাও আর এসব চলে যাবার পর আল্লাহ তোমাদেরকে মহাপুররস্কারে পুরস্কৃত করেন। যদি তোমরা আখেরাতে পুরস্কার লাভের নিয়তে সবর করো তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর রহমত, পুরস্কার ও হেদায়াত। সুতরাং তুমি সবর করো। তোমার অধৈর্য ও অশান্তি যাতে তোমাকে সেই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না করে সেদিকে খেয়াল রেখো। এ কথায় মনে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে, যে চলে গেছে সে আর ফিরে আসবে না কখনো। আর যে ক্ষত ও বেদনা সৃষ্টি হয়েছে এই হৃদয়ে তাও কখনো দূর হওয়ার নয়। যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তা তো ঘটতোই। ওয়াস্‌সালাম।" (আল মুআজ্জামুল কবীর,তাবরানী)

◆ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের সান্তনা দান

٣٣٩- وَعَنْ قُرَّةَ ابْنِ يَاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ ، فِيْهِمْ رَجُلٌ لَّه ابْنٌ صَغِيْرٌ يَأْتِيْهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُه بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَأَمْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَّحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَالِى

www.bjilibrary.com

لاَ رَى فُلاَنًا ؟ قَالُوْا يَارَسُوْ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَيَّهُ الَّذِى رَأَيْتَهُ هَلَكَ . فَلَقِيَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَه عَنْ بُنَيِّهِ فَأَخْبَرَه أَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَافُلاَنُ ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ أَلَيْكَ ؟ أَنْ تَتَمَتَّعَ بِه عُمْرَكَ ، أَوْ لاَ تَأْتِىْ إِلى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَّهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُه لَكَ ، قَالَ يَانَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ يَسْبِقُنِىْ إِلى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا ، لَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ قَالَ : فَذَاكَ لَكَ ـ (ترغيب و ترهيب ، نسائى)

৩৩৯. হযরত কুর্‌রা ইবনে ইয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও বসে থাকতেন তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবী তাঁর কাছে বসে থাকতেন। সেই সব সাহাবীগণের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল। সে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন দিক দিয়ে তাঁর কাছে আসতো তিনি তাকে নিজের সামনে বসাতেন। তারপর সেই ছেলেটি মারা যায়। তার পিতা শোকাতুর হয়ে কয়েকদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় আসেননি। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'অমুক আর আসে না কেন? কি হয়েছে তার?'

সকলে তাঁকে বললেন, 'ওর ছোট ছেলেটি, যাকে আপনি দেখেছেন, ছেলেটি মারা গেছে। সম্ভবত এ কারণে তিনি আসছেন না।'

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ছেলের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ছেলেটির মৃত্যুর খবর শুনে তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "তোমার কি পছন্দ হয় বলো। তোমার ছেলে বেঁচে থাকুক তুমি কি এটা পছন্দ করো, নাকি এটা পছন্দ করো, ছেলে প্রথমে যাক ও তোমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিক এবং তুমি যখন সেখানে পৌঁছবে সে তোমাকে স্বাগত জানাবে?'

সেই সাহাবী জবাব দেন, 'হে আল্লাহর নবী! সে আমার থেকে আগে জান্নাতে চলে যাক এবং আমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দিক, এটাই আমার অধিক পছন্দ।'

তখন তিনি বললেন, 'সেই ছেলে তোমার জীবিত অবস্থায় মরেছে। এখন এটাই ঘটবে যে, সে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে তোমাকে স্বাগত জানাবে।'(তারগীব ও তারহীব, নাসাঈ)

www.bjilibrary.com

◆ সফরে দায়িত্বশীলদের পেছনে থাকা উচিত

٣٤٠- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِيْ الْمَسِيْرِ ، فَيُزْجِيْ الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْلُهُمْ - (ابوداؤد)

৩৪০. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কাফেলার পিছনে থাকতেন। তিনি দুর্বল লোককে এগিয়ে দিতেন। কখনো তাদেরকে নিজের যানের উপর বসিয়ে নিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।" (আবু দাউদ)

◆ নবীজী সঙ্গী-সাথীদের সাথে সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতেন

٣٤١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ ، فَكَانَ أَبُوْلُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ زَمِيْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمْشِيْ عَنْكَ ، قَالَ مَاأَنْتُمَا بِأَقْوٰى مِنِّيْ ، وَمَا أَنَا أَغْنَا عَنِ الْأَجْرِمِنْكُمَا - (مشكوة)

৩৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "বদরের যুদ্ধ কালে এক উটের উপর তিন তিন জন লোককে চড়তে হতো (বাহনের সংখ্যা কম ছিল)। আবু লাবাবা ও আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হাঁটার পালা এলো তখন তারা দু'জন বললেন, 'আপনি উটে চড়ে চলুন, আমরা পায়ে হেঁটে যাবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা দু'জন আমার থেকে বেশী শক্তিশালী নও। তাছাড়া আমি তোমাদের দু'জনের চেয়ে পায়ে হেঁটে যাবার পুরস্কারের অধিকতর আকাঙ্খী।" (মেশকাত)

◆ মহানবীর দয়া ও মহত্ব

٣٤٢- عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلِمَةً فِيْهَا مَوْجِدَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.bjilibrary.com

فَلَمْ تُقِرَّنِى نَفْسِى أَنْ أَخْبَرْتُ بِهَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوَدَدْتُ أَنِّىْ افْتَدَيْتُ مِنْهَابِكُلِّ أَهْلٍ وَّ مَالٍ ، فَقَالَ : قَدْ اذَوْ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا كَذَّبَه قَوْمُه وَشَجُّوْهُ حِيْنَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللّٰهِ فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَّجْهِهِ أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (منسد احمد)

৩৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক আনসারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কথা বলে যা থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তার ক্রোধ আছে। একথা আমি সহ্য করতে পারিনি। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে সে কথা বলে দেই। কথাটি তাঁকে বলতে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছিল।

তিনি বললেন, 'মুসা আলাইহিস সালামকে এর থেকে অধিক দুঃখ দেয়া হয়েছে। তিনি সবর করেছেন।' তিনি আরো বলেন, 'এক নবী ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে, এবং তাঁকে পাথর মেরে আহত করে। তখন সেই নবী নিজের মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না।" (মুসনাদে আহমদ)

◆ নবীজী বিপদাপদে সবার আগে থাকতেন

٣٤٣- قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا وَ اللّٰهِ إِذَا أَحْمَرَّ الْبَأسُ نَتَّقِىْ بِه ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِىْ يُحَاذِىْ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (بخارى)

৩৪৩. হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর কসম, যখন লড়াই হতো তখন তিনি সবার আগে থাকতেন এবং তাঁর আড়ালে আমরা আত্মরক্ষা করতাম। আর যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতো তাকেই আমাদের মধ্যে সব থেকে সাহসী বলে স্বীকার করা হতো।" (বোখারী)

www.bjilibrary.com

◆ বিপদজনক লোক সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা

٣٤٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَظُنُّ فُلاَنًا وَّ فُلاَنًا يَّعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا - (بخارى)

৩৪৪. হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার ধারণা হলো যে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের কিছু বোঝে না।" (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'জন ব্যক্তি কারা তাদের নাম হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেননি। আমাদের মনে হয় তারা খুব সম্ভব মুনাফিকদের মধ্যের কেউ হবে। এ হাদীস থেকে এ কথা জানা যায়, দলীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ সামষ্টিক মঙ্গলের স্বার্থে কারো ব্যাপারে সঠিক সত্য তুলে ধরলে তা গীবত হবে না। বরং বিপদজনক লোকদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট লোকদের সতর্ক করা জরুরী। কিন্তু এ পথ খুবই বিপজ্জনক। খুবই ভেবে-চিন্তে এতে পা রাখা দরকার।

◆ সহকর্মীদের ব্যাপারে কান ভারী করা অন্যায়

٣٤٥- عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَلِّغُنِىْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِىْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا ، فَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ - (ابوداؤد)

৩৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার সাহাবীদের কেউ যেন অন্য সাহাবীর কোন ত্রুটি আমাকে না বলে। আমি তোমাদের পাক ও পরিষ্কার অন্তর দেখতে পছন্দ করি।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কেউ কারো ব্যাপারে কিছু বললে তাতে শ্রোতার মনে তার প্রভাব পড়তে পারে এবং এতে কোন রকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হলে তার দায় কে নেবে? এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে তিনি অনুসন্ধান না করে কোন কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং কোরআনেও বিশদভাবে এ কথা বলা হয়েছে।

◆ দয়া প্রদর্শনের সীমা

٣٤٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ إِمْرَأَةً وَّ لاَ خَادِمًا إِلاَّ

www.bjilibrary.com

اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَسَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُّسْتَهَكَ شَىْءٌ مِّنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ اللّٰهِ تَعَالَى - (مسلم)

৩৪৬. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে কাউকে মারেননি। না কোন স্ত্রীকে মেরেছেন, না কোন গোলামকে আর না অন্য কাউকে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সময় দ্বীনের শত্রুকে অবশ্যই মেরেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কষ্ট দানকারী কোন ব্যক্তির উপর তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি শাস্তি দিয়েছেন।" (মুসলিম)

◆ **লেনদেনে পরিচ্ছন্ন থাকা**

٣٤٧- عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا "هٰذَا مَا اشْتَرٰى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَدَاءَ ، وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ " (ترمذى)

৩৪৭. আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠানো এক পত্রে লেখেন, 'আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযা আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদের কাছে থেকে একটি গোলাম কিনেছে যার মধ্যে কোন নৈতিক খারাবী বা খেয়ানত নেই। এটা এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের লেনদেন, যাতে কোন রকম ধোঁকাবাজী নেই।" (তিরমিযী)

◆ **লেনদেন নিয়ে ধোঁকা দেয়া ও ঝগড়া করা বারণ**

٣٤٨- عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِىْ السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتَ شَرِيْكِىْ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيْكٍ لاَ تُدَارِيْنِى وَلاَ تُمَارِيْنِىْ - (ابوداؤد)

৩৪৮. সায়েব ইবনে আবীস সায়েব কোন এক সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'জাহেলিয়াতের যুগে আমরা এক সঙ্গে ভালো ব্যবসা বাণিজ্য করতাম। আপনি কখনো আমাকে ধোঁকাও দেননি আর কখনো ঝগড়াও করেননি।" (আবু দাউদ)

www.bjilibrary.com

◆ **প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা**

٣٤٩- عَنْ أمِّ سَلْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ بَيْتِهَا ، فَدَعَا وَ صِيْفَةً لَّه أوْلَهَا ، فَأبْطَاتْ فَاسْتَبَانَ الغَضَبُ فِىْ وَجْهِه ، فَقَامَتْ أمِّ سَلْمَةَ إلى الْحِجَابِ فَوَجَدَتِ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَه سِوْاكٌ ، فَقَالَ لَوْ لاَ خَشْيَةُ الْقُوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ وَجَعْتُك بِهذَا السِّوَاكِ - (الادب المفرد)

৩৪৯. হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উম্মে সালমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক বাঁদীকে ডাকেন। (সে উম্মে সালমার বা নবীজীর বাঁদী ছিল।) বাদী তাঁর কাছে আসতে দেরী করে। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পায়। উম্মে সালমা তা অনুভব করে উঠে পর্দার কাছে গিয়ে বাঁদীকে খেলা করছে দেখতে পান। যা হোক, তারপর বাঁদী তাঁর কাছে আসে।

নবীজীর হাতে ছিল একটি মিসওয়াক। তিনি মিসওয়াকটি দেখিয়ে বললেন, 'কিয়ামতের দিন যদি তোমার প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় না থাকতো তাহলে এই দাঁতন দিয়ে আমি তোমাকে মারতাম।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ ক্রোধ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, ডাকা সত্ত্বেও বাঁদী এলো না কেন? এমতাবস্থায় যদি তাকে শাস্তি দিতেন তাহলে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা ছিল। সে জন্য তিনি শাস্তি দেননি। আগেও এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের জন্যে কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।

◆ **বান্দার হক আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ**

٣٥٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ إنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تَخْلِفَنِيْهِ ، فَإنَّمَا أنَا بَشَرٌ فَأىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اذَيْتُه شَتَمْتُه ، لَعَنْتُه ، جَلَدْتُّه ، فَاجْعَلْهَالَه صَلوة وَّزَكوةً وَّ قُرْبَةً تُقَرِّبُه بِهَا أليْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ - (متفق عليه)

www.bjilibrary.com

৩৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি নিয়েছি (দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি) যা তুমি কোনক্রমে ভঙ্গ করবে না। আমিও তো একজন মানুষ! তাই মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি আমি কোন মুসলমানকে কষ্টদায়ক কথা বলে থাকি, লজ্জা দিয়ে থাকি, অভিশাপ দিয়ে থাকি, কিংবা কাউকে মেরে থাকি তাহলে আমার এ কাজকে সেই অত্যাচারিতের জন্যে কিয়ামতের দিন রহমত ও মাগফেরাতের কারণ ও তোমার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম করে দাও।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এর দ্বারা বান্দার অধিকারের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। যদি কাউকে অন্যায়ভাবে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে, বা প্রহার করা হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে না-জানার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়নি, সে ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন, তার উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে আল্লাহ যেন সেটাকে তার মাগফেরাতের উপায় ক রে দেন।

এ ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু-ব্যাধির সময়কার ঘটনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব জ্বর হয়েছিল। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি মাথায় রুমাল বেঁধে রেখেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ফজল বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো এবং সবাইকে একত্রিত করো।'

সব লোক উপস্থিত হলে তিনি মিম্বরের উপর উঠে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পড়ার পর বললেন, 'আমি শীঘ্রই তোমাদের মাঝ থেকে চলে যাবো। সুতরাং আমি যদি কারো পিঠে কোড়ার আঘাত করে থাকি তাহলে এই আমার পিঠ হাজির আছে, আমার উপর এখানেই তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

আর যদি আমি কাউকে অন্যায়ভাবে মন্দ কথা বলে থাকি তাহলে আমি এখানে উপস্থিত আছি, সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিক।

আমার কাছে যদি কারো কোন সম্পদ থেকে থাকে তাহলে সে তা নিয়ে নিক।

আর আমার তরফ থেকে শত্রুতার আশংকা যেন কেউ না করে। কেউ যেন না ভাবে পরে আমি এর শোধ নিয়ে নেবো। না, এমনটি করা আমার পক্ষে অশোভনীয়।

আমি যাতে হাসি-খুশীর সঙ্গে আপন প্রভুর কাছে চলে যেতে পারি তার জন্যে তোমাদের মধ্যে যে নিজের অধিকার এ দুনিয়াতে আদায় করে নিবে অথবা খুশী হয়ে ক্ষমা করে দেবে সেই আমার সব থেকে অধিক প্রিয়।

'হে মানবমন্ডলী!' যে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে সে তার অধিকার ফিরিয়ে দিক ও তাতে যেন দুনিয়াতে অপমানের আশংকা না করে। অন্যথায় আখেরাতের অপমানের জন্যে তৈরী থাকো, সেখানকার অপমান দুনিয়ার অপমান অপেক্ষা অধিকতর কঠিন হবে।

www.bjilibrary.com

◆ **দায়ী কখনো বিলাসিতার প্রতি আসক্ত হতে পারে না**

৩৫১- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعَدٍ قَالَ مَا رَأى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِيْنِ إبْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ، وَقَالَ مَارَأى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخَلاً مَنْ حِيْنَ إبْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ، قِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُه وَ نَنْفُخُه فَيَطِيْرُ مَاطَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأكَلْنَاهُ ـ (بخارى)

৩৫১. হযরত সহল বিন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের পর জীবনভর ময়দার আটা দেখেননি। যখন থেকে আল্লাহ তাঁকে নবী করেছেন তখন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চালা আটা দেখেননি।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'আটা না চেলে আপনারা কিভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা যব পিষে নিতাম এবং আটাকে ফুঁ দিয়ে নিতাম। কিছু ভুষি উড়ে যেতো আর বাকী অংশের রুটি তৈরী করতাম ও খেতাম।" (বোখারী)

ব্যাখ্যা: এখন প্রশ্ন হলো, তিনি ময়দার আটা কেন দেখেননি? চালা আটার রুটি কেন খাননি? তা কি তিনি কোথাও পেতেন না? আসল কথা হলো, তিনি সব কিছুই সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেননি। এর কারণ হলো, উম্মতকে তিনি সাদাসিধে জীবন-যাপন করার শিক্ষা দেয়া ও আরামপ্রিয়তা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং এ জন্যেই তিনি এ রকম করেছিলেন।

এ কথা বুঝে নেয়া দরকার, যাঁরা আল্লাহর দ্বীনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন, তাঁদের জীবনযাত্রার মান সাদাসিধেই রাখা দরকার। প্রয়োজনে ক্ষুৎ-পিপাসা এবং অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিক্রম করতে হবে। দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির সময় তো ব্যয় হবে আল্লাহর দ্বীনের কাজে, সেক্ষেত্রে বিলাসিতার প্রতি আসক্ত হওয়ার মত তার সময় ও সুযোগ কোথায়?

◆ **দরিদ্রতা দাওয়াত দানকারীর একটি বৈশিষ্ট**

৩৫২- ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا أصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِىْ مَا يَجِدُ دَقَلاً يَّمْلَأُبِه بَطْنَه ـ (مسلم)

www.bjilibrary.com

৩৫২. হযরত নোমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে পড়ে যায়, মানুষের কাছে আজ কত ধন-দৌলত। তখন তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় তাঁর সারা দিন কেটে গেছে। তিনি এই পরিমাণ শুকনো খেজুরও পেতেন না, যা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত করতে পারেন।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক যুগে হকের দাওয়াত দানকারীর জন্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

◆ মহানবীর ঘরে দরিদ্রতা

٣٥٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَ لَيَمُرُّ بِآلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهِلَّةَ مَا يُسْرَجُ فِيْ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سِرَاجٌ ، وَلَا يُوْقَدُ فِيْهِ نَارٌ إِنْ وَجَدُوْا زَيْتَانِ ادَّهَنُوْا بِهِ - (ترغيب و ترهيب)

৩৫৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার বর্গের মাসের পর মাস কেটে যেতো, কিন্তু দেখা যেতো কারো ঘরে বাতি জ্বলছে না। আর চুলো জ্বালানোর পরিস্থিতিও দেখা দিত না। যয়তুনের তেল পেলে তা তাঁরা মাথায় মেখে নিতেন।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা: এটা সেই সময়কার কথা যখন কুফর ও ইসলামের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। তখন তাঁদের সমস্ত মনোযোগ ছিল দ্বীনকে বাঁচানোর দিকে। কেবলমাত্র পানি ও খেজুরের ওপর কাটাতে হতো তাঁদের দিন। রান্না করার মতো সচ্ছলতা তাদের ছিল না।

◆ সাহাবায়ে কেরামের দরিদ্রতার স্বরূপ

٣٥٤- عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُه فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ وَأَنَا الُوْمُه فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنَتِيْ ، وَهِيَ تَحْتَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ فَوَجَدْتُّ شُرَحْبِيْلَ فِي الْبَيْتِ فَقُلْتُ : قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَاَنْتَ فِي الْبَيْتِ ؟ وَجَعَلْتُ الُوْمُه ، فَقَالَ يَاخَالَةُ لَا تَلُوْمِيْنِيْ : فَانَّه كَانَ لِيْ ثَوْبٌ فَاسْتَعَارَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ كُنْتُ الُوْمُه

مُنْذُ الْيَوْمَ وَهٰذِهِ حَالُه وَلَا اَشْعُرُ ، فَقَالَ شُرَحْبِيْلُ ، مَاكَانَ اِلاَّ دِرْعٌ رَقَّعْنَاهُ ـ (ترغيب و ترهيب ، طبرانى ، بيهقى)

৩৫৪. হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি কিছু অর্থের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করি। কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। (এতে আমার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়)। জামায়াতে নামাযের সময় হয়েছে এমন সময় আমি বেরিয়ে আমার মেয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। সেখানে আমি দেখতে পাই, আমার মেয়ের স্বামী শুরাহবীল ইবনে হাসান ঘরে বসে আছে। আমি তাকে বললাম, 'নামাযের সময় হয়ে গেছে আর তুমি ঘরে বসে আছো?' এ কথা বলে আমি তাকে তিরস্কার করতে থাকি।

সে বলে, 'খালাম্মা, আমাকে তিরস্কার করবেন না। আমার কাছে মাত্র একটি কাপড় ছিল, তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ থেকে ব্যবহারের জন্য নিয়েছেন। (আমার কাছে আর কাপড় নেই, যা পড়ে আমি মসজিদে যেতে পারি)।'

তখন আমি বলি, 'আমার মাতা-পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কোরবান হোক। আজ আমি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। অথচ তাঁর এ অবস্থা আমার জানা ছিল না।' শুরাহবীল জানায়, আমার কাছে মাত্র একটি ছেঁড়া জামা ছিল। তবে জামাটি আমি তালি দিয়ে রেখেছিলাম।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী ও বায়হাকী)

◆ এ দুনিয়া তো মুমিনের জন্য মুসাফিরখানা

٣٥٥- نَامَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَنِيْ جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِيْ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ نِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ـ (ترمذى)

৩৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিলেন। যখন তিনি ওঠেন তখন আমি তাঁর গায়ে পাটির দাগ দেখতে পাই। আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যদি আপনার জন্যে ভাল বিছানা তৈরী করে দিই তাহলে কেমন হয়?'

তিনি বললেন, 'দুনিয়াতে আমার কি দরকার? আমি তো দুনিয়ার সেই মুসাফিরের মতো, যে কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিয়ে তারপর সেই গাছ ও তার ছায়া পরিত্যাগ করে পুনরায় পথে নেমে পড়ে।" (তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা: খুব সম্ভব এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন আরবে কুফর ও ইসলামের মধ্যে সংঘর্ষ শেষ হয়ে গিয়েছিল। জাহেলী জীবন ব্যবস্থার দীপ নিভে গিয়েছিল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তাঁর সাদাসিধে জীবনের নমুনা আগামী দিনের উম্মতের জন্য নতুন শিক্ষা নিয়ে হাজির হয়। আর সে শিক্ষা হলো, মুসলমান প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ অবশ্যই ব্যবহার করবে কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার মতো মানসিকতায় কখনো আচ্ছন্ন হবে না।

◆ মহানবীর সাদাসিধা জীবন যাপন

٣٥٦- رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَّقَطِيْفَةٍ خَلِقَةٍ تُسَاوِيْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْلَاتُسَاوِيْ - (ترمذى)

৩৫৬. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটিমাত্র ছেঁড়া হাওদা ও পুরাতন চাদরে হজ্জ করেন। সেই চাদরের দাম চার দিরহাম বা চার দিরহামের কম ছিল।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: এখানে বিদায় হজ্জের সময় তাঁর সাদাসিধে জীবনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যখন সমগ্র দেশ ইসলামের শাসনাধীনে এসে গিয়েছিল।

◆ মৃত্যুর সময় মহানবী যে সম্পদ রেখে যান তার বিবরণ

٣٥٧- مَا تَرَكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَّلَا دِيْنَارًا وَّلَا عَبْدًا وَّلَا أَمَةً وَّلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِيْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَه وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً - (بخارى)

৩৫৭. হযরত আমর বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের সময় কোন দিরহাম বা কোন দীনার রেখে যাননি। কোন গোলাম, বাঁদী বা কোন অন্য জিনিসও রেখে যাননি। কেবলমাত্র একটি সাদা রঙের স্ত্রীজাতীয় খচ্চর রেখে গিয়েছিলেন, যাতে তিনি চড়তেন। এছাড়া নিজের অস্ত্র-শস্ত্র ও সামান্য জমিজমা যা রেখে গিয়েছিলেন, তা সবই আল্লাহর রাস্তায় দান করে গিয়েছিলেন।" (বোখারী)

www.bjilibrary.com

◆ দ্বীনের পথে দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট

٣٥٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِيْ وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ ، يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ إِلاَّ شَيْئٌ يُوَارِيْهِ إِبْطُ بِلاَلٍ - (ترمذى)

৩৫৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দ্বীনের দাওয়াত দানের ব্যাপারে আমাকে যত বেশী ভয় দেখানো হয়েছে আর কাউকে ততটা দেখানো হয়নি। আর আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের পথে আমাকে যতো কষ্ট দেয়া হয়েছে অন্য কাউকে ততো কষ্ট দেয়া হয়নি। এমন মাসও আমাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, বেলালের বহন করা খাবার ছাড়া আমার ও সহযাত্রী বেলালের কাছে আর কোন খাবার জিনিস ছিল না।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: খুব সম্ভব এটা তায়েফের দাওয়াতী অভিযানের সফর। এই সফরে নবীজীকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই সফরে সামান্য কিছু শুকনো খেজুর ছাড়া আর কোন খাবার তাঁদের সঙ্গে ছিল না। উপরে যে ভয়, আতঙ্ক ও কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ পথের মুসাফিরের জন্য এ সবই চির সঙ্গী হিসাবে বিরাজ করে।

◆ মহানবী ও তাঁর সাহাবীদের দুঃসহ দারিদ্র জীবন

٣٥٩- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا ، فَقُلْتُ : بِأَبِيْ ، أَنْتَ ، مَالِيْ أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا ؟ قَالَ مَا دَخَلَ جَوْفِيْ مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ ، قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَ يَهُوْدِيٌّ يَسْقِيْ إِبِلاً لَهُ ، فَسَقَيْتُ لَهُ عَلَى كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكَ يَاكَعْبُ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّنِيْ يَاكَعْبُ ؟ قُلْتُ بِأَبِيْ أَنْتَ نَعَمْ : قَالَ إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ

السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِهِ ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ ، فَأَعِدَّ لَهُ تَجْفَافًا ـ

(ترغيب و ترهيب ، تبرانى)

৩৫৭. হযরত কা'আব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁকে ম্লান অবস্থায় দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করি, 'আমার পিতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক। আপনার মুখ মলিন কেন?' তিনি বললেন, 'তিন দিন পার হয়ে গেছে, পেটে এক কণা খাবারও যায়নি।'

কা'আব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি তাঁর জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে চলে যাই। দেখি এক ইহুদী বালতি ভর্তি করে নিজের উটকে পানি পান করাচ্ছে। আমি তাঁর সঙ্গে প্রতি বালতির জন্যে একটি খেজুরের শর্ত স্থির করে বালতি ভর্তি করতে শুরু করে দিই। এভাবে আমি অনেক খেজুর সংগ্রহ করি। তারপর সেগুলো নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এ সব তুমি কোথায় পেলে?'

আমি সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলি। সব শুনে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'হে কা'আব, তুমি কি আমাকে ভালবাসো?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আপনার জন্যে আমার পিতা উৎসর্গিত হোক।'

তিনি বললেন, 'যারা আমাকে ভালবাসে দারিদ্র ও অনাহার নিচের দিকে প্রবাহিত বন্যার পানির চেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। হে কা'আব তোমাকেও পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে। তাই উপোস, অনাহার এবং আর্থিক দৈন্যের মোকাবিলা করার জন্যে হাতিয়ার সংগ্রহ করে নাও।'

ব্যাখ্যা: আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, আখিরাতের চিন্তা, হিসাবের দিনের স্মরণ, জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের আগ্রহ এবং দয়াময় প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জ্বলন্ত আকাঙ্খা আর উদগ্র বাসনা হলো সেই সব হাতিয়ার যা দিয়ে আর্থিক আঘাত ও আর্থিক অসচ্ছলতার মোকাবিলা করা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

সাহাবায়ে কিরামদের আদর্শ

◆ সাহাবায়ে কেরামই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ

٣٦٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدَ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا أَفْضَلَ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا ، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اخْتَارَ هُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِاقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ ، وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَ سِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ - (مشكواة)

৩৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যদি কেউ কারো অনুকরণ করতে চায় তাহলে যারা মারা গেছেন তাঁদের অনুকরণ করা উচিত। কারণ মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ ফেতনায় পড়ার এবং দ্বীনে হক থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকে।

যাঁদের অনুকরণ করতে হবে তাঁরা হলেন আসহাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁরা এই উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের অন্তরে আল্লাহতায়ালার আনুগত্য ছিল, ছিল দ্বীনের গভীর জ্ঞান। তাঁরা লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা থেকে দূরে থাকতেন। আল্লাহ তাঁদেরকে আপন নবীর সাহায্য করার জন্যে ও আপন দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। সুতরাং, হে মুসলমানগণ! তোমরা তাঁদের মর্যাদা জেনে নাও। তাদের অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাদের নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। কারণ তাঁরা সোজা রাস্তায় ছিলেন, আল্লাহর নির্দেশিত সরল পথে ছিলেন।" (মিশকাতুল মাসাবীহ)

ব্যাখ্যা: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সংগী-সাথী পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি দেখেন, নবুয়তের যুগ যত দূরে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে ততই খারাবী সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন মানুষকে আপন পথ-প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করছে। সে জন্য তিনি উপদেশ দেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাথীদের অনুসরণ করো। তাদেরকে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করো এবং তাদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার অনুসরণ করো।

www.bjilibrary.com

◆ **সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার ফজিলত**

٣٦١- وَعَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَه فَإِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَسْنَدُوْهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ رَّضَائِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيْلَ: هٰذَا مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُه قَدْ سَبَقَنِيْ بِالتَّهْجِيْرِ ، وَوَجَدْتُّه يُصَلِّيْ فَانْتَظَرْتُه حَتّٰى قَضٰى صَلَاتَه ، ثُمَّ جِئْتُه مِنْ قِبَلِ وَجْهِه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَه : وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَقَالَ : اَللّٰه ، فَقُلْتُ : اَللّٰه : فَقَالَ : اَللّٰه فَقُلْتُ اَللّٰه فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِيْ ، فَجَذَبَنِيْ اِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَلِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ - (ترغيب و ترهيب)

৩৬১. আবু ইদরিস খাওলানী বর্ণনা করেছেন, "একদা আমি দামেশকের জামে মসজিদে যাই। সেখানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যার দাঁত খুব চকচকে ও সাদা ছিল। তার চতুর্দিকে অনেক লোক বসেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। যখন তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত তখন তারা উল্লেখিত ব্যক্তির মত জানতে চাইতো। তিনি যে মত দিতেন সবাই তা মেনে নিত। আমি জিজ্ঞেস করি, 'ইনি কে?' জবাবে বলা হলো, 'ইনি হচ্ছেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।'

পরদিন আমি জোহরের নামাযের জন্য একটু তাড়াতাড়িই মসজিদে যাই। দেখি, মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং নামায পড়ছেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তিনি নামায শেষ করলে আমি তাঁর কাছে যাই এবং সালাম দেই। তারপর বলি, 'আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর জন্যেই আপনাকে ভালবাসি।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর জন্যে?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আল্লাহর জন্যে।' তখন তিনি আমার চাদর ধরে নিজের দিকে টানেন এবং বলেন, 'তোমার জন্যে আনন্দ সংবাদ! আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার জন্যে কাউকে ভালবাসে, এবং আমার জন্যই এক সঙ্গে মিলিত হয় আর কেবল আমার জন্যই একে অপরের জন্যে খরচ করে, আমি অবশ্যই তাদের ভালবাসি।" (তারগীব ও তারহীব, মুয়াত্তা)

www.bjilibrary.com

◆ মনে খারাপ চিন্তা উদয় হওয়া

٣٦٢- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّيْ أُحَدِّثُ نَفْسِيْ بِالشَّيْءِ لأَنْ أَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ - (ابوداؤد)

৩৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, 'হে রাসূলুল্লাহ সা. আমার মনে এত মন্দ চিন্তা হয় যে, মনে হয় তা উচ্চারণ করার আগে জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে উত্তম।' তিনি বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মুমিনের এ ধরনের মন্দ চিন্তাকে অসঅসাতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা: সেই ব্যক্তির মনে ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী চিন্তা জন্ম লাভ করছিল। সে জন্য তিনি অস্বস্তি বোধ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্তনা দেন এবং বলেন, ঘাবড়াবার ও অস্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই। মুমিনের ঈমানের ওপর ডাকাতি করার জন্য শয়তান এ ধরনের অসঅসা সৃষ্টি করে। শয়তান তো নিজের কাজ অবশ্যই করবে, আর মুমিনের কাজ হলো, যখন এ ধরনের চিন্তা মনে দেখা দেবে তখন সে যেন তা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করে। এ ধরনের চিন্তার উদয় খারাব কথা নয়, তা তো আসবেই। কিন্তু মন্দ চিন্তার জন্যে মন ও মস্তিষ্কের দরজা খোলা রাখা এবং মনের মধ্যে তা লালন করাই হলো খারাপ।

◆ খারাপকে খারাপ জানাই বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ

٣٦٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوْهُ إِنَّا نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ - فَقَالَ أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ - (مسلم)

৩৬৩. হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সা. এর কাছে তাঁর কিছু সাহাবা উপস্থিত হন এবং তাঁরা বলেন, 'কখনো কখনো আমাদের মনে এমন খারাপ চিন্তার উদয় হয় যা আমরা মুখে প্রকাশ করতে পারি না।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আসলেই কি তোমাদের মনে এ ধরনের চিন্তা উদয় হয়?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন, 'এ তোমাদের বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ।' (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ তোমাদের মনে খারাপ চিন্তার উদয় হওয়ার অর্থ হলো, তোমাদের কাছে ঈমানের পুঁজি আছে। শয়তান এ ধরনের অসঅসা সৃষ্টি করে ঐ পুঁজিকে লুট করতে চায়। তাই এতে অস্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই। তোমাদের নিজেদেরকে কাজ করতে হবে, শয়তানও নিজের কাজ করবে। তোমরা সর্বদা শয়তানের অসঅসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাও, এটাই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর তোমরা যে খারাপকে খারাপ বলে সনাক্ত করতে পারছো এতেই প্রমাণিত হয় তোমাদের ঈমান সজীব আছে।

◆ আল্লাহর হুকুম সব সময়ই সহজ সরল

٣٦٤- عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا بِأَنْفُسِنَا - (مشكواة)

৩৬৪. হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "আমি কিছু মহিলার সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীন ও দ্বীনি আহকাম অনুযায়ী 'আমল' করার প্রতিজ্ঞা করি। আমাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নেবার সময় তিনি বললেন, 'যতোটা তোমাদের সাধ্যে মধ্যে হয় ও যতোটা তোমাদের দ্বারা সম্ভব।' আমি বলি, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের ওপর আমাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক দয়াশীল।" (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: হযরত উমাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনার অর্থ হলো, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিজেদের অপেক্ষা আমাদের অধিক মঙ্গলকামী ও আমাদের ওপর দয়াশীল। তাঁদের তরফ থেকে আসা হেদায়াত কখনো আমাদের সামর্থ ও শক্তির বাইরে হতেই পারে না। সুতরাং এই শর্ত আরোপের কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই হলো সাহাবায়ে কিরামের চিন্তা ভাবনার ধরন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কতই না সত্যি কথা বলেছেন!

◆ মোনাফেকী কি?

٣٦٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِنَّنَا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ترغيب و ترهيب ، بخارى)

৩৬৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন, "কিছু লোক আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে আসেন। তারা বলেন, 'আমরা শাসকের দরবারে যা

www.bjilibrary.com

বলি সেখান থেকে বেরিয়েই অন্য রকম বলি, এ কেমন কথা?' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. জবাব দেন, 'আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটাকে মোনাফেকী কাজ বলতাম।" (তারগীব ও তারহীব, বোখারী)

ব্যাখ্যা: এখানে শাসক বলতে বনু উমাইয়া বংশের শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। উমাইয়া শাসকগণ পুরোপুরি খেলাফতে রাশেদার রূপরেখা অনুসরণ করতেন না। তাঁরা তাতে অনেক বিচ্যুতি ঘটিয়ে ছিলেন।

◆ সাহাবায়ে কিরামের আনন্দ বিনোদন

٣٦٦- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَالإِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ ، وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّوْنَ بَيْنَ الأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوْا رُهْبَانًا ـ (مشكواة)

৩৬৬. হযরত কাতাদা (তাবেঈন) বর্ণনা করেছেন, "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ কি হাসতেন?' তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, তাঁরা হাসতেন এবং তাঁদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়মূল।' হযরত বিলাল ইবনে সায়াদ বলেছেন, 'আমি সাহাবাগণকে দিনে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি এবং তাদেরকে পরস্পরের মধ্যে হাসতেও দেখেছি। কিন্তু যখন রাত হয়ে যেতো তখন তাঁরা রাহেব হয়ে যেতেন।" (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: সাধারণভাবে এ কথা মনে করে নেয়া হয় যে, আল্লাহকে যাঁরা ভয় করেন তাঁদের হাসা উচিত নয় এবং দৌড় প্রতিযোগিতা বা এ ধরনের কোন কাজ করা উচিত নয়। কারণ এ সব কিছুকে দুনিয়ার কাজ মনে করা হয়। এ জন্যে প্রশ্নকারী এ কথা জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেছেন, হাসা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করা এবং তীর ও বর্শা চালানো অভ্যাস করা দুনিয়াদারী নয়, বরং এ সব হলো দ্বীনের কাজ। সুতরাং সাহাবাগণ দিনে এ সব কাজ করতেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাঁরা কেবল আপন আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাত করতেন এবং নফল নামায ও কোরআন পাঠে নিযুক্ত থাকতেন। দিনের ঘোড়সওয়ার ও গাজী রাতে দরবেশ হয়ে যেতেন।

◆ বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কাব্য চর্চা করা

٣٦٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَزِّقِيْنَ وَلاَ مُتَمَاوِتِيْنَ وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ

www.bjilibrary.com

الشِّعْرَ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَإِذَا أُرِيْدَ أَحَدُمِّنْهُمْ عَلى شَئٍ مِّنْ أَمْرِ اللّٰهِ دَارَتْ حَمَالِيْقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّه مَجْنُوْنٌ - (الادب المفرد)

৩৬৭. হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সংকীর্ণমনা ও ক্ষুদ্র মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন না। তারা নিজেদেরকে ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে মরার মত নিশ্চল জীবন যাপন করতেন না। তাঁরা দল বেঁধে কবিতার আসর বসাতেন এবং নিজেরা কবিতা আবৃত্তি করতেন ও শোনতেন। জাহেলী জীবনের দুঃখ ও তার ইতিহাস বর্ণনা করতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের কাছে কোন অশোভনীয় প্রস্তাব রাখা হতো তখন রাগে তাঁদের চোখের তারা নাচতে থাকতো। এমনভাবে নাচতো, যেন তারা পাগল হয়ে গেছেন।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা: সাহাবগণ অন্যান্য ধর্মের নেতাদের মত নিজেদেরকে এমনভাবে আলাদা করে রাখতেন না যে, তারা কারো সঙ্গে কথা বলতেন না, কারো কাছে বসতেন না এবং সর্বদা মোরাকাবায় পড়ে থাকতেন। বরং সাহাবগণ অতিশয় খোলা মনের লোক ছিলেন। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং এক কোণে মাথা নিচু করে বসে থাকতেন না। যখন সুযোগ হতো কাব্যসভা করতেন। নিজেরা কবিতা শোনতেন ও শোনাতেন। জাহেলিয়াতের সময়কার নিয়ম-কানুনের অসারতা এবং খারাবী তুলে ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতেন। দ্বীনকে তাঁরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। দ্বীনের ব্যাপারে রাসূলের সুন্নাহ বিরোধী কোন কথা বললে তাঁরা রাগে লাল হয়ে যেতেন। তাঁরা এতটাই ক্ষিপ্ত হতেন যে, তাঁদের চোখের তারা নাচতে থাকতো, মনে হতো যেন তাঁরা পাগল হয়ে গেছেন।

◆ নির্দোষ আনন্দ উপভোগে বাধা নেই

٣٦٨- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَادَحُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْا هُمُ الرِّجَالُ - (الادب المفرد)

৩৬৮. বাকর বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ (আনন্দের সময় খুশীতে) একে অন্যের উপর তরমুজের ছাল ছুঁড়ে মারতেন। কিন্তু যখন ইসলামের প্রতিরক্ষার সময় এসে যেতো তখন তাঁরা খুব গম্ভীর হয়ে যেতেন।" (আল আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা: এর অর্থ হলো, সাহাবাগণ সাধারণ মানুষের মতই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে হাসি-তামাশাও করতেন। কিন্তু যখন দ্বীনের সংকট দেখা দিত, তখন তার মোকাবেলায় তাঁরা পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁদের সমগ্র মনোযোগ এদিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে যেতো বলে তাঁদের খুব গম্ভীর দেখাতো। এই গম্ভীরতার মধ্য দিয়ে তাঁদের দৃঢ়তা ও বাহাদুরীই প্রকাশ পেতো।

◆ দ্বীন পালন করতে হবে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী

٣٦٩- شَكَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا يَعْنِيْ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَزَلَه واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتّٰى ذَكَرُوْا أَنَّه لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى فَقَالَ يَاأَبَا اِسْحَاقَ إِنَّ هٰؤلاَءِ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّيْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَاللّٰهِ فَإِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ بِهِمْ صَلٰوةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّيْ صَلٰوتِيَ الْعِشَاءِ فَأَرْدُ فِيْ الأوْلَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِيْ الأُخْرَيَيْنَ ، قَالَ ذالِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ وَارْسَلَ مَعَه رَجُلاً أَوْرِجَالاً أَلَى الْكُوْفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوْفَةِ فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ يُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا ـ (ترغيب)

৩৬৯. কুফাবাসীগণ হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন তিনি তাঁর স্থানে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর মনোনীত করে পাঠান। কুফাবাসীগণ তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করে এবং বলে যে, 'তিনি যথাযথভাবে নামায পড়েন না।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, 'হে আবু ইসহাক! (আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত) এরা বলছে, তুমি যথাযথভাবে নামায পড়ো না।'

হযরত আম্মার রা. জবাব দেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তাদের ঠিক সেই ভাবে নামায পড়াই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়াতেন। আমি এশা ও মাগরিবের নামাযের প্রথম দুই রাকাত খুব ধীরে ধীরে পড়ি এবং এশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত হালকাভাবে পড়ি। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'হে আবু ইসহাক, তোমার সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিল, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী নামায পড়ো।'

www.bjilibrary.com

তারপর তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কূফাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে কিছু লোককে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা সেখানে প্রত্যেক মসজিদে গিয়ে অনুসন্ধান করেন এবং সমস্ত মানুষকে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করতে দেখেন।"

◆ মাথার চুল বড় রাখা এবং টাখনুর নিচে কাপড় পরা

٣٧٠- قَالَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الاُسَيْدِيُّ لَوْ لاَ طُوْلُ جُمَّتِهِ وَأَسْبَالُ اِزَارِه فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا ، فَاَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَه إلى أذنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَه إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ - (رياض الصالحين)

৩৭০. হযরত ইবনুল খানযালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'খুরায়ম উসায়দী খুবই ভাল লোক, যদি তাঁর মাথার চুল বড় না হতো এবং তার ইজার টাখনুর নিচে না থাকতো।' যখন খুরায়ম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা জানতে পারেন তখন তিনি খুর দিয়ে নিজের বড় বড় চুলকে কান পর্যন্ত কেটে দেন এবং ইজার পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠিয়ে নেন।" (রিয়াযুস সালেহীন)

◆ দানের অভ্যাস তৈরী করা মুসলমানের বৈশিষ্ট

٣٧١- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَّوْمَ الأَرْبَعَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إلى أَنْ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوْا : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُنْتُمْ فِيْ الْجَهِلِيَّةِ اِذْ لاَتَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَحْمِلُوْنَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمُ الْمَعْرُوْفَ وَ تَفْعَلُوْنَ إلى ابْنِ السَّبِيْلِ حَتّٰى اذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ بِالاِسْلاَمِ وَبَنَبِيِّه إذَا أَنْتُمْ تُحْصِنُوْنَ أَمْوَالَكُمْ : فِيْمَا

يَأكُلُ ابْنُ ادَمَ أجْرٌ وَفِيْمَا يَأكُلُ السَّبُعُ وَ الطَّيْرُ أجْرٌ ، قَالَ : فَرَجَعَ الْقَوْمَ فَمَا مِنْهُمْ أحَدٌ إلاَّ هَدَمَ مِنْ حَدِيْقَتِه ثَلاَثِيْنَ بَابًا ـ (ترغيب و ترهيب)

৩৭১. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের মহল্লায় উপস্থিত হন। সেদিন বুধবার ছিল। সেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আনসার দল!' সবাই বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সকলেই উপস্থিত, বলুন কি বলবেন।'

তিনি তাদেরকে বললেন, 'জাহেলিয়াতের যুগে যখন তোমরা আল্লাহর উপাসনা করতে না, তখন তোমরা দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন মানুষের বোঝা তুলি দিতে, নিজের ধন-দৌলত গরীবকে দান করতে, মুসাফিরকে সাহায্য করতে; কিন্তু এখন যখন আল্লাহতায়ালা তোমাদের ইসলাম ও নবীর ওপর ঈমান আনার তওফিক দান করেছেন এবং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তখন তোমরা বাগানকে রক্ষা করার জন্যে তার চারদিকে পাঁচিল দিয়ে দিচ্ছো। দেখো, যদি মানুষ তোমাদের বাগানের ফল খায় তাহলে তোমরা প্রতিদান পাবার অধিকারী হবে।' হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা শুনে সকলে নিজ নিজ খেজুর বাগানের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। সেদিনই ত্রিশটি দরজা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।" (তারগীব ও তারহীব, হাকিম)

◆ অযাচিত প্রাপ্তি ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়

٣٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَأقُوْلُ أعْطِه مَنْ هُوَ إلَيْهِ أفْقَرُ مِنِّىْ ، قَالَ فَقَالَ خُذْهُ إذَا جَاءَكَ مِنْ هذَا الْمَالِ شَئٌ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلَهُ فَإنْ شِئْتَ فَكُلْهُ وَإنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِه وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَلأجْلِ ذلِكَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَسْألُ أحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أعْطِيَه ـ (بخارى ، مسلم)

www.bjilibrary.com

৩৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন কিছু দান করতেন তখন আমি বলতাম, 'যে আমার থেকে অধিক অভাবী তাকে দিন।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'এগুলো তুমি গ্রহণ করো। যখন তোমার কাছে কোন মাল আসে এবং তা অযাচিতভাবেই আসে, তুমি তা পাবার আশাও করোনি, তখন তা গ্রহণ করো এবং তা নিজের সঞ্চয়ে রাখো। যদি তোমার প্রয়োজন থাকে তাহলে তা ব্যবহার করো আর যদি মন চায় তাহলে তা থেকে দান করো। কিন্তু যে মাল তুমি পাওনি তার জন্য কখনো লোভ করো না।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহুর পুত্র হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন, 'এই কারণে আব্বা কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং অযাচিতভাবে যদি কেউ কিছু দিত তাহলে তিনি তা ফিরিয়েও দিতেন না।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এই হাদীস থেকে জানা গেল, যদি অযাচিতভাবে কোন মাল কারো কাছে এসেই যায় তাহলে তা নিতে অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু মনে কারো কাছ থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা জাগলে যদি সে তা দেয়ও তাহলেও তা গ্রহণ করা উচিত নয়।

◆ ছোটদের সালাম করার রীতি

٣٧٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ" - (متفق عليه)

৩৭৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ছোটদের কাছ দিয়ে যেতেন তখন তাদের সালাম দিতেন এবং বলতেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটদের সালাম করতেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

◆ সাহাবাগণ যেভাবে রাসূলের অনুসরণ করতেন

٣٧٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَيَقِيْلُ تَحْتَهَا ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ - (ترغيب ، مسند بزار)

৩৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, "যখন তিনি মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এক গাছের কাছে উপস্থিত হতেন তখন তার নিচে আরাম করতেন এবং সবাইকে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম করতেন।" (তারগীব, মুসনাদে বাযযার)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা: এমন কথা নয় যে, কেবল দিনে যখন সেখানে উপস্থিত হতেন তখন আরাম করতেন। বরং রাত বা দিন যখনি সেই গাছের কাছে উপস্থিত হতেন তখনি সেখানে কিছু সময়ের জন্য তার নিচে বসে আরাম করতেন। একথাও নয় যে, তিনি অনুসরণ ও আনগত্যের অর্থ জানতেন না। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসার কারণে এ রকম করতেন।

◆ সাহাবাগণ কর্তৃক নবীজীর অনুসরণের নমুনা

٣٧٥- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحْمَهُ اللّٰهُ فِيْ سَفَرٍ ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ عَنْهُ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُ - (ترغيب ، مسند احمد)

৩৭৫. প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক সফরে আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। আমরা এক স্থানে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিকে চলে যান।
তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি এ রকম করলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকম করতে দেখেছি, এ জন্যে আমিও এ রকম করেছি।" (মুসনাদে আহমদ, তারগীব)

◆ রাসূলের প্রতি ভালবাসার একটি নিদর্শন

٣٧٦- عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّاكَانَ حِيْنَ رَاحَ رُحْتُ مَعَه حَتّٰى أَتَى الإِمَامُ فَصَلّٰى مَعَهُ الاوُلٰى وَالعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِيْ حَتّٰى أَفَاضَ الإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَه حَتّٰى انْتَهٰى إِلَى الْمَضِيْقِ دُوْنَ الْمَأْزِمَيْنِ ، فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّه يُرِيْدُ أَنْ يُّصَلِّيَ ، فَقَالَ غُلَامُه الَّذِيْ يُمْسِكُ رَاحِلَتَه أَنَّه لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنَّه ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهٰى إِلٰى هٰذَا الْمَكَانِ قَضٰى حَاجَتَه فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَّقْضِيَ حَاجَتَه - (مسند احمد ،

www.bjilibrary.com

৩৭৬. প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনে সিরীন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে আরাফাতে উপস্থিত ছিলাম। দুপুরের পর তিনি মসজিদে নামেরায় যান, আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। পরে ইমাম সাহেব এলে তিনি ইমাম সাহেবের সাথে একসঙ্গে যোহরের ও আসরের নামায পড়েন। তারপর আমরা সকলে আরাফাতে অবস্থান করতে থাকি। যখন আমীরে হজ্জ্ব মুযদালফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন আমরাও তাঁর সঙ্গে রাওয়ানা হই। রাস্তায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এক সংকীর্ণ গিরি-পথের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উটনীকে বসিয়ে দেন এবং আমরাও আমাদের উটকে বসিয়ে দেই। আমাদের মনে হলো, তিনি সেখানে নামায পড়তে চান। তাঁর গোলাম, যে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ছিল, বলল, 'এখানে নামায পড়ার তাঁর ইচ্ছা নেই। বরং তাঁর এ কথা স্মরণ হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ্ব যাত্রার সময় এখানে এসে উটনীকে থামিয়ে দিয়ে প্রসাব-পায়খানায় গিয়েছিলেন। এ কথা মনে হওয়ায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসার টানে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে থেমেছেন।" (মুসনাদে আহমদ, তারগীব)

◆ রাসূলের প্রতি ভালবাসার আরো একটি নিদর্শন

٣٧٧- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ قُشَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ ابِيْهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَهْطٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ ، فَأَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ جَنْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ ، قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَبْنَهُ فِيْ شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ إِلاَّ مُطْلَقِيْ الإِزْرَارِ - (ابن ماجه ، ترغيب)

৩৭৭. হযরত উরওয়া বিন আবদুল্লাহ বিন কুশায়ের বর্ণনা করেছেন, "মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার বর্ণনার উল্লেখ করে আমাকে বলেছেন, 'তাঁর পিতা বলেন, 'আমি মুযায়না গোত্রের এক দল লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনি। সেই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি আমার হাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নবুয়াতের মোহরকে স্পর্শ করি।'

এই হাদীসের বর্ণনাকারী উরওয়া রাদিয়াল্লাহু বলেছেন, 'এই কারণে আমি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু এবং তার ছেলেকে সর্বদা জামার বোতাম খোলা অবস্থায় দেখতে পাই, শরতের সময়ও গরমের সময়ও।" (ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান তারগীব)

ব্যাখ্যা: সাহাবাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত পদ্ধতিকে কেমন দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতেন এই হাদীসে সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা তর্ক বিজ্ঞান ও দর্শন কি বলে তা বিচার না করে শুধু এটাই দেখতেন যে, তাঁদের প্রিয়তম নেতা কি করেছেন।

◆ সাহাবাগণ কিভাবে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করতেন

٣٧٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّىْ مَحْلُوْلاً اِزْرَارَه فَسَأَلْتُه عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُه - (ترغيب)

৩৭৮. হযরত যায়েদ বিন আসলাম রা. বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বোতাম খোলা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। আমি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকম করতে দেখেছি।" (সহীহ ইবনে খোযায়মা, তারগীব)

◆ সহযাত্রীর সেবা করার নমুনা

٣٧٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِىْ فَقُلْتُ لَه لاَ تَفْعَلْ فَقَالَ إِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَالَيْتُ أَنْ لاَّ أَصْحَبَ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُه - (بخارى ، مسلم)

৩৭৯. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি জারী ইবনে আবদুল্লাহ বাজালীর সঙ্গে এক সফরে বের হই। সফরকালে তিনি আমার সেবা করতে থাকেন। আমি তাঁকে বলি এ রকম করবেন না। তিনি বললেন, "আমি আনসার ভাইদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করতে দেখেছি। যে জন্য আমি কসম খেয়েছি, আনসারদের মধ্যে যার সঙ্গেই সফর করার সৌভাগ্য আমার হবে আমি তাঁর সেবা করবো।" (বোখারী ও মুসলিম)

◆ বন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার রীতি

٣٨٠- عَنْ أَبِىْ عَزِيْزِ بْنِ عُمَرٍ أَخِىْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ الأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.bjilibrary.com

وَسَلَّمَ إِسْتَوْصُوْا بِالأَسَارَى خَيرًا ، وَكُنْتُ فِيْ نَفَرٍمِّنْ الأَنْصَارِ ، فَكَانُوْا إِذَا قَدَّمُوْا غَدَاءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ أَكَلُوْا التَّمْرَ وَأَطْعَمُوْنِيَ الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (طبراني)

৩৮০. হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই আযীয বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "বদরের যুদ্ধে আমিও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার হেদায়েত দান করেছিলেন। আমি আনসারদের কিছু লোকের সঙ্গে ছিলাম। তাদের অবস্থা ছিল এই যে, যখন দুপুর ও রাতের খাবার আনা হতো তখন তারা নিজেরা খেজুর খেতো আর আমাকে রুটি খাওয়াতো। কারণ নবী করীম সা. তাদেরকে বন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার নসীহত করেছিলেন।" (তাবারানী)

◆ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য

٣٨١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَان حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغُمَيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ فَرَفَعَه حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَه بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ ـ (مسلم)

৩৮১. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "মক্কা বিজয়ের বছরে রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে রওয়ানা হন এবং কুরাউল গুমায়ের নামক স্থানে উপস্থিত হন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুজাহিদগণ রোযা রেখেছিলেন। যখন তারা উক্ত স্থানে উপস্থিত হন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পেয়ালা পানি আনতে বলেন। তারপর তিনি সেটাকে উঁচু করেন যেন সমস্ত লোক তা দেখতে পায়। তারপর তিনি ঐ পানি পান করেন (রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। কারন তিনি মুসাফির ছিলেন ও সামনে জিহাদের অভিযান ছিল)। পরে তাঁকে জানানো হয় যে, কিছু কিছু লোক রোযা রেখেছিলেন, ভাঙেননি। তখন তিনি বললেন, 'এ সব লোক হলো নাফরমান (আনুগত্য অমান্যকারী)। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এই হাদীস থেকে এ কথাও পরিষ্কার হলো যে আসল জিনিস হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা। সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয়ে কেউ যতই ইবাদত করুন না কেন তার কোন গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

◆ নেতার আদেশ পালনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত

٣٨٢- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَنَا إِقْبَالُ أَبِيْ سُفْيَانَ فَقَامَ سَعَدُبْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغُمَادِ لَفَعَلْنَا - (مسلم)

৩৮২. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পারেন যে, নতুন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আবু সুফিয়ানের সৈন্যদল সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে রওনা হয়েছে তখন তিনি সাহাবাগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সা'আদ ইবনে উবাদা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যদি আপনি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ করেন তাহলে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো, আর আপনি যদি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বারকুল গুমাদ পর্যন্ত যেতে আদেশ করেন, তাহলে হাসিমুখেই আমরা সে পর্যন্ত চলে যাবো।" (মুসলিম)

◆ সাহাবাদের ঈমানী দৃঢ়তার নমুনা

٣٨٣- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَّقُوْلُ لَقَدْ شَهِدْتُّ مِنَ الْمِقْدَادِبْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا لأَنْ أَكُوْنَ أَنَا صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُوْا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ ، لاَ نَقُوْلُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى إِذْهَبْ أَنْتَ وَلٰكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ ، فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ ذَاكَ - (مسند احمد)

৩৮৩. হযরত তারিক বিন শিহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন একটি কাজ দেখেছি, তা যদি আমার দ্বারা সম্পন্ন হতো! কারণ সে কাজটি ছিল আমার কাছে সব কাজ থেকে অধিক প্রিয়! যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য

www.bjilibrary.com

সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, সেই সময় মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মুসা আলাইহিস সালামের জাতি যেমন তাঁকে বলেছিল, 'হে মূসা, যাও তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ করো' আমরা আপনাকে সে রকম বলবো না। বরং আমরা আপনার ডান দিক দিয়ে যুদ্ধ করবো, বাম দিক দিয়ে যুদ্ধ করবো, আপনার সামনে যুদ্ধ করবো এবং আপনার পেছনে থেকেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।' যখন মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু এ কথা বলেন, তখন আমি দেখি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।" (মুসনাদ আহমদ)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা বদর যুদ্ধের ঘটনা। পূর্বেই তিনি খবর পেয়েছিলেন, আবু সুফিয়ানের কাফেলা নুতন অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে রওনা হয়েছে। তিনি সেই দলের প্রতিরোধের ব্যাপারে যখন পরামর্শ করছিলেন এমন সময় হঠাৎ খবর পান যে, মক্কার মুশরিকদের এক হাজার সৈন্য ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে যাত্রা শুরু করেছে। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু সেই সংকটময় মূহুর্তে এ কথা বলেছিলেন। এর অর্থ হলো, আমরা পলায়ন করার মত লোক নই। আমরা আপনার প্রতিটি আদেশ পালন এবং সব রকমের ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবো। প্রয়োজনে আমাদের জীবন বিলিয়ে দেবো, কিন্তু আপনার নির্দেশের অন্যথা হতে দেবো না।

◆ দ্বীনী জলসায় অংশ গ্রহণের আহ্বান

٣٨٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَالَ نُؤْمِنْ بِرَبِّنَا سَاعَةً ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ الرَّجُلِ فَغَضِبَ الرَّجُلُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ تَرى إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ يَرْغَبُ عَنْ إِيْمَانِكَ إِلى إِيْمَانِ سَاعَةٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِنَّه يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِيْ تَتَبَاهى بِهَا الْمَلاَئِكَةُ - (مسند احمد)

৩৮৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সঙ্গে মিলিত হতেন তখন বলতেন, 'এসো কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আনি।' একদিন তিনি কোন এক ব্যক্তিকে এ কথা বললে

www.bjilibrary.com

তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে রাওয়াহাকে দেখুন। তিনি মানুষকে সারা জীবন ঈমান রাখার পরিবর্তে কিছুক্ষণের জন্য ঈমান আনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। সে তোমাদেরকে দ্বীনী জলসা বা অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত দান করছিল। সে ওই সব দ্বীনী সভাকে ভালবাসে, যার জন্যে ফেরেশতাগণও গর্ব বোধ করে থাকেন।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা যে কথা বলেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল, 'আসুন, কিছুক্ষণের জন্যে আমরা আল্লাহর যিকির ও আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করে তুলি। তাঁর অনুগ্রহকে স্মরণ করি, দ্বীনি জ্ঞানকে বৃদ্ধি করি, তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে উপলব্ধি করি। কিন্তু সেই ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে রাওয়াহার উদ্দেশ্য কি তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। এখানে আরেকটি বিষয় চিন্তা করা দরকার। সেই ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে বলেছিলেন, হুজুর, আপনার ঈমানের দাওয়াততো সব সময়ের জন্যে, জীবনব্যাপী মুমিন হয়ে থাকার দাওয়াত। কিন্তু ইনি কিছুক্ষণের জন্যে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন। ইনি তো এক নতুন দাওয়াত দিচ্ছেন! অর্থাৎ সেই সময়ের সকল মুসলমানই জানতেন, নবীর দাওয়াত সর্বক্ষণের দাওয়াত, সমগ্র জীবনের জন্য দাওয়াত। এ দ্বীনকে তাঁরা এমনভাবে ভালবাসতেন যে, জীবনের প্রতিটি স্তরে তাকে বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা সব সময় উদগ্রীব থাকতেন।

◆ দ্বীনী জলসায় অংশ গ্রহণের ফজিলত

٣٨٥- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوْا جَالَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا قَالَ اللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكَ ؟ قَالُوْا اللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَالِكَ قَالَ أَمَ إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَلٰكِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ فَاَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ -
(مسلم ، ترمذى ، نسائى)

৩৮৫. হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের একটি দলের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখেন তাঁরা একত্রে বসে আছে। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা এখানে কেন বসে আছো?' তাঁরা জবাব দেন, 'আমরা এখানে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর শোকর আদায়

www.bjilibrary.com

করছি। কারণ তিনি আমাদেরকে ইসলামের রাস্তা দেখিয়েছেন এবং এভাবে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা কি সত্যি এ কাজের জন্যে এখানে বসে আছো?' সবাই বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমরা এখানে বসে এই কাজই করছি।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তোমাদেরকে এ জন্যে কসম খাওয়াইনি যে, আমি তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি। বরং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এইমাত্র আমার কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের সভায় তোমাদের নিয়ে গর্ব করেন।' (মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যা: এই হাদীসে যিকরুল্লাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। এই শব্দ কোরআন ও হাদীসে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা যিকির ও দোয়া এবং অন্যান্য অজিফাও বোঝানো হয়েছে। আবার দ্বীন শেখা, শেখানো এবং দ্বীনী দাওয়াতের প্রসার প্রগতির চেষ্টা সাধনা ও সে সম্পর্কে সব কাজও যিকরুল্লাহর অন্তর্গত। এই হাদীসের যিকরুল্লাহর ব্যাখ্যা অন্যত্র এভাবে এসেছে, এরা সেখানে বসে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দানের চর্চা করছেন। আমরা এই নবী আসার আগে আল্লাহর ইবাদতের সঠিক রাস্তা কি তা জানতাম না। তিনি আমাদের ওপর দয়া করে আমাদের মধ্য থেকে এক জনের মাধ্যমে আপন দ্বীন প্রেরণ করেছেন। তারপর আমাদের উপর তাঁর অতিরিক্ত অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাদেরকে ঈমান আনার তওফিক দান করেছেন। ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করার অর্থ হলো, আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের বলেন, 'দেখো, আমার এই সব বান্দা আমাকে স্মরণ করছে, দ্বীনের কাজে রত আছে। এদের দেখো আর এদের দ্বীনী চিন্তা দেখো। এরা দুনিয়ার কারবার ও অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে এসব করছে।

◆ দ্বীন শেখা এবং শেখানোর আগ্রহ থাকা জরুরী

٣٨٦- أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَادْ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَّ أَشْغَالٌ وَّ لٰكِنْ كَانَ النَّاسُ لاَ يَكْذِبُوْنَ فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ -

৩৮৬. হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নবীর জবান থেকে তাঁর কথা শুনতে পারতো না। কারণ আয় রোজগারের কাজে অনেককেই ব্যস্ত থাকতে হতো। অবশ্য যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতেন তারা কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। ফলে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শুনতে পারতেন তারা সেই সভায় যারা উপস্থিত হতে পারেনি তাদেরকে নবীর বানী পৌঁছে দিতেন। (তাদের মধ্যে দ্বীন শেখার এবং দ্বীন শেখানোর আগ্রহ সমানভাবেই সক্রিয় ছিল)।

www.bjilibrary.com

◆ মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করাও অন্যায়

٣٨٧- اَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ أَوْ حَدَّثَنِيْ مَنْ لَّمْ يَكْذِبْ وَاللّٰهِ مَا كُنَّا نَكْذِبُ وَلَا نَدْرِيْ مَا الْكَذِبُ ـ (بيهقى)

৩৮৭. হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অথবা বললেন, 'এমন এক ব্যক্তি আমাকে এ হাদীস বলেছেন যিনি মিথ্যা কথা বলেন না। আল্লাহর কসম, আমরা মিথ্যা কথা বলতাম না আর মিথ্যা কি তা আমরা জানতামও না।'

ব্যাখ্যা: মানুষ হাদীস বর্ণনায় কেমন সতর্কতা অবলম্বন করতো তা এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তারা কখনো মিথ্যা বর্ণনা দিতেন না এবং শ্রবণকারী পুরোপুরি অনুসন্ধান করে নিতেন হাদীসের সত্যাসত্য। এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা গেল, যারা মিথ্যা বলে তাদের কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তাদের কথা সত্যি মনে করে অন্যের কাছে বলাও উচিত নয়।

◆ দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে মহিলাদের আগ্রহ

٣٨٨-جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَّأتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ إِجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلٰثَةً مِّنَ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ ـ (متفق عليه)

৩৮৮. এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আপনার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা তো সব পুরুষরা শিখে নিচ্ছে! আমাদের জন্যও একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আপনি আমাদেরকে আল্লাহর

www.bjilibrary.com

হেদায়াত শিক্ষা দেবেন।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অমুক দিন তোমরা সব একত্রিত হবে।' সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে তারা একত্রিত হয় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর হেদায়াত শিক্ষা দেন এবং সে সঙ্গে এ কথাও বললেন, 'যে মহিলার তিনটি ছেলে মারা যায় এবং সে সবর করে, তার সে মৃত ছেলে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মাধ্যম হবে।' তখন এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন, 'যদি কারো দুটো ছেলে মারা যায় তাহলে?' তিনি বললেন, 'দুটো ছেলের ব্যাপারেও একই কথা।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হলো নবী করীম সা. এর সময়ের মহিলাদের নমুনা। তারা দ্বীন শেখার জন্য চিন্তা করতেন এবং চেষ্টা করতেন। এ জন্য তারা নিজেদের মধ্য থেকে এক মহিলাকে প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলের কাছে পাঠান। কারণ তারা জানতেন, দ্বীন যেমন পুরুষের জন্য এসেছে তেমনি মেয়েদের জন্যেও এসেছে। পুরুষের নেকী ও দ্বীনদারী মহিলাকে বাঁচাতে পারবে না, প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। না পুরুষরা মহিলাদের ভার বহন করবে আর না মহিলারা পুরুষদের।

◆ জবানের হেফাযত করা

٣٨٩- إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى أَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَه فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ لَه أَبُوْبَكْرٍ إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ - (مشكوة ، مسلم)

৩৮৯. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্ত গোলাম আসলাম বর্ণনা করেছেন, "একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, তিনি নিজের জিহ্বা হাত দিয়ে ধরে টানছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি একি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এই জিভ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: জিহ্বা থেকে বহু অপরাধ সংঘটিত হয়। কখনো কারো গীবত হয়ে যায়, কখনো অশোভনীয় শব্দ বেরিয়ে যায়, কখনো মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জিভ ভীষণ অসংযত প্রমাণিত হয়েছে। এই জিভের দ্বারা বহু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে বলে যাঁদের মধ্যে ঈমান আছে তারা এ জন্যে আফসোস করে থাকে। ঠিক এ রকম এক মনের অবস্থায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের জিভকে শাস্তি দিচ্ছিলেন।

◆ কর্মচারীদের তিরস্কার করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

٣٩٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِىْ بَكْرٍ وَّهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِه فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ

فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ ؟ كَلاَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَاعْتَقَ اَبُوْبَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ أَعُوْدُ - (مشكوة)

৩৯০. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হন যখন তিনি নিজের চাকরদের তিরস্কার করছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'সিদ্দীক হয়ে তিরস্কার! কাবার প্রভুর কসম সিদ্দীক উপাধি প্রাপ্ত মুমিন তিরস্কার করবে এ রকম কখনোই হতে পারে না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে চাকরদের মুক্ত করে দেন, যাদের তিনি তিরস্কার করছিলেন। তারপর তিনি নবী করীম সা. এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি তাওবা করছি, আমার দ্বারা এ রকম ভুল আর কখনো হবে না।" (মিশকাত)

◆ সাহাবাগণ সালামের ব্যাপক প্রচলনের জন্য যা করতেন

٣٩١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقُ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ فَاذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ - (ترغيب وترهيب ، طبرانى)

৩৯১. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে যেতাম তখন আমাদের মধ্যে কেউ কিছুক্ষণের জন্যে সরে গেলেও ফিরে এসে সালাম করতো। আমরা সকলেই এ রকম করতাম। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে যদি এক গাছের আড়াল হয়ে যেতো এবং তারপর তারা মিলিত হতো তাহলে তারা সালাম বিনিময় করতো।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

◆ ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা

٣٩٢- قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّبْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً

كَانُوْا اَوْشُبَّانَا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ أَخِيْ يَابْنَ لَكَ عِنْدَ هٰذَا الأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَه عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ هِيْ يَابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِه فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لِنَبِيِّه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَاجَوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى - (بخارى)

৩৯২. উয়ায়না ইবনে হিস্ন আপন ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের কাছে আতিথ্য গ্রহণ করেন। হুর ইবনে কায়েস সেই সব ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যারা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কোরআনের আলেমগণ প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা যুবক, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। (হুর ইবনে কায়েস কোরআনের বিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শদাতা ছিলেন)।

উয়ায়না আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন, 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি তো আমীরুল মুমেনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সান্নিধ্য লাভ করেছো। তুমি তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও।' খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু উয়ায়নাকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি দান করেন। উয়ায়না হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হয়ে কথোপকথনের সময় বললেন, 'হে ইবনে খাত্তাব; আল্লাহর কসম, আপনি আমাদেরকে বেশী ধন সম্পদ দান করেন না এবং আমাদের জন্যে ন্যায় বিচার করেন না।' এতে হযরত ওমর রাগান্বিত হন এবং উয়ায়নাকে শাস্তি দেবার মনস্থ করেন।

তখন হুর ইবনে কায়েস বললেন, 'হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহতায়ালা আপন নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

"خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ"

'ক্ষমা ও উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করো। নেকী ও ইহসানের হুকুম দাও এবং অজ্ঞানতা অবলম্বকারীর অজ্ঞানতাকে উপেক্ষা করো। (সূরাহ আরাফ আয়াত-১৯৯) ইনি তো একজন জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তি। সুতরাং এর ভুলকে ক্ষমা করে দিন।' এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমস্ত ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যায়। তিনি এ আয়াত শুনে সে

www.bjilibrary.com

অনুযায়ী আমল করে তাকে ক্ষমা করে দেন। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কিতাবের কাছে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ব্যক্তি ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর হেদায়াত থেকে বিচ্যুত হতেন না।" (বোখারী)

◆ ক্ষমা ও মহত্বের শিক্ষা

٣٩٣-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَمَّارُ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لَه فِىْ الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُوْنِىْ إِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَالِدٌ وَّ هُوَ يَشْكُوْنِىْ إِلى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يَغْلَظُ لَه وَلَا يَزِيْدُه إِلاَّ غِلْظَةً وَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ لاَّ يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّارٌ وَّقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ تَرَاه ؟ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَه وَ قَالَ مَنْ عَدْى عَمَّارًا عَادَاه اللّٰهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا ابْغَضَهُ اللّٰهُ ، قَالَ خَلِدٌ فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رِّضى عَمَّار فَلَقِيْتُه بِمَا رَضِىَ فَرَضِىَ - (مشكواة)

৩৯৩. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "হযরত খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমার ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আমি তাঁকে খুব কড়া কথা বলি। তখন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন।'

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পিছন পিছন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেখানে পৌঁছে যান। তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করতে দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই তাঁকে কড়া কড়া কথা বলতে শুরু করেন। তাঁর শক্ত ভাষা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে ছিলেন, কিছুই বলছিলেন না।

www.bjilibrary.com

তাতে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি খালিদকে দেখছেন না?' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করেন এবং বলেন, 'যে আম্মারের সঙ্গে শত্রুতা করবে আল্লাহ তার শত্রু হয়ে যাবে এবং যে আম্মারকে ঘৃণা করবে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন।'

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাঁর এই কথা শুনে আমি সভা থেকে বেরিয়ে আসি। তখন আমার কাছে এটাই সব থেকে প্রিয় বলে মনে হচ্ছিল, যে কোন রকমে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাক। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার শক্ত ভাষার জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার ওপর সন্তুষ্ট হন।" (মিশকাত)

◆ ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা

٣٩٤- إنَّ رَجَلا شَتَمَ أبَابَكْرٍ وَالنَّبِىُّ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَ يَتَبَسَّمُ ، فَلَمَّا أكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِه فَغَضِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ ، فَلَحِقَه أبُوْبَكْرٍ وَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتِمُنِى وَأنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِه غَضِبْتَ وَ قُمْتَ قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَدَدْتَّ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ - (مشكوة)

৩৯৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যা-তা বলে, আর সে সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসেছিলেন এবং তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে মুচকি মুচকি হাসছিলেন। সে ব্যক্তি অনেক কিছু বলার পর যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'একটা কথার জবাব দিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে উঠে চলে যান।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনার পর নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! সে আপনার উপস্থিতিতে আমাকে যা-তা বলছিল আর আপনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখন আমি এক-আধটা কথার জবাব দিতে গেলাম তখন আপনি রাগান্বিত হয়ে সরে গেলেন কেন?'

তিনি বললেন, 'যখন সে তোমাকে যা-তা বলছিল তখন এক ফেরেশতা তোমার পক্ষ হয়ে তার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন তাঁর পাল্টা জবাব দিতে গেলে তখন সেই ফেরেশতা চলে গেল এবং সেখানে শয়তান এসে হাজির হলো।" (মিশকাত)

www.bjilibrary.com

◆ ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত

٣٩٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابْنٌ لأبِى طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ ، فَلَمَّا رَضَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَافعَلَ ابْنِى ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ، وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ ، هُوَ أسْكَنُ مَاكَانَ فَقَرَّبَتْ لَه الْعَشَاءَ فَتَعَشَى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوْا الصَّبِيَّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ مَّاتَ ابْنٌ لأبِىْ طَلْحَةَ مِنْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لأهْلِهَا لاَ تُحَدِّثُوْا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتّٰى أكُوْنَ أنَا أحَدِّثُه فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَه أحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا أَنْ رَّأتْ أَنَّه قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أبَا طَلْحَةَ أرَأيْتَ لَوْ أنَّ قَوْمًا أعَارُوْا عَارِيْتَهُمْ أهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيْتَهُمْ ألَهُمْ أنْ يَّمْنَعُوْهُمْ ؟ قَالَ لاَ قَالَتْ فَأحْتَسِبِ ابْنَكَ ـ

(رياض الصالحين)

৩৯৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, “আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। সেই সময় আবু তালহা এক সফরে চলে যান, আর এদিকে ছেলেটি মারা যায়। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সফর থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমার ছেলের অবস্থা কি?’ ছেলের মা উম্মে সুলাইম বললেন, ‘সে আগের থেকে এখন অনেক শান্তিতে আছে।’ তারপর তিনি আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে খানা রাখেন। তিনি (আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেই খানা খেয়ে উম্মে সুলাইমকে নিয়ে বিছানায় যান। স্বামী পরিতৃপ্ত হয়ে যখন বিছানায় বিশ্রাম নেয়া শুরু করলেন তখন উম্মে সুলাইম আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘উঠুন, আপনার ছেলেকে দাফন করে আসুন।’ (ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহুর বর্ণনায় এতটুকুই আছে)

আর ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহুর বর্ণনায় আছে: আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলে, যে উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহুর গর্ভে জন্মলাভ করেছিল, সে মারা যায়। সে সময়

www.bjilibrary.com

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ঘরের লোকজনকে বলে, 'তোমরা ছেলের মৃত্যুর খবর আবু তালহাকে দিও না, আমি নিজেই দেবো।' তারপর তিনি যখন ফিরে আসেন তখন উম্মে সুলাইম তাঁর সামনে রাতের খানা রাখেন। তিনি খাওয়া শেষ করেন। তারপর উম্মে সুলাইম নিজেকে রাতের পোষাকে সাজিয়ে তোলেন। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে নিয়ে বিছানায় যান এবং যখন তিনি তৃপ্তি শেষে শান্তির রাজ্যে ফিরে আসেন তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোন লোক কারো কাছে কিছু গচ্ছিত রাখে, এবং তারপর সে তার গচ্ছিত জিনিস ফেরত চায় তাহলে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করার কোন অধিকার আছে?'

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু জবাব দেন, 'না গচ্ছিত জিনিস নিজের কাছে আটকে রাখার কোন অধিকার তাদের নেই।' তখন উম্মে সুলাইম বললেন, 'আপনার ছেলে, যে আপনার কাছে আল্লাহর আমানত ছিল, তা আল্লাহ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আপনি যাতে আখেরাতে পুরস্কারের অধিকারী হতে পারেন সে জন্য আপনার সবর করা উচিত।" (বোখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন)

◆ **বৈঠকাদিতে বসার আদব কায়দা**

٣٩٦- عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذْ اَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىْ -

(ابوداؤد)

৩৯৬. হযরত জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমাদের অভ্যাস ছিল, যখন আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় উপস্থিত হতাম তখন আমরা সকলের পিছনে বসতাম। (আমাদের মধ্যে কেউ দেরীতে এসে মানুষকে ডিঙিয়ে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসার চেষ্টা করতো না।)" (আবু দাউদ)

◆ **ওয়াদা ভঙ্গ ও মিথ্যা বলা জঘন্য অপরাধ**

٣٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ ، خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا يَجِىءُ قَوْمٌ يَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَه وَيَمِيْنُه شَهَادَتَه قَالَ وَكَانَ اَصْحَابُنَا

يَضْـرِبُوْنَا وَ نَحْنُ صِبْيَـانٌ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ الْعَهْدِ - (مسند احمد)

৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার সময়ের লোক অর্থাৎ সাহাবীগণ সর্বোত্তম লোক। তারপর উত্তম লোক তারা, যারা আমার সময়ের লোকদের পরে আসবে, অর্থাৎ তাবেয়ীন। তারপর তারা, যারা তাদের পরে আসবে, অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীন)।

এ কথা তিনি তিন বা চার বার বললেন। অতপর বলেন, 'তারপর এমন কিছু লোক আসবে যাদের সাক্ষ্য কসমের থেকে বেশী হবে। আর যাদের কসম সাক্ষ্যের থেকে বেশী হবে।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমাদের অভিভাকগণ আমাদের ছেলেবেলায় মিথ্যা কসম খাওয়ার জন্য, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করার জন্য আমাদের মারধোর করতেন।" (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: এর অর্থ হলো, পরবর্তী সময়ের মানুষের চোখে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য থাকবে না। তারা মিথ্যা সাক্ষী দেবে এবং মানুষের সামনে যে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা করবে তা পালন করবে না।

◆ অনাড়ম্বর জীবন যাপনের তাগিদ

٣٩٨- عَنْ عَبْدُ الرُّوْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ طَلْقٍ ، فَقُلْتُ مَا اَقْصَرَ سَقْفَ بَيْتِكِ هٰذَا ، قَالَتْ يَا بُنَيَّ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلَى عُمَّالِهِ اَنْ لاَّ تُطِيْلُوْا بِنَاءَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ - (الادب المفرد)

৩৯৮. হযরত আবদুর রুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি উম্মে তাল্‌ক রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে যাই। তাঁর ঘরের ছাদ খুবই নিচু ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার ঘরের ছাদ এত নীচু কেন?' তিনি বললেন, 'এক পত্রে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্ণরদেরকে এই হেদায়াত লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমরা উঁচু অট্টালিকা তৈরী করবে না। যদি এরকম করো তাহলে খারাব যুগের আবির্ভাব ঘটবে।" (আল আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা: উঁচু ও শানদার অট্টালিকা, ধন-দৌলত এসবই মানুষের গর্ব ও অহংকারের বস্তু হবে। স্পষ্টতই তা উম্মতের দুনিয়া পূজার লক্ষণ। এতে আখেরাতমুখী মানসিকতা মরে

যাবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মতের এই দ্বীনী অধঃপতন রোধ করার জন্যই এই হুকুমনামা জারী করেছিলেন।

◆ **জীবজন্তুর প্রতি দয়া**

٣٩٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ الرِّحَالَ ـ (ابوداؤد)

৩৯৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমরা কোন সফরে কোথাও বিশ্রাম নিতে গেলে পশুদের পিঠ থেকে বোঝা না নামিয়ে আমরা তসবীহ ও নামাযে নিযুক্ত হতাম না।" (আবু দাউদ)

◆ **সাহাবায়ে কিরামের অতিথিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত**

٤٠٠- وَعَنْ شِهَابِ بْنِ عِبَادٍ اَنَّه سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ : قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ اَوْسَعُوْالَنَا فَقَدْنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَالَنَا ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْنَا ، فَقَالَ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ ؟ فَاَشَرْنَا جَمِيْعًا اِلَى الْمُنْذِرِيْنَ ، عَائِذٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهٰذَ الأشَجُّ ؟ فَكَانَ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ الاسْمُ لِضَرْبَةٍ كَانَتْ بِوَجْهِه بِحَافِرِ حِمَارٍ ، قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ، ثُمَّ اَخْرَجَ عَيْبَتَه فَاَلْقٰى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِه ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَسَطَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَه وَاتَّكَاَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الاَشَجُّ اَوْسَعَ الْقَوْمُ

www.bjilibrary.com

لَه ، وَقَالُوْ هٰهُنَا يَا اَشَجُّ فَقَعَدَ عَنْ يَّمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِه وَالْطَفَه وَسَأَلَه عَنْ بِلَادِهِمْ وَسَمَّى لَهُمْ
قَرْيَةً قَرْيَةَ الصَّفَا وَالْمُشَقَّرِ ، وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرٍ فَقَلَ
بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْتَ اَعْلَمُ
بِاَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا ، فَقَالَ : اِنِّى وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِىْ فِيْهَا ،
قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَكْرِمُوْا اِخْوَانَكُمْ فَاِنَّهُمْ اَشْبَاهُكُمْ فِىْ
الْاِسْلَامِ اَشْبَهُ شَيْئٍ بِكُمْ اَشْعَارًا وَّ اَبْشَارًا اَسْلَمُوْا طَائِعِيْنَ غَيْرَ
مُكْرَهِيْنَ وَلَا مَوْتُوْرِيْنَ اِذَا اَبٰى قَوْمٌ اَنْ اُيُسْلِمُوْا حَتّٰى قُتِلُوْا :
قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحُوْا قَالَ : كَيْفَ رَاَيْتُمْ كَرَامَةَ اِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَا
فَتَهُمْ اِيَّاكُمْ - قَالُوْا : خَيْرُ اِخْوَانٍ اَلَانُوْا فُرُشَنَا وَاَطَابُوْا
مَطْعَمَنَا وَبَاتُوْا وَاَصْبَحُوْا يُعَلِّمُوْنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ -
وَتَعَالٰى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْجَبَ النَّبِىُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِحَ - (ترغيب وترهيب ، مسند
احمد)

৪০০. শিহাব ইবনে ইবাদ বর্ণনা করেছেন, "আবদুল কায়েস গোত্রের যে প্রতিনিধি দল (নবম হিজরীতে ইসলাম কবুল করার জন্য) মদীনা থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়েছিল তার কিছু সদস্য বলেছেন, 'যখন আমরা মদীনায় উপস্থিত হই তখন মুসলমানগণ খুবই খুশী চিত্তে আমাদেরকে ভালভাবে আদর আপ্যায়ন করেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদেরকে স্বাগত জানান, আমাদের জন্য দোয়া করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের নেতা কে?' প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুনযির ইবনে আয়েজ-এর দিকে ইশারা করে বলেন, 'ইনিই আমাদের নেতা।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যার মুখে আঘাতের চিহ্ন আছে?' আমরা বলি, 'হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনিই আমাদের নেতা।'

www.bjilibrary.com

(মুনযির ইবনে আয়েজ-এর মুখে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দাগওয়ালা উপাধি দান করেন)। এর আগে আমরা তাঁকে দাগওয়ালা নামে অভিহিত করতাম না। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আগেই তাঁর কাছে উপস্থিত হন। (তারা নিজেদের জিনিসপত্র শৃঙ্খলার সঙ্গে গুছিয়ে রাখেননি এবং কাপড়ও পরিবর্তন করেননি)।

কিন্তু প্রতিনিধদলের নেতা মুনযির প্রথমে বাহনের পশুগুলো বেঁধে রাখেন এবং সকলের জিনিসপত্র একস্থানে গুছিয়ে রাখেন। তারপর তিনি আপন থলে থেকে নতুন কাপড় বের করে পরেন এবং অপরিষ্কার কাপড় থলের মধ্যে রেখে দেন। তারপর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। সেই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। যখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভায় উপস্থিত হন তখন তাঁকে স্থান দেবার জন্যে লোকেরা সরে বসে ও বলে আপনি এখানে আসুন। সুতরাং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে বসেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বাগত জানান, প্রেমপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তাঁর দেশের এক এক গ্রামের নাম ধরে জিজ্ঞেস করেন। যেমন সফা, মুশাকর ও অন্যান্য বস্তির নাম ধরে জিজ্ঞেস করেন। মুনযির ইবনে আয়েজ বললেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক; হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মনে হয় আপনি আমাদের অপেক্ষা অঞ্চল সম্পর্কে অধিক জানেন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনবরত তোমাদের দেশে গিয়েছি। সেখানকার মানুষ আমাকে খুব আদর যত্ন করেছে।'

তারপর তিনি আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমাদের এই সব ভাইদের আদর যত্ন করো। এরা ইসলাম কবুল করার বিষয়ে তোমাদের মত এবং দেখতেও তোমাদেরই অনুরূপ। যখন অন্য লোকেরা ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে, এমন কি তারা যুদ্ধ করে নিহত হয়; এরা সেখানে কোন রকম জোর-জুলুম ও চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে ঈমান এনেছে।'

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের আনসারী ভায়েরা তোমাদের কেমন আদর যত্ন করেছে?' তারা বলে, 'এরা সর্বোত্তম ভাই। এরা আমাদের আরামদায়ক বিছানা দিয়েছে, সর্বোত্তম খানা খাইয়েছে এবং রাতে ও সকালে এরা আমাদের আল্লাহর কিতাব ও নবীর জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।' এ কথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই সন্তুষ্ট হন। (তারগীব ও তারহীব, মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

◆ দলীয় কাজে সকলের সাথে অংশ গ্রহণ করা নফল নামায থেকে উত্তম

٤٠١- وَعَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوْ يُثْنُوْنَ على صَاحِبٍ لَّهُمْ خَيْرًا ، قَالُوْا : مَارَأَيْنَا مِثْلَ فُلاَنٍ هذا قَطُّ مَا كَانَ فِيْ مَسِيْرٍ إِلاَّ كَانَ فِيْ قِرَاءَةٍ وَّ لاَ نَزَلْنَا فِيْ مَنْزِلٍ إِلاَّ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ ، قَالَ فَمَنْ كَانَ يَكْفِيْهِ ضَيْعَتَه حَتّٰى ذَكَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْلِفُ جَمَلَه أَوْ دَابَّتَهُ ؟ قَالُوْا ، نَحْنُ ، قَالَ فَكُلُّكُمْ خَيْرٌمِّنْهُ - (ترغيب وترهيب ، ابوداؤد)

৪০১. হযরত আবু কিলাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "কয়েকজন সাহাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে সঙ্গীদের প্রশংসা করতে শুরু করে দেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা অমুক সঙ্গীর মত আর কাউকে দেখিনি। সফরকালে তিনি সর্বদা কোরআন পড়েন। আর যখন আমরা কোথাও অবস্থান করার জন্য থামি তখন তিনি নফল নামায পড়তে লেগে যান।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে ওর মালপত্র কে রক্ষা করে, আর ওর উটকে কে খাওয়ায়?' সকলে বলে, 'আমরা সকলে ওর মালপত্র রক্ষা করি ও উটকে খেতে দিই।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা তো তার থেকে উত্তম।" (তারগীব ও তারহীব আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা: দলীয় কাজে সকলেরই অংশ গ্রহণ করা উচিত।

◆ দলীয়ভাবে খানা খাওয়ার আদব

٤٠٢- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَّعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرُزِقْنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّبِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُوْلُ لاَ تُقَارِنُوْا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ إِلاَّ أَنْ يَّسْتَاذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ - (بخارى ، مسلم)

৪০২. হযরত জাবালা ইবনে সাহাইম বর্ণনা করেছেন, "দুর্ভিক্ষের বছরে আমরা ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। আমরা খেজুর পেয়ে বসে বসে তা খাচ্ছিলাম। এমন সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এক গ্রাসে দুটো খেজুর না খায়। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম খেতে নিষেধ করেছেন।

তবে হ্যাঁ, যদি সাথে যারা খায় তারা অনুমতি দেয় তাহলে এক গ্রাসে দুটো খেজুর খাওয়া যেতে পারে।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: দুর্ভিক্ষের সময় যখন খানা সামান্য থাকে তখন এক সঙ্গে যারা খায় তাদের মধ্যে কারো নিজে বেশী খাওয়ার মনোভাব থাকা উচিত নয়। কারণ এমন করা হবে স্বার্থপরতা, যা ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। তবে হ্যাঁ, সাথীরা যদি খারাব মনে না করে তাহলে এ রকমভাবে খাওয়া যেতে পারে, অবশ্য এ জন্য সাথীদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া জরুরী।

◆ সাহাবাগণ যেভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতেন

٤٠٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ أَوْقَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ ، جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّىْ وَأَنَا مِنْهُمْ - (متفق عليه)

৪০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে যায় এবং খাদ্য অল্প থাকে অথবা মদীনায় তাদের মধ্যে খাদ্যের অনটন দেখা দেয়, তখন তাদের যার কাছে যা থাকে তা এনে একত্রিত করে।'
তিনি তাদের প্রশংসা করে বললেন, 'ওরা আমার, আর আমি ওদের।' (বোখারী ও মুসলিম)

◆ সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত

٤٠٤- قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةَ مِنْ بَيْنَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، قَالَ ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ، اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا ، حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِىْ فِىْ نَفْسِىَ الاَرْضُ ، فَمَا هِىَ بِالاَرْضِ الَّتِىْ اَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلى

www.bjilibrary.com

ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً ، فَأَمَّا صَاحِبَايَ ، فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ
بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ
أَخْرَجُ فَأَشْهَدُ الصَّلٰوةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ أَطُوْفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا
يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ ، وَآتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ
عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ هَلْ
حَرَّكَ شَفَتَيْهِ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ أُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِّنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ،
فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلٰوتِيْ ، نَظَرَ إِلَيَّ ، وَ إِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ
أَعْرَضَ عَنِّيْ ، حَتّٰى إِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ،
مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِيْ قَتَادَةَ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ
وَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَ اللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ،
فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَ
رَسُوْلَهُ ؟ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ،
فَقَالَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَ تَوَلَّيْتُ حَتّٰى
تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ ـ (متفق عليه)

৪০৪. হযরত কা'আব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে আমাদের তিন জনের সঙ্গে (অর্থাৎ আমার, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং ইবনে রবী'আর সঙ্গে) কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ আমরা তাবুক যুদ্ধের সময় অলসতাবশতঃ যেতে পারিনি। তাই সকলে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দেয় এবং তারা এমন ভাবে পাল্টে যায় যে, যেন তারা আমাদের চেনেই না। এমনকি মদীনার মাটি আমাদের জন্যে অচেনা হয়ে গিয়েছিল। এই মদীনা সে মদীনা ছিল না যাকে আমরা জানতাম। এমতাবস্থায় পঞ্চাশ রাত কেটে যায়।

আমার দুই সঙ্গীর (হেলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবীর) ওপর এই বয়কটের অত্যন্ত প্রভাব পড়ে। তারা নিজেদের ঘরে বসে কাঁদতে থাকে। আর আমি যেহেতু যুবক ছিলাম ও আমার হৃদয় দৃঢ় ছিল সেহেতু আমি ঘরের বাইরে আসতাম, মুসলামনদের

www.bjilibrary.com

সঙ্গে নামাযে যোগ দিতাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম; কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতো না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়া শেষ করে মসজিদে নববীতে বসতেন তখন আমি তাঁর কাছে যেতাম এবং সালাম করতাম, আর তারপর মনে মনে চিন্তা করতাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন কি না। আবার আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে নামায পড়তাম এবং চুপি চুপি তাঁর দিকে তাকাতাম। যখন আমি নামায পড়তে থাকতাম তখন তিনি আমাকে দেখতেন, আর যখন আমি তাঁর দিতে তাকাতাম তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে যখন মুসলামনদের বিমুখতা খুব বেশী দুঃসহনীয় হয়ে ওঠে তখন আমি আবু কাতাদার বাগানের পাঁচিল টপকে আবু কাতাদার কাছে পৌঁছাই। সে আমার চাচাত ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আমি তাকে সালাম দিই কিন্তু সে তার জবাব দিল না।

আমি তাকে বলি, 'হে আবু কাতাদা; আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। আমি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসি, তা কি তুমি জানো না? কিন্তু সে যথারীতি নির্বাক থাকে। তারপর আমি দ্বিতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, তবুও সে চুপ থাকে। আমি তৃতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে তাকে আবার এ কথা জিজ্ঞেস করি।

তখন সে বলে, 'আল্লাহ এবং রাসূল জানেন (তুমি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাস কি না, তাঁদের কাছ থেকে এর সার্টিফিকেট নাও)। এ কথায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ে। আমি দেয়াল টপকে ফিরে যাই।" (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এটা জামায়াতী নিয়ম-শৃঙ্খলার এক অতি উৎকৃষ্ট নমুনা। যখন আল্লাহর আদেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'আব বিন মালিক ও তাঁর উপরোল্লিখিত দুই সঙ্গীকে বর্জনের ঘোষণা করেন এবং সবাইকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত রাখেন তখন সমগ্র মদীনা তাদের জন্য এক অচেনা অজানা নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। এমনকি তাঁর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চাচাত ভাই আবু কাতাদাও গোপনে আল্লাহর কসম দেয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে কথা বলেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এই জামায়াতী নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে আরো বেশী জানতে হলে তাফহীমুল কোরআনের দ্বিতীয় খন্ডে সূরা তাওবার ১১৯ নং পাদটীকা দেখুন।

◆ দুই রকমের দান

٤٠٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجْوَدَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَاسْمَاءَ ، وَجُوْدُهُمَا مُخْتَلِفٌ أَمَّا

عَائِشَةَ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّئَ إلى الشَّئِ ، حَتَّى اِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَنَا قَسَّمَتْ وَاَمَّا اسْمَاءُ فَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ - (الادب المفرد)

৪০৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খালা ও মা) অপেক্ষা অধিক দাতা মহিলা দেখিনি। তাঁদের দু'জনের দান দুই রকমের ছিল।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা ছিল, তিনি প্রতিদিন কিছু না কিছু জমা করতে থাকতেন এবং যখন তা বেশ কিছু পরিমাণ হয়ে যেতো তখন তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

আর আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা ছিল, তিনি প্রতিদিনই যা কিছু পেতেন তা অভাবী লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং আগামী কালের জন্যে কিছুই রাখতেন না।" (আল আদাবুল মুফরাদ)

◆ সম্পত্তি যখন বিপদের কারণ

٤٠٦- إنَّ رَجُلاً مِّنْ الأنْصَارِ كَانَ يُصَلِّى فِىْ حَائِطٍ لَّه بِالْقُفِّ وَادٍ مِنْ أوْدِيَةِ الْمَدِيْنَةِ ، وَالنَّخْلُ قَدْ ظُلِّلَتْ وَهِىَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا ، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَأعْجَبَتْه ، ثُمَّ رَجَعَ إلى صَلاَتِه ، فَإذَا هُوَ لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلَّى ، فَقَالَ لَقَدْ أصَابَنِىْ فِىْ مَالِىْ هذا فِتْنَةٌ فَجَاءَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَه وَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلهُ فِىْ سَبِيْلِ الْخَيْرِ ، فَبَاعَه بِخَمْسِيْنَ اَلْفًا فَسَمَّى ذلِكَ الْمَالَ الْخَمْسِيْنَ - (ترغيب)

৪০৬. "এক আনসারী নিজের কোন এক বাগানে নামায পড়ছিলেন। এই বাগান মদীনার বিখ্যাত উপত্যকা 'কুফ'-এর মধ্যে ছিল। খেজুর গাছ ফলে পরিপূর্ণ ছিল। নামায পড়ার সময় তাঁর দৃষ্টি সেই ফলের দিকে যায় এবং তাতে তিনি আনন্দবোধ করেন। পুনরায় তিনি নামাযের দিকে দৃষ্টি দেন কিন্তু কত রাকাত পড়েছেন, তা বিস্মৃত হয়ে যান।

www.bjilibrary.com

তখন তিনি চিন্তা করেন, আমার এই সম্পত্তি তো আমার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর তিনি খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'আমি আমার এই বাগানকে ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। আপনি এটাকে নেকীর কাজের লাগান।'

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু সেই বাগান পঞ্চাশ হাজার দিরহামে বিক্রি করে দেন এবং বাগানের নাম রাখেন 'খামসীন'।" (মোআত্তা, তারগীব)

◆ নিজের প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাই লাভজনক ব্যবসা

٤٠٧- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَّخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرِبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسٌ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةَ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ بَارَكَ وَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَ ذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ ، ذٰلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ ، ذٰلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ -

(بخارى ، مسلم)

৪০৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আবু তালহা আনসারী মদীনার সব থেকে ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর যত খেজুরের বাগান ছিল অন্য কারো তা ছিল না। 'বায়রুহা'র বাগান তাঁর সব থেকে ভাল ও প্রিয় বাগান ছিল। এই বাগান মসজিদে নববীর সামনে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাগানে যেতেন ও পানি খেতেন। এই বাগানের কুয়ার পানি ছিল অতি উত্তম।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى

تُنْفِقُوْ مِمَّا تُحِبُّوْنَ 'তোমরা কখনোই পূণ্য লা করতে পারবে না, যতোক্ষণ না নিজেদের প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো।' (আলে ইমরান-৯২)

আয়াত لن تنالوا البر .... الخ যখন অবতীর্ণ হয় তখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তোমরা কখনোই পূণ্য লাভ করতে পারবে না, যতোক্ষণ না নিজেদের প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো।'

'বায়রুহা' আমার সব থেকে প্রিয় সম্পদ। আমি এটাকে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিলাম যাতে আল্লাহর কাছে এটা আমার জন্য জমা থাকে। সুতরাং এটা আপনি আপনার রব যেভাবে বলেন সেভাবে ব্যয় করুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সাবাশ! তুমি খুবই ভাল কাজ করেছো। এটা হলো লাভজনক ব্যবসা, খুবই লাভজনক ব্যবসা।" (বোখারী ও মুসলিম)

◆ অধিক দানকারীকে আল্লাহ্ অধিক সম্পদশালী বানিয়ে দেন

٤٠٨- عَنْ قَيْسِ بْنِ سِلَعٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ إِخْوَتَه شَكَوْهُ إِلى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا انَّهُ يُبَذِّرُ مَا لَهُ وَ يَنْبَسِطُ فِيْهِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ نَصِيْبِىْ مِنَ التَّمْرَةَ فَأَنْفِقُه فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ عَلى مَنْ صَحِبَنِىْ ، فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَه وَقَالَ أَنْفِقُ اللّٰهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ خَرَجْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَعِىَ رَحِلَةٌ وَّ أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ بَيْتِىْ الْيَوْمَ وَأَيْسَرُه ـ (ترغيب ، طبرانى)

৪০৮. হযরত কায়েস ইবনে সিলা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "তাঁর ভাইয়েরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁর ধন-সম্পদ লুটিয়ে দেন এবং খুব বেশী দান করেন।'

আমি বলি, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি আমার নিজের অংশের খেজুর নিয়ে নিই এবং তা আল্লাহর রাস্তায় আমার সঙ্গী-সাথীদের জন্যে খরচ করি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক চাপড়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'খরচ করো,

www.bjilibrary.com

আল্লাহতায়ালা তোমাকে দেবে।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন।

এখন আমার অবস্থা এমন যে, আমি আমার উটনীতে চড়ে জিহাদ করতে যাই। আর আজ আমি আমার গোত্রের মধ্যে সব থেকে অধিক সম্পদশালী ও সচ্ছল।" (তারগীব ও তাবরানী)

◆ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই কখন পুরস্কারের অধিকারী হয়

٤٠٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ ذَهَبَ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّه ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَذْلاً لِكَثِيْرٍ ، وَلاَ أَحْسَنَ مُوَاسَةٍ فِيْ قَلِيْلٍ مِّنْهُمْ ، وَ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ ، قَالَ أَلَيْسَ تَثْنُوْنَ عَلَيْهِمْ بِه وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ قَالُوْا بَلى ، قَالَ فَذَاكَ بِذَاكَ - (ابوداؤد ، نسائى)

৪০৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একবার মুহাজিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'আনসারগণ সমস্ত পুরস্কার হাতিয়ে নিল। এরা প্রচুর সম্পদ ব্যয় করছে। যার কাছে অল্প পরিমাণ আছে সেও নিজের সামান্য সম্পদ থেকে গরীবকে অংশীদার করে নিজের পাল্লা ভারী করে নিচ্ছে। আমাদের সমস্ত খরচ তো এরা আপন দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি এদের জন্যে শোকরের মনোভাব রাখো না? তোমরা কি এদের জন্য দোয়া করো না?' মুহাজিরগণ বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা এদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এদের জন্যে দোয়া করি।'

তিনি বললেন, 'এটাই তার প্রতিদান। ওরা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ দেখাচ্ছে আর তোমরাও তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করছো। তোমরাও পুরস্কারের অধিকারী আর ওরাও পুরস্কারের অধিকারী।" (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

অধ্যায়-১৭

সামাজিক পরিবেশ ও আচার আচরণ

◆ পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে চাইলে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করো

٤١٠- وَعَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَتَدْرِىْ لِمَ أَتَيْتُكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ لاَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ أَحَبَّ اَنْ يَّصِلَ اَبَاهُ فِىْ قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ اَبِيْهِ بَعْدَهُ وَاِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِىْ عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيْكَ اِخَاءٌ وَ وُدٌّ فَأَحْبَبْتُ اَنْ اَصِلَ ذَاكَ -(ترغيب وترهيب ، ابن حبان)

৪১০. হযরত আবু বুরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি মদীনায় উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য এলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো, আমি কি জন্য তোমার কাছে এসেছি?' 'আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে চায় পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।'

আর আমার পিতা (ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তোমার পিতার (আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু) মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিল। আমি আমার পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে চাই। সে জন্যই আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি।" (তারগীব ও তারহীব, ইবনে হাব্বান)

◆ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করা নেকীর কাজ

٤١١ - وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَاعْطَاهُ عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللّٰهُ

اِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ : فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّاب وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ - (ترغيب و ترهيب ، مسلم)

৪১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "মক্কার রাস্তায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে (যখন তিনি হজ্জ করতে গিয়েছিলেন) এক গ্রামবাসীর সাক্ষাত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সালাম দেন এবং যে খচ্চরের ওপর বসেছিলেন তার ওপর তাকে বসিয়ে নেন ও নিজের পাগড়ি তাকে দিয়ে দেন। ইবনে দীনার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এরা গ্রামবাসী। এরা তো অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তবুও আপনি এসব কেন করলেন?'

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু জবাব দেন, 'এর পিতা আমার পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'নিজের পিতার বন্ধুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা খুব বড় নেকীর কাজ।' (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম)

◆ কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পরিণাম

٤١٢ - وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غَلاَمًا لِّىْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِّنْ خَلْفِىْ "اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ" فَلَمْ أَفْهِمِ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ فَلَمَّا دَنَا مِنِّىْ اِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلى هذَا الْغُلاَمَ ، فَقُلْتُ لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَه أَبَادًا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالى - فَقَالَ : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، اَوْ لاَ مَسَّتْكَ النَّارُ - (ترغيب و ترهيب ، مسلم ، ترمذى ، ابوداؤد)

৪১২. হযরত আবু মাসউদ বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি আমার এক গোলামকে কোড়া মারছিলাম এমন সময় কেউ পিছন থেকে আওয়াজ দেয়, 'হে আবু মাসউদ, জেনে নাও।' ক্রোধের কারণে আমি বুঝতে পারিনি কে কথা বলছেন। যখন তিনি কাছে এলেন তখন দেখি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, 'জেনে রাখো আবু মাসউদ, তুমি এই গোলামের ওপর যতটুকু কর্তৃত্ব রাখো তার চেয়ে অনেক বেশী কর্তৃত্ব আল্লাহ্ তোমার উপর রাখেন।' আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে বললাম, 'আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারবো না।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তুমি তাকে মুক্ত না করে দিতে তাহলে তুমি জাহান্নামের বেষ্টনীতে পড়ে যেতে।" (তারগীব ও তারহীব; মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

◆ নিজে খাওয়ার আগে ইয়াতীমকে খাওয়ানো

٤١٣ - قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ لَقَدْ عَهِدْتُّ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُوْلُ يَا أَهْلِيَهُ يَا أَهْلِيَهُ يَتِيْمَكُمْ يَتِيْمَكُمْ - (الحق)

৪১৩. হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি মুসলমানদের (অর্থাৎ সাহাবাগণকে) এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁরা সকাল বেলা স্ত্রীদের বলতেন, 'হে আমার স্ত্রী, প্রথমে ইয়াতীমকে খাওয়াও, সবার আগে ইয়াতীমকে খেতে দাও।" (আল হাক)

◆ অভাবে আত্মত্যাগের অপূর্ব নজির

٤١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أُهْدِىَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ شَاةٍ فَقَالَ فُلَانٌ إِحْوَجُ مِنِّى إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهِ الَيْهِ فَبَعَثَ ذَالِكَ الْاِنْسَانُ الى اخَرَ فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُ بِهِ وَاحِدٌ الى اخَرَ حَتّٰى رَجَعَ أَلى الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَدَاوَلَتْهُ سَبْعَةٌ - (صحيفة الحق)

৪১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সঙ্গীকে একটি ছাগলের মাথা উপহার স্বরূপ

www.bjilibrary.com

দেয়া হয়। তিনি বললেন, 'আমার অমুক সঙ্গী আমার চেয়ে বেশী অভাবী, এটি ওকেই দাও।' সুতরাং মাথাটি তাঁর কাছে পাঠানো হয়। তিনি অন্য এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বললেন, 'সে আমার চাইতে অভাবী, এটা তাকে দিয়ে এসো।' এভাবে সাতজন ব্যক্তির কাছে সেটা পাঠানো হয়। অবশেষে সেটা ঘুরে ফিরে প্রথম ব্যক্তির কাছেই আসে।" (সহীফাতুল হাক)

◆ হারাম খাবার বমি করে ফেলে দেয়ার দৃষ্টান্ত

٤١٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : كَانَ لاَبِى بَكْرِ نِ الصِّدِّيْق رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ غُلامٌ يُّخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ يَأكُلُ مِنْهُ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَئٍ فَأكَلَ مِنْهُ أبُوْبَكْرٍ ، فَقَلَ لَه الْغُلاَمُ قَدْرِىْ مَا هذَا ؟ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَّمَا هُوَا ؟ فَقَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لاِنْسَانٍ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اُحْسِنُ الْكَهَانَةَ الاَّ اَنِّىْ خَدَعْتُه فَلَقِيْنِىْ فَاَعْطَانِىْ لِذلِكَ هذَا الَّذِى اَكَلْتَ مِنْهُ فَأدْخَلَ أبُوْبَكْرٍ يَدَه فَقَاءَ كُلَّ شَئٍ فِىْ بَطْنِه - (بخارى)

৪১৫. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, "হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক গোলাম ছিল, যে উপার্জন করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে দান করতো। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা কাজে লাগাতেন। একদিন সে গোলাম সামান্য খাবার জিনিস এনে তাঁকে দেয় এবং তিনি তা খান। গোলামটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি জানেন এটা কোথা থেকে পেয়েছি?' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কোত্থেকে পেয়েছো?'

সে বলে, 'ইসলাম কবুল করার পূর্বে আমি এক ব্যক্তির ভবিষ্যত বলে দিয়েছিলাম। আমি ঐ বিদ্যা জানতাম না। আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। এখন তার সঙ্গে দেখা হলে সে তার পারিশ্রমিক হিসাবে এগুলো দান করেছে, যা আপনি খেয়েছেন।' এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেটে যা গিয়েছিল তা গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেলেন।" (বোখারী)

◆ ঋণ ও আমানতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন

٤١٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرَ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِىْ ، فَقُمْتُ اِلى جَنْبِه ، فَقَالَ يَابُنَىَّ

www.bjilibrary.com

إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُوْمٌ وَإِنِّى لاَ أُرَانِىْ إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ ، مَظْلُوْمًا ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّى لَدَيْنِىْ ، أَفَتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَّالِنَا شَيْئًا ثُمَّ قَالَ بُنَىَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ ، قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ ، وَلكِنَّ هُوَ سَلَفُ أَخْشى عَلَيْهِ الضَّيْعَةِ ـ (بخارى)

৪১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমার পিতা হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু 'জামাল' যুদ্ধের সময় আমাকে ডাকেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালে তিনি বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আজ মানুষ হয় অত্যাচারীরূপে নিহত হবে অথবা অত্যাচারিত হয়ে নিহত হবে। আমি আমার ব্যাপারে মনে করি, আমি অত্যাচারিত রূপে নিহত হবো। আজ আমার কেবল মানুষের ঋণের চিন্তা হচ্ছে, তা যেন কোন রকমে পরিশোধ হয়ে যায়। তুমি কি মনে করো? ঋণ শোধ করার পর কিছু অর্থ থাকবে কি?' তারপর তিনি বলেন, 'হে পুত্র!, আমার সম্পত্তি বিক্রী করে ঋণ পরিশোধ করে দিও।'

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'তার যত ঋণ ছিল তা নিজের পরিবার পরিজনদের খরচের জন্যে নেয়া হয়নি। বরং মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে আমানত রাখতে আসতো। তখন তিনি তাদের বলতেন, 'এ সব আমানত হিসেবে রেখো না, বরং যাতে তোমার অর্থ মারা না যায় সে জন্যে এ অর্থ ঋণ হিসেবে আমার কাছে থাকবে। আমানত হিসেবে যদি রাখো আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আইনতঃ তুমি তা ফিরিয়ে নিতে পারো না। এ জন্যে এটাকে ঋণ হিসেবে মনে করো, আমার কাছে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার যেন ক্ষতি না হয়।" (বোখারী)

◆ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে নরম ব্যবহার করার তাগিদ

٤١٧ – عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ فَتَوَارى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ إِنِّىْ مُعْسِرٌ ، قَالَ اللّٰهُ ؟ قَالَ اللّٰهُ ! قَالَ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ، مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ـ (مسلم)

www.bjilibrary.com

৪১৭. হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন তিনি তাঁর কাছে একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন তখন লোকটি দেখা করার পরিবর্তে আত্মগোপন করে। পরে তার সঙ্গে দেখা হলে তার কাছে ঋণ পরিশোধের কথা বলা হয়। সে বলে, 'আমার অবস্থা খুবই খারাপ।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, ঠিক করে বলো, তুমি কি এখন ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না?' তখন সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে, 'এখন ঋণ শোধ করার মতো অবস্থা সত্যি আমার নেই।'

তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাঁচতে চায় তার উচিত অসচ্ছল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো কিছু সময় দান করা অথবা তাকে ক্ষমা করে দেয়া।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে এ কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাকে আরো কিছু সময় দান করেছিলেন নাকি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেভাবে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে মনে হয়, তিনি এ ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

◆ পেটে পাথর বেঁধে দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম করার দৃষ্টান্ত

٤١٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةً فَقَالَ لِىْ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُزْرَةِ عَائِشَةَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَالَنَا ثِيَابٌ إِلاَّ الاَبْرَادُ الْخَشِنَةَ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ عَلٰى اَحَدِنَا الاَيَّامُ مَايَجِدُ طَعَامًا يُقِيْمُ بِه صَلْبَهُ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَاْخُذَا لْحَجَرَ فَيَشُدُّبِه عَلٰى أَخْمَصِ بَطْنِه ثُمَّ يَشُدُّه بِثَوْبِه لِيُقِيْمَ صُلْبَه - (ترغيب و ترهيب)

৪১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে এক বছর মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলাম। একদিন আমরা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ঘরের কাছে বসে আছি এমন সময় তিনি বললেন, 'এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের গায়ে কর্কশ জীর্ণ মোটা চাদর ছাড়া নরম কাপড় ছিল না। কয়েক দিন কেটে গেলেও আমরা এই পরিমাণ খাদ্য পেতাম না, যা দিয়ে মানুষ পেট সোজা রাখতে পারে। আমরা পেটে পাথর চাপা দিতাম যাতে আমাদের শরীর সোজা থাকে। আমরা কাপড় দিয়ে ঐ পাথর পেটে বেঁধে রাখতাম।" (মুসনাদে আহমদ)

www.bjilibrary.com

◆ দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের তোয়াক্কা করলে চলে না

٤١٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَ اَبَا عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً ، تَمْرَةً ، فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا ؟ قَالَ نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّه بِالْمَاءِ فَنَا كُلُّه - (مسلم)

৪১৯. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "মক্কার মুশরিকদের এক দলের রাস্তা অবরোধ করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আমাদেরকে প্রেরণ করেন। আমাদের সঙ্গে তিনি এক থলে খেজুর দিয়ে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে এর বেশী আর কিছু আমাদের জন্যে দেয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আমাদেরকে প্রতি দিন একটি করে খেজুর খেতে দিতেন।
কোন একজন জাবির রাদিয়াল্লাহুকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা একটিমাত্র খেজুর নিয়ে কি করতেন?'

তিনি বললেন, 'আমরা সে খেজুর মুখে নিয়ে ছেলেদের মত অনেকক্ষণ ধরে চুষতাম, তারপর পানি খেয়ে নিতাম। এতেই যথেষ্ট হয়ে যেতো। নাহলে লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে ধুয়ে তা খেয়ে নিতাম।" (মুসলিম)

◆ সাহাবাগণের কষ্টকর জিহাদী জীবনের বর্ণনা

٤٢٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّى الأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَمٌ اِلاَّ وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُوْرَ حَتّٰى اَنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَه خِلْطٌ - (بخارى ، مسلم)

৪২০. হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে মুশরিকদের উপর তীর দিয়ে আক্রমণ

www.bjilibrary.com

করি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গিয়ে জিহাদ করতাম। আর আমাদের অবস্থান এমন হতো যে, আমাদের কাছে খাবার কিছুই থাকতো না। কাঁটা-ঝাড়ের পাতা ও বাবলা পাতা আমাদের খাদ্য হতো। এমনকি আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের মল ছাগল-নাদির মত হতো, যা একটুও নরম হতো না।" (বোখারী ও মুসলিম)

◆ কোন দুঃখ কষ্টই মুমিনকে কাবু করতে পারে না

٤٢١ – عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُقْبِلاً عَلَيْهِ إِهَابُ كَبْشٍ قَدْ تَنَطَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْظُرُوْا إِلٰى هٰذَا الَّذِيْ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهُ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاهَا أَوْ شُرِيَتْ بِمَائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ ، رَسُوْلِهِ اِلٰى مَا تَرَوْنَ ـ (ترغيب وترهيب ، طبرانى)

৪২১. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহুকে তাঁর কাছে আসতে দেখেন। তার অবস্থা ছিল এই যে, সে মেষের চামড়া লুঙ্গি হিসেবে পরেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ ব্যক্তিকে দেখো, যার অন্তরকে আল্লাহ ইসলামের আলোয় আলোকিত করে রেখেছেন। আজ একে এ অবস্থায় দেখছি। অথচ ইসলাম কবুল করার পূর্বে তাকে তার পিতা-মাতা খুবই ভাল খাদ্য খাওয়াতো। তার শরীরে থাকতো দু'শ দিরহামের ঝলমলে পোশাক। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা তাকে আজ এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু ইসলামের সম্পদ পেয়েই সে আজ খুশী। অতীতের আরামের জীবনের কথা সে কখনো মনেও করে না। যদিও নবীজীর সাহাবীগণ তার এ করুণ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলতেন।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

◆ যখন সচ্ছলতার চাইতে অসচ্ছলতা উত্তম

٤٢٢ – وَعَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ فِىْ غَدَاةٍ شَاتِيَةٍ جَائِعًا وَقَدْ اَوْ بَقَنِى الْبَرْدُ ، فَاَخَذْتُ ثَوْبًا مِّنْ

www.bjilibrary.com

صَوْفٍ قَدْ كَانَ عِنْدَنَا ، ثُمَّ أَدْ خَلْتُـه فِى عُنُقِى ، وَحَزَمْتُـه عَلى صَدْرِى اَسْتَدْفِئْ بِهِ ، وَاللّٰهِ مَاكَانَ فِى بَيْتِى شَيْئٌ اٰكُلُ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ فِى بَيْتِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئٌ لَبَلَغَنِى ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلى اَنْ قَالَ جِئتُ اِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ مَعَ عِصَابَةٍ مِّنْ اَصْحَابِه ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِى بُرْدَةٍ مَّرْقُوْعَةٍ بِفَرْوَةٍ ، وَكَانَ اَنْعَمَ غُلَامٍ بِمَكَّةَ وَارْفَهَه عَيْشًا فَلَمَّا رَاٰهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مَاكَانَ فِيْهِ مِنَ النَّعِيْمِ ، وَرَاٰى حَالَهُ الَّتِىْ هُوَ عَلَيْهِ ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَبَكى ، ثُمَّ قَالَ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ اَمْ اِذَا غُدِىَ عَلى أَحَدِكُمْ ، بِجَفْنَةٍ مِّن خُبْزٍ وَّ لَحْمٍ ، وَّ رِيْحَ عَلَيْهِ بِاُخْرى وَغَدَا فِى حُلَّةٍ ، وَّرَاحَ فِى اُخْرى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ ، قُلْنَا : بَلْ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ ، بَلْ اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ـ (ترغيب و ترهيب)

৪২২. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "শীতের এক সকালে আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হই। শীত আমাকে কাবু করে ফেলছিল। আমার ঘরে একটা পশমী কাপড় ছিল, সেটাকে আমি গলায় জড়িয়ে গরম পাবার আশায় বুকের সঙ্গে বেঁধে নিই। আল্লাহর কসম, আমার ঘরে সেদিন কোন রকম খাবার জিনিসই ছিল না। আমি জানতাম, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে খাবার কিছু থাকতো তাহলে তিনি অতি অবশ্যই তা আমাকে পাঠিয়ে দিতেন।'

এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'এমন অবস্থায় আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মসজিদে উপস্থিত হই। সেখানে সাহাবাদের একটি দল আগে থেকেই বসে ছিল। এমন সময় মুস'আব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হন। তিনি একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যাতে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। ইসলাম কবুল করার আগে তিনি মক্কার এক অতি অবস্থাপন্ন যুবক

www.bjilibrary.com

ছিলেন। তিনি আরাম ও উপভোগের জীবন অতিবাহিত করতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অবস্থায় দেখলেন। তখন তাঁর ইসলাম কবুল করার পূর্বের অবস্থা মনে পড়ে গেল। সে কথা মনে হতেই নবীজীর চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এলো। তারপর তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আজ উত্তম অবস্থায় আছো নাকি সেই সময় উত্তম অবস্থায় থাকবে যখন সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের সামনে থালা ভর্তি রুটি ও মাংস হাজির করা হবে? সকালে তোমরা এক পোশাকে থাকবে আর সন্ধ্যায় আর এক পোশাকে? যখন তোমাদের ঘরেও সেই রকম পর্দা ঝুলবে যেমন দামী পর্দা খানায়ে কাবায় ঝুলতে থাকে?'

তখন আমরা তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলি, 'আমরা তো সচ্ছল অবস্থাতেই উত্তম থাকবো।' তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা এই অনাহার ও উপবাসের সময়ই উত্তম অবস্থায় আছো। (কারণ সচ্ছল অবস্থায় থাকলে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে ভুলে যায়। দুনিয়াদারীর রোগ তাদের ঘিরে ফেলে এবং আখেরাতের সঙ্গে তাদের জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।" (তারগীব ও তারহীব)

◆ দোয়া করার ফজিলত ও বদর যুদ্ধ

٤٢٣ - اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِىْ ثَلٰثِمِائَةٍ وَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاَشْبِعْهُمْ ، فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُمْ ، فَانْقَلَبُوْا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ اِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا - (ابوداؤد)

৪২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৮ জন লোক নিয়ে মদীনা থেকে বের হন এবং এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! এরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, এদের বাহন দাও। হে আল্লাহ! এদের শরীরে কাপড় নেই, এদের পোশাক দাও। হে আল্লাহ! এরা ক্ষুধার্ত, এদের তৃপ্ত করে দাও।'

সুতরাং আল্লাহ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং যখন তারা মদীনায় ফিরে আসে তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা অথবা দুটো উট ছিল এবং প্রত্যেকে খাবার ও কাপড় পেয়েছিল।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা: তারা আল্লাহর দাসত্ব করার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহকে দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছিলেন। অসামান্য সবর ও সন্তুষ্টির সঙ্গে দীর্ঘ তের চৌদ্দ বছর ধরে সব রকমের কোরবানী দিয়েছিলেন। যখন আল্লাহ দেখলেন, তাঁরা তাঁদের জীবন ও সম্পদকে

www.bjilibrary.com

আল্লাহর কাছে যথাযথভাবে বিক্রি করেছেন তখন তিনি তাদের জন্য সাহায্যের দরজা খুলে দিলেন। ফলে বদরে তাঁরা পার্থিব পুরস্কারের প্রথম কিস্তি লাভ করে এবং ক্রমাগত লাভ করতে থাকে। আখেরাতে তাঁরা যে পুরস্কার পাবেন এ দুনিয়াতে তার আন্দাজ কিভাবে যেতে পারে? তাবুকের কঠিন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর তাদের প্রভু বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিলেন। (কারণ এরা নিজেদের বেচা কেনায় সাচ্চা প্রমাণিত হয়েছে ও প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে)। দেখো, জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু হয় না। আর এরা বহু বছর ধরে জীবন হাতে নিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে আসছে। তাঁরা শত্রুদের নিহত করছে এবং নিজেরাও শহীদ হচ্ছে কিন্তু পিছু হটে আসেনি। তাদের প্রতি জান্নাতের পাকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ তা পূরণ করার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন। তাওরাত, ইনজিল এবং কোরআনে এই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সাচ্চা আর কে হতে পারে? সুতরাং হে ঈমানদাগণ! নিজেদের জীবন ও সম্পদের এই বেচা-কেনায় সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কেননা ক্রেতা জান্নাতের বিনিময়ে তা ক্রয় করে নিয়েছেন, এখন বেচা-কেনা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

(সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। উপরে যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা ২৮ পারায় সূরা সাফ-এর দ্বিতীয় রুকূতে পড় ন।)

◆ অভাব অনটনের পরেই আসে সমৃদ্ধি

٤٢٤ – عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا شَبِعْنَا مِنْ تَمْرٍ حَتّٰى فَتَحْنَا خَيْبَرَ ـ (بخارى)

৪২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত খায়বারে জয়লাভ না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পেতাম না।" (বোখারী)

ব্যাখ্যা: এর কারণ হলো, তখনও পরীক্ষা চলছিল। ইসলামের সংরক্ষণ ও বিজয়ের জন্যে মুসলমানরা নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এমতাবস্থায় সম্পদ ও অর্থের চিন্তা কেমন করে করা যাবে? পেট ভরে খাবার কিভাবে পাওয়া যাবে? তারা তো মূলতঃ খেজুর বাগানে পানি দেয়া ও সার দেয়ার কাজে লিপ্ত ছিল। খায়বরের বিজয়ের পর ইহুদীরা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। মক্কার মুশরিকরাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাদের সামরিক বিপর্যয় এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে, তাদের আক্রমণ করার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর ক্ষমতা গ্রহণের পালা আসে মুসলমানদের। অভাব অনটনের দুর্দিন কেটে গিয়ে জাতীয় জীবনে সুদিন ও সমৃদ্ধির সূচনা হয়।

www.bjilibrary.com

◆ সচ্ছলতার সময় অভাবের কষ্টকর যাতনার কথা স্মরণ করা

٤٢٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَمَخَطَ فِىْ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ : بَخٍ بَخٍ يَمْتَخِطُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِى الْكَتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَإِنِّىْ لَأَجِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَىَّ ، فَيَجِئُ الْجَائِ الْجَائِى ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِىْ يَرى أَنَّ بِىَ الْجُنُوْنَ وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوْعُ - (ترغيب و ترهيب ، بخارى ، ترمذى)

৪২৫. মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বর্ণনা করেছেন, "আমরা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসেছিলাম। তিনি কাতানের দুটো পাতলা কাপড় পরেছিলেন। তার মধ্যে একটি কাপড়ে তিনি নাক মোছেন। তারপর বলেন, 'বাঃ! বাঃ! আবু হুরায়রাহ 'কাতান' কাপড় দিয়ে নাক মুছছে! (তারপর তিনি পূর্বের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ করে বলেন) অথচ এর পূর্বে আমার অবস্থা এই ছিল, আমি ক্ষুধায় অজ্ঞান হয়ে পড়তাম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ঘরের মাঝখানে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। লোকেরা আসতো, আর আমার ঘাড়ের ওপর পা ফেলতো। তারা মনে করতো, আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু আসলে তা নয়, বরং ক্ষুধার কারণে আমার এ অবস্থা হয়ে যেতো।" (তারগীব ও তারহীব, বোখারী ও তিরমিযী)

◆ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার দৃষ্টান্ত

٤٢٦ - عَنْ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ وَثِيَابَكَ ثُمَّ ائْتِنِىْ قَالَ فَأَتَيْتُه وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ يَا عَمْرُوْ إِنِّىْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِاَبْعَثَكَ فِىْ وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللّٰهُ وَ يُغَنِّمُكَ وَأَزْعَبُ لَكَ زَعْبَةً مِّنَ الْمَالِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَتْ هِجْرَتِىْ لِلْمَالِ وَكَانَتْ إلاَّ لِلّهِ وَلِرَسُوْلِه ، قَالَ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ ـ (مشكوة)

৩২৬. হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এই আদেশ পাঠান, 'তুমি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের পোষাক পরে আমার কাছে এসো।' যখন আমি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হই তখন দেখি তিনি ওযু করছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তোমাকে এ জন্যে ডেকেছি যে, আমি তোমাকে এক যুদ্ধে পাঠাতে চাচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে এই যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন এবং তোমাকে গণিমতের মাল দেবেন। এছাড়া আমিও তোমাকে কিছু মাল পুরস্কার স্বরূপ দান করবো।'

আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সম্পদ লাভ করার জন্য হিজরত করিনি। কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পাওয়ার জন্যই আমার হিজরত হয়েছিল।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। সম্পদ তো নেক মানুষের জন্য খুব ভাল জিনিস।" (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: কেবলমাত্র আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুরই এ অবস্থা ছিল না। প্রত্যেক সাহাবীরই মনের অবস্থা এ রকম ছিল। তাঁরা যা কিছুই করেছেন, তা সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করছেন। তাঁরা যা কিছু কোরবানী করেছেন তা আল্লাহর জন্যেই করেছেন। তাদের সামনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। তাঁদের প্রত্যেক কাজের লক্ষ্য ছিল আখেরাতের পুরস্কার। যদি তা না হতো তাহলে আল্লাহর সাহায্য এভাবে পাওয়া যেতো না। এই জিনিসই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পরও তাঁদের পথভ্রষ্ট হতে দেয়নি। তাঁরা আর্থিক প্রাচুর্যের যুগেও সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন।

◆ সম্পদ ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, তিনি যখন ইচ্ছা বান্দাকে তা দান করেন

٤٢٧ – عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ نِ الْعَدَوِىِّ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وَكَانَ إِمِيْرًا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِى وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا ، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَادًا إِلاَّ أَصْبَحَ

www.bjilibrary.com

أمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ مِّنَ الأمْصَارِ ، وَإِنِّيْ أعُوْذُ بِاللّٰهِ أنْ أكُوْنَ فِيْ نَفْسِيْ عَظِيْمًا وَ عِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا ـ (ترغيب و ترهيب ، مسلم)

৪২৭. খালিদ বিন ওমায়ের আদাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "উতবা ইবনে গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন, এই ভাষণ দান করেন (যাতে তিনি আরো অনেক কথার মধ্যে এ কথা বলেন), 'আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, আমি সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম এবং অন্য আরো ছয়জন ছিল। আমাদের কাছে বাবলা পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এমন কি পাতা খেতে খেতে আমাদের মুখে দাগ পড়ে গিয়েছিল। কাপড় এত কম ছিল যে, একবার যখন আমি একটা চাদর পাই, তখন সেটাকে দু-টুকরো করি। এক টুকরো সা'আদ ইবনে মালিক পরেন এবং এক টুকরো আমি পরি। কিন্তু আজ আমরা সাতজন কোন না কোন অঞ্চলের গর্ভনর। আমি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য নিজেকে বড় বলে মনে করে আল্লাহর কাছে হীন ও নীচ হয়ে যাবো এ অবস্থা থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম)

◆ সম্পদ ও ক্ষমতা মুমিনকে বিভ্রান্ত করতে পারে না

٤٢٨ - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلاَثٍ لُبِّدَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ـ (ترغيب و ترهيب)

৪২৮. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা থাকাকালে এ অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর জামার দুই কাঁধের উপর তিনটি তালি লাগানো আছে, একটার ওপর আর একটা সেলাই করা।" (তারগীব ও তারহীব)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ প্রথম তালি ছিঁড়ে যাবার পর তার উপর দ্বিতীয় তালি এবং দ্বিতীয় তালি ছিঁড়ে যাবার পর তার উপর তৃতীয় তালি লাগানো হয়েছিল।

◆ কখন মুসলমানদের জীবনে অপমান ও জিল্লতি নেমে আসে

٤٢٩ - وَعَنْ طَارِقٍ قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، إلَى الشَّامِ ، وَمَعَنَا أبُوْ عُبَيْدَةَ فَأتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ ، وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَّه ، فَنَزَلَ وَ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ وَأخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ

www.bjilibrary.com

فَخَاضَ ، فَقَالَ : أَبُوْا عُبَيْدَةَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْتَ تَفْعَلُ هٰذَا ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوْكَ ، فَقَالَ : أَوَّه ، وَلَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُه نَكَالاً لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالإِسْلاَمِ ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِمَا أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِه أَذَلَّنَا اللّٰهُ ـ (ترغيب و ترهيب)

৪২৯. হযরত তারিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা থাকা কালে উটে চড়ে সরকারী কাজে সিরিয়ার দিকে রওনা হন। আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাস্তায় এক জায়গায় তাঁদের নদী পার হতে হয়। তাতে পানি কম ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু উট থেকে নেমে আসেন। চামড়ার মোজা খুলে নিয়ে কাঁধের ওপর রাখেন। তারপর উটের লাগাম ধরে পানিতে নামেন। হযরত আবু ওবায়দা বলেন, 'আপনি আমীরুল মুমেনীন ও খলীফা হয়ে এ রকম কাজ করছেন? শহরের (খৃস্টান) বাসিন্দারা আপনাকে এ অবস্থায় দেখবে তা আমার ভাল লাগবে না।' (অর্থাৎ উট বাদ দিয়ে কোন তেজস্বী ঘোড়ায় চড় ন যাতে প্যালেস্টাইনের খৃস্টান বাসিন্দারা আপনাকে হীন মনে না করে।)

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আবু ওবায়দা! তুমি এ রকম কথা বলছো আর এমনটি চিন্তা করছো! অন্য কেউ যদি এ কথা বলতো তাহলে আমি তাকে এই দুনিয়াপরস্ত কথার জন্য কঠিন শাস্তি দিতাম। কিন্তু আমি জানি, তুমি আল্লাহভীরু ব্যক্তি, হয়তো এরকম কথা খুব সম্ভব না ভেবেচিন্তেই বলে ফেলেছো।

দেখো আবু ওবায়দা, আমরা খুবই ঘৃণিত জাতি ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাঁর দ্বীনের বদৌলতে আমাদেরকে সম্মান দান করেছেন। তাই যখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান পেতে চাইবো তখন আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে অপমানিত করবেন। (সম্মান ও ক্ষমতা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। কুফর ও শিরকের গোলামী ও অধীনতা আমাদের ভাগ্যে নেমে আসবে)। (তারগীব ও তারহীব, হাকিম)

ব্যাখ্যা: হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে হযরত আবু উবায়দার সেনাপতিত্বে ফিলিস্তিন বিজয় হয়। তখন ফিলিস্তিন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পতনের পর খৃস্টানরা শহর হস্তান্তরের জন্য শর্ত আরোপ করে, স্বয়ং খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিলিস্তিন আসতে হবে। সে উপলক্ষে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু ফিলিস্তিন আগমন কালে এ ঘটনা ঘটে।

www.bjilibrary.com

অধ্যায়-১৮

আখেরাতের চিন্তা এবং জান্নাতের আকাঙ্খা

[সাহাবাদের আদর্শ অধ্যায়ে অনেক হাদীস আপনারা দেখেছেন, যা পড়ে আপনারা সাহাবাগণকে কেমন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন অতিক্রম করতে হয়েছে তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন। এখানে প্রশ্ন হলো, কোন্ জিনিসের কারণে বিপদের তুফান তাঁদেরকে আপন লক্ষ্যপথ থেকে সরাতে সক্ষম হয়নি? কোন্ জিনিস তাঁদেরকে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আপন উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল? সব থেকে বড় আঘাত হলো অর্থনৈতিক আঘাত। তাতেও তাদের পা স্খলিত হয়নি কেন? আর একটা প্রশ্ন হলো, কোন জিনিস তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার পরও দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল? পরবর্তী হাদীসগুলোতে এসব প্রশ্ন ও এ ধরনের অন্যান্য প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।]

◆ কবর হচ্ছে পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ

٤٣٠ - عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّه كَانَ إِذَا وقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَه فَقِيْلَ لَه تَذْكَرُ الْجَنَّةَ ولَنَّارَ فَلاَ تَبْكِىْ مِنْ هذَا ، فَقَالَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَّنَازِلِ الاخِرَةِ ، فَإِنْ نَّاجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَه أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَه أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ - (ترمذى)

৪৩০. হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যখন তিনি কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখে আপনি কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখে কাঁদতে থাকেন, এর কারণটা কি?' তিনি জবাব দেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কবর হলো আখিরাতের অধ্যায় সমূহের প্রথম অধ্যায়। এখানে যদি কেউ পরিত্রাণ পেয়ে যায় তাহলে পরবর্তী অধ্যায় সমূহ তার জন্য সব সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে পরিত্রাণ না পায় তাহলে পরবর্তী অধ্যায় সমূহ তার জন্য আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।' তারপর তিনি আরো একটা হাদীস শোনান, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কবরের দৃশ্য অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ দৃশ্য আর নেই।" (তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

◆ **কবরের কথা স্মরণ করে সাহাবীরা কাঁদতেন**

٤٣١ - عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ ، قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً - (بخارى)

৪৩১. হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা) বর্ণনা করেছেন, "একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণ দান করেন, যার মধ্যে কবরের শাস্তির কথা উল্লেখ করেন। তখন মুসলামানগণ ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।" (বোখারী)

ব্যাখ্যা: তাঁরা এ জন্যে কাঁদতে থাকেন যে, কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। এ ধাপ তাঁরা অতিক্রম করতে পারবেন কিনা এই চিন্তা খেলা করছিল তাঁদের অন্তরে। তাঁদের জানা ছিল না, কবরে ফেরেশতারা যে তিনটি পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করবেন, সময় মতো তার যথাযথ জবাব তারা দিতে পারবেন কিনা। এ জন্যই নিজেদের মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে তাঁরা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন।

◆ **ঝড় হচ্ছে কিয়ামতের বার্তাবাহক**

٤٣٢ - عَنْ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسٍ فَأَتَيْتُه فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هٰذَا يُصِيْبُكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ إِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةً أَنْ تَكُوْنَ الْقِيَامَةَ - (ابوداؤد)

৪৩২. হযরত নাযর বর্ণনা করেছেন, "হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় একবার এক প্রচণ্ড ঝড় আসে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'হে আবু হামযা! এ রকম ঝড় কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েও আসতো?' তিনি বললেন, 'আল্লাহই আমাদের উদ্ধারকর্তা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যদি সামান্য জোরে বাতাস বইতে শুরু করতো তাহলে আমরা কিয়ামত এসে গেছে মনে করে মসজিদের দিকে দৌড়ে যেতাম।" (আবু দাউদ)

◆ **তোমরা কম হাসো এবং বেশী কাঁদো**

٤٣٣ - بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ أَصْحَابِه شَيْئٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ

مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ غَطَّوْا رُؤُوْسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِيْنٌ - (رياض الصالحين)

৪৩৩. হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের ব্যাপারে কিছু অশোভনীয় কথা জানতে পেরে এক ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমার সামনে জান্নাত আনা হয়েছে। সুতরাং আজ অপেক্ষা অধিক মন্দ ও ভাল দিন আর আমি দেখিনি। আর আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে। বরং তাহলে তোমরা বেশী কাঁদতে থাকতে।' হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের সামনে এদিন অপেক্ষা অধিক কঠিন আর কোন দিন আসেনি। তাঁরা নিজেদের মাথা ঢেকে নেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।" (রিয়াদুস সালেহীন)

ব্যাখ্যা: অশোভনীয় কথার অর্থ গুনাহর কাজ নয়, বরং তা হলো এমন, যা তিনি আপন সাথীদের জন্যে শোভনীয় মনে করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ বেপরোয়া হাসাহাসি বা অট্টহাসি। যাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীকালের মানুষদের জন্য নুমনা হিসাবে পেশ করবেন, যারা হবেন সভ্যতা ও মানবতার শিক্ষক ও অভিভাবক তাদের এ ধরনের আচরণ তিনি কিভাবে পছন্দ করতে পারেন? দায়িত্বশীলতার মানেই তো হচ্ছে, তিনি সমাজকে নিয়ে ভাববেন, সভ্যতার অগ্রগতির বিষয়ে চিন্তা করবেন। এই হাদীসে কেবল জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য দ্বারা বোঝা যায় সম্ভবত জাহান্নামও দেখানো হয়েছিল। এই কম হাসার ও অধিক কাঁদার উল্লেখ থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

◆ তিনটি সময় কেউ কারো কাজে আসবে না

٤٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيْكِ ؟ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ أَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَمَّا فِيْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيْزَانُه أَمْ يَثْقُلُ ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمْ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُه فِيْ يَمِيْنِه أَمْ فِيْ شِمَالِه مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِه وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ -

(ابوداؤد)

৪৩৪. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, "যখন তাঁর জাহান্নামের কথা স্মরণ হতো তখন তিনি কাঁদতে থাকতেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাতে থাকে?' তিনি বলেন, 'জাহান্নামের কথা মনে পড়লেই আমি কেঁদে ফেলি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপন স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন?' তিনি বললেন, 'তিনটি সময় হলো এমন, যখন কেউ কাউকে স্মরণ করবে না (বা করতে পারবে না)। প্রথম সময়টি হলো তখন, যখন আমলের ওজন করা হবে। তখন পাল্লা হালকা হবে কি ভারী হবে এই চিন্তাতেই পেরেশান থাকবে প্রত্যেকে (অন্য কোন দিকে নজর দেয়ার কথা তার মনেই থাকবে না)। দ্বিতীয় সময়টি হলো, যখন তার হাতে 'আমলনামা' দেয়া হবে। এই আমলনামা ডান হাতে আসবে নাকি পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে আসবে এই পেরেশানীতেই অস্থির থাকবে প্রতিটি হৃদয়। আর তৃতীয় সময়টি হলো, পুলসিরাত পার হবার সময়। তখন তা জাহান্নামের উপর রাখা থাকবে আর মানুষ তার উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ)

◆ মানুষ প্রশংসা করলে গর্ব না করে অনুতপ্ত হওয়া

٤٣٥ - كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُكِّىَ قَالَ أَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِى بِمَا يَقُولُوْنَ وَاغْفِرْلِى مَالاَ يَعْلَمُوْنَ ـ (الادب المفرد)

৪৩৫. হযরত আদী রা. বর্ণনা করেছেন, "নবী করীম সা. এর সঙ্গীদের অবস্থা এই ছিল, কেউ যখন কারো সামনে তাঁর প্রশংসা করতো তখন তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, এরা যা বলছে তার ভিত্তিতে আমাকে পাকড়াও করো না। আর আমার মাঝে যে সব দোষ আছে, এরা জানে না, তা ক্ষমা করে দাও।" (আল আদাবুল মুফরাদ)

◆ সাহাবায়ে কিরামের আখিরাত ভীতির নমুনা

٤٣٦ - عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةَ ، الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الإِمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُوْنَ ـ (النعام : ايت : ٤٢)

شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوْا "أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ" ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ (مسند احمد)

৪৩৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... اِلَى اٰخِرِهٖ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: যেসব লোক ঈমান এনেছে আর তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত লোক। (সূরা আনয়াম-৮২) তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ভীত হয়ে বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজের উপর অন্যায় করেনি?' (অর্থাৎ তাঁর দ্বারা গুনাহ হয়নি)! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই আয়াতের অর্থ তা নয় যা তোমরা মনে করছো। এখানে 'জুলুম' এর অর্থ হলো শিরক। যেমন সূরা লুকমানে বলা হয়েছে, 'اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ' 'অবশ্যই শিরক হলো বিরাট জুলুম।' (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: এই হাদীসে সূরা আন্‌আম-এর যে আয়াতের কথা বলা হয়েছে তার অনুবাদ হল- যে সব লোক ঈমান এনেছে আর ঈমানকে 'জুলুম' এর সঙ্গে মিশ্রিত করেনি তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, এরাই হিদায়াত প্রাপ্ত লোক।' এ হাদীস থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের আখেরাত-ভীতির অবস্থা বুঝা যায়।

◆ সাহাবায়ে কিরামের নির্লোভি চরিত্র

٤٣٧ – عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قُلْتُ لَه مَالَكَ لاَ تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلاَنٌ وَّ فُلاَنٌ ؟ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ وَرَائَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوْدًا لاَ يَجُوْزُهَا الْمُثْقَلُوْنَ فَأَنَا أُحِبُّ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ ـ (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

৪৩৭. উম্মে দারদা তাঁর স্বামী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "যেমন ওমুক-ওমুক ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্যে চেষ্টা করে আপনি তেমন করেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হে আখেরাতের পথের মুসাফিরগণ, তোমাদের সামনে একটি খুব উঁচু পাহাড় আছে, যা অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য। ভারী মুসাফির, যার সঙ্গে বেশী মালপত্র আছে সে তা অতিক্রম করতে পারবে না।' আমাকেও সে পাহাড় অতিক্রম করতে হবে। যাতে আমি সহজে সেই পাহাড় অতিক্রম করতে পারি সে জন্য আমি এ দুনিয়া থেকে হালকা হয়ে যেতে চাই।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

ব্যাখ্যা: এর অর্থ হলো, আমরা এ দুনিয়াতে মুসাফির হিসেবে আছি। আমাদের গন্তব্যস্থল হলো আখেরাত, যেখানে আমাদের যেতে হবে। মুসাফির নিজের সঙ্গে হালকা মালপত্র রেখে থাকে। তাই দুনিয়ায় অধিক মালপত্র সংগ্রহ করে কি হবে? তা তো কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আর যখন সব কিছুর হিসাব দিতে হবে তা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

www.bjilibrary.com

◆ গরীব মানুষের পুলসিরাত পার সহজ হবে

٤٣٨ – عَنْ أَبِىْ أَسْمَاءَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلى أَبِىْ ذَرٍّ وَّ هُوَ بِالرَّبَذَةِ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ مُشَنَّعَةٌ لَّيْسَ عَلَيْهَا اَثَرُ الْمَحَاسِنِ وَالاَ الْخُلُوْقِ ، فَقَالَ : أَلاَ تَنْظُرُوْنَ إِلى مَا تَأمُرُنِىْ هذه السُّوَيْدَاءُ ؟ تَأمُرُنِىْ اَنْ اَتى الْعِرَاقَ ، فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوْا عَلىَّ بِدُنْيَاهُمْ ، وَإِنَّ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّ دُوْنَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيْقًا ذَادَحْضٍ وٌّ مَزَلَّةٍ ، وَاِنَّا أَنْ نَّأتِىَ عَلَيْهِ وَ فِىْ أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ وَاضْطِمَازٌ اَحْرى اَنْ نَّنْجُوْ مِنْ اَنْ نَّأتِىَ عَلَيْهِ وَ نَحْنُ مُوَاقِيْهُ ـ (ترغيب و ترهيب)

৪৩৮. আবু আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, “আমি রাবাযা নামক স্থানে হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকটে উপস্থিত হই। সে সময় তাঁর কাছে এক কৃষ্ণকায় কদাকার মহিলা বসেছিল, না তার কোন রূপ ছিল আর না সে কোন সুগন্ধি মেখেছিল।

হযরত আবু যার গিফারী বললেন, ‘তোমরা কি দেখেছো না এ মহিলা আমাকে কি পরামর্শ দিচ্ছে? এ আমাকে ইরাক যেতে বলছে। আমি যদি ইরাক যাই তাহলে লোকেরা আমাকে মাল-পত্র দেবার জন্যে সেখানে হিড়িক লাগিয়ে দেবে। অথচ আমার প্রিয় নবী আমাকে এ নসীহত করেছেন যে, জাহান্নামের পোলের উপর এক অতি পিচ্ছিল রাস্তা আছে, যার উপর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। তাই আমাদের কাছে যত কম মালপত্র থাকবে সে রাস্তা পেরোনো আমাদের জন্য ততই সহজ হবে। মালপত্রের বোঝা বেশী হলে সেদিন মুক্তির সম্ভাবনা থাকবে কম।” (তারগীব ও তারহীব, আহমদ)

◆ দ্বীনের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের পুরস্কার

٤٣٩ – وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِىْ الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ ، وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ ، حَتّى يَقُوْلَ الاَعْرَابُ هؤُلاَءِ مَجَانِيْنُ اَوْ مَجَانُوْنَ ، فَإِذَا صَلّى

www.bjilibrary.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ اِلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لاَ حَبَبْتُمْ اَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً ـ (ترغيب و ترهيب ، ترمذى)

৪৩৯. ফাজালা ইবনে উবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াতেন তখন আসহাবে সুফ্ফার লোকেরা ক্ষুধার চোটে পড়ে যেতো। এমন কি গ্রাম থেকে আগত মানুষ, যারা এদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতো না, তারা মনে করতো, এরা পাগল হবে।

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে তাদের দিকে ফিরে বলতেন, 'হে সুফফাবাসীগণ, তোমরা যদি এ কোরবানীর যে পুরস্কার আখেরাতে পাবে তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা আরো অধিক থেকে অধিক অনাহার ও উপবাস করার আকাঙ্খা করতে।" (তারগীব ও তারহীব, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: আসহাবে সুফ্ফা বলতে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলাম কবুল করার অপরাধে আপন আপন ঘর থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বহিষ্কৃত হয়ে নবীজীর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়, তাঁরা কুঁড়ে ও অলস ধরনের লোক ছিলেন। তারা অন্যেরটা খেয়ে মানুষ হবার মত লোক ছিলেন না। তারা নিজেদের জীবিকা নিজেরা উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের কাজের জন্য তাদের সমস্ত সময় নিয়ে নিয়েছিলেন। তারা দ্বীনের চর্চা ও জ্ঞান সাধনায় সময় অতিবাহিত করতেন। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতেন। তাদেরকে বিভিন্ন বাহিনীর সাথে মোবাল্লিগ হিসাবে পাঠানো হত। মোটকথা, দ্বীনের কাজেই তাঁরা সমস্ত সময় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে তাঁরা আয় রোজগার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় পাবেন কেমন করে? তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে মুসলমানরা পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও সেটা ছিল পরীক্ষার যুগ। সমগ্র মুসলিম সমাজই যেখানে ক্ষুৎ-পিপাসার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল সেখানে তাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করার সুযোগ কোথায়?

◆ গরীবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে

٤٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلَقَةٌ مِّنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ قُعُوْدٌ ، إِذ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقُمْتُ اِلَيْهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَشَّرُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ بِمَا

يَسُرُّ وَ جُوْهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الاَغْنِيَاءِ بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ اَلْوَانَهُمْ اسْفَرَتْ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ اَوْ مِنْهُمْ - (مشكوة)

৪৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। মসজিদে গরীব মুহাজিরদের একটি দলও বসেছিল। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কামরা থেকে বের হয়ে মসজিদে আসেন এবং গরীব মুহাজিরদের মধ্যে গিয়ে বসেন। তখন আমিও উঠে সেখানে চলে যাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'গরীব মুহাজিরদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাদের বিমর্ষতা আনন্দে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ তারা বিত্তশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, 'গরীব মুহাজিরদের মুখ তখন সত্যি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমার মনেও এই আকাঙ্খা জন্মায়, হায়! আমি যদি এই গরীব মুহাজিরদের একজন হতাম!" (মিশকাত)

ব্যাখ্যা: এসব লোক দ্বীনের পথে নিজেদের সবকিছু লুটিয়ে দিয়ে ঘর-দোর ছেড়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ জন্য ইসলামের ইতিহাসে এঁদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। আর এঁদের মধ্যে যে যত বেশী কোরবানী দিয়েছেন তাঁর স্থান তত বেশী উর্ধ্বে– এ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। এখানে চিন্তার বিষয় হলো, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আনন্দ সংবাদ শুনিয়েছিলেন তখন তাঁদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কেন? আমরাও এ সব শুনি এবং পড়ি, কিন্তু আমাদের এ অবস্থা হয় না কেন? এর কারণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকাঙ্খা এত তীব্র ছিল, যা আমাদের মধ্যে নেই। নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা তাদের জান্নাতের পিপাসা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। ব্যবসায়ী যে দোকানে যত বেশী মূলধন লাগায় এবং তার উন্নতির জন্য যত বেশী পরিশ্রম করে সে দোকানের প্রতি তার আগ্রহ ও ভালবাসাও তত বেশী হয়ে থাকে।

◆ নামায জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে

٤٤١ - عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَارِىْ ، فَاِذَا كَانَ اللَّيْلُ اَوَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِتُّ عِنْدَه فَلاَ أَزَالُ اَسْمَعُه يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ رَبِّى حَتّٰى اَمَلَّ

www.bjilibrary.com

اَوْ تَغْلِبَنِىْ عَيْنِىْ فَاَنَامُ ، فَقَالَ يَوْمًا يَارَبِيْعَةُ سَلْنِىْ فَاُعْطِيَكَ ، فَقُلْتُ اُنْظِرْنِىْ حَتّٰى اَنْظُرَ ، وَتَذَكَّرْتُ اَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُّنْقَطِعَةٌ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَدْعُوْ اللّٰهَ اَنْ يُنَجِّيَنِىْ مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنِىَ الْجَنَّةَ ، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قُلْتُ مَا اَمَرَنِىْ بِهِ اَحَدٌ ، وَلٰكِنِّىْ عَلِمْتُ اَنَّ الدُّنْيَا مُّنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَّ اَنْتَ مِنَ اللّٰهِ بِالْمَكَانِ الَّذِىْ اَنْتَ مِنْهُ فَاَحْبَبْتُ اَنْ تَدْعُوَ اللّٰهَ لِىْ ، قَالَ اِنِّىْ فَاعِلٌ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

৪৪১. হযরত রাবী'য়া ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'আমি সমস্ত দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা করতাম আর যখন রাত হতো তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত থাকতাম এবং সেখানে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর মুখ থেকে সব সময় শুনতাম, 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ সুবাহানা রাব্বী। এমনকি আমি তা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আর আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতো এবং আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

একদিন তিনি বললেন, 'হে রাবী'য়া, তুমি আমার কাছে চাও আমি তোমাকে দেবো।'

আমি বলি, 'আমাকে কিছু সময় দিন, আমি চিন্তা করে দেখি আমার কি চাওয়া উচিত।' তারপর আমার মনে হয়, এ দুনিয়া তো নশ্বর, এতো ধ্বংস হয়ে যাবে। এর সম্পর্কে কি চাইবো? তাই আমি বলি, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমার প্রার্থনা হলো, আপনি আমার জন্যে এ দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।' আমার কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বললেন, তোমাকে এ কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে?'

আমি বলি, এ কথা আমাকে কেউ বলে দেয়নি। বরং আমার মনে হয়েছে, এ দুনিয়া তো নশ্বর এবং এ তো ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই এরকম জিনিস আমি কেন চাইবো? আর আমি জানি, আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সব থেকে প্রিয় পাত্র। এ জন্য আমি এটাই পছন্দ করেছি যে, আমি আখেরাতের পরিত্রাণের বিষয়টি আপনার সামনে তুলে ধরি এবং আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য দোয়া করবো। তবে তুমি বেশী বেশী নামায পড়ে আমাকে সাহায্য করো।" (তারগীব ও তাবরানী)

ব্যাখ্যা: সে সব পবিত্র মানুষ, যাদের আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা বলি, তারা খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাঁরা জানতেন, যে জিনিস নশ্বর তার জন্য দোয়া করা বা করানোতে ফায়দা কিছু নেই। আখেরাতের বিষয়ই হলো দোয়ার উপযুক্ত জিনিস। আখেরাতের সমস্যাই হচ্ছে আসল সমস্যা– যেখানে আল্লাহর ক্রোধের আগুন থেকে বেঁচে চিরস্থায়ী শান্তির ঘরে স্থান লাভ করতে পারাই মুল কথা। এ বিষয়ে নবীজীর নসিহত হচ্ছে, বেশী বেশী সিজদার মাধ্যমে মানুষের এ আকাঙ্খা পুরণ হতে পারে। তাই আখেরাতের পরিত্রাণ ও মঙ্গল যাদের কাম্য তাদের উচিত নামাযে নিবিষ্ট হওয়া। হক আদায় করে ফরয নামায পড়া এবং বেশী করে নফল নামায পড়া।

◆ রোযা হচ্ছে তুলনাবিহীন ইবাদত

٤٤٢ – عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَامِثْلَ لَه قَالَ فَكَانَ أَبُوْ أُمَامَةَ لَايَرى فِىْ بَيْتِهِ الدُّخَانَ إِلاَّ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفَ - (ترغيب)

৪৪২. হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলি, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কাজ বলে দিন যাতে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি।' তিনি বললেন, 'তুমি অতি অবশ্যই রোযা রাখবে। কারণ রোযা হচ্ছে এক তুলনাবিহীন ইবাদত।' আবু উমামার ছাত্র বর্ণনা করেছেন, 'এরপর আবু উমামার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, অতিথি আসার সময় ছাড়া দিনের বেলা তাঁর ঘর থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়নি।" (তারগীব)

◆ নেতাকে সব সময় আগেই থাকতে হয়

٤٤٣ – عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُه حَتّٰى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ إِلى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَ مَنْ أَحَادٌ مِّنْكُمْ إِلى شَيْئٍ أَكُوْنَ أَنَا دُوْنَه فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالارْضُ ، قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحَمَامِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَلَارْضُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلُكَ بَخٍ بَخٍ ؟ فَقَالَ لاَ وَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَّ رَجَاءً اَنْ اَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِه فَجَعَلَ يَأكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ "اِنْ أَنَا حَيِيْتُ حَتّٰى اكُلَ تَمَرَاتِيْ هذِه إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ" فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَه مِنْ اَتَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (مسلم)

৪৪৩. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী সাহাবাগণ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মুশরিকদের আগেই বদরে গিয়ে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মুজাহিদ সঙ্গীদের বললেন, 'তোমাদের কেউ যেন আগে না যায়, আমি সকলের আগে থাকবো আর সবাই আমার পিছনে থাকবে।' তারপর মুশরিকরা এগিয়ে যখন ইসলামী সৈন্যদলের নিকটে এলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাত লাভ করার জন্যে এগিয়ে যাও যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান।'

উমায়ের ইবনে হামাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কি আকাশ ও পৃথিবীর সমান?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'বাঃ বাঃ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি বাঃ বাঃ কেন বলছো?' তিনি বললেন, 'আমি কেবল এ জন্য বাঃ বাঃ বলছি যে, আমার জান্নাতে যাবার আকাঙ্খা আছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি জান্নাতে যাবে।'তারপর তিনি নিজের ঝুলি থেকে কিছু খেজুর বের করে তা খেতে শুরু করেন। খাওয়া শুরু করেই তাঁর মনে চিন্তার উদয় হয়, খেতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেছে তখন এত সময় পর্যন্ত বেঁচে থেকে কি হবে? তারপর তিনি খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। যুদ্ধে তিনি অনেককে নিহত করে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত লাভ করেন। (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)। (মুসলিম)

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা: এই হাদীস থেকে জানা গেল, বদরের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আরামের সঙ্গে ঘরে বসে বিজয় ও সাহায্যের জন্যে মাত্র দোয়া করছিলেন, আর সাহাবাগণ যুদ্ধ করছিলেন, বিষয়টি এমন ছিল না। বরং তিনি আপন সৈন্য বাহিনীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং সকলের আগে ছিলেন।

◆ বার বার শাহাদাত লাভের তামান্না

٤٤٤ - عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَّوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ لاَ بِيْكَ ؟ قُلْتُ بَلى ، قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ أَحَدً إِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَّكَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ تَمَنَّ عَلَى أُعْطِكَ ، قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِىْ فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَّانِيَةً ، قَالَ أَنَّهُ مِنِّىْ أَنَّهُمْ أَلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ قَالَ يَا رَبِّ مِنْ وَرَائِى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْآيَةَ "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ .... الآيَةَ كُلَّهَا ـ (ال عمران : ١٦٩-١٧٠) (ترمذى و ابن ماجد)

৪৪৪. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "যখন আমার পিতা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে জাবির, শহীদ হয়ে যাবার পর আল্লাহ তোমার পিতাকে যা বলেছেন, তা কি আমি তোমাকে বলব না?' 'আমি বলি, 'হ্যাঁ, বলুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নবী ছাড়া আল্লাহতায়ালা সর্বদা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন, কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি সামনাসামনি কথাবার্তা বলেছেন এবং বলছেন, 'হে আবদুল্লাহ, তোমার মন যা চায় তাই চাও, আমি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করে দেবো।'

তোমার পিতা বলে, 'হে আমার প্রভু, আমার আকাঙ্খা কেবলমাত্র এই যে, আমি যেনো দুনিয়াতে গিয়ে আপনার দ্বীনের পথে আবারও নিহত হতে পারি সে জন্য আমাকে দ্বিতীয় বার জীবন দান করুন।' আল্লাহতায়ালা জবাব দেন, 'আমার পক্ষ থেকে একথা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যে আমার কাছে ফিরে আসবে সে আর দ্বিতীয় বার যাবে না।'

www.bjilibrary.com

তখন তোমার পিতা বলে, 'হে আমার প্রভু, আমার এই আকাঙ্খা আমার জীবিত সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দিন।' তখন আল্লাহতায়ালা সূরা আল ইমরানের ১৬৯-১৭০ নম্বর আয়াত নাযিল করেন। তাতে তিনি বলেন, 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা তাঁদের প্রভুর কাছে আছে। তাঁরা পুরস্কার উপভোগ করছে। আল্লাহ তাঁদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট। তাঁদের যে সব সঙ্গী এখনো দুনিয়ায় আছে তাঁরাও এ চিন্তা করে আনন্দ পাচ্ছে যে, তাঁরাও জীবনপণ করার ফলে এ রকম পুরস্কারই পাবে।" (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা: এটা ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীস। সূরা আলে ইমরানে ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এখানে আয়াত নং ১৬৯-১৭০ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত সমূহের অর্থ হলো, যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। তারা মরেনি। তারা আপন প্রভুর কাছে জীবিত আছে এবং পুরস্কার উপভোগ করছে। আল্লাহ তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট। তাদের যে সব সঙ্গী-সাথী এখনও পর্যন্ত দুনিয়াতে আছে, তাঁরাও এ চিন্তা করে আনন্দ পাচ্ছে যে, জীবনপণ করার ফলে আল্লাহর এ রকম পুরস্কার তারাও পাবে।

◆ জান্নাত প্রত্যাশীর ঈমানী দৃঢ়তার অপূর্ব নমুনা

٤٤٥ – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنْ اَشْهَدَنِيْ اللّٰهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَنِّيْ اَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِيْ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَاسَعْدَ بْنَ مُعَاذِ نِ الْجَنَّةَ وَ رَبِّ النَّضْرِ إِنِّيْ أَجِدُ رِيْحَهَا دُوْنَ اُحُدُ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدْنَابِهِ بِضْعًا وَّثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ

رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ وَّ جَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَ قَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَ فِيْ أَشْبَاهِهِ "مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ الخ" (الاحزاب : ٢٣) (بخارى ، مسلم ، نسائى)

৪৪৫. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "মদীনায় উপস্থিত না থাকার কারণে আমার চাচা আনাস ইবনে নাযর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ কারণে তিনি বলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ, আমি কুফর ও ইসলামের মধ্যে প্রথম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। যদি আবার মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ও আল্লাহ আমাকে তাতে অংশ গ্রহণ করার তওফিক দান করেন তাহলে আমি কি করি তা আল্লাহ দেখে নেবেন। সুতরাং যখন ওহুদের যুদ্ধ হয় ও মুসলমানরা পলায়ন করে তখন আনাস ইবনে নাযর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে আল্লাহ, মুসলমানরা আজ যে কাজ করে বসেছে আমি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আর মুশরিকরা যা করছে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।' তারপর তিনি আরো অগ্রসর হলে সাদ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে বলেন, 'হে সাদ ইবনে মুয়ায, সাহায্যকারী আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের দিকে যাচ্ছি, আমি ওহুদের ওপর থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।'

সাদ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আনাস ইবনে নাযর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কাজ করেছে আমি তা করতে পারতাম না।' এই হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আমার চাচার শরীরে আশির অধিক অস্ত্রাঘাত দেখেছি। তার মধ্যে কিছু তলোয়ারের আঘাত, কিছু বর্শার আঘাত আর কিছু তীরের আঘাত ছিল। তিনি মুশরিকদের হাতে শহীদ হয়েছেন এবং তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে যে, তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। তাঁর বোন তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে তাকে চিনতে পারেন।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতটি এইসব ব্যক্তিদের জন্যই প্রযোজ্য। আয়াতটি হলো, "مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ" 'এই মুমিনদের একদল লোক আল্লাহর কাছে তাদের ওয়াদা সত্য বলে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক তাদের ওয়াদা পূরণ করে ফেলেছে আর কিছু লোক ওয়াদা পূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা সামান্যতমও পরিবর্তন করেনি।" [আল-আহযাব ঃ ২৩] (বোখারী, মুসলিম ও নাসাঈ)

www.bjilibrary.com

◆ **আল্লাহ ও বান্দা উভয়েই যখন পরস্পরের ওপর সন্তুষ্ট**

٤٤٦ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أُنَاسٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُّعَلِّمُوْنَا الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجَالً مِّنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيْهِمْ خَالِيْ حَرَامٌ يَّقْرَءُوْنَ الْقُرانَ وَيَتَدَارَسُوْنَه بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُوْنَه فِى الْمَسْجِدِ وَ يَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَه وَ يَشْتَرُوْنَ بِه الطَّعَامَ لاَهْلِ الصُّفَّةِ وَ لِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَعَرَضُوْالَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغُوْ الْمَكَانَ فَقَالُوْا اللّٰهُمَّ اَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَ رَضِيْتَ عَنَّاقَالَ وَاَتى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ اَنَسٍ مِّنْ خَلْفِه فَطَعَنَه بِرُمْحٍ حَتّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِخْوَانِكُم قَدْ قُتِلُوْا ، وَ اِنَّهُمْ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَ رَضِيْتُ عَنَّا - (بخارى و مسلم)

৪৪৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, “কিছু লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলে, ‘আমাদের সঙ্গে এমন কিছু ব্যক্তিকে পাঠান যারা আমাদের কোরআন আর সুন্নাহর শিক্ষা দান করবেন।’ সুতরাং তিনি আনসারদের মধ্য থেকে ‘সত্তর’ জন কোরআনের আলিমকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আমার মামা হারামও একজন ছিলেন। এই আলিমগণ মদীনার মসজিদে নববীতে বসে রাতে কোরআন পড়তেন ও শিখতেন। দিনের বেলা তাঁরা পানি এনে মসজিদে নববীতে রাখতেন আর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন। তাঁরা সেই কাঠ বিক্রী করে যে পয়সা পেতেন তা দিয়ে আহলে সুফ্ফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাদ্য কিনে আনতেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদনকারীদের শিক্ষা ও অনুশীলন দান করার জন্য এদের মধ্য থেকে সত্তরজনকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তারা কোরআনের

www.bjilibrary.com

এই সত্তরজন আলিমকে রাস্তায় হত্যা করে। যখন তাঁদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন তাঁরা এ দোয়া করছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীর কাছে এ খবর পৌঁছে দিন, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছি এবং আমাদের প্রভু আমাদের উপর সন্তুষ্ট আর আমরাও আমাদের প্রভুর উপর সন্তুষ্ট।' বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, 'এক ব্যক্তি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মামা হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে পিছন থেকে বর্শা মারে। বর্শাটি পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, 'কাবার প্রভুর কসম, আমি সফলতা লাভ করেছি।'

ওহীর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসে তা জানতে পারেন এবং সবাইকে বলেন, 'তোমাদের যেসব ভাইকে শিক্ষা প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে রাস্তায় মেরে ফেলা হয়েছে। তারা মরার সময় এ কথা বলে গেছে, 'হে আল্লাহ, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীর কাছে এই খবর পৌঁছে দিন, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছি আর আমাদের প্রভু আমাদের কোরবানীতে সন্তুষ্ট এবং আমরাও আমাদের প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে সন্তুষ্ট।"(বোখারী)
ব্যাখ্যা: যে সত্তর জন আনসারীর কথা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা দিনের বেলা আহলে সুফ্ফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করতেন আর রাতে কোরআন পড়তেন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিক্ষা করতেন। এখানে মনে রাখা দরকার, তাঁরা কেবল কোরআনের শব্দ পড়ে ক্ষান্ত হতেন না বরং তারা এর অর্থ অনুধাবন করতেন এবং সে মত নিজেদের জীবনকে গড়ার চিন্তা করতেন। সে সময়ের পড়ার অর্থ আমাদের সময়ের পড়ার অর্থ থেকে পৃথক ছিল।

◆ জান্নাতের দরজা তলোয়ারের ছায়ার নীচে

٤٤٧ - عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِى مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ، فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَءُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ - (مسلم ، ترمذى)

www.bjilibrary.com

৪৪৭. হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবু বকর বর্ণনা করেছেন, "আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 'ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতের দরজা তলোয়ারের ছায়ার নীচে।' সাধারণ পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি উঠে আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি সত্যিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শুনেছেন?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি আপন সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমরা আমার শেষ সালাম গ্রহণ করো।' তারপর তিনি নিজের তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে যান। অনেক শত্রুকে নিধন করে শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে যান। (মুসলিম ও তিরমিযী)

◆ গনীমতের লোভ নয় মুমিন জিহাদ করে শাহাদাতের লোভে

٤٤٨ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ الأَعْرَابِ جَاءَ اِلى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَ بِه وَاتَّبَعَه ثُمَّ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ فَاَوْصى بِه النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَصْحَابِه فَلَمَّا كَانَتْ غَزَاتُه غَنِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَه فَأَعْط أَصْحَابِه مَا قَسَمَ لَه وَ كَانَ يَرْعى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوْهُ اِلَيْه ، فَقَالَ مَا هذَا ؟ قَالُوْا قَسَمٌ قَسَمَه لَكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَه فَجَاء بِه النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هذَا ؟ قَالَ قَسَمْتَه لَكَ ، فَقَالَ مَا عَلى هذَا اتَّبَتُكَ وَلَكِن اتَّبَعْتُكَ عَلى اَنْ أُرْمى اِلى هٰهُنَا وَ أَشَارَ اِلى حَلْقِه بِسَهْمٍ ، فَاَمُوْتَ فَاَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ اِنْ تَصْدُق اللّٰهَ يَصْدُقَكَ فَلَبِثُوْا قَلِلاً ثُمَّ نَهَضُوْا اِلى قِتَال الْعَدُوْا فَأَتِىَ بِه إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَه سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ - فَقَل صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُوَ هُوَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ : قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ فَصَدَقَه ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جُبَّتِه الَّتِىْ

عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِىْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا أَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى ذٰلِكَ - (نسائى)

৪৪৮. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আল হাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে ঈমান আনেন এবং বলেন, 'আমি আমার ঘরদোর ছেড়ে এখানে মদীনায় এসে আপনার কাছে থাকবো।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়ে সাহাবাদের কিছু হেদায়াত দান করেন। তারপর যখন জিহাদ হলো ও গনীমতের মাল পাওয়া গেল, তার মধ্য থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই বেদুঈনের জন্য কিছু গনীমতের মাল রেখে সাহাবীদের বললেন, 'সে যখন আসবে তখন তাকে দিয়ো।' গনীমতের মাল বন্টনের সময় বেদুঈন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। মুজাহিদরা যখন উট চরাতে নিয়ে গেলেন তখন তিনি ফিরে এলে সকলে তাঁর অংশ তাঁকে দিলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি?' সবাই বললেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে এগুলো দান করেছেন।' তখন তিনি আপন অংশ নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হুজুর, এসব কি?' তিনি বললেন, 'এ তোমার অংশ, যা আমি তোমাকে দান করেছি।'

তিনি বললেন, 'আমি তো এ মালের জন্য আপনার সঙ্গী হইনি। আমি তো এ আশায় আপনার আনুগত্য স্বীকার করেছি যে, শত্রুর কোন তীর আমার গলায় এসে বিদ্ধ হোক আর আমি শহীদ হয়ে যাই ও জান্নাতে প্রবেশ করি।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তোমার নিয়ত সহি হয় তাহলে আল্লাহ তোমার এ ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবেন।' তার কিছু দিন পর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আবারও ময়দানে নেমে আসেন মুসলমানগণ। তিনিও ওদের সঙ্গী হন এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর তার মৃত্যুদেহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হয়। তার গলায় শত্রুর এক তীর বিদ্ধ হয়েছিল, যার ফলে তার মৃত্যু হয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'এই কি সে ব্যক্তি, যে শাহাদাতের আকাঙ্খা করছিল?' সবাই বললেন, 'হ্যাঁ, এই সে ব্যক্তি।' তিনি বললেন, 'এর নিয়ত সহি ছিল আর আল্লাহ তার আকাঙ্খা পূরণ করে দিয়েছেন।' তারপর তিনি নিজের পবিত্র জুব্বা খুলে তা দিয়ে তার কাফন করেন। তারপর জানাযা পড়ে তার জন্য এই ভাষায় দোয়া করেন: 'হে আল্লাহ, এ আপনারই বান্দা। এ আপনারই রাস্তায় হিজরত করেছে এবং আপনারই রাস্তায় শাহাদাত লাভ করেছে, আমি এর সাক্ষী।" (নাসাঈ)

www.bjilibrary.com

◆ **জান্নাতের আকাঙ্খা**

٤٤٩ – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً مِّنَ الْحَبْشَةِ أتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْتُمْ عَلَيْنَا بِالأَلْوَانِ وَالنُّبُوَّةِ أفَرَأيْتَ انْ اَمَنْتُ بِمِثْلِ مَا امَنْتَ بِه وَ عَمِلتُ بِمِيِّل مَا عَمِلْتَ بِه إنِّى لَكَائِنٌ مَّعَكَ فِىْ الْجَنَّةِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ الِهَ الاَّ اللّهُ كَانَ لَه عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ ، وَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ كُتِبَ لَه مِائَةُ الْفَ حَسَنَةٍ فَقَالَ رَجلٌ يَارَسُوْلَ ، كَيْفَ نَهْلك بَعْدَ هذَا ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بَيْدِه انَّ الرَّجُلَ لَيَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلٍ لَوْ وَضِعَ عَلى جَبَلٍ لاَّ ثْقَلَه فَتَقُوْمُ النَّعْمَةُ مِنْ نَعَمِ اللّهِ فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذلك كُلَّهُ لَوْلاَ مَا يَتَفَضَّلُ اللّهُ مِنْ رَّحْمَتِه ثُمَّ نَزَلَتْ (هَلْ اَتى عَلَى الانسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذكُوْا) إلى قَوله : (وَاذَا رَأيْتَ ثُمَّ رَأيْتَ نَعِيْما وَّ مُلْكَا كَبِيْرًا) فَقَالَ الْحَبْشِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَرى عَيْنِىْ فِىْ الْجَنَّةِ مِثْلَ مَا تَرى عَيْنُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ، فَبُكَى الْحَبْشِىُّ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ فَقَالَ بْنُ عُمَرَ فَأنَا رَأيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِيْهِ فِىْ حُفْرَتِه - (ترغيب و ترهيب ، طبرانى)

৪৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "আফ্রিকার কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনাকে নবুয়ত দান করা

হয়েছে এবং আল্লাহতায়ালা আপনাকে সুন্দর চেহারা ও বর্ণ দান করেছেন। আমাদের মধ্যে কোন নবী আসেননি এবং আমরা কালো রঙের মানুষ। আমাকে বলুন, যদি আমি ঈমান আনি ও ঈমান অনুযায়ী আমল করি তাহলে কি আপনার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে পারবো?' তিনি বললেন, 'সেই সব লোক, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এর ওপর ঈমান রাখবে তাদের সবাইকে আল্লাহতায়ালা জান্নাতে আমার সঙ্গে রাখবেন। তিনি আপন কিতাবে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' (আন-নিসা ঃ ৬৯ -৭০) আর যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ' বলে এ ঘোষণা দেবে তার আমলনামায় এক লক্ষ নেকী লেখা হবে।

তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এরপর আমরা কিভাবে জাহান্নামে যাবো?' তিনি বললেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, কিয়ামতের দিন মানুষ এত নেকী নিয়ে যাবে যে, যদি তা কোন পাহাড়ের উপর রাখা হয় তাহলে পাহাড় তা বহন করতে পারবে না। কিন্তু যখন আল্লাহর কোন নিয়ামতের সঙ্গে এসব নেক আমলের তুলনা করা হবে, তখন সে নিয়ামত তার সমস্ত আমল অপেক্ষা ভারী হবে। তাই নেক আমলের জন্য কারো অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহর রহমত ও দয়ার ফলেই জান্নাত পাওয়া যাবে।' তারপর তিনি সূরা দাহর প্রথম আয়াত থেকে মূলকান কবীরা পর্যন্ত পড়েন, যাতে অকৃতজ্ঞদের মন্দ পরিমাণ ও জান্নাতবাসীদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
এ কথা শুনে হাবসী ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি যেভাবে জান্নাতের নিয়ামতকে দেখেছেন, যেভাবে এই সূরার মধ্যে সেসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, আমার চোখ তা কি জান্নাতে দেখতে পাবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' এ কথা শুনে হাবসী ব্যক্তিটি কাঁদতে শুরু করে দেন এবং এমনকি শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তাকে কবরে নামাতে।" (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

◆ আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তিনি তাঁর উপদেষ্টা হন

٤٥٠ – قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِأَمْرِئٍ خَيْرًا جَعَلَ لَه وَاعِظًا مِنْ نَفْسِه ـ (مسند الفردوس)

৪৫০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে খুব বেশী মঙ্গল দান করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরকে তাঁর উপদেষ্টা বানিয়ে দেন। তারপর তাঁর আর অন্য কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তার অন্তর এত সজাগ থাকে যে, তাকে ভুল পথে ঠেলে দেয়ার কোন সুযোগ শয়তান পায় না।" (মুসনাদে ফেরদৌস)

www.bjilibrary.com

যাদে রাহ

পথের সম্বল